শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—*:০:*—

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—*:o:*—

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।

সাধনে সর্ব্ব বর্ণগুরু নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবকে ও লঘু জ্ঞান করে। বর্ণগুরু সমৎসর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবকে আভিজাত্যে লঘু জ্ঞান করিলে বা তাঁহার যোগ্য সমাদর না করিলে জীব বিষয়ী হইয়া পড়েন।

যে সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবিচারহীন ভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি গুরুপদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-সেবা কুতূহল ভক্তকে ও অপ্রাকৃত ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মরহিত মনে করেন এবং তাঁহাদের প্রাক্তন শৌক্রবর্ণাদির বিচার করেন তাঁহাদের শুদ্ধাভক্তি উদয় হয় নাই জানিতে হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তগণকে শৌক্রবর্ণ বিচারে অভদ্র শূদ্র চণ্ডালাদি অভিধান করিতে ব্যগ্র তাদৃশ গুরু পদাসীন মিছা ভক্তগণ অনেক স্থলে অর্থলোভে কৃষ্ণভজনোন্মুখ জনকে বিষসাশী বলিয়া গ্রহণ করিয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে রজত সুবর্ণাদি বা বস্ত্রাদি লইয়া নিজ গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করেন পরন্তু তাহাঁদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিলে তাঁহাদের জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিলাম বলিয়া কপটতার প্রশ্রয় দেন। শ্রীগৌরসুন্দর কিন্তু এতাদৃশ কপটতা বারংবার নিষেধ করিয়াছেন। পরমার্থবিষয়ে এরূপ

সমাজ আচ্ছাদন করিয়াছে। সমৎসর শৌক্র ব্রাহ্মণগণ গুরুপদাসীন হইয়া সমাজের ভয়ে অবরকুলোৎপন্ন শূদ্রগণের দীক্ষাপ্রদান করিয়া ও তাহাদিগকে শূদ্রাদি বলিয়া তাহাদের সহ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের অন্নজলাদি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছেন। পতিতপাবন গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া পতিতকে উত্তোলন করা দূরে যাক্ আপনাদিগের নিজ পাতিত্যভয়ে ভীত হইয়া পরমার্থ পর্য্যন্ত ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পতিতকে অব্রাহ্মণ জানিয়া নিজের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই কি শ্রীমহাপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন? পতিতকে হরিসেবা করিবার যোগ্যতা দিবেন না বলিয়াই কি শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা। আমরাতো শুনিয়াছি!

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥

দীক্ষাদিবার পরে ও গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক বৈষ্ণবকে যিনি অব্রাহ্মণ মনে করেন বা নিন্দা করেন তাঁহার হরিভক্তির পরিমাণ কিরূপ তাহা পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন।

প্রার্থনা।

কবে শ্রীগৌরাঙ্গ, বলিতে এ অঙ্গ
পুলকে পূরিত হবে
শ্রীনাম কীর্ত্তনে কবে বা নয়নে
অশ্রু ধারা প্রবাহিবে ॥
অক্রোধ পরমা- নন্দ নিত্যানন্দ-
স্বরূপ শ্রীগুরু কবে।
অনাথ ভাবিয়া আমার গৌরাঙ্গ
শ্রীচরণে সমর্পিবে ॥
কবে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিমান,
পুড়িয়া অঙ্গার হবে ;
কবে বা আমার চিৎ অনুরাগ,
শ্রীগৌরাঙ্গে উপজিবে ॥

অন্য অভিলাষী কর্ম্মী জ্ঞানী সঙ্গ
কবে বা যাইবে মোর।
কবে বা শ্রীগুরু চরণ কৃপায়
নাম রসে হব ভোর ॥
কবে সে বুঝিব নাম চিন্তামণি
জড়াক্ষর কভু নয়।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য স্বরূপ
শ্রীরস বিগ্রহ হয় ॥
কবে সে বুঝিব নাম নিত্য শুদ্ধ
নিত্য পূর্ণ মুক্ত এই সে সার।
নাম নামী ভিন্ন নহেত কথন,
প্রপঞ্চে উদিত অক্ষরাকার ॥
এ হেন শ্রীনাম একান্ত আশ্রয়ে
নামাভিন্ন নামী শ্রীকৃষ্ণ পাই।
কবে সে বুঝিব নামাশ্রয় রীতি
যাহে অপ্রাকৃত শ্রীনাম গাই ॥
প্রথমাপরাধ সাধুনিন্দা কবে
হইয়া বিরত লইব নাম।
দ্বিতীয়াপরাধ অন্য দেবতায়
শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান ॥
তৃতীয়ে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব-বেত্তা গুরু,
অবজ্ঞা কখন না হয় যেন।
চতুর্থাপরাধ, অতি সে বিষম
শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দা ছাড়িয়ে প্রাণ ॥

পঞ্চমাপরাধ নামে অর্থবাদ,
সুভীষণ কাল ভুজঙ্গ প্রায়।
নামের অপার ফল শ্রুতি শুনি,
তাহে অবিশ্বাস কভু না হয়॥
ষষ্ঠ অপরাধ নামবলে পাপ
প্রবৃত্তি কখন না হয় লেশ।
যেন) সপ্তমাপরাধে, বীতরাগ রহি
শ্রদ্ধাহীন জনে নামোপদেশ॥
শ্রীনামের সহ অন্য শুভকর্ম্ম
তুল্য জ্ঞান যেন কভু না হয়।
অষ্টমাপরাধ যাহার খেয়াতি
ভজন সুবিজ্ঞ জনেতে কয়॥
নবমাপরাধ নাম সে প্রমাদ,
নামে প্রেমভক্তিপ্রাপ্তির বাধ।
ভজনান্তরায় সুভীষণ এই,
মত্ত হস্তীপ্রায় সে অপরাধ॥
দশমাপরাধ, অতীব দুর্ব্বার,
নামে প্রেমোদ্গম হতে না দেয়।
ব্রহ্ম হরিদাস নামাচার্য্য তারে,
অহং মমভাবাপরাধ কয়॥
শ্রীনাম ভজনে এ দশাপরাধ,
শূন্য হয়ে নাম আভাস করে।
করি পাপ ক্ষয়ে শুদ্ধনামোদয়ে,
এ অধমে কবে সে (কৃষ্ণ) প্রেম দিবে॥

হেন অপ্রাকৃত এক কৃষ্ণনাম,
লইতে নয়নে প্রেমাশ্রু ব'বে।
শ্রীগুরু কৃপায় আমার অদৃষ্টে,
হেন দিন কবে উদিত হবে॥
কবে বা সাধন দশার বিয়োগে,
ভাব দশা মোর হবে উদয়।
তদন্তে সে যাহা অতীব মধুর,
মোর ভাগ্যে যদি সম্ভব হয়॥
তবে সে মাহেন্দ্র সুক্ষণ সংযোগ,
কবে বা ঘটিবে আমার ভালে।
সখিরূপা গুরু কৃষ্ণ প্রিয়তমা,
তৎপথ দর্শক সুকৃপা বলে॥

বৈষ্ণব কৃপাভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার, সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য

ভক্তির লক্ষণ।

শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যে অপরূপ ভক্তিরসামৃত উদ্ধার করিয়াছেন তাহারই কণা মাত্র আস্বাদন করিবার প্রয়াসী হইয়া আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। বিভিন্ন ভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্তির বিভিন্ন লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ ভক্ত্যাচার্য্যগণ আমাদের বোধসৌকর্য্যার্থে কত বিভিন্ন ভাবে ভক্তিরহস্যের ব্যাখ্যা ও

প্রচার করিয়াছেন কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত অশেষ মাধুর্য্যসমন্বিত যে অপূর্ব্ব ভক্তিলক্ষণ দেখিতে পাই তাহার আর তুলনা নাই।

শ্রীগোপাল তাপনীয় শ্রুতিতে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনম্। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি।"

অর্থাৎ ইহাঁর ভজনাই ভক্তি। ঐহিক ও পারত্রিক উপাধি নিরসন পূর্ব্বক ইহাতে মনঃকল্পনকে ভজনা বলে। তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য।"

এই শ্রুতিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এবং ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য বিশেষ ভাবে প্রকটিত করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রুতিতে ইহামুত্র উপাধির নৈরাস্যের দ্বারা শ্রীভগবানে মনঃকল্পনরূপ ভজনাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। ইহামুত্রোপাধিশূন্যতা লক্ষণই সংক্ষিপ্ত অথচ পরিস্ফুট করিয়া শ্রীগোস্বামী পাদ অন্যাভিলাষিতাশূন্যং লিখিয়াছেন মনঃকল্পনরূপ ভজনা বলাতে অনুকূলভাবে ভজনাই অবশ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য, কারণ প্রতিকূলভাবে মনঃকল্পনকে ভজনা বা ভক্তি নামে উদাহৃত করা যাইতে পারে না। শ্রুতির এই উহ্য তাৎপর্য্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পূর্ণ করা হইয়াছে। মনঃকল্পন ও ভজনা পদ অপেক্ষা অনুশীলন পদে যে নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত আছে তাহা অনুশীলন পদের ব্যাখ্যায় অগ্রে পরিব্যক্ত হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে উক্তরূপ ভজনাই নৈষ্কর্ম্ম্য। যাঁহার ইহামুত্র কোনরূপ ফললাভের বাসনা নাই তাঁহার পক্ষে শ্রৌতস্মার্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মের আর আবশ্যকতা কি? ভজনের আনুষঙ্গিক অবশ্য নিষ্পাদ্য কর্ম্মব্যতিরেকে যাবতীয় কর্ম্মরাশি পরিত্যাগ করিয়া তিনি কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকেন। কিন্তু শুধু নৈষ্কর্ম্ম্য বলিলে ভক্তির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না।

ভক্তির সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ লক্ষণে ভক্তিবিরোধী অন্যান্য সাধনমতের নিরাস আবশ্যক। নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদীগণ জ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র দ্বাররূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ বৈরাগ্যবাদীগণ বৈরাগ্যের প্রাধান্য তারস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন। সাংখ্যযোগাদি বিভিন্ন দর্শন পন্থীগণ স্ব স্ব দর্শনানুযায়ী বিভিন্ন সাধনা অবলম্বনের উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সাধনা ব্যতীত শিথিলতা প্রভৃতি অপর বিধ নানাপ্রকার বিঘ্ন ভগবদ্ভক্তজনের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপথে বাধা প্রদান করিতে পারে। ভক্তিলক্ষণে এই সকল বিঘ্নেরও নিরাস আবশ্যক।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সামান্যতঃ ভক্তিমার্গে পরিবর্জ্জনীয়। ভক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে বটে কিন্তু জ্ঞানবৈরাগ্যাদির অত্যধিক প্রাধান্যে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিয়া থাকে বলিয়াই উহার আতিশয্য ভক্তিমার্গের পরিপন্থী। ভক্তি অতি সুকুমার প্রকৃতি। কোন কারণে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিলে ভক্তিস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত ঘটে। এই নিমিত্ত ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ চিত্তের কঠিনতাসাধক জ্ঞান বৈরাগ্যাদি পরিবর্জ্জনের উপদেশ করিয়াছেন তজ্জন্য উক্ত হইয়াছে।

কর্ম্মবিক্ষেপকং ভক্ত্যা বৈরাগ্যং রসশোষকম্।
জ্ঞানং হানিকরং তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতিতাম্ ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম ভক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে, বৈরাগ্যে ভক্তিরস শুষ্ক করে জ্ঞান ভক্তির হানি করে; কিন্তু কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও জ্ঞান শোধিত হইলে ভক্তির অনুগামী হয়। শ্রুতিতে কেবলমাত্র কর্ম্মহীনতার উল্লেখ হইয়াছে পরন্তু জ্ঞান বৈরাগ্য শিথিলতা প্রভৃতি অন্তরায় সমূহের স্পষ্ট নিষেধ করা হয় নাই। শ্রুতির উক্ত উহ্য অংশ পূর্ণ করিয়া শ্রীগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"।

'অন্যাভিলাষিতশূন্যং' এবং 'জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং' এই দুইটি বিশেষণ পদের দ্বারা ভক্তির তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তী চরণে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনই' উত্তমা ভক্তি। 'আনুকূল্যেন' পদের তৃতীয়া বিভক্তি উপলক্ষণে ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা বিশেষণবিবক্ষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা বা স্পৃহণীয়া প্রবৃত্তিই আনুকূল্যভাব, তাহাই ভক্তি। প্রশ্ন হইতে পারে 'আনুকূল্য' বলিলেই যদি ভক্তি বুঝায় তবে পুনরায় অনুশীলন পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য কি? ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। 'অনু' ও 'শীলন' এই দুইটী শব্দ লইয়া অনুশীলন পদ গঠিত। আনুকূল্য ভাব জাত হইলে মুহুর্মুহুঃ শীলন কর্ত্তব্য ইহাই 'অনু' শব্দের অভিপ্রায়। শীলন শব্দের ধাত্বর্থ দ্বিবিধ (১) প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীরিক মানসিক ও বাচনিক চেষ্টা এবং (২) প্রীতিবিষয়াত্মক মানসিক ভাব। তন্মধ্যে ভাবরূপটি চেষ্টারূপের কারণ হইলেও তাহা স্বপ্রকাশরহিত; চেষ্টারূপ কার্য্য স্বপ্রকাশধর্ম্মী বলিয়া ভাবরূপকে নিয়ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। তাই ধাতু হইতে অনুশীলন শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ উক্ত প্রকারে দ্বিবিধ হইলেও চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের পর্য্যায়রূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ধাত্বর্থঘটিত মর্ম্ম বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্তই অনুশীলন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'কৃষ্ণানুশীলন'এর অর্থ কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অনুশীলন অথবা কৃষ্ণার্থ অনুশীলন। এই অনুশীলনরূপ চেষ্টায় কারণীভূতভাব একমাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদির দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ধাত্বর্থঘটিত এইভাবরূপ ক্রোড়ীকৃত আছে বলিয়াই স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবও এই ভক্তিলক্ষণের অন্তর্গত হইতে পারিয়াছে, তত্তৎভাবে ভক্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ ঘটে নাই। অনুশীলন শব্দের এই সর্ব্বাবগাহিতা ও মাধুর্য্য ভজনা মনঃকল্পন প্রভৃতি শব্দে তেমন পরিস্ফুট নহে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", তাই অন্য কোন দেবতার

উল্লেখ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তিরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। গোপাল তাপনীয় শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির অদ্বিতীয় বিষয় এবং চরম বিশ্রাম স্থান। ভক্তিলক্ষণের কৃষ্ণ শব্দ তদীয় অবতারাদির ও উপলক্ষক, কারণ পূর্ণ বলিলে স্বতঃসিদ্ধভাবে অংশেরও গ্রহণ হইয়া থাকে তবে তাঁহার অন্যান্য অবতারাদিতে ভক্তির ক্রিয়া হইলেও সে ক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তত্তৎস্থলীয় ভক্তির ন্যূনতা অনিবার্য্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন :—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯।২৩ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ৯।২৫ ॥

তাই শ্রীগোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণানুশীলনেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে অনুশীলন অনুকূলভাবে হওয়া চাই, কারণ প্রতিকূল ভাবে অনুশীলনকে কেহ ভক্তি বলে না। এস্থলে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নারদোক্ত নিম্নলিখিত বচনের সহিত ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুর বিরোধ মনে হইতে পারে—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥ ৭।১।২৫ ॥
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ২৬ ॥
কামাৎ দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎকংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ২৯॥
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ॥ ৩০॥

কিন্তু একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বিরোধের আশঙ্কা অমূলক বলিয়া মনে হয়। ভক্তি সাধনের সর্ব্বনিম্ন সোপান বৈধীভক্তির অপেক্ষা ভাবভূমির স্থান যে উচ্চে তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম, স্নেহ ও সম্বন্ধ অনুকূল ভাবে ভাবিত বলিয়া রাগানুগ ভক্ত ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রতিকূল ভাবিত দ্বেষ ও ভয় রূপ বৈরানুবন্ধ ভক্তি নহে। শ্রীগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

আনুকূল্য বিপর্য্যাস্যাদ্ভীতি-দ্বেষৌ পরাহতৌ।

ভক্তিশব্দার্থে বৈরভাবও অন্তর্গত করিলে ভক্তিশব্দের ব্যাপ্তি সহজ সীমা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যবহারবিরোধী হইয়া পড়িবে। ভাগবতোদ্ধৃত পদ্যে শ্রীনারদও সর্ব্বদা বৈরানুবন্ধকে ভক্তিযোগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বেষ ভয় প্রভৃতি বৈরানুবন্ধ ভাবপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নিম্নাধিকারীর অনুষ্ঠেয় বৈধীভক্তি অপেক্ষা শ্রেয় এই কথাই উদ্ধৃত বচনের তাৎপর্য্য। বৈধীভক্তি অপেক্ষা ভাবরূপ অবিহিত বৈরানুবন্ধ শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তা করিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কিন্তু ভাবভূম্যারূঢ় হইলেও বৈরানুবন্ধ ভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণে অবিহিত ভাবও প্রযুক্ত হইলে তুল্যফলদায়ী হয় ইহাই উদ্ধৃত প্রকরণের বিবক্ষিত বিষয়। ১০ম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়েও ঠিক এই বিষয়ের প্রসঙ্গ হইয়াছে, তাহার টীকায় শ্রীমৎ স্বামীপাদ লিখিয়াছেন যে বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, বিষ বোধে অমৃতপান করিলেও বিষপানের ফল না হইয়া অমৃতপানেরই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জুগুপ্সিত ভাবও প্রযুক্ত হইলে

শ্রীকৃষ্ণ লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ফলসাম্য হইলেও জুগুপ্সিত প্রতিকূল ভাবকে ভক্তিনামে কদাচ অভিহিত করা যাইতে পারে না।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নির্দ্ধারিত এই ভক্তিলক্ষণের সহিত এক্ষণে অন্যান্য ভক্তিতত্ত্ববিদের লক্ষণ তুলনায় আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের ভক্তিবিবরণ আলোচনা করিব। তিনি শ্রীভাষ্যে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিমার্গ সুপ্রতিষ্ঠার কার্য্য আরম্ভ করেন। উপনিষদে যে যে স্থলে বিদ্‌ধাতুর (বেদন) প্রয়োগ হইয়াছে তত্তৎস্থলে বেদন শব্দের অর্থ যে উপাসনা ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রসঙ্গে তিনি শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন—

ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ...... উপাসনং স্যাৎ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনাৎ নির্ব্বচনাচ্চেতি তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। ... ... এবং রূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেন অভিধীয়তে, উপাসনপর্য্যায়ত্বাত্ভক্তিশব্দস্য শ্রীভাষ্য ১অ ১ পা ১ সূ।

অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তমান স্মৃতিপ্রবাহময় ধ্রুবাস্মৃতির নাম ধ্যান। ...... লোক প্রসিদ্ধি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায় যে উপাসনা ও ধ্রুবানুস্মৃতি এক। এইরূপে বারম্বার অনুষ্ঠিত সেই উপাসনাত্মক বেদনকেই ধ্রুবানুস্মৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ভক্তিশব্দেও এবম্বিধ ধ্রুবানুস্মৃতিই অভিহিত হইয়া থাকে; কারণ ভক্তি শব্দটি উপাসনারই পর্য্যায় বা একার্থবোধক।

অতএব শ্রীরামানুজের মতে ধ্যান, বেদন ও উপাসনা ভক্তিরই পর্য্যায়ভুক্ত এবং ভক্তির অর্থ তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিসন্তানরূপা ইষ্টদেবের ধ্রুবানুস্মৃতি। আমরা ধ্যানশব্দে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি

এই ব্যাখ্যানুসারে ভক্তি কেবলমাত্র সেই মানসিক ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইতেছে। যে অতুলনীয় ভাবসম্পদ ভক্তির হৃদয় ও কেন্দ্রস্বরূপ রামানুজাচার্য্যের ভক্তিলক্ষণে তাহা আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশমান হইতে পারে নাই। স্মৃতি ও ধ্যান সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি প্রকার মুখ্যাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত যথা

স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু। ২য়া লহরী।

ভক্তিমার্গের সর্ব্ব প্রথম সোপান বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটী অঙ্গের সহিত ভক্তির সমীকরণ করিলে ভক্তির মাধুর্য্য ও মহনীয় ব্যাপকতার হানি করিয়া উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরতিশয় সঙ্কুচিত করা হয়। বিশেষতঃ মূলীভূত ভাবের প্রাধান্য যথারূপ প্রকটিত না করায় শ্রীরামানুজপ্রদত্ত লক্ষণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবানের নিকট ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যে ভক্তিবর প্রার্থনা করিয়াছিলেন অনেকের মতে তাহাই ভক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা।

যা প্রীতিরবিবেকীনাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

বিষ্ণুপুরাণ। ১।২০।১৯

অর্থাৎ, অবিবেকী ব্যক্তিগণের নানাবিধ বিষয়ভোগে যেরূপ প্রীতি জন্মিয়া থাকে, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন অপহৃত না হয়। *

---

* The best definition of Bhakti yoga is perhaps that given by Prahlada ... We see what a strong love men who donot better, have for sense objects, for money, for dress, for their wives and children and friends, and possessions, what a tremendous clinging

অবিবেকী সংসারী ব্যক্তিগণের বিষয়াসক্তি যেরূপ প্রগাঢ় তদনুরূপ দৃঢ় আসক্তি ভগবদভিমুখিনী করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ভক্তি সাধনের প্রথমাধিকারীর পক্ষে ইহার সত্যতা ও দিগদর্শনকারিত্তা অস্বীকার করা চলে না তবে ভক্তির পূর্ণাবয়ব লক্ষণ হিসাবে এই সংজ্ঞা যে অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। অবিবেকী ব্যক্তিগণ স্বার্থানুবন্ধেই বিষয় ভোগে আসক্ত; নিজ স্বার্থসিদ্ধি হেতুই বিষয় ভোগে তাঁহাদের প্রীতি জন্মিয়া থাকে। উত্তমাভক্তি কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে অহৈতুকী অন্যাভিলাষিতাশূন্যা। স্বার্থগন্ধযুক্ত বিষয়াসক্তি এবং অহৈতুকী ভগবদ্‌ভক্তির পার্থক্য অনেক বেশী; অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির সহিত প্রাকৃত বিষয়াসক্তির তুলনা সেইজন্য হইতেই পারে না। 'তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে যেন অনপায়ী প্রীতির উদ্ভব হয়' ইহাও ভক্তির আদর্শ হইতে পারে না। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদি লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ ১৬৫॥
× × × × × × × ×
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥ ১৬৯॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥ ১৭০॥

---

they have to all these things. So with this definition the sage says, "I will have that attachment, that tremendous clinging, only for thee". This love when given to God is called Bhakti.

Vivekananda in his Religion of love chapter 1.

বিশেষতঃ ভক্তির অন্তরায় সমূহের নিরাস না থাকায় বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই লক্ষণকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন বলা যাইতে পারে না ।

নারদ ও শাণ্ডিল্য সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিসূত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে অমর-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে ভক্তিমার্গানুযায়ী বৈষ্ণবগণ ভক্ত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন প্রভৃতি নানাবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। সেই সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবত ও পাঞ্চ-রাত্র মতই প্রধান ছিল। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ও ভক্তিতত্ত্ব বিশদভাবে উপদিষ্ট ও আলোচিত হইয়াছে। নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেই সকল লক্ষণের সহিত শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট লক্ষণের তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

নারদভক্তিসূত্রের ভক্তির লক্ষণ যথা

সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা সেই ভক্তি কাহার ও প্রতি পরম প্রেমস্বরূপ ।

শাণ্ডিল্য সূত্রের লক্ষণ যথা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। ২ সূ

ঈশ্বরে পরা আনুরক্তিই ভক্তি।

শ্রীগোস্বামীপাদ স্বীয় ভক্তিলক্ষণ নির্দ্ধারিত করিয়াই প্রমাণ স্বরূপ নারদ পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

নারদপঞ্চরাত্র

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবনকেই ভক্তি বলে। সেই সেবন সকল উপাধি হইতে বিনির্ম্মুক্ত, ভগবৎ পরায়ণতাযুক্ত এবং নির্ম্মল ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩।১৪ শ্লোক

অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন, সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য এবং একত্ব দান করিলে ও আমার সেবা ব্যতিরেকে উঁহাদের কোনটিই গ্রহণ করে না তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে উদাহৃত হয়।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর ভক্তিলক্ষণের প্রত্যেকটি পদের সহিত এই সকল লক্ষণ মিলাইয়া দেখা যাউক।

নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্রে এই বিশেষণ স্পষ্টীকৃত হয় নাই। অন্যাভিলাষ বর্জ্জন বুঝাইবার নিমিত্ত পঞ্চরাত্রে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং এবং ভাগবতে অহৈতুকী' বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলে ও ভক্তজন ভগবৎ সেবা ছাড়িয়া তাহা গ্রহণ করেন না এই দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির অন্যাভিলাষশূন্যতা এবং মোক্ষলঘুকৃৎত্বের চরম উদাহরণ দিয়াছেন। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ নারদ-ভক্তিসূত্রে জ্ঞান কর্ম্মাদি হইতে ভক্তির প্রাধান্য কথিত হইয়াছে যথা

সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা

৪র্থ অনুবাক

ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ও অধিক।

শাণ্ডিল্যসূত্রে ও তদনুরূপ প্রাধান্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ। ৪।

তয়োপক্ষয়াচ্চ। ৫।

তদেব কর্ম্মিজ্ঞানি-যোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ।২২।

অর্থাৎ ভক্তি জ্ঞান নহে, কারণ দ্বেষযুক্ত ব্যক্তির জ্ঞানে ভক্তি সম্ভাবনা নাই এবং ভক্তির দ্বারা জ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪।৫।

শাস্ত্রে ভক্তকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ২২

উভয় সূত্রেই জ্ঞান কর্ম্ম ও যোগ হইতে ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইলেও ভক্তি যে জ্ঞান কর্ম্মাদি আবরণ হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃত হওয়া আবশ্যক তাহা স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই। বক্ষ্যমাণ লক্ষণ বুঝাইবার নিমিত্ত নারদ পঞ্চরাত্রে নির্ম্মলং এবং শ্রীমদ্ভাগবতে অব্যবহিতা এই দুই বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উভয়ই অস্পষ্ট। কি কি বিজাতীয় ভাবদ্বারা ভক্তি মলিনতাপ্রাপ্ত ও ব্যবহিত হইতে পারে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

আনুকূল্যেন :—শাণ্ডিল্যসূত্রে এই ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে যথা।

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাৎ রসশব্দাচ্চ রাগঃ। ৬।

ভক্তি দ্বেষের প্রতিপক্ষভাব। শ্রুতিতে ইহাকে রস শব্দে উল্লিখিত করায় ইহা অনুরাগ।

নারদপঞ্চরাত্রের তৎপরত্বেন শব্দ আনুকূল্যভাবদ্যোতক, কিন্তু নারদ সূত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যথা ক্রমে পরম প্রেম ও ভক্তি এই পদদ্বয়ের অর্থ নিহিত অনুকূলভাব পরিস্ফুট করা হয় নাই।

কৃষ্ণানুশীলন :—

অনুশীলন—নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্রে অনুশীলনরূপ কার্য্যাত্মক চেষ্টার কোন উল্লেখ নাই, কেবল কারণাত্মক ভাবরূপ 'পরমপ্রেম' ও পরানুরক্তিরই অবতারণা করা হইয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রেম ও রাগ

পারিভাষিক শব্দ। সাধন ও সাধ্য ভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। সাধন ভক্তি আবার দুই প্রকারঃ—বৈধী ও রাগানুগা। সাধ্যভক্তিও ভাব ও প্রেম ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রেমই ভক্তির পরাকাষ্ঠা, প্রেমের অঙ্কুরাবস্থাকে ভাব বলে। নারদ ভক্তিসূত্রে কেবল পরমপ্রেমকেই ভক্তিস্থানীয় করায় অন্যান্য নিম্নসোপানগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে অনুরাগ বা রাগানুগার সহিত ভক্তির সমীকরণ করায় কেবলমাত্র ভক্তির একদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে। উভয় সূত্রেরই ভক্তিলক্ষণে ভক্তিশব্দের তাৎপর্য্য ক্ষুণ্ণ ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের 'সেবন' শব্দে অভিধাবৃত্তির দ্বারা অপ্রাকৃত দেহাদিব্যাপার রূপ সেবার কথাই আসিয়া পড়ে। নারদ পঞ্চরাত্র তো স্পষ্টই বলিতেছেন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা'। নারদ পঞ্চরাত্রে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত ভক্তিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ— ভক্তির পূর্ণ লক্ষণে ভক্তির আলম্বন স্বরূপ উপাস্য ইষ্টদেবের উল্লেখ না থাকিলে সে লক্ষণ নির্দ্দোষ হইতে পারে না। নারদসূত্রের অনির্দিষ্ট "কস্মৈ" শব্দে* হৃদয়ের কোন তারে আঘাত পড়ে না, কোন সুকুমারবৃত্তি স্পন্দিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠে না। শাণ্ডিল্যসূত্রের "ঈশ্বর শব্দ" হইতে নারদ পঞ্চরাত্রের "হৃষীকেশ" শব্দ; শ্রীমদ্ভাগবতের "পুরুষোত্তম" শব্দ এবং গোস্বামী পাদের "কৃষ্ণ" শব্দ অধিকতর উপাদেয় ও পূর্ণতা ব্যঞ্জক। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির শ্রেষ্ঠ আলম্বন। আকর্ষণার্থক কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি। তিনি প্রেমময়, মহাপ্রেমে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন

---

* কোন কোন সংস্করণে "কস্মৈ" শব্দের পরিবর্ত্তে "তস্মিন্" পাঠ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাতেও এই অসম্পূর্ণতাদোষের খণ্ডন হয় না।

সন্ত্যবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

অর্থাৎ পদ্মনাভের সর্ব্বমঙ্গল প্রদ বিবিধ অবতার থাকুন কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন এমন কেই বা আছেন, যিনি লতাপর্য্যন্তকে ও প্রেমদান করিয়া থাকেন।

ভক্তির আলম্বন প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের প্রথমা লহরীতে শ্রীপাদ গোস্বামী বলিয়াছেন

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥

তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণ ভগবান্। তিনিই সর্ব্বকারণ এবং পরমতত্ত্ব।

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

মাধুর্য্যের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ রূপ অশেষ মাধুর্য্যের আকর

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্ম্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

শ্রীপাদ গোস্বামীর ভক্তিলক্ষণ যে অন্যান্য লক্ষণ অপেক্ষা পূর্ণতর এবং অধিকতর মাধুর্য্যগুণ সমন্বিত এই পর্য্যালোচনায় তাহাই দেখাইবার কথঞ্চিৎ প্রয়াস পাইয়াছি। এইরূপে যত বিশ্লেষণ করা যাইবে, দেখা যাইবে, গোস্বামী পাদের লক্ষণে ততই মাধুর্য্য অধিক। ভক্তিতত্ত্বের অপরূপ রহস্য একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্টুপ্ শ্লোকে নিহিত করিবার সামর্থ্য শুধু অমানুষী প্রতিভার কার্য্য নহে, ইহা একমাত্র ভগবৎ-প্রেরণাতেই সম্ভব।

পূজ্যপাদ ভক্ত্যাচার্য্যগণের কৃত ভক্তিলক্ষণসমূহের তুলনায় সমালোচনা রূপ গুরুতর কার্য্য নির্দ্দোষভাবে সংসাধন করার সামর্থ্য আমার নাই। ভক্তগণ আমার অসংখ্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার এম এ বি এল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

গীতি (১)।

রাগিণী সুরট, খাম্বাজ একতালা।

কবে হবে বল সে দিন আমার।
আমার অপরাধ ঘুচি, শুদ্ধ নামে রুচি
কৃপাবলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার॥ ১

তৃণাধিক হীন কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি,
সকলে মানদ আপনি অমানী
হয়ে আস্বাদিব নামরস সার॥ ২

ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী,
জন্মে জন্মে দেও ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার॥ ৩

করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্গদ বচন,
বৈবর্ণ বেপথু হবে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার॥ ৪

কবে নবদ্বীপে সুরধুনী তটে,
গৌর নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে,
নাচিয়া গাইয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার॥ ৫

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া,
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥ ৬

কিনিব লুটিব হরিনাম রস,
নামরসে মাতি হইব বিবশ,
রসের রসিক চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার॥ ৭

কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি সুদীন হৃদয়,
ভকতি বিনোদ করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞাটহল করিবে প্রচার॥ ৮

প্রাণের নিতাই।

আহা, কি শুভক্ষণে কি সৌভাগ্য গুণে, আজ আমার এই ভবভয়-ভীত-ভাবনা-ভার-ভূত-হৃদয় ভবনে, এমন মৃত সঞ্জীবনী অপূর্ব্ব অভয় বাণী কে প্রচার করিল রে! নিদারুণ নৈরাশ্যের এই গভীর অন্ধকারে, এমন সুধাংশু শীতল অত্যুজ্জ্বল আশার আলোক কে প্রজ্জ্বলিত করিল রে! সদাসন্দীপ্ত সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষায়, এই প্রচণ্ড অনল কুণ্ডে, এমন সর্ব্বতাপ-হর সুস্নিগ্ধ শান্তিবারি কে ঢালিয়া দিল রে! আমার এই সদা গতি সর্ব্বগ মনোরথে, অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহার বিপথগামী বিবশ ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে, বিবেক কষাঘাতে, এমন মহাজন সেবিত সুপ্রশস্ত রাজপথে, আজ কে পরিচালিত করিল রে! আবার, একি দেখি? আ মরি মরি! আমার এই বিষয়বিষবিকৃত তিক্ত রসনায়, আজ এমন সুধাসমধিক সুমিষ্ট কৃষ্ণ নামরস কে পিয়াইল রে! ওরে, এমন মধুর—মধুরাতিমধুর রস, কৈ আর কথন তো কোথাও আস্বাদন করি নাই। ওরে, এমন শান্তি, এমন স্বস্তি এত সুখ, কৈ আর কথনও তো পাই নাই! এই অতি অভাগ্য, অতি অযোগ্য জীবাধমকে, কোন্ পরম দয়াল পতিত পাবন অগতির গতি মহা-পুরুষ, তাঁহার ত্রিলোকতারণ চরণ স্পর্শে, আজ এমন মহাসৌভাগ্যের সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করাইল!!

কে তুমি গো? কে তুমি? মায়ামলদুষিত দীনহীনের এই শ্রীহীন হৃদয় কুটীরের দ্বারদেশে, এমন ভুবন মোহন রূপে, নব নটবর বেশে কে তুমি? কি মধুর হাসি ঐ চাঁদমুখে! কিবা ঢল ঢল অমিয়রাশি ঐ নয়ন কমলে! কিবা সদাস্নিগ্ধ সুবিমল জ্যোতি ঐ শ্রীঅঙ্গে! হায় হায়, কোথায় কি আছে গো, মূঢ় আমি, কি জানি গো, কি দিয়া কিরূপে, তুলনা দিব ঐ অপরূপ রূপে? এতো রূপ নয় রে, এ যে অনুপরসের

কূপ! এতো হাসি নয় রে, এ যে ভুবনমনধরা মোহন ফাঁসী!! আ মরি মরি, আবার ঐ নূপুর-শোভিত সুন্দর চরণ দুখানি কেমন দেখ! অহো, কি আকর্ষণ ঐখানে! মন তো আর বাগ্ মানে না; ছুটীয়াছে সে প্রবল বেগে ঐ উহাতেই প্রাণ সঁপিতে বাঁধা পড়িতে। তার বড় সাধের সংসার কুঞ্জে, সদালোভনীয় যে শত শত বিষয় পুষ্পে, সে এত দিন আপাত-মধুর পরিণাম বিরস বিষরস পান করিয়া, প্রবল পিপাসা নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল; যাহাদিগকেই সে এতদিন মোহের ঘোরে, সকলের সার বস্তু মনে করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল; আজ সে তার সেই কত আদরের কামরূপ কুসুমনিচয় অনায়াসে পরিহার করিয়া, আকুল আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে ঐ পরমার্থ প্রেমমধুপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মে। পিপাসায় প্রাণ তার ওষ্ঠাগত; বিষরসে সে জর জর, মর মর, বৃথা পর্য্যটনে সে বড় শ্রান্ত; কুহকীর কুচক্রে বিষম প্রতারিত; আর কি তার বিলম্ব সয় গো? যে মহাজ্বালায় সে অহরহঃ জ্বলি জ্বলি করিয়া মরিতেছে; কোথাও, কোন দিন কোন উপায়ে, যাহা তিল মাত্র ও প্রশমিত হয় নাই; সেই অনির্ব্বাণ, অতি ভীষণ, কালের অনল, সে বেশ বুঝিয়াছে, এখানে অন্য কেহই আর নিবারণ করিতে পারিবে না। ইহার সর্ব্বভুক্ লেলীহান্ জিহ্বা, জীবকে ব্রহ্মলোক হইতেও আকর্ষণ করিয়া গ্রাস করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ইহার প্রভাব এ দেশে সর্ব্বব্যাপী। জগদণ্ডনাথ শিব ব্রহ্মা ও ইহার সম্পূর্ণ অতীত নহেন। তাই, কি জানি কাহার ইঙ্গিতে, কাহার প্রেরণায়, মন আমার আজ অন্য সকলকেই তুচ্ছ করিয়া, অন্য সকল বিষয়েই অন্ধ হইয়া, এক লক্ষ্য দৃঢ়সঙ্কল্পে ধাবিত হইয়াছে ঐ চরণ কমলে। জানি না কেমনে সে ঐ প্রেমময় পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়াই, দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার যথার্থ সুখশান্তি, যথার্থ নিবৃত্তি, যথার্থ অভয় ঐ সর্ব্ব সম্পন্ময় শ্রীচরণকমলেই।

আহা,—এমন সকল সুন্দর, ভুবন মনোহর, প্রেমের সাগর, পরম দয়াল কে তুমি গো? মায়াতীত, কালাতীত কোন্ সুখধাম হইতে, কি সুখের সমাচার লইয়া, তুমি আমাদের এই দুঃখের দেশে শুভাগমন করিয়াছ? ও গো, আমি যে বড় দুঃখী—বড় দীন—বড় মলিন—বড় অসহায়; প্রাণঘাতী অতি নির্দ্দয় দস্যুগণের মাঝে আমার বসতি, আমি তা'দের পদানত ক্রীতদাস; তা'দের কঠোর করে আমি সর্ব্বস্বান্ত সদাশঙ্কিত; অবিশ্রান্ত উৎপীড়নে, একান্ত জর্জ্জরিত! এখানে,—এই স্বার্থপর সংসারে, কথায় মাত্র 'আহা' বলিতে ও আমার কেহ নাই! এমন দেশে,—আমার দ্বারে, এমন দয়াল ঠাকুর কে তুমি? কি আসিয়াছ প্রভো, আমার দুঃখ মোচনের জন্য? হাঁ গা,—আমার এ দুঃখ কি মোচন হইবার? এমন কিছু কি কোথাও আছে, যাহাতে আমার এই শোচনীয় দুঃখ দুর্গতির সম্যক্ শান্তি হয়? ওগো, বেশ জানি আমি, বেশ জানি,—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি,—মহামায়ার এই অখণ্ড আধিপত্যে, তাঁহার এই দেব-দুর্ল্লভ সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিপুল বিশ্বভাণ্ডারে, এমন কিছুই নাই—কিছুই নাই, যাহা আমাকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রদান করিয়া সত্য সুখে সুখী করিতে পারে!! কিন্তু, বুঝিয়াছি আমি,—তোমারই ঐ প্রেম ঢল ঢল নয়ন কমলের ঈষৎ ভ্রুভঙ্গ মাত্রেই, বুঝিয়াছি আমি,—আমার কোটি কোটি জন্মের পরম সুকৃতির ফলে, সাধু গুরুর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীপদবলে, আমার নবভাগ্যোদয়ে, মলিন দীন হীন জীবাধমের দ্বারে, আজ কি অমূল্য মহানিধি, কে তুমি মহাপুরুষ স্বয়ং বহন করিয়া আনিয়াছ! তোমার এ ধন, এই কুহকিনী মায়া বা অবিদ্যা ভাণ্ডারের 'ভুয়া' ধন নহে! সকলের অজ্ঞাতে অতি নিভৃতে, এই নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, প্রতিক্ষণ যে মায়াতীত পরম সত্ত্ব লাভের প্রবল পিপাসা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে,—যথার্থ যাহার জন্যই জীব এই নিখিল জগতে নানা

যোনিতে অবিরত যাতায়াত করিতেছে,—নিশ্চয়ই এ সেই সার সত্য পরম পুরুষার্থ 'মূল প্রয়োজন' প্রেম! আর তুমি সেই মায়াতীত নিত্যধামে, প্রেমময় পরমেশ "রসো বৈ সঃ" শ্রীভগবানেরই অভেদাত্মক নিত্যসহচর, প্রেমদাতা প্রাণের নিতাই!!

"একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥"

"সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥"

প্রভো, শরণাগত আমি তোমার! এস,—এস;—ওহে নীলমাধবের হিয়ার ধন, নীল বসন, ওহে গৌরচাঁদের গৌরবের ধন গৌর বরণ, ওহে অগতির গতি পতিত পাবন, প্রাণের নিতাই; এস এস; বস; আমার এই হৃদয়াসনে! এ আসন অতীব মলিন, সত্য; তোমার একান্ত অযোগ্য; তা জানি; কিন্তু, তাহা হইলেও ইহা তোমার ত্যাজ্য তো নহে। তুমি যে জগাই মাধাই এরও উদ্ধার কর্ত্তা; তুমি যে মার খাইয়াও ধন দাও; তুমি যে আমাদের এই অতীব মলিন দশায় একান্ত দয়ার্দ্র হইয়া, এই দারুণ দুঃখের দেশে, এই অনিত্য, অসুখ লোকে, সাধ করিয়া স্বয়ং শুভাগমন করিয়াছ! তবে তোমার আর ইহাতে অনুযোগ কি থাকিবে প্রভো? আর তাহা থাকিবেই বা কেন? অন্ধকার ভবনে আলোকের আগমন হইলে, সে আপনিই যে তাহাকে আপন গুণে আপনার মত করিয়া লইবে। আলোক কি বলিবে আমি অন্ধকার ভবনে যাইব না। আলোক স্বয়ং যখন উপস্থিত, তখন অন্ধকার আর সেখানে কোথায়? কূল প্লাবী প্লাবন যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তখন তার আর স্থানাস্থান বিচার কি থাকে গো? সে আপন প্রভাবেই যে সকল স্থলের সকল ধূলামলা সরাইয়া দিয়া, সকলকে সমান করিয়া লইবে। এস এস, প্রভো, এস;

বস' আমার এই ভবনে—এই আসনে। আমি আমার অতি দীন অতি হীন আয়োজনেই আজ তোমার ঐ পরমার্থপ্রদ পরম দুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিয়া সিদ্ধ প্রয়োজন পূর্ণকাম হইব !!

এস হে দয়াল, কাঙ্গালের নাথ,
প্রাণের নিতাই চাঁদ,
বাঁধহে আমার অবশ মানস,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ !
ছুটাছুটি করি ভ্রমিয়া ভুবন,
মায়ার ছলনে ভুলি,
অমিয়া ভাবিয়া খাই হলাহল
আপনার হাতে তুলি !
জলি তাই এত কত নিশিদিন,
তিল শান্তি কোথা নাই ;
বিফল ভ্রমণে বিষম পীড়িত
পিপাসায় ম'রে যাই !
পিপাসাকাতর পরাণে আমার
দাও বিন্দু প্রেম সুধা ;
যাই সব ভুলে নাচি 'কৃষ্ণ' ব'লে
নাশি এ বিষয় ক্ষুধা !
ভব-রোগ-হর ভেষজ সফল
প্রেম-ময় কৃষ্ণনাম,
গাও নে'চে নে'চে দুটি বাহু তুলে
তুমিও হে অবিরাম !

থাক নিত্য তুমি হৃদয়ে আমার
রোধিয়া সকল দ্বার,—
কৃষ্ণ বিনা কভু কোন কিছু যেন
না আসে তথায় আর !
দিয়া ভার আমি তোমারে সকল
তোমারি চরণমূলে,
নিশ্চিন্ত বসিয়া, নির্জ্জন ভবনে,
ডাকি 'কৃষ্ণ' প্রাণখুলে !
আসুক সহস্র ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
ওই রুদ্ধ দ্বার-দেশে;
চাহিব না আমি কারো পানে বৃথা
গলিব না কারো ক্লেশে !
জানি'— তরুমূলে সলিল সিঞ্চনে
তুষ্ট শাখা-পত্র-চয়,
মূল ত্যজি', ঢালি' সে সকলে বারি
না করিব অপচয় !!
হও হে সহায়, প্রাণের নিতাই
পূরাও বাসনা মম,
বল বলদেব, দাও এ অবলে,
সাধি মূল প্রয়োজন।
জয় নিত্যানন্দ নাম প্রেম-দাতা
পতিত-পরম-গতি।
গৌর-প্রিয়তম, গোলোকের ধন,
করি পদে কোটি নতি।

সজ্জন তোষণী।

অতি দীন হীন না জানি কিছুই,
কি আর কহিব আমি ?
চরণাগতের শরণাগতের
লহ ভার প্রভু তুমি ?
জানি আমি ধ্রুব, সত্য শুভ যাহে,
তোমারি চরণ-বলে,
মিলিবে নিশ্চয়, বিজয় লভিয়া
যাব বাসে হরি বলে।
হরি হরি হরি, হরে কৃষ্ণ রাম
বল ভাই, বল সবে,
লইলে এ নাম প্রাণের নিতাই
নিশ্চয় আপন হবে !!!

—সজ্জন চরণ রেণু

বীর সিংপুর কুঠী
১০ বৈশাখ ১৩২৩।

শ্রীচণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণপুর (বৰ্দ্ধমান)।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে

প্রার্থনা (২)।

বৈষ্ণব চরণে ধরি, কাতরে প্রার্থনা করি,
ভ্রমিয়া চৌরাশিলক্ষ যোনি।
শ্রীহরির কৃপাবলে, পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যফলে,
নরবপু লভেছি ইদানী॥

সাধুসঙ্গ না হইল, এ জনম বৃথা গেল,
মত্ত হয়ে বিষয় মদেতে।
বৈষ্ণবের পদতলে, কবে রাধাকৃষ্ণ বলে,
পড়ে রব মাতিয়া প্রেমেতে॥
যথায় পাষণ্ড গণে, নিন্দয়ে বৈষ্ণব জনে,
না যাব তথায় গেলে প্রাণ।
বৈষ্ণবের দোষগুণ, না করিয়া অন্বেষণ,
করিব শ্রীপাদোদক পান॥
পদরজ শিরে ধরি, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করি,
শীতল করিব পাপপ্রাণ।
সর্ব্বজীবে সম দেখি, হইব পরম সুখী,
ছোট বড় না করিব জ্ঞান॥
চাহি না কামের রতি, ইন্দ্রের অমরাবতী,
কুবেরের ধনে আশা নাই।
বৈষ্ণব দাসের দাস, তাঁর যেবা অনুদাস,
সদা যেন তাঁর সঙ্গ পাই॥
এপাপ জীবন ছাড়ি, পশু পক্ষী আদি করি
জন্মান্তরে যেই দেহ পাই।
শ্রীহরির ভক্তসঙ্গে, মাতিয়া প্রেমতরঙ্গে
সদা যেন হরি গুণ গাই।

বৈষ্ণব পদরেণু ভিখারী
শ্রীতারিণী চরণ হালদার ভক্তিভূষণ।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৮শ খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

অতি প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামীবৃন্দের নিকট চরিতামৃত প্রণয়নের আজ্ঞাপ্রসাদ প্রার্থনা করিলে শ্রীভট্ট ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্য নিজপ্রতিষ্ঠা প্রচারভয়ে তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের কথা লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করেন, তাঁহাদের নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া কবিরাজ গোস্বামী নিজ কৃত চরিতামৃত গ্রন্থে বৃন্দাবনের প্রথিতনামা ভট্ট গোস্বামীর কীর্ত্তি বিশেষরূপে উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু প্রতিষ্ঠার সাধারণ ধর্ম্মানুসারে, নিজ গুণে ভট্ট গোস্বামী জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পরম ভাগ্যবান্ ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্র, প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীগোপালভট্ট অনুমান ১৪২২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ভট্ট গোস্বামীর পিতা ও পিতৃব্যদ্বয়, পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত রামানুজীয় বৈষ্ণব ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিত্য শ্রীবিগ্রহের সেবা পরায়ণ ছিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতমতাবলম্বী ও ব্রজরসাধিকারী হয়েন, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ব্যেঙ্কট প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় মহাশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করেন এই গৌরকৃপাপ্রপন্ন বৈষ্ণব ত্রয়ের মধ্যে, বৈষ্ণবাচার্য্য গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যানুগগণের মধ্যে বিশেষ গণ্য মান্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সবিশেষ কৃপাপাত্র কবিকর্ণপুর তৎকৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় তাঁহাকে ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আকুমার এই শাস্ত্রে সদাচার কুশল পরম তাত্ত্বিক শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুসান্নিধ্য

শ্রীগোপাল ভট্টের বৈষ্ণবাচার্য্যত্বের সুনির্ম্মাণ কল্পে বিশেষ সমীচিন শুভ সংযোগ হইয়াছিল। বহুজন্মের সুকৃতিপুঞ্জ, এইরূপ মায়াবাদ রহিত সংগুরু লাভের সহায় হইয়া থাকে।

ইদানীং কেহ কেহ ভ্রমক্রমে মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের সহিত রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোপাল ভট্টের অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিত্য সিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু কাম্যবনবাসী সরস্বত্যাখ্য প্রবোধানন্দের সাম্য স্থাপনের অযথা ভ্রান্ত প্রয়াস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্তরূপ পর্য্যবসিত বিবর্ত্ত স্থাপনের বিচারমূলে ইহা প্রধান অনুধাবনের বিষয় যে কাশীবাসী মায়াবাদী শাঙ্করী প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতের পূর্ব্বে রঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীবৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ সেবাপরায়ণ প্রবোধানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সবিশেষবাদী ও মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পরম তাত্ত্বিক ব্যক্তিকে ২।৩ বৎসর পরে পুনরায় কাশীতে মায়াবাদ পরায়ণ ও অপরিচিত অবস্থায় মহাপ্রভুর দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব অসংলগ্ন ও ভ্রান্ত মতবাদ মাত্র অবশ্য প্রতিপন্ন হইবে অতএব এই কালের ও ঘটনা নিচয়ের অসামঞ্জস্য দ্বারা প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ যে একব্যক্তি নহেন তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত হইতেছে। প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপনের প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হইলেও প্রসঙ্গক্রমে এই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

চৌদ্দভুবনের গুরু গৌরসুন্দরকে স্বগৃহে পাইয়া ব্যেঙ্কট ভট্ট নিজ পুত্র গোপালকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পরমাবিষ্ট মনে গোপাল নিজ প্রাণপতির সেবা করিতে লাগিলেন। পিতৃআজ্ঞায় সে সেবা বটে কিন্তু সে সেবা লৌকিক বুদ্ধি অগোচরা, স্বতঃ সিদ্ধা, অস্বাভাবিকী ও

আদর্শ স্বরূপা, সে সেবানুষ্ঠানের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপার্থিব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর।

ভবিষ্যত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস বেশ দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন প্রভু আমাকে সুদূর প্রদেশে জন্মাইয়া তাঁহার ভুবনমোহন নদীয়া বিহার দর্শনে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার এই শিখাসূত্রহীন কঠোর সন্ন্যাস বেশ দর্শন করাইলেন; ইহা কেবল আমার দুরদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র! আমি প্রভুর সেই বিদ্যারস রঙ্গ, নামপ্রেম প্রদান ও সংকীর্ত্তন বিলাসাদি অপূর্ব্ব নদীয়া বিহার দর্শন করিয়া মানব লোচন চরিতার্থ করিতে পাইলাম না! প্রভুর আমার অলৌকিক চাঁচর কেশাদি সুবেশ সন্দর্শন দগ্ধাদৃষ্টে ঘটিল না। বালক গোপাল এইরূপ চিন্তায় ও আন্তরিক কষ্টে অভিভূত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দীন দয়াল পতিত পাবনাবতার ভক্তপ্রাণ গৌরহরি নিজ নিত্য সিদ্ধ ভক্তের কষ্ট দর্শনে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দয়ার উৎস উথলিয়া উঠিল। গোপাল হঠাৎ নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রিতাবস্থায় অতি অপূর্ব্ব দর্শন করিলেন। দেখিলেন, চিন্তামণিগণময় অমৃতাব্ধিপূর্ণ কল্পতরুসমন্বিত বৈকুণ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত নিত্য শ্রীমায়াপুরধামে শচীর অঙ্গনে সেই ভুবনমঙ্গল ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নিষ্কলঙ্ক নিষ্কল গৌর শশী উদিত হইয়া জগতের অবিদ্যান্ধকার দূরীভূত করিয়াছেন দেখিলেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর প্রচ্ছন্ন শিশুরূপে শচী ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিলেন যমুনাসৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিতা দয়িতা ভাগীরথীর মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু নিখিল লোক পালক বৈকুণ্ঠনায়ক গোলোকবিহারি গৌরহরি সেই অপূর্ব্ব জল বিহার করিতেছেন, ধূর্ত্ত শিরোমণি কভু বা শিশুভাবে ভীত হইয়া নিজ সঙ্গীগণকে অলৌকিক কৌশলপূর্ণ মন্ত্রণা প্রদানান্তর অবর্ধান,

পুরঃসর বালোচিত লৌকিক লীলার অভিনয় করিতেছেন, কভু বা শুদ্ধ বাৎসল্যরসরসিক বৃথা পুত্রবিরহভয়ভীত মিশ্র পুরন্দরের স্নেহাজ্ঞায় বিদ্যাধ্যয়নে বিরত ও দুঃখিত হইয়া, বর্জ্জ্য হাণ্ডির আসনে উপবিশন পূর্ব্বক জননীকে ভক্তির অপূর্ব্বসিদ্ধান্ত উপদেশ করিতেছেন, আর দেখিলেন সেই গঙ্গাদাস চণ্ডীগৃহে সরস্বতীপতি বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরকিশোর শিষ্য লীলার অভিনয় প্রচ্ছন্ন ভাবে দিনপাত করিতেছেন। কভু বা মুরারী গুপ্ত ও শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ প্রামাণ্য পণ্ডিত পরমার্থীগণকেও চাপল্য প্রদর্শন করিয়া কালে স্বয়ং বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন।

ভাগ্যবান্ কদলিকাননজীবী শ্রীধরের সহিত থোড় মোচা প্রভৃতি লইয়া সেই বিবাদের মধুর লীলা করিতেছেন। দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীর সহিত সেই অলৌকিক বিদ্যারস বিচার পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত পরাজিত করিতেছেন। দেখিলেন শিষ্যগণ সহ সেই অলোকসামান্য বিদ্যাবিলাস, বায়ু ব্যাধি ছলে সেই অভূতপূর্ব্ব ভক্তি ব্যাখ্যা, শ্রীবাস গৃহে সেই মহা মহা প্রকাশাদি অপ্রাকৃত মধুর বিলাস, সেই সপার্ষদ নাম প্রেম প্রচার লীলা প্রভৃতি প্রভুর সেই তাবৎ নবদ্বীপ বিহার, সেই অপূর্ব্ব চাঁচর কেশ, সেই মদন মোহন ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু গুণধাম গৌর সুন্দর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া অশেষ বিশেষে জননী শচী দেবীর মনোবাসনা পূর্ণ করিতেছেন।

এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ প্রভুর সমূহ নবদ্বীপ বিহার লীলা প্রত্যক্ষীকৃত করিলেন। কলিপাবনাবতার গৌরাভিন্ন তনু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গোপালকে অশেষ কৃপা করিয়া কি যেন বলিতেছেন এরূপ সময়ে গোপালের সেই ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ নিদ্রা-সুখ ভঙ্গ হইল। গোপাল অতীব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন এ সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল কেন? অনন্ত কালের জন্য এ নিদ্রা থাকিলে কৃতার্থ হইতাম, আর

কিয়ৎকালের জন্যও প্রভুর এ নদীয়া বিহার দেখিতে পাইলাম না! আমি অতি দুরদৃষ্ট! ইত্যাদি প্রকারে নিজ অদৃষ্টকে অশেষরূপ নিন্দা করিতে করিতে গোপাল, বৈকুণ্ঠ নায়ক গৌরচন্দ্রের চরণতলে উপনীত হইলেন, অন্তর্যামি গৌর হরি ভক্তের অন্তরের বেদনা অনুভব করিয়া কাতর হইলেন। গোপালকে স্বস্থ ও কৃপা করিবার নিমিত্ত তখন তিনি নব ঘন শ্যাম শিখি পুচ্ছ চূড় ত্রিভঙ্গ নটন ভঙ্গিম রাই মনোহর দ্বিভুজ মুরলীধর মনোহর নটবর রূপ ধারণ করিলেন। মহাভাগ্যধর নিত্য ঈশ্বর পার্ষদ গোপাল, সেই ইষ্টরূপাবলোকনে পরম কৃতার্থ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আবার দেখিতে দেখিতে সেই মুনিবাঞ্ছিত শ্যাম রূপ, সুবর্ণ বর্ণে পরিণত হইল। অতীব বিস্মিত হইয়া গোপাল দেখিলেন কি ভুবন মোহন অপরূপ রূপ। দীঘল সুচাঁচর কেশ কি মদন গর্ব্ব খর্ব্বকারী! কি কমনীয়! উর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত সুচারু ললাট, আহা কতই মনোহর! আকর্ণ বিশ্রান্ত নিরুপম যুগ্ম নয়নভঙ্গী কি মধুর, কি অমিয়মাখা নিত্য নব প্রাণহরা সুহাস! পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসনই বা কি নিরুপম! কি অলৌকিক সম্পদভূষণদামভূষিত চিত্তাকর্ষী অঙ্গ ভঙ্গী! গলদেশে মালতীমালা কি মধুর দোলায়িত! এইরূপ অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া গোপাল চমৎকৃত ও কৃতার্থ হইয়া প্রভুচরণে পতিত হইলেন, পুনরায় প্রভুর দিকে চাহিয়া দেখেন আবার সেই ভুবনমোহন অলৌকিক সন্ন্যাসী বেশ, গোপাল পুনরায় ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ "প্রভুর সন্ন্যাস বেশ গোপালে না ভায়"।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপালকে সুস্থির করিয়া বহু উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন আমার পরমপ্রিয় রূপ সনাতনের সহিত অচিরে শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইও, এই বলিয়া ভক্তপ্রাণ গৌরসুন্দর প্রিয় গোপালকে ক্রোড়ে করিলেন।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবজনকিঙ্কর শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

আসনের কথা।

শুদ্ধ গৌরভক্তগণ অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে ও শ্রীধামমায়াপুর শ্রীমন্দিরে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ আসন সংস্থাপিত হইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল ভজন শিক্ষা প্রচারিত হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অনেক দিন হইতে শুদ্ধ ভজন শিক্ষামন্দিরের অভাব যারপর নাই অনুভব করিতেছেন। অনেকস্থলে এই অভাব পূরণ করিতে গিয়া লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ নিজ নিজ ধনমদে স্ফীত হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কোথা ও বা সরস্বতীর বরপুত্রগণ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় ভজন শিক্ষা প্রচার করিতে গিয়া অপ্রাকৃত গৌরশিক্ষাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। কোথা ও বা প্রতিষ্ঠার আক্রমণে অথবা প্রাকৃত জাতরূপের অনুসরণে শিক্ষামন্দির স্থাপন হওয়া দূরে যাক্ প্রাকৃত বাসনার তাড়নায় বিপথ গমন করিয়াছেন। এই সকল চেষ্টা অঘটনঘটনপটীয়সী হরি মায়াশক্তির আবরণ চাতুরী। তাই এইবার কতিপয় শুদ্ধ ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ প্রেরণায় প্রকৃত প্রস্তাবে একটী গৌরশিক্ষার আসন নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

কিরূপ উপাদানে, কিরূপ আধারে, কিরূপ অনুষ্ঠান কর্ত্তার সহায়তায় কি প্রকার অবলম্বনে ঐ মহৎ অনুষ্ঠানটী বিকাশ লাভ করিবে তাহা এই বর্ত্তমান সময়ে আলোচ্যের বিষয়। এই সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করিতে হইলে শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে প্রচারকার্য্যে ব্রতী করিয়া অজ্ঞাতচর দুর্ল্লভ ব্রজ প্রেম লাভের শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন সেই গোস্বামী শিরোমণি শ্রীরূপ পাদ তদ্রচিত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রদ্ধাশব্দে ভক্তির প্রথম ক্রম আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়

সেই ভক্তিরসামৃত গ্রন্থের একটী তুর্গম সঙ্গমনী টীকা রচনা করিয়াছেন। সেই টীকা পাঠে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ জানিতে পারিয়াছেন যে সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা জীবের সুকৃতিজন্য শ্রদ্ধার উদয় হয়। যিনি শাস্ত্রার্থ সুকৃতি-সম্পন্ন জীবকে শ্রবণ করান তিনি শ্রবণ শিক্ষাগুরু বা বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুনামে অভিহিত হন। এই গুরুর বিশ্রম্ভ সেবাক্রমে জীব মহান্ত গুরুর আসন দেখিতে পান এবং তাঁহার নিকট হইতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হন। যাঁহার নিকট হইতে প্রসাদ লাভ করিয়া শুদ্ধজীব ঐহিক জন্মের সাফল্যে অধিকারী হন তাঁহাকেই দীক্ষাগুরু বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হয়। প্রথমসাধুসঙ্গে শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি এবং দ্বিতীয়সাধুসঙ্গে ভজন রীতিশিক্ষা। জীব শুদ্ধভাবে ভজন শিক্ষা লাভ করিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেই তাঁহার কৃষ্ণবিমুখতারূপ অনর্থ সমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ভক্তিরস লাভ করিবার এই ক্রমপন্থা যাঁহারা উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ অভিনব মতবাদ প্রচারণে সচেষ্ট তাহাদিগকে কখনই শ্রীরূপানুগ বলিয়া শুদ্ধ ভক্তগণ স্বীকার করিতে পারেন না। আজ তাঁহাদের ইন্দ্রিয় লোলুপতার এবং নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে শুদ্ধ ভক্তি পথে কিরূপ অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কতিপয় অশিক্ষিত ভক্তিমার্গে অপ্রবিষ্ট ব্যক্তির দুষ্কর্মফলে আজ অভক্ত নেত্রে ভক্তির গূঢ়সত্য কৃষ্ণচ্ছায় আচ্ছাদিত হইয়াছে। আবার পরম করুণাময় গৌরসুন্দরের অপ্রতিহত করুণায় সেই পরম সত্য ভক্তি মার্গ সুষ্ঠুরূপে শুদ্ধ গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রকটমান হইয়াছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি বিগত কালসমূহের ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অসংখ্য ক্ষেত্রে অসংখ্যবার ভক্তি শিক্ষা সাম্রাজ্ঞী অতুলনীয় রূপ শোভা বিস্তার করিয়াছেন। আবার কখন অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান কর্ম্মের তামসী নিশা দুর্ভাগা জীবকে ভক্তি মাধুরী ও সর্ব্বোপাদেয়তা লক্ষ্য করিতে

দেয় নাই। অতত্ত্ব সম্প্রদায়ের রুচিরূপ অক্ষিপত্র পক্ষ্ম প্রভৃতি চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি আবরণ করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণরূপ দর্শনে অন্ধ করিয়াছে। এক্ষণে শ্রদ্ধা নাম্নী সুকৃতি যত্নবতী হইয়া আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ভক্তির আশ্রয়স্থল কৃষ্ণচন্দ্রের রূপ গুণ লীলা দেখাইবার সহায়তা করুন্। ভক্তিশাস্ত্রার্থ বিশ্বাসরূপ উপাদান থাকিলে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিবে।

"শ্রদ্ধাবান জন হন ভক্তিঅধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী" শ্রীচরিতামৃতের (মধ্য অ ২২ সংখ্যা ৬৪) উল্লিখিত শ্রীগৌরবাক্যানুসারে আমরা জানি কোমল শ্রদ্ধ ব্যক্তি শাস্ত্রযুক্তির অনভিজ্ঞতা ক্রমে কনিষ্ঠ। শাস্ত্রযুক্তির অনুশীলন প্রভাবে কনিষ্ঠশ্রদ্ধ মধ্যমশ্রদ্ধ হন তখনও তাঁহার ভক্তি শাস্ত্রে সমধিক পারদর্শিতা হয় না এবং শাস্ত্রযুক্তিতে প্রৌঢ়তা লাভ করিলে জীব উত্তম ভক্ত্যধিকার লাভ করেন। সুতরাং অধিকার নির্ব্বাচন বিষয়ে প্রভুর বাক্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিলে ভক্তিশাস্ত্রের কীর্ত্তন ও শ্রবণের উপযোগিতা উপলব্ধি হইবে। শ্রদ্ধাহীনে ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশ সম্ভবপর হয় না। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনামোপদেশ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

ভজনশিক্ষাদাতা যদি অধিকার বিচার না করিয়া দলপুষ্টির জন্য কাহাকেও উচ্চাধিকারে প্রবৃত্ত করান তাহা হইলে তাদৃশহৃদয়ে শ্রীগৌরশিক্ষার কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় না। প্রাকৃত সহজিয়ার রস বিস্তার শিক্ষা কখনই গৌরহরির প্রচারিত মঙ্গলপ্রদ ভজন নহে। ভজনের নামে তাহা অন্য বস্তু। প্রাকৃত অর্থ, প্রাকৃত আভিজাত্য, প্রাকৃত রসিকাভিমান কখনই গৌরপদাশ্রিত ব্যক্তির অনুসৃত পন্থা নহে। তৎসাহায্যে কখনই অপ্রাকৃত শিক্ষা লাভ ঘটিবে না। তবে অর্থ, আভিজাত্য ও রস প্রভৃতির সম্পত্তিসমূহ মায়ার ভোগপরত্বে নিযুক্ত না হইয়া কৃষ্ণার্থে প্রযুক্ত হইলেই তাহা ভক্তির অনুকূল বিচারে গৃহীত হইয়া ভক্তির পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ। তখন তাদৃশ

হরিসম্বন্ধি বস্তুকে নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় গর্হণ করিলে ফল্গুতা আসিয়া বিচারকে অসুস্থ করিবে।

যাবতীয় অর্থ প্রভৃতি কৃষ্ণার্থে কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশে ব্যয়িত হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান হয় জড়ভোগের উদ্দেশে ব্যয়িত হইলে জীবকে কৃষ্ণবিমুখ করিয়া ভক্তির বিরোধী অপরাধী করিয়া তুলে সুতরাং অনুষ্ঠানকারীগণ নিজ ভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত অর্থাদি সঙ্কোচ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের প্রচারকল্পে ব্যয় করুন্। ইহার তুল্য বদান্যতা বা দয়া বা নিজ কল্যাণ আর নাই।

ভক্তি শিক্ষার আসন স্থাপন বিষয়ে সকল শুদ্ধ ভক্তের একই লক্ষ্য। যাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার হয় যাহাতে জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয় তদ্বিষয়ে ভক্তমাত্রেই উৎকণ্ঠাযুক্ত। এই অনুষ্ঠানের পরিপন্থীগণকে শুদ্ধ ভক্তগণ হিংসারিপুর ভৃত্য বলিয়া জানেন। সুতরাং অভক্ত সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান ও বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া আচার্য্য শুদ্ধ ভক্তগণ ভক্তির অনুকূল হউন। ভক্তি প্রচারের প্রতিপক্ষে ইন্দ্রিয়পরায়ণ কৃষ্ণবিমুখগণের প্রবল বাসনা আছে সত্য তথাপি আমাদের সুবিনীত আবেদন তাঁহারা আমাদের প্রতি সদয় হউন এবং নিজ নিজ বিষয় চেষ্টার কিয়দংশ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাইয়া কৃষ্ণার্থে প্রদান করিলে ক্রমশঃ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত কল্যাণরূপ শুদ্ধ গৌরভক্তি উদিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত হেরম্ব চন্দ্র সান্যাল মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত অমৃত লাল সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন:—

শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবাসী শ্রীযুক্ত বলহরি দাস ডাক্তার মহাশয় বৃন্দাবনে ১২।১৩ বৎসর বাস করিয়া অন্য দেব দেবীর উপাসনা করেন না। পূজ্য-

পাদ শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদ কৃত সৎক্রিয়া সার দীপিকা পদ্ধতি গ্রন্থ অনুসারে ডাক্তার বাবু নিজ কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দাসীর শুভ পরিণয় গত ২৬শে মাঘ সুসম্পন্ন করিয়াছেন। অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবৎ বিরোধি সমাজে বৈষ্ণবাচারে বৈদিক সংস্কার রক্ষা করিয়া যাঁহারা এই শুভ কার্য্যে উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজ অবশ্যই কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন। আমরা প্রাণের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসির হাট মহকুমার অধীন পিয়াড়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত শুভ বিবাহের পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছেন। মিথিলা নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যাম সুন্দর উপাধ্যায় মহাশয় এবং বিদ্যারত্ন ও স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী দুইজন পণ্ডিত আচার্য্যরূপে উপস্থিত হইয়া গোস্বামী মতানুযায়ী কার্য্য সমাধান করিয়াছেন ধর্ম্ম কথা আচরণের দ্বারা প্রচারিত হইলে জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য যথা—

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে কয়॥

গোস্বামীপাদগণের ধর্ম্ম লঙ্ঘন করতঃ স্মার্ত্ত মতাবলম্বী হইয়া আচার্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করা অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নিজে আচরণ করিয়া বৈষ্ণবাচারের শিক্ষা প্রদান করুন তাহাতে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

পরমভাগবত শ্রীযুত জগমোহন দাস মহাশয় লিখিতেছেন :—

আগামী ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে দিবসত্রয় হাবড়া জেলান্তর্গত রসপুর কলিকাতা গ্রামস্থ শ্রীগোপাল আশ্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার্থ শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্মিলনী

বক্তৃতা গ্রন্থপাঠ এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে অত্রাশ্রমে বিভিন্ন প্রদেশবাসী শুদ্ধ ভাগবত বৃন্দের সমাগম হইবে আচার্য্য সন্তান শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চরণ গোস্বামী ভাগবততীর্থ, শ্রীধাম বৃন্দারণ্য প্রবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণদাস বাবাজী, পরম ভাগবত পণ্ডিত প্রবর শ্রীসজ্জন তোষণী সম্পাদক শ্রীযুত বিমলা প্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, পণ্ডিত শ্রীযুত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুত যোগেন্দ্র কুমার বসু বি এ, ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীযুত রামগোপাল ও অমূল্যচরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থদ্বয় শ্রীযুত গোলোক নাথ ভক্তিগিরি, এলাটির শ্রীযুত মধুসূদন দাস অধিকারী, শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত শ্রীহরি চরণ দাস সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, প্রভৃতি শুদ্ধ ভাগবত মহাশয়গণ অত্রাশ্রমে সমাগত হইবার আশা দিয়াছেন। অতএব প্রার্থনা এই যে নির্ম্মৎসর ভাগবতগণ উক্ত সময়ে আগমন করত শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্মালোচনা প্রসঙ্গে যোগদান পূর্ব্বক কৃতার্থ করিবেন।

বাঁকুড়া রাইপুর নিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাচস্পতি মহাশয় শ্রীগোদ্রুমে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাসনে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সন্দর্ভাদি তত্ত্বশাস্ত্রে এবং বেদান্তে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া কয়েকস্থানে তত্তৎ শাস্ত্রে অধ্যাপনা কার্য্যে সুবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিনয় নম্র ভাগবতোচিত স্বভাব বর্ত্তমান কালে অপর কোন প্রতিভা সম্পন্ন বৈষ্ণবাচার্য্য বা বৈষ্ণব পণ্ডিতে নাই এবং ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া আমাদের ধারণা। গোস্বামী শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে যাঁহাদিগের নিষ্কপট ইচ্ছা আছে তাঁহারা এই সুযোগে এরূপ সুযোগ্য ভক্তিশাস্ত্রাধ্যাপকের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ ত্যাগ করিবেন না।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—— *:o:* ——

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

আচার্য্য সন্তান।

যাঁহারা অলৌকিক ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ করেন তাঁহারা আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা করেন তাঁহারা আচার্য্য পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান বলিয়াছেন আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন প্রকারে আচার্য্যের অবমাননা করিবে না। আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথানুরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য তাহা অনেক স্থলে দেখিতে

পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যতনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ আচার্য্যসন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক পরম্পরা পরিবার নামে বিদিত এবং শৌক্র অধস্তনগণই সন্তান নামে পরিচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বলিতে গেলে শৌক্র সন্তান ও শিষ্য বর্গকে বুঝাইত।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তের অনুগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্যধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্য শৌক্র অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সত্য ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকে হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরি-বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগ্য ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তিবিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ কোথাও বা মূর্খতা, হরিবিমুখতা, কনক কামিনী সংগ্রহাতিশয্য অর্থ লোভে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট প্রহরীতে নর্ত্তনভোজনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মন্ত্রদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়া সমূহের আবাহন করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল দুর্দ্দৈব আসিয়া জীবজগতে বৈষ্ণব সংসার উৎসাদিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর

শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তন গণের সময়ে—শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য সন্তানগণের মধ্যে হরি-বৈমুখ্য আসিয়া সত্য ধর্ম্ম আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্যসন্তানদিগকে তাঁহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্যসন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য সন্তানে রিপুষট্ক আসিয়া কি বিষম উৎপাত উপস্থিত করে তাহা শুদ্ধ ভক্তের অবিদিত নহে।

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ ও অন্যান্য সকল জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রেই আদি আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয় তদ্বিষয়ে শ্রীগৌর সুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণ অশেষ বিশেষে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাই। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাব সমূহ আসিয়া আচার্য্যসন্তানকে ও সন্তানাশ্রিত জনকে হরিবিমুখ করিয়াছে। আবার কোথাও বা আচার্য্যসন্তানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও তদাশ্রিতজনে উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিয়াছে কৃত্রিমতা ও কপটতার ফলে কোন কোন আচার্য্য সন্তান প্রাকৃত বিষয় সমূহে মুগ্ধ হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা মূর্খতা ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে

ফল হইয়াছে এই যে অভক্তগণ অনেকে হরিভজনকে ভণ্ডতার অঙ্গ-বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বন্ধ আছে। ভগবানের সৃষ্ট জীব সমূহ সকলেই আচার্য্য সন্তান। তাঁহাদের শ্রীচরণ কমলে বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের এক মাত্র শিক্ষা তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কপট ভাব সম্পন্ন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে সম্মান দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করুন। তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় মূঢ় আশ্রিতজন জীব রূপ আচার্য্যসন্তানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সুদুস্তর সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

পোথান।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে পূর্ব্বকালে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া নানাভাবে সাধন ভজন প্রচার করিয়া স্বদেশ পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন। সেই সকল সুনামধন্য মহাত্মাগণের অধিকাংশনামই বঙ্গদেশে একরূপ অজ্ঞাত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইলেও তামিল ও তেলুগু ভাষা সেই সকল সজ্জনব্যক্তির রচিত সুষ্ঠু ভক্তিসাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে সমলঙ্কৃত। অদ্য আমরা শ্রীমৎ আন্ধ্র ভাগবতের রচয়িতা ভক্তপ্রবর পোথানের সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা ভক্তগণের সমীপে নিবেদন করিব।

মদ্রদেশের কুদ্দপা জেলার অন্তর্গত রন্তিমিত্র বা একশিলানগরম্ গ্রামে পোথান আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাব কাল এতদিন পরে সঠিক ভাবে অবধারণ করা দুঃসাধ্য, তবে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন

যে তিনি ১৩০০শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কেশন। তিনি সামান্য কৃষক ছিলেন, ভৃত্য নিযুক্ত করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না, নিজের কায়িক পরিশ্রমে কয়েক বিঘা জমি হইতে যৎসামান্য যাহা ফসল পাইতেন, তাহাতেই কায়ক্লেশে কোন প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পোখান এই দরিদ্র কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব হইতেই পিতার কৃষিকর্ম্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহার শৈশব বা বাল্যকালের কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে তিনি তৎকালে বিদ্যাশিক্ষা বা ধর্ম্মচর্য্যার কোন সুযোগ পান নাই।

একদিন তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে গোচারণ করিতে করিতে একটী গুহার মধ্যে একজন ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। মহাত্মার দর্শনমাত্র তাঁহার মানসকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবরাশি উদিত হইল। তিনি যুক্তকরে মহাপুরুষের পদতলে পতিত হইয়া দীক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। যোগিবর তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে সেই সামান্য কৃষাণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মুনিজনবাঞ্ছিত অপরূপ ভক্তির উৎস নিহিত আছে। তাঁহাকে উত্তম অধিকারী জ্ঞান করিয়া তিনি তাঁহাকে শ্রীরামমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

এইরূপে তাহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল। এখন হইতে সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার নিরতিশয় বিতৃষ্ণা জন্মিল, সদাসর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে সাধন ভজনাদিতে ব্যাপৃত হইয়া ধর্ম্মানুশীলনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তিমন্দাকিনীর পূতপ্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অনর্থ কালিমা মুছিয়া গেল। একদিন পূততোয়া তুঙ্গভদ্রাস্রোতে অবগাহন করিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার আত্যন্তিকী ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার উপর অপার করুণা প্রদর্শন করিতে স্বয়ং

ভগবান তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই লোকললামভূত দুর্ব্বাদল শ্যাম মূর্ত্তি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় অপরিমেয় লীলানন্দে নাচিয়া উঠিল। এতদিনের অশেষ সাধনা সফল হইল, তাঁহার জীবন চরিতার্থ হইল, 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। কথিত আছে যে সে সময় শ্রীভগবান তাঁহাকে আন্ধ্রভাগবত রচনা করিয়া তাহা তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে আদেশ করেন। স্বয়ং ভগবানের নিকট প্রত্যাদেশ পাইয়া পোথান তেলুগু ভাষায় আন্ধ্রভাগবত প্রণয়ন করেন। অদ্যাবধি তিনি তেলুগুদেশে 'অন্ধ্রব্যাস' এবং 'সহজ পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত।

তৎকালে মন্দ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। দেশের কবিগণ তাঁহাদের প্রণীত যাবতীয় গ্রন্থ কোন না কোন নৃপতির নামে উৎসর্গ করিয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিতেন। উক্ত প্রত্যাদেশ অনুসারে পোথান স্বীয় গ্রন্থ কোন নরপতির উদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া তাহা ভগবচ্চরণে ভক্ত্যুপহার স্বরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান যে উপহার গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা কি অন্য কাহারও নামে উৎসর্গ করা যায়? আন্ধ্রভাগবতের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে যে "পার্থিব রাজগণের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া প্রাকৃত ধনরত্নসম্পদ প্রভৃতি লাভের আশা উপেক্ষা করিয়া বামেরা পোথা রাজু (পোথানের পূর্ণ নাম) সংসারের মঙ্গলহেতু এই গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক তাহা শ্রীহরির রাঙ্গা চরণে ভক্তিসহকারে উৎসর্গ করিলেন। পোথান নৃপতির নামে গ্রন্থোৎসর্গ করিবেন না এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে তৎকালীন কবিসম্প্রদায় নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং নৃপতি সে সংবাদে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইলেন। পোথান দর্পভরে ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন ভাবিয়া, রাজা পোথানকে সমুচিত দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। আন্ধ্-

ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বরাহাবতারের বিষয় রচনাকালে যখন পোথান দিবারাত্র বরাহলীলাপ্রসঙ্গে তন্ময় হইয়া তদ্ভাবভাবিত হইয়া রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন একদিন রাজা পোথানকে দণ্ড দিবার মানসে সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পর্ণকুটীর অবরোধ করিলেন। পোথান তখন বরাহলীলার ভাবে বিভোর, বাহিরের কোন কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ইতি মধ্যে কোথা হইতে এক ভীষণদংষ্ট্র অতিকায় বন্যবরাহ সেখানে আসিয়া রাজসৈন্যগণের প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া গগনভেদীস্বরে হুঙ্কার করিতে লাগিল। মহাতঙ্কে প্রাণভয়ে রাজবাহিনী লণ্ডভণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্ত হইল, যে যে দিকে পারিল পলাইল। পোথান নিরাপদ হইলেন। শ্রীভগবান ভক্তউদ্ধারকল্পে ধরাতলে দ্বিতীয় বার বরাহলীলা প্রকটিত করিলেন।

এই ঘটনায় দেশের উচ্চাবচ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে পোথান একজন মহাসিদ্ধপুরুষ, শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র। তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজকবি শ্রীনাথ তাঁহার ঈদৃশ প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন পোথান ভাগবত রচনা করিতে ছিলেন সম্মুখস্থ কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার পুত্র মল্লন হলচালনা করিতে ছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া শ্রীনাথ এক অপূর্ব্ব অলঙ্কারমণ্ডিত মহার্ঘ্য শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজসভায় যাইতেছিলেন। শ্রীনাথ যোগসাধনায় কয়েকটী বিভূতির অধিকারী ছিলেন। পোথানকে ঐরূপ সামান্য অবস্থায় দেখিয়া স্বীয় অসাধারণ শক্তি তাঁহাকে প্রদর্শন করিবার মানসে শিবিকার সম্মুখভাগের বাহকদ্বয়কে তিনি সরিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার বিভূতিবলে বাহকদ্বয় শিবিকাভার পরিত্যাগ করিলেও তাহা পূর্ব্বের মত অগ্রসর হইতে লাগিল। গর্ব্বিতের আত্মাভি-

মান চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পোথান পুত্রকে হাল হইতে একটি গরু খুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। একদিকের গরু খুলিয়া দেওয়া স্বত্ত্বেও হাল পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রীনাথ পশ্চাদ্ভাগের বাহকদ্বয়কে ও শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন, বাহকশূন্য শিবিকা শূন্য মার্গে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। পোথানের আদেশে মল্লন ও হাল হইতে অপর গরুটি খুলিয়া দিল, বাহক শূন্য হাল ও পূর্ব্ববৎ যথারীতি কার্য্য করিতে লাগিল। সামান্য কৃষক পোথানের নিকট রাজকবি শ্রীনাথের বিভূতি গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

কিন্তু ইহাতেও শ্রীনাথ নিরস্ত হইলেন না। আন্ধ্র ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্র মোক্ষণ পর্ব্বে লিখিত আছে যে গজেন্দ্রের আর্ত্তস্তুতি শ্রবণ করিয়া শরণাপন্ন ভক্তকে মহা সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণু ত্বরায় বৈকুণ্ঠ ধাম পরিত্যাগ করিলেন। "লক্ষ্মী দেবীকে কোন কথা না বলিয়া, গদা চক্র না লইয়া, সঙ্গে কোন পরিকরকে না লইয়া, স্বীয় বসন ভূষণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি নিরতিশয় ত্বরাসহকারে ব্যস্তত্রস্ত হইয়া গজেন্দ্রের নিকট অবতীর্ণ হইলেন।" এই বর্ণনা পাঠ করিয়া শ্রীনাথ বিশেষ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। ভক্তের আর্ত্তিতে ভগবানের কিরূপ চাঞ্চল্য হইতে পারে তাহা প্রাকৃতবুদ্ধি শ্রীনাথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ ভাবিয়া পোথান তাঁহার সমালোচনার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্তু একদিন শ্রীনাথ যখন মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন তখন পোথান তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে তাঁহার পুত্র নিকটস্থ কূপে পতিত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়াই আহার পরিত্যাগ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন না করিয়াই শ্রীনাথ পুত্রের উদ্ধারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কূপের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া পোথান বলিলেন তুমি যেমন পুত্র কূপে পতিত হওয়ার সংবাদ শুনিবামাত্র হাতমুখ

না ধুইয়াই কূপ হইতে পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য রজ্জু প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তুজাত সংগ্রহ না করিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছ, শরণাগত বৎসল ভগবানও সেইরূপ ভক্তের মহাবিপদে ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? তোমার পুত্রস্নেহ তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের কোটী অংশেরও একাংশ নহে। শ্রীনাথ নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কবিত্ব গর্ব্বও খর্ব্ব হইল। তদবধি তিনি পোথানের প্রতি আর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

বলা বাহুল্য আন্ধ্র ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তেলুগু ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইহা শুধু ভাবানুবাদমাত্র নহে। ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান পোথানের কবিত্ব প্রতিভা সর্ব্বস্থানেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ভাবে ভাষায় গ্রন্থখানিকে তেলুগু ধর্ম্মসাহিত্যের মধ্যে এক অতুলনীয় সম্পদ করিয়া তুলিয়াছে। কথিত আছে যে গজেন্দ্র মোক্ষাধ্যায় লিখিবার কালে পোথানের কবিত্বপ্রবাহ একদিন সহসা বাধাপ্রাপ্ত হয়, একটী পদ কিছুতেই তিনি মনোমতভাবে পূর্ণ করিতে পারিতেছিলেন না। পদটি অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি অন্য স্থানে গমন করেন। ইত্যবসরে শ্রীভগবান পোথানের রূপ অবলম্বন করিয়া পোথানের গৃহে আসিয়া পদটী পূরণ করিয়া দিয়া যান। পোথান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত শুনিয়া ভগবানের অপার করুণায় পদটী সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধ পদ "দেহি পদপল্লবমুদারং" সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা সঠিক অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে লীলাময়ের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে; এই সকল কাহিনী অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকের পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া তাঁহার লীলার সীমানির্দ্দেশ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

পোথান 'বীরভদ্রবিজয়ং' এবং ভোগিনী দণ্ডক নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৩৫৭ শকাব্দে অপ্রকট হন। মূল ভাগবতের ন্যায় পোথানের আন্ধ্র ভাগবতও মন্দ্রদেশে গৃহে গৃহে পূজিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার, এম্ এ বি এল।
পুরুলিয়া।

গীতা পাঠ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-আর্ত্তিশীর্ণ-কলেবর,
দীঘল অরুণ আঁখি ভাবে ঢর ঢর,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা দক্ষিণ প্রদেশ
আসিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে করিলা প্রবেশ।
বেঙ্কট আচার্য্য দিলা প্রেমের বন্ধন,
তাঁর গৃহে চাতুর্ম্মাস্য করিলা যাপন।
প্রত্যহ কাবেরী স্নান শ্রীরঙ্গ দর্শন,
আচার্য্যের সনে কৃষ্ণকথা আলাপন।
প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, প্রেমের বিকার,
অপার্থিব আঁখি যুগে করুণা আধার
পাষাণ দ্রাবক দৃষ্টি, কত পাষণ্ডীর
পাষাণ প্রতিম প্রাণে ভকতি দেবীর

পাতিল সুরভি শুভ্র কুসুম আসন,
বহাইল শিলাতলে স্নিগ্ধ প্রস্রবণ।
এই মত চারি মাস রহিলা তথায়
ভাসায়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্র প্রেমের বন্যায়

এক দিন গেলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দর্শনে
দেখিলা ব্রাহ্মণ এক মন্দির প্রাঙ্গণে
জনসমাগম হতে বসিয়া অন্তরে
একান্তে নিবিষ্ট মনে গীতা পাঠ করে।
গীতা পাঠ করে বিপ্র বাষ্পরুদ্ধ স্বরে,
দুই আঁখি হতে অশ্রু ঝর ঝর ঝরে।
পড়িছে অশুদ্ধ পাঠ শ্রীগীতার শ্লোক,
তাহা শুনি ব্যঙ্গ করে হাসে সব লোক।
ভ্রূক্ষেপ না করে বিপ্র কিন্তু কিছু তায়,
কণ্ঠে প্রেম, চক্ষে অশ্রু, পাঠ করি যায়।
দেখিলা সে দৃশ্য গোরা প্রেম অবতার;
সহজে দয়ার্দ্র চিত্ত দ্রবিল তাঁহার।
দাঁড়াইলা ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া,
মমতা কোমল কণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া
কহিলেন, 'কহ ভদ্র মোরে না লুকাও

গীতা পাঠে কিসে তুমি এত সুখ পাও।
কিবা অর্থ বুঝিয়াছ কাহার কৃপায়,
কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব তুমি পেয়েছ গীতায়।
প্রতি শ্লোক উচ্চারণে যে আনন্দ তব,
মোরে কৃষ্ণ দেন নাই তার এক লব”
কহিলা প্রণমি বিপ্র যুড়ি দুই কর
“প্রভুর বদন চাহি প্রফুল্ল অন্তর ঃ—
মূর্খ আমি ভাষাজ্ঞান নাহিক আমার।
শব্দার্থ বুঝিতে মোর নাহি অধিকার।
নিত্য গীতা পাঠ করি গুরুর আজ্ঞায়
কিবা পড়ি, কিবা অর্থ, মনে নাহি ভায়।
কিন্তু পাঠে রত আমি থাকি যতক্ষণ
অপরূপ দৃশ্য এক করি দরশন।
শ্যামরূপে দশদিক করিয়া উজ্জ্বল
অর্জ্জুনের রথে দেখি ভকত বৎসল
বসিয়া আছেন কৃষ্ণ সারথির বেশ,
মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনেরে জ্ঞান উপদেশ
দিতেছেন মধুকণ্ঠে, কি আশ্বাস তায়
অমৃত প্রবাহ ঢালে শিরায় শিরায়।
সেই রূপ সেই কণ্ঠ শ্রবণে নয়নে

প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আত্মসংবরণে
অধীর হইয়া পড়ি, ঝরে তাই আঁখি;
গীতার্থ বুঝিতে আমি শক্তি নাহি রাখি।

প্রভু কহে, জানিলাম তুমি ভক্তোত্তম,
গীতাপাঠে অধিকারী তুমি শ্রেষ্ঠতম।
গীতার স্বরূপ অর্থ তোমাতে বিদিত,
তুমি নাহি বুঝ যাহা সে শুধু কল্পিত।
সার্থকতা নাহি তার জানে ভক্তগণ
অতৃপ্ত প্রাণের সে যে অন্ধ আস্ফালন।
এত বলি দিলা প্রভু গাঢ় আলিঙ্গনে,
লুটায়ে পড়িল বিপ্র প্রভুর চরণে।

শ্রীঅমরনাথ মিত্র, রাজকাণিকা।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৮ পৃষ্ঠার পর)

গোপালের পিতা বেঙ্কট ভট্ট পরম তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও বেদান্ত শাস্ত্রে সুবিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

সর্ব্বত্র ইহাই পরিদৃষ্ট হয় যে যথায় তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বৈষ্ণববৃন্দ থাকেন, তথায় কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও মায়াবাদীগণ স্থান প্রাপ্ত হয়েন না।

তৎকালে রঙ্গক্ষেত্র তাত্ত্বিক শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের আবাসভূমি ছিল, সুতরাং তথায় স্মার্ত্তগণ প্রতিপত্তি শূন্য হইয়া থাকা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন নাই, চাতুর্ম্মাস্য আগত দেখিয়া কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু নারায়ণের নিত্য বিগ্রহোপাসক শ্রীবৈষ্ণবগণের উপর কৃপা পরবশ হইয়া, সখ্যরস রসিক পরম ভাগ্যধর ব্যেঙ্কট গৃহে চারিমাস অবস্থান করিয়া তাঁহার ও শ্রীরঙ্গমবাসী বৈষ্ণববৃন্দের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ব্যেঙ্কট ভট্টসহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিয়ত সখ্যস্বভাবসুলভ হাস্য পরিহাস হইত। পূর্ব্বে ভট্টের এরূপ অভিমান ছিল যে আমার উপাস্য নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং নারায়ণ উপাসনাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভজন তজ্জন্য এক দিবস পরম রঙ্গী শ্রীমহাপ্রভু লক্ষ্মী নারায়ণ উপাসক ব্যেঙ্কটকে পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন। ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী পরম সাধ্বী পতিব্রতা শিরোমণি হইয়া কেন আমার ঠাকুর গোচারক গোপজাতি কৃষ্ণের সঙ্গ লালসায় বহুকাল সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রত নিয়ম পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিয়াছিলেন।

"কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥ ভা, ১০।১৬।৩৩

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শুদ্ধতত্ত্ব আলোচনা করিয়া ভট্ট কহিলেন— "সিদ্ধান্ততঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণে স্বরূপ গত কোন ভেদ নাই। কেবল মধুর রস বিচারে দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ রসের দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন; নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ গত ভেদ হইলেও, বস্তু একই। স্বরূপগত কোন পার্থক্য নাই। নারায়ণ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের ন্যায় বৈদগ্ধ্যাদি লীলার মাত্র অভাব থাকিলেও যখন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তিই

নারায়ণ, তখন স্বরূপগত ভেদ না থাকায় লক্ষ্মীর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পতিব্রতাধর্ম্ম হানির আশঙ্কা কোথায়? নারায়ণ সঙ্গে রাসাদি বিলাস অলভ্য জানিয়া কৌতূহল বশতঃই লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কি দোষ হইয়াছে? এবং তুমি কেনই বা এরূপ পরিহাস করিতেছ?

মহাপ্রভু বলিলেন—"দোষ যে কিছু হয় না তাহা আমি জানি, তবে শাস্ত্রে শুনিতে পাই যে এত তপশ্চরণ করিয়াও, শ্রুতিগণের লভ্য রাসাধিকার লাভ লক্ষ্মীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না, তাহার কারণ কি? পুরা কালে দণ্ডকারণ্য নিবাসী মহর্ষিবৃন্দ, পরমরমণীয় রাম মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিত হইয়া কৃষ্ণসেবা বাসনা করিলে, কালে তাঁহারা গোপীদেহে রাসাধিকার লাভ করতঃ সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, আর তোমার লক্ষ্মী, কান্তবক্ষনিবাসিনী সাধ্বীশিরোমণি হইয়া বহু তপস্যাচরণ করিয়াও বিফলকাম হইলেন, ইহার কারণ কি? "তখন ভট্ট বলিলেন—"আমি সহজ অস্থির ক্ষুদ্র বুদ্ধি জীবাধম। এই তত্ত্ব নির্ণয়ে আমার বুদ্ধির গতি হইতেছে না। স্বতঃই চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি অবসন্ন হইতেছে। কোটী সমুদ্র তুল্য গম্ভীর ঈশ্বর লীলা, আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণ। তোমার আপন কর্ম্ম তুমিই জান, আর তুমি কৃপা করিয়া যাহাকে তোমার লীলা মর্ম্ম অবগত হইবার শক্তি প্রদান কর সেই মাত্র জানিতে ও বুঝিতে পারে। আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার চরণে প্রপন্ন হইলাম, তুমি কৃপা পূর্ব্বক তোমার সেই লীলাতত্ত্ব আমার অন্তরে স্ফুরিত কর।

প্রভু কহিলেন—হে ভট্ট! কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা আছে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং!" এই প্রপত্তিমূলক ভক্তি দ্বিবিধা ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ও রাগানুগা বা কেবলা। তন্মধ্যে এই মধুর কেবলা

রাগানুগা ভক্তির আবাসস্থল, একমাত্র ব্রজধাম, ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন না, পরমাত্মীয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা কেহ শুদ্ধ সখ্য ভাবে কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট মিষ্ট ফল প্রদান ও স্কন্ধে আরোহণ, কেহ তাঁহাকে শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে পুত্রবুদ্ধিতে, অন্যায়াচরণ দেখিয়া, উদুখলে বন্ধন, কেহ বা তাঁহাকে কান্তজ্ঞানে ঘনীভূত প্রণয়োদ্ভূত মান পরবশ হইয়া কতই লাঞ্ছনাদি করেন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহাদের প্রত্যেকের তত্তৎ শুদ্ধ ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের ভাবানুকূল অসংখ্য লীলা স্বীকার করিয়াছেন ব্রজবাসীগণ কদাপি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানে না, তাঁহারা কখনও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া অন্তরে স্থান দেন না। কৃষ্ণে ঈশ্বর জ্ঞান থাকিলে তাঁহাদের রস পুষ্ট হয় না। কিন্তু কখন ব্রজবাসীগণের স্ব স্ব রস রহিত হইয়া ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি হয় না, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে রসের সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী।

ঐশ্বর্য্যে সখ্য রসোপাসক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমরে কৃষ্ণের বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করেন কিন্তু ব্রজের শ্রীদামাদি সখ্যবৃন্দের সখ্যভাব এতই সহজ ও বিশুদ্ধ যে তাঁহারা গোষ্ঠে কৃষ্ণের কোন অমানুষী কার্য্য দেখিলেও কৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি না করিয়া ভাবিতেন যে আমাদের সখা কৃষ্ণ বোধ হয় কোন দৈব বিদ্যা অবগত আছেন, তাহারই বলে এইরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া করিতে পারেন, ইত্যাদি ব্রজের প্রত্যেক রসেই এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়, অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শুদ্ধ মধুর রাগানুগা ভাব একমাত্র ব্রজবাসীগণেই সম্ভব। ব্রজে শুদ্ধ গোপ গোপী দেহ লাভ করিয়া যিনি সেই ব্রজবাসীগণের ভাববৃন্দ মধ্যে কোন এক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুগত সেই শুদ্ধভাবে তাঁহাকে ভজন অর্থাৎ সেবা করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ব্রজে দ্বিভুজ মুরলীধর নটবর শ্যাম নিত্যনবকিশোর মূর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন।”

"শ্রুতিগণ গোকুলে গোপকুলললনা-দেহ লাভ করিয়া গোপীর অনুগত ভজনবলে নিজ নিজ অভীষ্টানুরূপ রাসাদি লীলায় অধিকার লাভ করিয়া ছিলেন, আর লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি নারায়ণোপাসক, তাঁহার ভক্তি, ঐশ্বর্য্যমিশ্রা ভক্তির আদর্শ। ব্রজবাসী গোপগোপীর ন্যায় তাঁহার ভক্তি রাগোদিত না হইয়া ঐশ্বর্য্যভাবযুক্তা। ব্রজে গোপ গোপী জন্মলাভ না করিলে কখনই কৃষ্ণে শুদ্ধ রাগ জন্মে না। লক্ষ্মী প্রার্থনা করিলেও নিজ দেব দেহে ও নিজ ঐশ্বর্য্য ভাব সেই অপ্রাকৃত রাসাদিতে অধিকার প্রাপ্ত হন না। রাস রসিক কৃষ্ণ, ব্রজভাব বিহীন ঐশ্বর্য্য মিশ্রা ভক্তিমতী লক্ষ্মীকে কেন তাঁহার বৃন্দাবন লীলা সম্বন্ধরূপ রাসাদি লীলায় অধিকার প্রদান করিবেন!" পরম প্রামাণ্য গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নাহি সম্বন্ধ মানন।
ব্রজ লোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন॥
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"
"সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়,
বেদ ধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

ভট্ট তখন বুঝিতে পারিলেন তিনি যে নারায়ণকেই পরমেশ্বর তাঁহার উপাসনাকেই সর্ব্বোপরি ভজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা ভ্রম।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

ভা, ১।৩।২৮ সূত বচন।

"এই সূত মুখের শাস্ত্রবচনদ্বারা কৃষ্ণই পূর্ণতম অংশী এবং নারায়ণ তাঁহার অংশ, পূর্ণ শক্তিমান্ কৃষ্ণ যে লক্ষ্মীর চিত্ত আকর্ষণ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু পূর্ণতম ও অংশী কৃষ্ণের একান্ত ভক্ত গোপী সমূহের মন নারায়ণ আকর্ষণ করিতে পারেন না, প্রমাণ এই যে এক দিবস পরিহাস ছলে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলে তদ্দর্শনে অনন্য ভজনশীলা দুর্গমপারকীয় পথাবলম্বিনী ব্রজগোপীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিতপ্রায় হয়। তাঁহারা চতুর্ভুজ নারায়ণের ভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শাস্ত্রীয় যুক্তিসঙ্গত কথা শ্রবণে ভট্টের গর্ব্ব তিরোহিত হইল। তিনি বলিলেন, "অগাধ গম্ভীর ঈশ্বর লীলা কিছুই বুঝি না। তুমি সাক্ষাৎ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ আমাকে অশেষ কৃপা করিয়াছেন, সেই কৃপা ফলে তোমার চরণ দর্শন লাভ ঘটিল, আর তুমি স্বয়ং সেই অসীম গুণৈশ্বর্য্য লীলাময় কৃষ্ণের মহিমা বর্ণন করিয়া আমার চিত্তে তাহার স্ফুর্তি করিয়া দিলে, এক্ষণে কৃষ্ণভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ ভজন ও রাধাভাবই সাধ্যসার তাহা তোমার কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, তুমি কৃপা করিয়া এ তত্ত্ব আমায় উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিলে।"

ভট্টের গর্ব্বমল তিরোহিত করিয়া পরমরঙ্গী অন্তর্যামী ভক্তপ্রাণ গৌরসুন্দর, ভট্টের বহুকালজাত নারায়ণ-ভক্তিত্যাগভয়জনিত দুঃখ অপনোদন করিবার জন্য ভক্তের চিত্তে সুখ দিতে পুনরায় সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া বলিলেন "ওহে ভট্ট! দুঃখ করিও না; বৈষ্ণব বিশ্বাসানুরূপ শাস্ত্র

সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। যেরূপ কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ নাই, গোপী ও লক্ষ্মীতেও সেইরূপ ভেদ নাই। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকা একই বিগ্রহে নানাকার রূপ প্রকাশ করান। স্বরূপ শক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ করান আবার ঐশ্বর্য্যস্বরূপে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ সঙ্গাস্বাদ করান, ভক্তগণের ভাবের বিভিন্নতায় ঈশ্বরবিগ্রহে এই প্রকার নানাকার রূপের ধ্যান ভেদ হইয়া থাকে মাত্র, পরন্তু ঈশ্বর তত্ত্বে কখনও কোনও ভেদ নাই ও হইতে পারে না।

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে।

শ্রীরঙ্গমে ভট্টপরিবার সহ চারি মাস অতিবাহন কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগৃহীত জনৈক শ্রীগীতা পাঠক বিপ্র গোপালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও পরে তৈলঙ্গ প্রভৃতি দক্ষিণ দেশে গোপালের শুদ্ধ ভক্তি প্রচার বিষয়ে একজন সহকারী ছিলেন।

এই শব্দার্থানভিজ্ঞ গীতাপাঠক ব্রাহ্মণ শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে পরমানন্দে আপন মনে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারনির্ব্বিশেষে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা আবর্ত্তন করিতেন। তাঁহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া সকলে নিজ নিজ রুচি অনুরূপ তাঁহাকে নিন্দা উপহাসাদি করিতেন কিন্তু তাহাতে তিনি দৃক্‌পাত না করিয়া পরমানন্দে পরমাবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেন। যাবৎ তিনি ঐরূপ পাঠ করিতেন, তাবৎ তাঁহার দেহে পুলকাশ্রু কম্প স্বেদাদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহের আবির্ভাব হইত। এক দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন" ব্রাহ্মণ! গীতায় কি অর্থ বুঝিয়া তোমার এত সুখোদয় হইতেছে?" গীতাপাঠক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন" আমি মূর্খ, আমার শব্দার্থ জ্ঞান নাই; কেবল গুরু আজ্ঞায়

শুদ্ধই হউক বা অশুদ্ধই হউক গীতা পাঠ করিতেছি এবং যাবৎ আমি পাঠ করি, তাবৎ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে অশ্ববল্গাধারী সারথ্যব্রতী অতি মনোরম অপূর্ব্ব ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রথোপরি অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ করিতেছেন, দেখিতে পাই। তজ্জন্য আনন্দাবেশে আমার প্রাণ গীতাপাঠ ত্যাগ করিতে পারে না। ”

গীতাপাঠক বিপ্রের এই কথা সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন “তোমারই গীতাপাঠে যথার্থ অধিকার। তুমিই গীতার সারার্থ অবগত আছ। পাণ্ডিত্যাভিমানী আত্মবঞ্চক জনগণ মায়া প্রভাবে ভক্তিশাস্ত্রশিরোমণি গীতার কতই কল্পিত অর্থ করিয়া মুখ্যার্থ আচ্ছাদন পূর্ব্বক আপনাকে মহাপণ্ডিত কল্পনা করিয়া আত্মম্ভরিতার উচ্চ সিংহাসনে সমাসীন থাকেন, সেই সকল বিদ্যামদমত্ত আত্মবঞ্চক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যাখ্যাতৃগণের পক্ষে গীতাপাঠ অনধিকার চর্চ্চামাত্র। আর তুমি শব্দার্থ অনভিজ্ঞ হইলেও তোমারই গীতাপাঠে যথার্থ অধিকার দেখিতেছি। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, ভক্তিশাস্ত্র গীতার সারার্থ এক মাত্র ভগবদ্ভক্তই এই জানেন। অতি বড় রঙ্গী জগৎ শিক্ষা গুরু গৌরসুন্দর দৈন্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন “ তুমি কৃষ্ণের দর্শন পাও। তোমার সমান সাধু আমি আর কখনও দেখি নাই, তোমার ভজন করিলেই কৃষ্ণের দর্শন লাভ ঘটে। কৃপা পূর্ব্বক আমায় আলিঙ্গন প্রদান কর ” এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

ভক্তি মার্জ্জিত চিত্ত সেই ব্রাহ্মণ প্রভুর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চিত্তদর্পণে সত্যের চিত্ত প্রতিফলিত হইল। তিনি তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন “ চতুরচূড়ামণি! এ আবার কি লীলা! আজ এ সন্ন্যাসী বেশ কেন! অশ্ববল্গা কোথায় গেল?

দণ্ড কোথায় পাইলে ? বল্প পাঁচনি কাড়িয়া লইয়া কে আবার আজ দণ্ড হস্তে দিল ? ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু! কার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে এই কঠোর সন্ন্যাস বেশ ধরিয়াছ নাথ! আমায় ভুলাইতে আসিয়াছ ? তাহা পারিবে না। তোমার কৃপায় তোমায় চিনিয়াছি যে? চতুর রাজ! চাতুরী ছাড়! আমার নিকট লুকাইতে পারিবে না! আমি চিনিয়াছি তুমিই সেই অর্জ্জুনের সারথী; তুমিই সেই ব্রজ গোপবালক নিখিল লোক-পালক গোলকবিহারী! তবে মায়াধীশ, এ ক্ষুদ্র নগণ্য জীবাধমের প্রতি এ মায়া বিস্তার কেন প্রভু ? এ প্রচ্ছন্ন কঠোর সন্ন্যাস বেশ সম্বরণ কর। যদি কৃপা করিলে, তবে নাথ! তোমার সেই নবঘনশ্যাম শিখিপুচ্ছচূড় ত্রিভঙ্গনটন ভঙ্গিম রাই মনোহর দ্বিভুজ মুরলীধর নটবর মধুর রূপ দর্শন করাও। এই বলিয়া সেই মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার বাঞ্ছিত প্রভুর সেই রাতুল চরণ যুগল বেষ্টন করিয়া ধারণ করিলেন।

"তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয়॥
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিয়া।
এত বলি পদ যুগে সাপটি ধরিলা।" ॥

ব্যাসাবতার মহাকবি বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন—

বিদ্যাধন অভিমানে কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

সেই পরম ভাগ্যধর বিপ্র পণ্ডিত না হইলেও মহাপ্রভুর স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়া ছিলেন। বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি অদ্বিতীয় পণ্ডিত

আচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সেই ব্রাহ্মণের স্বরূপ জ্ঞানের কারণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

" কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তো তার মন হঞাছে নির্ম্মল ।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল " ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।

কৃষ্ণাভিন্ন শুদ্ধ শ্রীনাম স্ফুরিত হইলে শ্রীনাম ধৌত চিত্তমল ভক্তের অপ্রাকৃত চিত্তদর্পণে সকল বিষয়ের যথার্থ প্রতিরূপ স্বতঃই প্রতিফলিত হইয়া থাকে । ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় । কিন্তু পাষণ্ডগণ এই সমূহ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া শুনিয়াও বিশ্বাস না করিয়া এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া বৃথা অপরাধ সঞ্চয় করে, ঈশ্বর তত্ত্ব তর্কে স্থাপ্য নহে । করণ তর্ক ও বিচার প্রাকৃত জড়বুদ্ধিকে মাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে । আর ঈশ্বর তত্ত্ব অজড় ও অপ্রাকৃত, সুতরাং প্রাকৃত জড়বুদ্ধির অনুগত তর্ক কিরূপে অপ্রাকৃত ঈশ্বর তত্ত্বের সীমা স্পর্শ করিতে পারিবে ? অর্দ্ধসের পরিমিত মৃত্তাণ্ডে কিরূপে মহা জলধিকুল পরিমিত হইতে পারে ? দৃষ্টিহীন জন দ্বারা বিবিধ বর্ণ নির্ণয় কিরূপে সম্ভব হয় ?

ভক্তাধীন গৌরহরি সেই ভক্ত ব্রাহ্মণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট কৃপা করিলেন এবং সে সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন । কারণ মঙ্গল ময়ের সেই ভুবনমঙ্গল ছন্নাবতারত্ব প্রকাশিত হইলে ভক্ত ভাব শিক্ষা দিবার ব্যাঘাত উপস্থিত হইত ।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব জন কিঙ্কর শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ।

ঊনবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

গীতি (২)।

দালালের গীত।

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট, খুলেচে খোদ নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি।
অধিকারি দেখে নাম বেচ্চে দর কষি॥
যদি নাম কিনিবে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি পূর্ণ হবে কাম॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র লয়ে দেন পরম আনন্দ॥
একবার দেখ্‌লে চক্ষের জল।
গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা।

জাতি ধন বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা ॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল ।
গৃহে থাক বনে থাক না থাকে জঞ্জাল ॥
আর নাইকো কলির ভয় ।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥
ভক্তি বিনোদ ডাকি কয় ।
নিতাই চাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামীয় শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে

দুইখানি পত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রণামা নিবেদনমিদং ।

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন আর আমরা দীনহীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। প্রকট সময়ে ছয় গোস্বামী ছিলেন, অপ্রকট সময়ে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য ও আপনার কৃপা পাইলে আমি

ধন্য হইব। আপনি প্রভু-প্রেরিত, এই শুষ্ক কালে আপনি সনাতন ধর্ম্ম সজীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (শ্রীধাম পরিক্রমা) এখনো পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

অপর, নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথা? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন্, করিয়া আমার ন্যায় কোটী কোটী জীবকে চির ঋণে আবদ্ধ করুন্।

সকলে দলবদ্ধ হইয়া নবদ্বীপেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ঢাকিয়া রাখিয়া ছিলেন, ইহাতে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার প্রিয়দাস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন দিয়া গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল বিগ্রহ অর্পণ করেন। ইহার বৃত্তান্ত "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থে ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে দেখিয়াছেন। সে বিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীখেতুরীতে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুর ভগবান্ গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করার অধিকারী কেবল আপনাকে নয়নগোচর হয়। এই নিমিত্ত কাতর হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। দেবীসম্বন্ধে অনেক কথা চৈতন্য মঙ্গলে আছে। ভক্তি-রত্নাকরে কিছু পাওয়া যায়, আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল ধ্যানের বিষয় লিখিয়াছেন। * * এতদ্ভিন্ন

কিংবদন্তী দ্বারা বহুতর সংবাদ পাইবেন। কিমধিক আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত বলিয়া জানিবেন।

প্রণাম

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ দাস

23rd Nov 88 Deoghar via Baidyanath E. I. Ry.

যথোচিত বৈষ্ণব সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন

আমরা অদ্য ৫ দিন কলিকাতা আসিয়াছি। এখানে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীভগবৎ কথা কীর্ত্তন ও গান কীর্ত্তনে মধ্যে মধ্যে পরমানন্দ লাভ হইতেছে। আর অল্পদিন পরে শ্রীযুক্ত শিশির বাবু এখানে আগমন করিবেন। তখন যদি আপনার কলিকাতায় আগমন হয়, আমরা সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনকার দিগের পবিত্র সঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়া পূর্ণার্থ হইব। সম্প্রতি আপনি যে লুপ্ততীর্থ শ্রীধাম শিরোমণি নবদ্বীপ প্রকাশ করিলেন তাহাতে জগজ্জীব কৃতার্থতা লাভ করিবেন আর শ্রীগৌরাঙ্গদাসগণ সেইস্থানে গড়াগড়ি দিয়া সেই স্থানের ধুলায় ধুসর হইয়া যখন শ্রীধামে গমন করিবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমরা

ধন্য হইব। ঐস্থানের সম্বন্ধের একটী কথা অতি বিস্ময়াবহ। তাহা মতিবাবুর নিকট বলিলাম, মতিবাবু পরমানন্দিত হইয়া আপনাকে তাহা লিখিবার জন্য বলিলেন এবং আপনি যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য ধাম মহিমা লিখিয়াছেন তাহা সম্মুখে রাখিয়া এইকথা লিখিতেছি।

সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু আমাকে বলিয়াছেন গত চৈত্রমাসে উকিল নাড়া বাসী শ্রীযুক্ত বাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন, আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি যেস্থান প্রকাশ করিয়াছেন সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন এমন সময়ে দেখিলেন সেইস্থানে এক অপূর্ব্ব "মধুর আলো" উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এপারস্থ তটাবধি আলোকিত হইল। (মধুর আলো এই কথাটী তাঁহার মুখের) তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ক্ষণ বিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীলোকনাথ প্রভু মহা ভজনানন্দী তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নহে। আমরা

এখন নিশ্চয় বুঝিলাম শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গ দেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চার হইয়াছে যে শক্তিবলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করিলেন। আমাদের মঙ্গল, বোধকরি অদ্য বা কল্য বাটী যাইব। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ

শ্রীগৌরাঙ্গ দাসানুগত—
দাস শ্রীরাধিকা নাথ শর্ম্মণঃ।

এই পত্র মধ্যে মান্যবর মতিবাবুর পত্র—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী যে "মধুর আলো" দর্শন করেন ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকা নাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে আপনি প্রকৃত স্থানটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত × × অত্যন্ত 'বিরোধী আছেন। তবে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের পক্ষে তখন × × কোন অসুরের আশঙ্কা করা আমাদের কোন প্রয়োজন করে না। প্রভু গোস্বামী কল্য শান্তিপুর যাইবেন এবং বোধ হয় আপনার সহিত দেখা হইবে।

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী
দাস শ্রীমতিলাল ঘোষ

মুক্তি।

অভক্তিমার্গে মুক্তিই পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত মুক্তিপদের কাঙ্গালী নহেন, মুক্তির নামে তাঁহার হৃদয়ে হরিসেবা-বৈমুখ্যরূপ ঘৃণার ও ভীতির সঞ্চার হয়, মুক্তির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি সাধনাপথে অগ্রসর হন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধূলি সদৃশ জানিয়া তৎসেবাপরায়ণ হইয়া নিত্য বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নিত্যলীলারসের মাধুর্য্য পুষ্ট করিয়া নিত্যদাস জীব স্বীয় প্রকৃতির যে শাশ্বত সাফল্য লাভ করেন তাহাই বৈষ্ণব জনের একমাত্র আদর্শ।

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়েত উল্লাস॥

শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৭৬ সংখ্যা।

মুক্তির অভিলাষ ভক্তির একান্ত পরিপন্থী। হৃদয়ের নিভৃত কোণে মুক্তি লাভের বিন্দুমাত্র বাসনা ও গুপ্তভাবে নিহিত থাকিলে সে হৃদয়ে ভক্তিস্ফুর্ত্তি হইতে পারে না। তাই ভক্তিশাস্ত্রে মুক্তি কামনাকে হরিভক্তি বিনাশিনী পিশাচী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব ভক্তি-বিরোধিনী মুক্তির আদর্শ ভক্তিমার্গানুগামীর সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ভাবে মুক্তির অবস্থা পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত একলোকে বাসকে সালোক্য মুক্তি তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াকে সার্ষ্টি, তাঁহার সহিত সমানরূপতা প্রাপ্তিকে সারূপ্য, তাঁহার সমীপে অবস্থিতিলাভকে সামীপ্য এবং তাঁহার সহিত নির্ব্বিশেষে সংযুক্ত বা একীভূত হইয়া যাওয়াকে সাযুজ্য বা একত্ব মুক্তি বলে। সাযুজ্য মুক্তিই অদ্বৈতবাদীর আদর্শ। সালোক্য, সার্ষ্টি সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারি অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সাধক ভগবৎ সেবা-

পরায়ণ হইতে পারেন, তজ্জন্য এই চারি অবস্থা লাভেও ভক্তিধর্ম্মের লোপ হয় না। কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিতে ভক্তির অবকাশ নাই, তজ্জন্য ইহা ভক্তের চক্ষে সালোক্যাদি চতুষ্টয় হইতে ঘৃণ্য। নারদ পঞ্চরাত্রে সালোক্যাদি চতুষ্টয়কেই মুক্তি নামে অভিহিত করিয়া মুক্তি চতুর্ব্বিধ বলা হইয়াছে, যথা—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যমিত্যতঃ ক্রমাৎ।
ভোগরূপঞ্চ সুখদমিতি মুক্তিচতুষ্টয়ম্॥

২য় রাত্র, ৭ম অধ্যায়।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥ ২৬৬॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥ ২৬৭॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥ ২৬৮॥

মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সাযুজ্য আবার দুই প্রকার ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। অদ্বৈতবেদান্তবাদীর মতে জীবের চরম আদর্শ ব্রহ্মসাযুজ্য, তাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি লাভ। যোগ দর্শন মতে কৈবল্য অবস্থাকে ঈশ্বরসাযুজ্য বলা যাইতে পারে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগকেই যোগ বলে—

সংযোগং যোগমুচ্যতে জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

অবিদ্যার আকরীভূত ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয় প্রভৃতি কষায়সমূহ দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরের সহিত অবিদ্যাবশাধীন জীবের সাযুজ্য যে মতবাদের আদর্শ তাহার অধিক নাস্তিকতা আর কি হইতে পারে?

নির্ব্বিশেষ বাদের সহিত বৌদ্ধ শূন্যবাদের সাদৃশ্য এত বেশী যে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া আখ্যাত করা হইয়া থাকে। শূন্যকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকল্পনা বরং মার্জ্জনা করিতে পারা যায় কিন্তু সর্ব্বকল্যাণগুণগণাকর অখিল-হেয়-প্রত্যনীক সবিশেষ ঈশ্বরের সহিত পাপ-তাপক্লিষ্ট জীবের সাযুজ্যকল্পনা নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর।

ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৬ষ্ঠ, ২৬৯ সংখ্যা।

মুক্তির যতপ্রকার কল্পনা হইতে পারে সালোক্যাদি উক্ত পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে তৎসমুদায়ই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মুক্তি নামের সহিত এই পঞ্চবিধ মুক্তি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ যে বৈষ্ণব শাস্ত্রে মুক্তির প্রসঙ্গ উত্থিত হইলেই সাধারণতঃ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিতোদ্ধারকল্পে দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তিনি মধ্বমতাবলম্বী তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের আচার্য্যকে সাধ্য সাধন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তত্ত্ববাদাচার্য্য সাধ্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন।

পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় ইহা শাস্ত্র নিরূপণ।

মধ্য ৯ম, ২৫৭ সংখ্যা।

এস্থানে "পঞ্চবিধ মুক্তি" শব্দটী সামান্যতঃ মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ মধ্বমতে সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি স্বীকৃত হয় না।

শাস্ত্রে পঞ্চপ্রকার মুক্তির কথা থাকিলেও আমরা বঙ্গদেশে নির্ব্বিশেষ মতাশ্রিত যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিষয় অবগত হইয়া

থাকি তাহাতে এক সাযুজ্য মুক্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপ মুক্তির কথা শুনিতে পাই না। তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও হরিসেবনোদ্দেশে বিধি বা ঐশ্বর্য্যমার্গে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যকে মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে এই মুক্তির ধারণা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত শৈব সম্প্রদায়ের শিব প্রকাশ পটলই নামক অন্যতম তামিল শাস্ত্র গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে নিম্নলিখিত মন্তব্যটী পাঠ করিয়াছি।

After these the three stages of heavenly happiness are developed, to be enjoyed by the souls that have a favourable balancc of meritorious deeds, or have devoted themselves to the service of God or the abstract contemplation of the Deity, viz. (1) the enjoyment of the adode of Siva; (2) that of near approach to him; (3) that of union with him. "

Foulkes' Translation of the Siva-Prakasa-Patalai.

অর্থাৎ, তৎপরে দিব্যসুখের তিন প্রকার অবস্থা অভিব্যক্ত হয়। যে সকল জীব পুণ্য কর্ম্মী বা যাঁহারা শিব সেবা রত অথবা যাঁহারা শিব ধ্যান পরায়ণ তাঁহারাই এই তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হন, যথা (১) শিব লোকে বাস (সালোক্য) (২) শিব সান্নীপ্যে অবস্থিতি (সামীপ্য) এবং (৩) শিব সাযুজ্য (সাযুজ্য)

ইহাতে কেবল মাত্র সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই তিন প্রকার অবস্থার উল্লেখ আছে। এই সূত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি শৈবসিদ্ধান্ত মহা সমাজের মুখপত্র সিদ্ধান্ত দীপিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জে এম নলস্বামী পিলে বি এ, বি এল মহোদয়কে পত্র প্রেরণ করি। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক দর্শনমতে সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির অবস্থা স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমি সার্ষ্টি মুক্তির কথাও তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহাদের মতে সার্ষ্টি

মুক্তির কোন কল্পনা নাই বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। কোন কোন শাস্ত্রে সার্ষ্টি মুক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্ষ্টি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

সুতরাং সালোক্য প্রভৃতি মুক্তির ভেদ কেবল মনঃ কল্পনা নহে, সম্প্রদায় বিশেষে ঐ সকল মত চির দিন অঙ্গীকৃত হইয়া আসিতেছে। দাক্ষিণাত্যে শৈবসম্প্রদায়ে, বিশিষ্টাদ্বৈত রামানুজীয় সম্প্রদায়ে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েও মুক্তির প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়।

দীন হীন

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার এম এ বি এল, পুরুলিয়া।

বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ।

যবে প্রভু গৌরচন্দ্র আনন্দ তরঙ্গে
রসাইল ভূমণ্ডল, সমুদ্রে যেমতি
পুরাকালে ভাসাইল পৃথিবীর উচ্চ
গিরি চূড়া জলবেগে, কেন সে সময়ে
না জন্মিনু ভাগ্যহীন নরাধম আমি ?
নারিলাম আস্বাদিতে সে প্রেমলহরী !!
কেন আমি না রহিনু সে অপূর্ব্বকালে
সেবিতে চৈতন্য-পদ ? কেন না হইনু
রূপ সনাতন দাস ? কেন না রহিনু

রঘুনাথের করঙ্গ ? রামানন্দ সনে
কেন না ফিরিনু আমি চক্রতীর্থ মাঝে ?
কেন না দেখিনু সার্ব্বভৌমের উদ্ধার ?
কাশীবাসী দণ্ডিপতি প্রকাশ আনন্দ
সরস্বতী-সঙ্গী সহ কুতর্ক ছাড়িয়া
ভক্তিরূপী পরানন্দ লভিল যেকালে
প্রভু স্থানে, কেনে আমি না চাকিনু হায়
সে তর্কতরঙ্গ সুধা হরিভক্তিপূর্ণ ?
এহেন বাঞ্ছিত পদ যদি ও দুর্লভ,
তবু ও হতাম ধন্য যদি সে সময়ে
জন্মিতাম বিপ্রকুলে তর্ক কাণ্ডী হয়ে,
তাহলে জীবের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
আমা লক্ষি ছাড়িতেন তীক্ষ্ণ তর্কবাণ
লইতেন দণ্ড দিয়া এহেন পাষণ্ডে
পদতলে, সঁপিতেন হরিদাসে মোরে,
হরিনামে শুধিবারে এ দুষ্ট হৃদয় !!
আহা ! চিৎ চক্ষে তবু দেখি নিরন্তর,
প্রভু যবে, বৈষ্ণব বেষ্টিত, সিঞ্চিতেন প্রাণ
হরিনামামৃত দানে এদগ্ধ সংসারে,
কত যে বাড়িত প্রেম সঙ্গীগণ মনে

সুনির্ম্মল ! দীর্ঘবাহু উত্তোলন করি,
জাগাইয়া জীবগণে মোহ নিদ্রা হতে,
বলিতেন লহ সবে ভবৌষধি, প্রেম
পিয়া নিরবধি হও অমৃত স্বরূপ !!
যূথে যূথে, শ্রেণীবদ্ধ, অসংখ্য মনুজ
বিষয় দনুজ ভয়ে মাগিত আশ্রয়
প্রভুপদে, প্রভু সবে প্রেম আলিঙ্গনে
তুষিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেম করিতেন দান !!
প্রেমানন্দ বিলিম্পনে হৃদ্রোগ ঘুচিত !!!
চৈতন্যের দাস আমি, জীব ! প্রভু মম
কর্ণধার ভবার্ণবে। তাঁহার বিধানে
আহ্বানি তোমারে আমি হরিনাম লতে।
কর্ম্মকাণ্ড, তর্ককাণ্ড, ব্রহ্মকাণ্ড ত্যজি
এস, জীব ! প্রিয় সখে ! চৈতন্যের প্রেম
অন্তর ভরিয়া লহ ! ঘুচিবে হুতাশ !
কলিমল ! বদ্ধভাব ! পাইবে স্বপদ
শান্তিরস ! আচরিবে জীবের স্বভাব
কৃষ্ণ প্রেম ! মহাভাব অনন্ত হইবে !!!

বৈষ্ণবদাস কেদার নাথ সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার।
মতিহারী। ফাল্গুন ১২৭৬। ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০

গর্ভ স্তোত্র।

বা সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

সত্যব্রতং সত্যপরং হইতে ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সার তত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই জীবগণ চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞান স্বরূপ বসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পণ করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সংকীর্ণ জ্ঞানে যে পর ব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য অতএব জ্ঞান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভু অনুগ্রহ পূর্ব্বক জীবের জ্ঞানের আত্ম প্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনো মধ্যে বিচরণ করেন। অবিবেচক লোকেরা জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না ইহাতে কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব

অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যান্ধ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাব কালীন যে দেব স্তুতি তাহা যে অমৃত তুল্য ইহাতে সন্দেহ কি ?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্ব্বস্ব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত ব্যাখ্যা যতদুর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদি ও স্বামী বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়ার্দ্র চিত্ত পাঠকগণ স্বামী প্রদত্ত ইঙ্গিতাবলম্বিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষাকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা ; যে হেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন। ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য-যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণ স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটী শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক্ জানিতে পারেন না। এই তিনটী শক্তির নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি

ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিচ্ছক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ, মায়াভিমুখ ধর্ম্ম যোগ্য। চিচ্ছক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত, অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড় জগতকে প্রাকৃত কহা যায় এজন্য ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটী শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণ সকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্ব্বিকারও সৃষ্টি করণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়া শক্তির অন্ধতম পরিচালনা একই কালে নির্ব্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল্প এ প্রযুক্ত জড় জগতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সত্ত্ব রজ তম দেশ কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি বিস্তৃতি স্থিতি স্থাপকতা আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বজ্ঞগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে

হইতেছে ইহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ পুণ্য কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে। মানব জীবনের সারভূত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীব সকল ভ্রমকূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধ্যা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বর স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুত অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুষঙ্গিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন যেহেতু শ্রুতি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণ ও ফলত এক পরম তত্ত্বেই তর্কাস্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটী পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটি বলিতে হইবে যে হেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্দ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্বে বরণ করেন নাই। পরিণামের ও পরিণাম হইবার সম্ভাবনা

অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্ব্বতঃ স্বীকৃত। তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তি গণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটী অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলিতে পারেন না যে হেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমান্ধ ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণব তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্য অনেকানেক মহাত্মাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কেও নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যে হেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগন তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে যদি সত্যব্রত শব্দ দ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতাদিগের সন্তোষ হইল না যে হেতু 'সত্যব্রতং সত্যপরং' এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অন্যান্য জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তাকরতঃ ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে "সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্যং"

এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সামষ্টিক সত্যে নিহিত হইয়া আছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে যে হেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়জগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুখণ্ডে পরব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এরূপ বেদসকলও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করিতে না পারিয়া 'ওতপ্রোত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যে হেতু মন ও বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃতভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও সংস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন্ না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করতঃ অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণু খণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশয়ে দেবগণ তাঁহাকে 'সত্যস্য সত্য' উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে।

জগদীশ্বর ইহার সত্য স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিবেন। এই সাময়িক সত্যের পর্য্যবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না। তখন একমাত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটী অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরে লক্ষ্য হয় অতএব এ স্থলে ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মাগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য এরূপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। জীব ও জড়ের প্রাগ্‌ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিবে। এ স্থলে কালত্রয়ের মধ্যে কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই যদি ঈশ্বরের এক মাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্য রূপে সামান্য হইয়া উঠে। আহা! আমরা ঈশ্বরকে এই প্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এই প্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এই প্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পর ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম যাঁহাকে সত্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ

তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রমণ করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিকট হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপ ভগবচ্চরণামৃত পান করিয়া জ্ঞান শূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন। ১।

শ্রীধাম দর্শনে।

নব অনুরাগে আজ, মধুর মোহন সাজ, কার সম্ভাষণ লাগি পরিয়াছে ধরা।
সুনীল অম্বর মাঝে, বিমল চন্দ্রমা রাজে, হাঁসিতেছে ফুলরাজি হাঁসিতেছে তারা॥
মধুর মলয় বায়, শীতল করিছে কায়, এ নব বসন্তে সবে আনন্দিত মন।
বৃন্দাবনে গোপীগণে, রাঙাইছে কৃষ্ণ ধনে, রাধা সনে দোল খেলে রাধিকা রমণ॥
ভকত হৃদয় মাঝে, আনন্দ লহরী বাজে, পুন যে এসেছে ওই ফাল্গুন পূর্ণিমা।
রাধাকৃষ্ণ একরূপে, গৌর হয়ে নবদ্বীপে, শচীগর্ভে উদিয়াছে অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা॥
তাই হেরিবারে আজ, ত্যজিয়া বিষয় কাজ, সংসার বন্ধন ছিঁড়ে ছুটিয়াছি সবে।
হৃদয়ে আবেগ ভরা, হেরিব প্রেমের গোরা, মায়াপুরে শচীগৃহে হরি হরি রবে॥
বৎসর ত্রয়ের পরে, আজি বিশ্বম্ভর ঘরে, হেরিবারে বিশ্বম্ভরে এসেছি আমরা।
ভক্তগণ সম্মিলনে, দর্শনে সে গোরাধনে, বহিল হৃদয় মাঝে আনন্দের ধারা॥
কিন্তু কেন হৃদি আজি, উঠিতেছে কাঁদি কাঁদি, কাহার দর্শন লাগি চাহিছে নয়ন।
কারে না দেখিয়া মন, অস্থির হতেছে ঘন, এ অভাব আজি বল কাহার কারণ॥

গোরাবামে বিষ্ণুপ্রিয়া, ডাহিনেতে লক্ষ্মীপ্রিয়া, ওই রত্নসিংহাসনে শোভিতেছে আজ।
শ্রীরাধামাধব ওই, বামে রাধা রসময়ী, গলে দোলে বনমালা কি মোহন সাজ ॥
এই সেই মায়াপুর, ওই সে খোকাঠাকুর, ওই জগন্নাথ মিশ্র ওই শচীদেবী।
ওই সেই নিম্বগাছ, ওই সে ভৈরবরাজ, বহে ওই সুরধনী গৌরপদ সেবি ॥
মিলেছে বৈষ্ণবগণ, গাহিতেছে গৌরগুণ, ধাম প্রচারিণী সভা আলোকিত করি।
শুদ্ধভক্তি পরায়ণ, গৌর কৃষ্ণ যার ধন; গৌরকথা আলাপনে বিরাজিছে মরি ॥
তবু কেন অন্ধকার, নয়নেতে নীরধার, আনন্দে বিমর্ষ সবে বল কার লাগি।
শ্রীসভার কার্য্যপতি, জীবন স্বরূপ অতি, ভকতি বিনোদ মূর্ত্তি উঠে হৃদে জাগি ॥
তাই আজ ভক্তগণে, অতীব ব্যাকুল মনে, ভকতি বিনোদ গান গাহে সভামাঝে।
চৌত্রিশ বৎসর আগে, যিনি পূর্ণ অনুরাগে, সজ্জনতোষণী পত্রী প্রকাশি সমাজে ॥
বিশুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম, জাগাইলা ভক্তিমর্ম্ম, দেশে দেশে প্রচারিলা গৌর গুণগাথা।
গৌরজন্মভূমিস্থান, এই মায়াপুর ধাম, গৌর বিষ্ণু প্রিয়ামূর্ত্তি প্রকাশিল হেথা ॥
এ হেন আনন্দদিনে, আজি তাঁর অদর্শনে, স্ফূর্ত্তি নাহি পাই মনে যেন অন্ধকার।
চিন্ময় জগতে প্রভু, ভকতি বিনোদ বিভু, আপন অভীষ্ট ধনে সেবেন অপার ॥
ভক্তের অন্তর মাঝে, আজি সে মুরতি রাজে, জড়চক্ষে আর তাঁরে দেখিতে না পাই।
মায়াপুর পর পারে, সরস্বতীনদী তীরে, স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে দেখিবারে যাই ॥
কোন ভক্ত কৃপাবশে, মোদের লইয়া পশে, শ্রীসমাধি দরশনে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে।
চলিনু ব্যাকুল মনে, ঠাকুরের দরশনে, সরস্বতী পার হ'য়া প্রভুর সমীপে ॥
পদে পদে ধীরি ধীরি, কুঞ্জেতে প্রবেশ করি, বহিল যে জলধারা যুগল নয়নে।
সেই মধুমাখাস্বরে, কেহ না ডাকিল মোরে, সে অপূর্ব্ব হরিনাম না শুনি শ্রবণে।
সেবা-নিষ্ঠা পরায়ণ, ভকতিবিনোদজন, কৃষ্ণদাস মহাশয় শুদ্ধ গৌরদাস।
শ্রীগুরু বিরহ জ্বরে, ছাড়ি নিজ কলেবরে, সমাধি শয়নে আছে নিজ প্রভুপাশ ॥

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

[illegible] পরেশাবেশসাধিনী।
জী[illegible] পাত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

বিদেশে গৌর কথা।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত আর, ডবলিউ, ফ্রেজার, এল, এল, বি মহোদয় 'ভারতবর্ষীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য' (A literary history of India) নামক গ্রন্থের ৩৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরমধর্ম্ম বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র নামক গ্রন্থের ইংরাজিভাষায় লিখিত

উপক্রমণিকা হইতে ফ্রেজার মহোদয় অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অত্রত্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহোদয়গণ পাশ্চাত্য ভাষায় পাশ্চাত্যমনীষিগণের অনুভূতির অপূর্ব্বতা লক্ষ্য করিলে তত্তদ্বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন। ফ্রেজার মহোদয়ের লিখিত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও অপ্রকটকাল ভ্রমপূর্ণ এবং কবির সহ তাঁহার তুলনা, বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সান্নিধ্য, তাঁহার পুত্রোল্লেখ, সমুদ্রে বৈকুণ্ঠলাভ প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার ধারণা আমরা ঠিক্ বলিতে পারিলাম না।

Chaitanya held to have been an absolute incarnation of Krishna and a worker of many miracles, represents to the mystic loving East what Luther represents to the West.

Born at Nadia in 1485 A. D, this enthusiastic reformer and preacher, Chaitanya gave expression in Bengal to the peculiar mode in which its life and thought had become modelled under climatic and political pressure, just as Kabir before him had proclaimed the form the religious thought of the people was taking in North India.

At all the varied phases of Indian thought arising within the lull that preceded the final conquests of the Mughals, that phase which it was the mission of Chaitanya to proclaim with all the power of his eloquence and mesmeric influence of his presence, shows most clearly how deeply the time was moved by a faith or devotion in a Deity, with whom as a consummation, complete union is sought. Chaitanya, first inspired at Buddha Gaya by the

universal sympathy of the Buddhist sage, and then roused to enthusiasm by the memories of the thought of past ages as they swept round the temple of Jagannath, went forth from his wife and child as an enthusiast, to proclaim the love for, and of Krisnna at a time when Luther was preparing to rouse Europe by his preaching. Five hundred years have passed away since the time Chaitanya spread a faith in the saving grace of Krishna throughout the land, nevertheless down to the present day, the same spirit that inspired Chaitanya continues still to dwell among his followers.

In an interesting account of the life and precepts of Chaitanya, lately published by his devout and aged follower, Sri Kedar Nath Dutt Bhakti-vinode, it can be read how this spirit preserves its vitality undiminished amid the changes that are sweeping over the land. This exponent of the hopes of the present followers of the teachings of Chaitanya declares his firm faith that from a devoted love to Krishna, a love like that of a girl for a loved one, shown by constant repetition of his name, by ecstatic raptures, singing, calm contemplation and fervour, a movement will yet take place to draw to the future church of the world, "all classes of men, without distinction of caste or clan to the highest cultivation of the spirit. This church, it appears, will extend all over the world, and take the place of all sectarian churches, which exclude out siders from the precincts of the mosque, church or temple.

The spirit that is to animate this new church is to be founded on the principle that "spiritual cultivation is the main object of life. Do everything that keeps it, and abstain from doing anything which thwarts the cultivation of the spirit." A devoted love to Krishna

is to be the guiding light, as preached by Chaitanya. "Have a strong faith that Krishna alone protects you, and none else. Admit him as your only Guardian, Do everything which you know Krishna wishes you to do, and never think that you do a thing independent of the holy wish of Krishna. Do all you do with humility. Always remember that you are a sojourner in the world, and you must be prepared for your own home."

The simple piety of this latest preacher of the teachings of Chaitanya holds that Chaitanya "showed in his character, and preached to the world, the purest morality as an acompaniment of spiritual improvement, Morality, as a matter of course, will grace the character of a bhakta (one who has faith).

The perplexing question of idolatory receives its usual explanation in the following manner those who say that God has no form, either material or spiritual, and again imagine a false form for worship, are certainly idolatrous. But those who see the spiritual form of the deity in their soul's eye, carry that impression as far as possible to the mind, and then frame an emblem for the satisfaction of the material eye, for continual study of the higher feelings are by no means idolatrous.

The words seem as if they pointed to the images Chaitanya in his trances used to vision up before him of the Deity and the shepherdesses. In one of these trances, Chaitanya is held by tradition to have seen a vision of Krishna and the shepherdesses, sporting in the glistening waters of the sea near Puri, in Orissa, and as he walked out towards them, passed away for ever from the world, having gained the heaven of Vaikuntha in 1527 A. D, at the age of forty-two.

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগোপালের অন্যতর পিতৃব্য ত্রিমল্ল ভট্ট ও পরম পণ্ডিত পরমার্থী রামানুজীয় সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীবৈষ্ণব ছিলেন, পিতা ও পিতৃব্যগণ সকলেই পরমার্থী সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং প্রভুপ্রিয় পার্ষদবর বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীরত্ন, যথোপযুক্ত আকরেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য ত্রিমল্ল ভট্টের বিবরণ চরিতামৃতে পাওয়া যায় যথা—

তিরুমলয় ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস॥
শ্রীবৈষ্ণব তিরুমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত॥

মধ্য, প্রথম ১০৮।১০৯

শ্রীরঙ্গমে বেঙ্কট গৃহে চাতুর্ম্মাস্য গত হইলে স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্ট পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভ্রমণ ছলে শ্রীনাম প্রেম প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন। যাইবার কালে গোপালের পিতা বেঙ্কট ভট্টকে বলিয়া গেলেন তোমার এই পুত্র গোপাল সাধারণ বালক নহে। তুমি ইহাকে পড়াইয়া শুনাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিও কিন্তু ইহার বিবাহ দিও না।

মোর অতি কৃপা হয় ইহার উপর।
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিবাহ না দিবে কিন্তু কহিল তোমারে॥

প্রেম বিলাস।

নিত্য সিদ্ধ পার্ষদ ভবিষ্যৎ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপালের উপর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের কিরূপ ধারণা ও কতদূর কৃপা এবং তাঁহার দ্বারা যে প্রভু বিশেষ কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহার আভাস উপরিউক্ত প্রেম বিলাসের চরণত্রয়ে পরিস্ফুট রহিয়াছে। বিদায় কালে তিনি গোপালের খুল্লতাত ও গুরু প্রবোধানন্দকে বলিয়া গেলেন ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবে।

নিজ গৃহে নিজ প্রভুকে পাইয়া গোপাল প্রভুর জলকরঙ্গ বহন, কৌপীন বহির্ব্বাস শোধন বহনাদি, তুলসী সংরক্ষণ, পাদ প্রক্ষালন সম্বাহনাদি অশেষ বিশেষে তাবৎ সেবা করিতেন। ব্রজলীলায় যিনি যূথেশ্বরী শ্রীমতী বার্ষভানবীর প্রধানা অন্তরঙ্গা সহচরী অনঙ্গ মঞ্জরী রূপে মধুরভাবে কৃষ্ণ সেবা করিয়াছিলেন, অধুনা গৌরাঙ্গ লীলা সহচর রূপে পার্ষদবরেণ্য সেই গোপাল আকুমার প্রাণপণে প্রভুর অশেষ সেবা করিয়াছিলেন ও বৈষ্ণবাচার্য্য রূপে আজীবন তাঁহার লীলাপুষ্টি করিয়া অসংখ্য জীবকে শ্রীনাম প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপে গোপাল বাল্য ভরিয়া প্রভু সেবা করিতেছেন এমত সময় একদিন গৌরসুন্দর গোপালকে বলিলেন। কিছুদিন গৃহে থাকিয়া পরমাবিষ্ট মনে বিদ্যাধ্যয়ন পূর্ব্বক বৈষ্ণব পিতা মাতার সেবা কর, পিতা মাতার লোকান্তে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিও, তথায় শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিবে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও শিষ্যানুশিষ্য দ্বারা ভারতের নানাস্থানে নাম প্রেম ও শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রচার করিবে, আমার শক্ত্যাবেশাবতার এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কুমার অল্প বয়সে তোমার নিকট তথায় গমন করিবে। তুমি তাহাকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিয়া

দীক্ষাদি প্রদানানন্তর বহু গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া তাহাকে আমার প্রিয় গৌড়দেশে শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের জন্য প্রেরণ করিও ।

"কতদিন পিতা মাতার করিয়া সেবন ।
পশ্চাতে তুমি তবে যাবে বৃন্দাবন ॥
বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গে ।
সেখানে পাইবে সুখ পরম আনন্দে ॥
গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার ।
নিশ্চয় জানিও তিঁহো শক্তি যে আমার ।
বিরহে দুঃখিত মনে মোর অদর্শনে ।
অল্প বয়সে তিঁহো আসিবে বৃন্দাবনে ॥
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে ॥

কর্ণানন্দ

অল্প বয়স্ক গোপাল, প্রায়শঃ মায়াবাদ পরায়ণ তৈলঙ্গাদি দক্ষিণ প্রদেশে, অসাধারণ প্রতিভা প্রভাবে মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন । প্রাচীন বহুদর্শী প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকুল এই অসাধারণ মেধাবী বালকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়াও তাঁহার মধুর সবিনয় ব্যবহারে যুগপৎ শ্রদ্ধাভীতি নিবন্ধন এই তরুণ পণ্ডিতকে অপার্থিব শক্তিশালী বিবেচনায় কেহ তাঁহার সহিত আর বিচারে অগ্রসর না হইয়া অতীব যুক্তিযুক্ত ও অভ্রান্তবোধে নিঃসংশয়ে তাহার ভক্তিব্যাখ্যায় যথার্থ ও প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন । এইরূপে গোপাল, সমূহ দক্ষিণ দেশকে মায়াবাদ শূন্য ও ভক্তিমান করিয়া তুলিলেন, প্রায় বিংশতি বর্ষব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা তাবৎ দক্ষিণ প্রদেশকে ভক্তিপরায়ণ করিয়া গোপাল, প্রভু আজ্ঞা স্মরণ করিয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন যাত্রার মনন করিলেন । দক্ষিণ

ভ্রমণ কালে ১৪৩৩ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্যেঙ্কট গৃহে চারিমাস অবস্থান করেন, তখন গোপালের বয়স একাদশ বর্ষ, তাহার পর বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে পরম বৈষ্ণব ব্যেঙ্কট-দম্পতি নিত্য ধাম গমন করিয়াছেন। প্রভু আজ্ঞায় গোপাল বিদ্যাধ্যয়ন বৈষ্ণবপিতৃমাতৃসেবন ও ভক্তিপ্রচার কার্য্য যথাবিহিত সম্পন্ন করিয়া পিতামাতার লোকান্তে নিজ গুরু কাম্যবনবাসী প্রবোধানন্দের দ্বারা আহূত হইয়া একত্রিংশ বর্ষ বয়সে ব্রজবাস জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তথায় মহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের সেনাপতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর বৈরাগী ও পণ্ডিত কুলচূড়ামণি ভাগবত কুলরবি শ্রীরূপ সনাতন সহ পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীরূপ সনাতন তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া গোপাল যে কি বস্তু মহাপ্রভুর কিরূপ অস্ত্র তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে পরম আদরে বৃন্দাবনে রাখিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতি সংস্থাপিত হইল, শ্রীসনাতন গোস্বামী গোপালকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে অতীব স্নেহ প্রীতি করিতেন, যবন অত্যাচারে প্রমাণ স্বরূপ বৃন্দাবন ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর বাসভূমি ছিল, এক্ষণে আর তাহা নহে। মহাপ্রভুর কৃপায় রূপ সনাতন দ্বারা বৃন্দাবন এখন চাঁদের হাট, গোপালকে পাইয়া সকলেই অতি সুখে ভক্তি তত্ত্বালোচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, শ্রীমদ্রাসস্থলীর যে স্থলে মদন দর্পহারী নন্দনন্দন সৌভাগ্য গর্ব্বান্বিতা শ্রীমতী বার্ষভানবীর অনুসন্ধানে রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান হইলে অপরা গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া হা কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধু! হা নাথ, রমণ প্রেষ্ঠ! বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, ভাব দৃষ্ট সেই অপ্রাকৃত মুনি বাঞ্ছিত স্থলে গোপাল ভট্ট গোস্বামী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভজন করিতেন।

শ্রীগোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীরূপ সনাতন সম্মিলন সংবাদ যথাকালে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পৌছিলে নিজ গণের নিকট প্রভু যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় গোপাল মহাপ্রভুর লালাপুষ্টির কিরূপ সহায়।

শুন শুন স্বরূপ রামানন্দ, সমাচার।
গোপাল ভট্টের আগমন বৃন্দাবনে আর॥
ভট্টের মহিমা প্রভু অনেক কহিলা॥

প্রেম বিলাস।

ভক্তাধীন গৌরহরি নিজ ভক্তের গুণ শত মুখে বর্ণন করিয়া থাকেন, গোপালের অসাধারণ গুণগ্রাম স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, কাশীশ্বর, গদাধর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্ষদ মহান্তের নিকট শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিলেন তখন সকলেই বুঝিলেন কর্ম্মজ্ঞানাদি মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন ও শ্রীনাম প্রেম প্রচার কর্ম্মে গোপাল মহাপ্রভুর কিরূপ অস্ত্র।

দয়ার ঠাকুর গৌরহরি স্থানে স্থানে এইরূপ কতই নিজ নিত্যসিদ্ধ অনুচরবৃন্দকে অবতারিত করিয়া কতপ্রকারে আপামর সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীবগণকে অধিকার অনধিকার নির্ব্বিশেষে শ্রীনাম প্রেম প্রদান করিতেছেন! এরূপ অলৌকিক গূঢ় চেষ্টাময় অদ্ভুত বদান্য অদ্ভুত দয়াল অবতার আর হইবে কি?

গোপালের গুণগ্রাম নিজজনগণ মধ্যে বর্ণন করিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবনে এক পত্র লিখিলেন ও তাঁহার কৃপা উপহার স্বরূপ নিজ বসিবার আসন ও ডোর গোপালকে প্রেরণ করিলেন এবং পত্রে সনাতনকে আদেশ করিলেন আমার প্রদত্ত এই শেষ সম্পত্তি ডোর গোপালকে পরাইয়া মৎ প্রদত্ত এই আসনে তাহাকে দিয়া সম্মানিত

করিবে; আমার আর কোন বস্তুই অবশিষ্ট নাই যে দিব, "সবে ডোর আছে মোর বসিতে আসন।" প্রভু প্রদত্ত এই প্রসাদ বক্ষে ধারণ করতঃ গোপাল প্রেমানন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পত্র মর্ম্ম অবগত হইয়া ভক্তি বিগলিত অন্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে সুস্থির করিলে তখন গোপাল তাহাদিগকে কহিলেন আমার প্রভু যে আসনে উপবেশন করিতেন সেই আসনে আমি কিরূপে বসিব? ভক্তি সিদ্ধান্ত গুরু শ্রীরূপ বলিলেন প্রভু ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পরম ভাগ্যবানেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ প্রভু আজ্ঞাই বলবতী, তাহার উপর কোন বিচারই চলিতে পারে না। সেই সময় হইতে গোপাল প্রভু দত্ত সেই ডোর গলদেশে ধারণ করতঃ আসন মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ভজন করিতেন এবং তখন হইতেই তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ মধ্যে গণিত হইতে লাগিলেন। গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য পরম্পরা এখনও বলিয়া থাকেন যে প্রভুর শেষ আসন তাঁহারা পাইয়াছেন, গোপাল যখন সেই আসন মস্তকে রাখিয়া ভজন করিতেন তখন "আমার প্রভুদত্ত আসন" স্মরণ করিয়া প্রেমে দ্রবীভূত হইতেন, নয়নে অবিরাম প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত, আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবকৃপাভিখারী

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

শ্রীধামদর্শনে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

হেন অকৃত্রিমসেবা, জগতে দেখেছে কেবা, হেন শুদ্ধভক্ত, গুরুসেবাপরায়ণ।
এ দুঃখ আমার কায়, হৃদয় ফাটিয়া যায়, কৃষ্ণভক্ত বিরহ যে দুঃখ গুরুতর॥
কুঞ্জেতে প্রবেশ করি, তাঁহার সমাধি হেরি, ভকতি বিনোদ মূর্ত্তি করি দরশন॥
শ্রীমূর্ত্তির দরশনে, আনন্দ বিষাদ মনে, পবিত্র গম্ভীর মূর্ত্তি করিনু স্পর্শন॥
জন্মাবধি ধামে বাস, নাম যার কান্তি দাস, সেবিছে ঠাকুরে সেই পরম যতনে॥
তার সেবা ভক্তি দেখি, সব ভক্তবৃন্দ সুখী, ধন্য ধন্য সুকৃত সে আজি এ ভুবনে॥
সন্ধ্যা আগমনে দেখি, শ্রীস্বানন্দ কুঞ্জ ত্যজি, প্রণমি ঠাকুর স্থানে বিদায় মাগিয়া।
ত্যজিয়া গোদ্রুম বনে, কোলদ্বীপ দরশনে, সুরভিকুঞ্জেতে গৌর গদাই হেরিয়া॥
তটিনীর তীরে আসি, উঠি নৌকোপরি বসি, প্রকৃতির শোভা হেরি প্রফুল্লমন।
জাগিল হৃদয়ে কত, পূর্ব্ব স্মৃতি শত শত, ভকতিবিনোদ প্রভু ভক্তবৃন্দ সনে॥
যবে নাম হট্ট করি, প্রচারিল গৌরহরি, শ্রীসুরভি কুঞ্জে বসি শ্রীগোদ্রুম দ্বীপে।
সে দিনের কথা আজ, স্মৃতিরূপে হৃদি মাঝ, জাগিতেছে ক্ষণে ক্ষণে এই নবদ্বীপে॥
যাঁহার অনন্য চেষ্টা, মিটাইছে ভক্ত তৃষ্ণা, গৌর জন্মভূমি মায়াপুর প্রকাশনে
নিজে যিনি দীন হয়ে, অন্য জনে মান দিয়ে, অকিঞ্চন ভাবে ব্রতী শ্রীকৃষ্ণভজনে॥
ভকতি বিনোদ প্রভু, মোদের লইয়া কভু, পূর্ব্বেতে যেতেন কোলদ্বীপ দরশনে
ভাবিয়া এসব কথা, মরমে পাইনু ব্যথা, চলিতে লাগিল নৌকা ত্বরিত গমনে॥
সরস্বতী জাহ্নবীর, মিলন কি সুগম্ভীর, শ্বেত কৃষ্ণ দুই নীর পরস্পর গাঁথা।
শ্বেতনীর ত্যাগ করি, কাল জাহ্নবীর বারি, বহিয়া চলিল নৌকা কোলদ্বীপ যথা॥

নামিনু গঙ্গার তীরে, স্বজন সহিত ধীরে, চড়া ভাঙ্গি উঠিলাম পার কোলদ্বীপ ॥
হেরিলাম কিছুদূরে, নিশান উড়িছে ধীরে, জানিলাম পুছিয়া সে নিশান কাহার।
গৌর কিশোর নাম, পরহংস গুণধাম, ওই পূতস্থান হয় সমাধি তাঁহার ॥
প্রণমিয়া সেই স্থানে উঠি সঙ্গীগণ সনে, সবে মিলি প্রবেশিনু নগর ভিতর।
নবদ্বীপ কুলিয়ায়, মহাপ্রভু গৌররায়, হেরিবারে চলিলাম প্রফুল্ল অন্তর ॥
পথেতে বনিকগণ, অগ্নিবৃষ্টি ঘন ঘন, করিতেছে পথে পথে চাঁচর লাগিয়া।
তাহার ভিতর দিয়া, চলিনু ধাইয়া মোরা, নিরখিতে গোরাচাঁদে নয়ন ভরিয়া ॥
উপনীত হয়ে সবে, মন্দির সমীপে তবে, প্রবেশের পথে বিঘ্ন লয়া ভেট দায়।
ভকতিবিনোদ নাম, যেই মোরা করিলাম, শুনি ছাড়ি দিল দ্বার ভেট গৃহিতায় ॥
আনন্দে প্রবেশি মোরা, হেরিনু প্রেমের গোরা, রাজ রাজ্যেশ্বর প্রায় শোভিত তথায়।
প্রণমিনু সযতনে, বাহিরিনু সেই ক্ষণে, গোরাচাঁদ পদে তবে লইয়া বিদায় ॥
শ্রীবাস অঙ্গন নাই, কুলিয়ায় তবু যাই, কৃতান্ত করাল সম বসিয়াছে দ্বারী।
বলে আগে ভেট দাও, তবে প্রবেশিতে চাও, নতুবা ফিরিয়া যাও যত নর নারী ॥
তার বাক্য শুনি কাণে, ঘৃণা হৈল মনে মনে, না প্রবেশি সেই স্থানে ফিরিলাম মোরা।
শ্রীমূর্ত্তি ব্যবসা করি, ভেট লয় যাত্রী ধরি, পাপকার্য্য জানি মনে চলিলাম ত্বরা ॥
দেখিয়া এ ব্যবহার, অবৈধ করম তার, শাস্ত্রমূল দেবালয় নাহি দেখি তবে।
সঙ্গে সঙ্গী যাত্রীগণ, বাজার দেখিতে মন, প্রবেশি বাজারে দ্রব্য কিনিলেন সবে ॥
ফিরিলাম তথা হতে, সহযাত্রী গণ সাথে, ঘাটে আসি নৌকাযোগে মায়াপুর পানে।
চলিলাম হৃষ্টমনে, শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচরণে, হুলোঘাটে আসি নামি সঙ্গীগণ সনে ॥
তথা হইতে পদব্রজে, চলিনু মন্দির মাঝে, নিশীথরজনী চন্দ্র আলোকে পূরিত।
সুরাহ না পথ কভু, পদ যে চলে না প্রভু, কেমনে মন্দির মাঝে হব উপনীত ॥
শ্রীরাধামাধববর, মায়াপুর সুধাকর, তাঁর কৃপাবলে পথ হইলাম পার।

প্রাতে উষা আগমনে, মঙ্গল আরতি শুনে, নিদ্রাভঙ্গে উঠিলাম হরি হরি রবে ।
ভক্তিতীর্থ মহাশয়, লইয়া বৈষ্ণবচয়, "উদিল অরুণ" গাহি জাগায়ে মানবে ।
দুইবর্ষ শিশু মোর, লইয়া তারে সত্বর, আইলাম বাহিরিয়া শুনিতে কীর্ত্তন ।
শুনি শিশু সে কীর্ত্তন, তালি দিয়ে ঘন ঘন, নাচিতে লাগিল নমি প্রফুল্লিত মন ॥
সে কীর্ত্তন ভঙ্গ হলে, সকল স্বজনে মিলে, চলিলাম গঙ্গাস্নানে প্রভু প্রণমিয়া ।
হরি পার্শ্ব বারি সঙ্গ, শীতল করিল অঙ্গ, উঠিলাম কুতুহলে স্নান সমাপিয়া ॥
শস্যক্ষেত্র মধ্য দিয়া, ধামশোভা নিরখিয়া, আইলাম পুলকিতে শ্রীগৌরসুধাসিন্ধুতীরে ।
গায়ক শ্রীহরিদাস, নিজসঙ্গীগণ সাথে, শ্রীবৈষ্ণব অপরাধ গাহে সুমধুরে ॥
যত ভক্ত বৈষ্ণবগণে, শুনে তাহা একমনে, কেহ বা কহিয়াছে পাঠ অতীব যতনে ।
গাহিল বৈষ্ণবগণে, ভোগারতি হৃষ্ট মনে, পূজারি আরতি করে গৌরাঙ্গে যতনে ॥
সে আরতি সমাপিয়া, তথা ভোগ সরাইয়া, শয়ন কপাটি দিয়া আসিল নামিয়া ।
এবে মহা মহোৎসব, নয়নের উৎসব, যত ভক্তবৃন্দ মিলি বসিল আসিয়া ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা, এরূপ দেখেছে কেবা, এই মায়াপুর বিনা আর কোন স্থানে ।
খেতুরীর মহোৎসব, পুন যেন অনুভব, পূর্ব্বে গ্রন্থে মহাজন লিখিল যেমনে ॥
দীন দুঃখী শত শত, প্রসাদ পাইল কত, অগণিত বাল বৃদ্ধ যুবা নরনারী ।
আজি এই মায়াপুরে, শচী জগন্নাথ ঘরে, যে আসিল দরশনে বসে সারি সারি ॥
প্রসাদ পাইয়া কয়, ভকতি বিনোদ জয়, বসালেন মায়াপুরে যিনি গৌরহরি ।
অহৈতুকী চেষ্টা বলে, মায়াপুর প্রকাশিলে, বহে ভক্ত নেত্রে অশ্রু যাঁর নাম স্মরি ॥
সন্ধ্যা আগমন হলে, সব ভক্তগণে মিলে, জন্মপূজাভোগারতি গাহিল হরষে ।
এসকল নিরখিয়া, আনন্দে পূর্ণিত হিয়া, চলিলাম হেরিবারে শ্রীব্রজপত্তনে ॥
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী তাঁর তথা নিবসতি রাধাকুণ্ডতীরভূমি এস্থান উত্তম ।
নিভৃত ভজন আশ, হেথা করিছেন বাস, শ্রীরাধাদয়িতদাস গৌর প্রিয়তম ॥

নিরখিয়া সেই স্থান জুড়াইল মন প্রাণ, শ্রীগৌরভজন স্থান হেন আর নাই।

দূরে সংসার হতে জনশূন্য নির্জ্জনেতে, ভজনের স্থান (যেন) এইরূপই পাই॥

ফিরিলাম তথা হতে প্রণমিয়া রীতিমতে, ধন্য যিনি এস্থানেতে করেন ভজন।

শ্রীবাস অঙ্গনে পশি শ্রীগৌরনিতাই শশী: যুগল মূরতি ওই করি দরশন॥

ভকতিবিনোদ খ্যাতি গৌর কৃপা পাত্র অতি, প্রকাশ করিলা এই শ্রীবাস অঙ্গন॥

রজনী হইল মোরা মায়াপুরে ফিরি ত্বরা, শ্রীনাটমন্দির হেরি পূর্ণ জনগণ॥

অভিমন্যু বধযাত্রা শুনিতে লোকের মাত্রা, প্রভু জন্মদিনে এই চাঁদিমা নিশীথে।

যতেক শ্রীধামবাসী যাত্রা শুনে জাগি নিশি, বৎসরেক পরে পুনঃ আসি মন্দিরেতে॥

সে নিশি প্রভাত হলে হেরিলাম কুতূহলে, যত ভক্তবৃন্দ করে ধরিয়া নিশান।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, গৌর সমীপে গাহে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥

কিছুক্ষণ সেইখানে নাচি গায় হৃষ্টমনে, বাহিরিল ভক্তসবে নগরকীর্ত্তনে।

যাইয়া তাঁদের সাথে ফিরি কিছু দূর হতে, নাহি পারিলাম যেতে নগর ভ্রমণে॥

তোমারেই কৃপাবলে সংসারবন্ধন খুলে, আসিয়াছি গোরাচাঁদ তোমারই চরণে।

তব শ্রীচরণ হতে আবার যে হবে যেতে, বাঁধিবে আবার মোরে সংসার বন্ধনে॥

শ্রীপদপঙ্কজে তব রাখিও হে মাধব, জীবনে মরণে তোমা বিস্মৃত না হই।

নমি মায়াপুর রাজে ভক্তসমূহের কাছে, যথাযোগ্য সম্ভাষণে বিদায় যে লই॥

চলি সহপরিকরে আসি তটিনীর তীরে, নৌকা যোগে পার হয়ে শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে॥

তথাহতে গোযানেতে সব সঙ্গীগণ সাথে, দেবপল্লী শ্রীনৃসিংহচরণ সমীপে।

দেবপল্লী সন্নিধানে, উপনীত হৃষ্ট মনে, শ্রীমূর্ত্তির দরশনে শ্রম গেল দূরে।

অপূর্ব্ব সে স্থান হেরি সরোবরে পদ্মসারি, ফুটিয়াছে আহা মরি! গাভিচরে তীরে॥

সুমিষ্ট মলয়বায় শীতল করিল কায়, দেখি গোপ দুগ্ধ লয়ে অপেক্ষিছে হেথা।

মোরা পঁহুছিলে পর আসিল ব্রাহ্মণবর, পরমান্ন রাঁধি দেবে ভোগ দিল তথা।

পাইয়া প্রসাদ মোরা গোযানেতে ফিরি ত্বরা, প্রণমিয়া নরসিংহে বিদায় মাগিয়া॥

আনন্দকুঞ্জেতে আসি, ভকতিবিনোদশশী, করিনু আরতি পূজাভোগ লাগাইয়া ।
নৃসিংহপ্রসাদ ছিল, সর্ব্বজনে বাঁটি দিল, যত ভক্তবৃন্দ ফিরে মায়াপুর হতে।
ভক্তিতীর্থমহাশয় লইয়া বৈষ্ণবচয় ভকতিবিনোদনাম কীর্ত্তন করিতে।
আসিলেন কুঞ্জমাঝে লয়ে কত ভক্তরাজে তাঁরাও প্রসাদ পেল ভক্তিযুক্তমনে।
মূর্ত্তিমান্ অভিমান যাদের হৃদয়ে স্থান তারাই করিল হেলা প্রসাদ ভক্ষণে ।।
ভকতিবিনোদবর "অভিমান পরিহর শ্রীকৃষ্ণভজনে" শিক্ষা দিল জনে জনে।
নিজে দৈন্যভাব ধরি উচ্চমান তুচ্ছকরি তুষিলেন সর্ব্বজনে সুমিষ্ট বচনে।।
তাঁহারই কুঞ্জেতে আজ বিবাদেতে কিবাকাজ কোন জন অভিমানপূর্ণ হিয়া লয়ে।
সরল বৈষ্ণবগণে ব্যথা দিয়ে অকারণে স্বভাব প্রকাশ করে রূঢ়বাক্য কয়ে॥
হেথা মান অভিমান করিবার নহে স্থান এ যে ভজনের স্থান জান নাকি ভাই।
গিয়াছে দুদিন তরে প্রভুর চরণোপরে দলাদলি করিবারে তবে কেন চাই ।।
ভকতিবিনোদবর অসীম করুণাধর তাঁহার করুণালাভ করিবারে চাও।
তবে নিজে দীন হয়ে অন্যজনে মান দিয়ে তাঁহার পার্ষদ মাঝে প্রবেশিতে পাও ।।
যাঁহার করুণাবলে শ্রীগৌরাঙ্গনাম পেলে তাঁর পদ অনুসরি জীবন কাটাই।
রাত্রদ্বিপ্রহরকালে বাহিরিণু সবে মিলে ঠাকুরের পদে তবে বিদায় যে লই ।।

কোন মহিলা রচিত।

গর্ভ স্তোত্র।

বা সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা।

(শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮৭ পৃষ্ঠার পর)

একায়নোসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্ট বিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২॥

দেবগণ স্থান শূন্য ভক্তি দ্বারা একেবারে স্পন্দহীন কিয়ৎকাল রহিয়া ক্রমে ক্রমে পুনরায় স্থান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যখন পুনরায় তাঁহাদিগের স্থূল দৃষ্টি প্রত্যাগত হইল তখন তাঁহাদের স্বীয় দেহের প্রতি মনোযোগ হইতে লাগিল। ভগবানের মাহাত্ম্য ও স্বীয় ক্ষুদ্রতা আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহারা কহিলেন "অহো! আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র যে হেতু আমরা দেহী। দেহীগণ স্বভাবতঃ সীমা বিশিষ্ট কিন্তু পরমেশ্বর অসীম। এই দেহ অথবা সংসাররূপ আদিবৃক্ষ কেবল সপ্ত পঞ্চাশৎ অঙ্গ বিশিষ্ট কিন্তু পরমেশ্বর অনন্ত। মায়া প্রকৃতিই ইহার একমাত্র অয়ন, সুখ ও দুঃখ ইহার দুইটী ফল, সত্ত্ব রজঃ তমো গুন ইহার তিনটী মূল, ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ইহার চারিবিধ রস, শ্রোত্র স্পর্শ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা এই পাঁচটী ইহার জ্ঞানাগম প্রকার, শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা ইহার ছয়টী স্বভাব, ত্বক্ অসৃক্ মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র ইহার ত্বক্ স্বরূপ, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার বিটপ স্বরূপ, নবদ্বার ইহার ছিদ্র, দশ প্রাণ (অপানাদি) ইহার পত্র, জীব ও পরমাত্মা ইহার দুইটী পক্ষী। এবম্বিধ দেহ বিশিষ্ট জীব কি প্রকারে অহঙ্কার করিতে পারে? দশ প্রাণ পর্য্যন্ত যে দেহের প্রাকৃত, বিভাগ তাহাতেই মূঢ় লোকেরা আত্মবুদ্ধি করিয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একমায়া হইতে দশ প্রাণ পর্য্যন্ত এই দেহকে ক্ষুদ্র ও অনিত্য বোধ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ পক্ষীদ্বয়কে আলোচ্য জানিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করেন তাঁহারাই স্বস্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছেন এরূপ বলিতে হইবে। এই দেহের সম্বন্ধে জীব একটী পক্ষী বিশেষ যে হেতু এই বৃক্ষের সহিত জীবের স্থায়ী সম্বন্ধ নহে। পক্ষীগণ যে রূপ রাত্রি যাপন করিবার জন্য একটী বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরে প্রভাত হইবামাত্র স্থানান্তরে গমন করে জীব ও তদ্রূপ এই সংসার রূপ দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক বদ্ধভাব নিশাবসানে

অপ্রাকৃত ধামে গমন করিয়া থাকে। অতএব যে সকল ব্যক্তি এই সংসার রূপ বৃক্ষকে স্বীয় সম্পত্তি বোধ করত কেবল প্রাকৃত পদার্থের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হয় তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। প্রাকৃত তত্ত্ববাদীগণ যে প্রকার পরিশ্রম করিয়া থাকেন তদুপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হন না। প্রকৃতি গুণময়ী, অতএব তাহার গুণ সকল ও গুণ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহা দিগের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে কোন প্রকার নিত্যলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার উপদেশের দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব জঘন্য এরূপ কহা যায় না যে হেতু তত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অপ্রাকৃত তত্ত্বাবিষ্কারের পক্ষে অনেক উপকার করিয়াছেন ও করিবেন। জীব যত কাল জড় দেহে আবদ্ধ থাকিবে ততদিবস তাহার পক্ষে অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন। জড় দেহের গুণ সকল আলোচনা করিতে করিতে মনের ভাব সকল উদয় হয়, এ কারণ মানবগণের কল্পনা বিভাবনারূপ সমুদয় চিন্তা প্রকৃতি মূলক অতএব অপ্রাকৃত হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির পরিণাম স্বরূপ অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধামের উপলব্ধি ব্যতীত জীব আর কিছুই বুঝিতে পারে না। পরমার্থ ব্যাকুল মহাত্মাগণ কেবল মাত্র উপলব্ধিতে আবদ্ধ থাকা ক্লেশকর বোধ করিয়া ঐ সমস্ত নিত্যধামের নানাবিধ বিভাবনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎসমুদয়ই প্রাকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। প্রাকৃত তত্ত্ববাদীগণ প্রকৃতির গুণ ও সম্বন্ধ সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবিষ্কার করায় অপ্রাকৃত তত্ত্ববেত্তার যদি ও কোন সাক্ষাৎ উপকার হয় না তথাপি গৌণ উপকার হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি সকল কহিয়াছেন যে 'তন্ন তন্ন' করিয়া অবশিষ্ট যাহা পাওয়া যাইবেক তাহাই অপ্রাকৃত তত্ত্ব। অতএব প্রাকৃত তত্ত্ববাদী যে প্রাকৃত গুণের আবিষ্কার করিবেন তাহা অপ্রাকৃত নহে এই রূপ স্থির করিতে করিতে অবশেষে যাহা পাওয়া যাইবেক তাহাই নিশ্চয় অপ্রাকৃত। বদ্ধ সংস্কার জনিত অনেকানেক ভাব

নিচয়কে অনেকেই অপ্রাকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু যখন প্রাকৃত তত্ত্ববাদী ঐ ভাব সকলকে প্রাকৃত বলিয়া স্থাপনা করিয়াছেন তখন অপ্রাকৃত তত্ত্ববিৎ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে প্রাকৃত তত্ত্ববাদী হইতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদী অনেক গৌণ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন স্বীকার করিলে প্রাকৃত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করা যায় না বরং শ্রদ্ধা করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রাকৃত তত্ত্ব বেত্তারা অনেকেই পাষণ্ডতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাকৃত তত্ত্বাবিষ্কারকেই পরম বলিয়া জানেন। উঁহার যথার্থ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। ফলতঃ মূঢ়তাই তাঁহাদের পক্ষে মূল স্বরূপ হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক পরমাণু হইতে সমস্ত জগৎ সৃজন করত উহার শুদ্ধ সমষ্টিকে পদার্থপদে ব্যাখ্যা করেন। কোন কোন পরিণামবাদী পরমাণুতেও শান্তি প্রাপ্ত না হইয়া একমূলা অন্ধকাররূপিণী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার কেহ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কেহ নবতত্ত্ব, কেহ দ্বিপঞ্চাশৎ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা হওয়া স্বীকার করত নিশ্চিন্ত হন। আহা! কি খেদের বিষয় যে জগতের সমস্ত পদার্থের আবিষ্কার করিয়াও ঐ সকল বিপথগামী তত্ত্বভূষুগণ আমি কোন ব্যক্তি, আমার পরিণাম কি ও তৎপরিণামের উপায় কি এইরূপ স্বরূপ চিন্তার বিষয়ে চিরকাল অজ্ঞ রহিলেন। আকাশস্থ বিদ্যুৎ ও জল মধ্যস্থ প্রবাল ও ভূগর্ভস্থ ধাত্বাকর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থের যিনি নির্ণয় করিলেন তিনি আপনাকে জানিতে পারিলেন না। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি কখন মৃত্তিকাদির পরিণাম, কখন বানরাদির বংশাবলী বলিয়া মানব আত্মাকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বানরের বংশাবলী বলিয়া আপনাকে যাঁহারা অপদস্থ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে দ্বিবিদ বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্দাস জীবের মূল স্বরূপ সঙ্কর্ষণ

কর্ত্তৃক ঐ সকল ত্রিবিধ গুণের সংহার হইয়া থাকে। অন্ধকার বলিয়া মূল প্রকৃতিকে যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা মায়া প্রকৃতিকে নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু মায়া প্রকৃতি যদিও সংসাররূপ বৃক্ষের মূল তথাপি জীব শক্তির মূল হইতে পারে না। জীব শক্তি একটী স্বতন্ত্র শক্তি উহা পক্ষীর ন্যায় ঐ মায়া প্রসূত সংসার বৃক্ষের কোটরে কিয়ৎকালের জন্য বাস করিতেছে। জীব আলোক স্বরূপ অতএব অন্ধকারের পরিণাম হইতে পারে না। এই মায়া শক্তিই অন্ধকাররূপে এই সংসার বৃক্ষের একমাত্র আশ্রয়। অতএব ইহাকে একায়ন উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। সুখ ও দুঃখ এই দুইটী ইহার ফল। পার্থিব সমস্ত সুখই দুঃখের ন্যায় নিরানন্দময় সুখের চরম ভাবকে স্বর্গ বলা যায়। ঐ স্বর্গও প্রাকৃত যেহেতু পারিজাত ঘ্রাণ, অপ্সরা নৃত্য, গন্ধর্ব্ব গীত, নন্দন কানন ও ইন্দ্র সভা দর্শন ও অপ্সরা দিগের অঙ্গ স্পর্শন, অমৃত পান ইত্যাদি যত প্রকার সুখের উল্লেখ আছে তাহাও ইন্দ্রিয়জনিত। ইন্দ্রিয় সকল দেহের উপলব্ধির দ্বার অতএব দেহের সহিত অনিত্য। শত বর্ষের উচ্চ স্বর্গ সুখ একত্র করিলেও একবিন্দু অপ্রাকৃত সুখের তুল্য হইতে পারে না। অদ্ভূত ব্যক্তিগন যে ইন্দ্রিয়সুখকে পরম করিয়া জ্ঞান করে সে কেবল তাহাদের অপ্রাকৃত ভক্তি সুখের অজ্ঞতাবশতঃ বলিতে হইবে। ইন্দ্রিয় সুখ অনিত্য ও ভয় জনক কিন্তু অপ্রাকৃত সুখ নিত্য ও বিমলানন্দ পূর্ণ। পশুগণ যেরূপ অপ্রাকৃত সুখের অজ্ঞতা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় সুখকে শ্রেষ্ঠ জানে, তদ্রূপ দ্বিপাদ পশুগণ ও অপ্রাকৃত সুখের ভোক্তা গণকে উন্মাদ বোধ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় সুখানুভবে দিনপাত করে। প্রাকৃত-সুখ মরীচিকাবৎ ভ্রমজনক। যত দিবস ঐ সুখের বিষয়টী হস্তগত না হয় তত দিবস উহাতে যে পরম সুখ আছে এ প্রকার বোধ হয় কিন্তু ঐ সুখভোগ করিবার পর ভয়ানক নিরানন্দ আসিয়া আত্মাকে আক্রমণ করে।

প্রাকৃত সুখ ও প্রাকৃত দুঃখ দুই তুল্য। সংসার বৃক্ষের তিনটী মূল অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তম। অপেক্ষাকৃত সমুদয় উত্তমগুণ গুলিকে সত্ত্বগুণ কহা যায়, মধ্যমগুণ গুলিকে রজোগুণ ও অধমকে তমোগুণ কহা যায়। পালন, স্থিতি, দয়া, ধর্ম্ম, বিচার প্রভৃতি সত্ত্বগুণের লক্ষণ। সৃষ্টি স্বর্গাভিলাষ যুক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও প্রাকৃতাপ্রাকৃত ধর্ম্ম সকলে মিশ্রিত বোধকরণ প্রভৃতি অনেকানেক রজোগুণের লক্ষণ আছে। ভয়ঙ্কর ঈশ্বর বিরোধী ক্রিয়া সকল উন্মত্ততা, পাপকে পুণ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা, সংহার, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি তমগুণের সৈন্যনিচয় বলিয়া জানা যায়। এই তিনটী গুণই সংসারের মূল স্বরূপ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী এই বৃক্ষের রস। মানবগণ এই সংসারে কখন ধর্ম্মের কখন অর্থের কখন কামনার, কখন মোক্ষের আস্বাদন করিয়া থাকেন। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক যে সকল মনুষ্যের স্বর্গাদি ফল পাইবার জন্য শ্রাদ্ধ তর্পন, দুর্গোৎসবাদি দেবতা পূজা অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, ও পুরশ্চরণাদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন তাঁহারা আর্য্য প্রণীত ধর্ম্মের আস্বাদন করেন। পৃথিবীতে সার্ব্বভৌম পদ ও স্বর্গে নানা প্রকার সুখ ভোগকে অর্থ বলে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা গণের পদবাঞ্ছাকে কাম কহে। এই সমুদয় প্রাকৃত সুখের আশাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থপরতার সহিত স্বীয় আত্মাকে জগদীশ্বরের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য স্বরূপ পরব্যোমধামে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, ও সারূপ্যরূপ মুক্তিতে নীত করণেচ্ছায় যাঁহারা ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমেশ্বরকে সাধনা করেন তাঁহারা মোক্ষ রসকে ভোগ করেন। তদ্ব্যতীত সাযুজ্যরূপ মোক্ষ বাসনায় অনেকানেক ব্যক্তি জ্ঞানযোগদ্বারা পরব্যোমের বহির্ভাগস্থিত এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলকে প্রাপ্ত হন। তথায় জগদীশ্বরকে নিরাকার জ্ঞান বশত দৃষ্টি করিতে না পাইয়া সোহং ভাবে আপনাকে ব্রহ্ম বোধ করত স্বীয় ক্ষুদ্রাত্মার মধ্যে যে কিছু ক্ষুদ্র রস আছে তাহাকেই

ব্রহ্মানন্দ ভাণ করিয়া চুষিতে থাকেন কিন্তু অতিশীঘ্র ঐ রসে তৃপ্ত হইয়া পুনরায় কামনা বশত সংসার গতি প্রাপ্ত হন।

সংসার মধ্যে পঞ্চবিধ প্রাকৃত জ্ঞানপ্রকার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌, ও রসনা ইহারাই প্রাকৃত পদার্থের জ্ঞান মনোরূপে আত্মার সহিত সংযোগ করে। এই পঞ্চদ্বার হইয়া যে জ্ঞান আত্মার নিকটস্থ হয় ইহাকে সামান্য লোক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বোধ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শকে বিষয়ানুভব বলা যায় ও তদন্তরে চিত্তের দ্বারা বিষয়ের প্রতিভা মনস্থ হইলে বিষয়োপলব্ধি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চগুণ ও তাহাদের মিশ্রভাবই মনের বিষয় এই সমুদায় রূঢ়ি প্রতিবিম্ব হইতে মানবগণ বিভাবনা শক্তির দ্বারা অদৃষ্ট স্বর্ণ পর্ব্বতাদি ও ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃত লোক কল্পনা করিয়া থাকেন। এই বিভাবনা শক্তির অনুকল্প বিকল্প রূপ দুইটী গতি আছে। অনুকল্প গতিদ্বারা সমষ্টি হইতে ব্যষ্টি নির্ণীত হয় অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণী হইতে বিশেষ বিশেষ রূঢ়ি পদার্থ পৃথক্‌ কৃত হয়। যথা জীবরূপ সমষ্টি হইতে উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি ব্যষ্টি পৃথকরূপে পরিদৃশ্য হয়। বিকল্পগতির দ্বারা ব্যষ্টি সমুদয়ের সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া ঐ সমুদায় কোন এক সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায়। এই প্রকার বিভাবনা শক্তির যে নির্ণয়াকারী সৌন্দর্য্য তাঁহাকে যুক্তি কহা যায়। এই যুক্তি শক্তির দ্বারা জীবের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই ঘটিবার সম্ভব। জীব যখন ঐ শক্তির দ্বারা সমুদয় প্রাকৃত পদার্থে অনিত্যতা দৃষ্টি করেন তখন উহা কর্তৃক মঙ্গল হয়, কিন্তু যৎকালে ঐ শক্তির দ্বারা উহার অগোচর অপ্রাকৃত পদার্থকে নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হন তখন তিনি মূঢ় পদবাচ্য হইয়া উঠেন। যুক্তি যখন সমুদয় বিচার আলোচনা পূর্ব্বক জীবের অপ্রাকৃত বিভাগের জীবন স্বরূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তখন উহার প্রকৃত কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হয়।

শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা ইহারা প্রাকৃত দেহের স্বভাব, আত্মার নহে। হতভাগ্য নাস্তিকগণ আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন না। শোক ও মোহ যদিও আত্মায় সম্ভবে না তথাপি দেহাত্মাভিমানী ব্যক্তিগণ উঁহাদের কর্তৃক আত্মার পীড়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

পঞ্চভূত এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই দেহ বৃক্ষের বিটপ। আত্মার বিষয় ধ্যানকে মন কহা যায়। বুদ্ধির অন্যতম নাম বিষয় জ্ঞান। দেহে আত্মাভিমানকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে।

এই সমুদয় প্রাকৃত পদার্থময় সংসাররূপ আদিবৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অবস্থিতি করেন ॥ ২ ॥

ত্বমেক একস্য সতঃ প্রসূতিঃ ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে সংসাররূপ আদিবৃক্ষকে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ এক্ষণে কহিতেছেন "হে সর্ব্বকারণকারণ! এই সংসাররূপী বৃক্ষের তুমি একমাত্র উপাদান কারণ। তোমা হইতে অর্থাৎ তোমার মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্ব সংসার উৎপত্তি হইয়া তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে এবং অবশেষে তোমাতেই ইহার পর্য্যবসান হইবে। তুমিই রজোগুণে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিয়া থাক এবং সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠান করত পালন করিয়া থাক এবং তমোগুণে আবির্ভাব হইয়া সংহার কর কিন্তু তোমার মায়াদ্বারা সংবৃত চিত্ত পুরুষেরা তোমাকে অনেক দেবতারূপে দৃষ্টি করেন। পরন্তু যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহারা তোমাকে অদ্বয় বস্তু বলিয়া স্থির করেন।"

এই জ্ঞান গর্ভ বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমেশ্বর এক পদার্থ। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত পুরুষ এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। যাঁহারা নানাবিধ দেবতা কল্পনা করিয়া জগদীশ্বরের ভেদজ্ঞান

উপস্থিত করেন তাঁহারা ঈশ্বর তত্ত্ব কিছুই জানেন না। তবে যে জগতে নানাবিধ উপাসনা প্রণালী দৃষ্ট হয় তাহার কারণ চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত উপাসনার একমাত্র প্রণালী অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ৩।

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ৪॥

দেবগণ কহিলেন হে বিভো! তুমি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা চরাচরস্থিত লোকসকলের প্রতি কৃপা করিয়া তুমি নানারূপে প্রতিভাত হও, অর্থাৎ সৎলোকের প্রতি তুমি সত্ত্বোপপন্ন আনন্দপ্রদরূপসকল ধারণ কর এবং খল লোকের পক্ষে সর্ব্বদাই অভদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া থাক।

এই অপূর্ব্ব বাক্যের দ্বারা দেবতাগণ ঈশ্বরের আত্মারাম অবতারের ব্যাখ্যা করিলেন। সমুদয় সৃষ্ট পদার্থে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর প্রবেশ করিয়াছেন। সমস্ত ভূত সকলে ও সকলশ্রেণীবর্গে জগদীশ্বরের প্রতিভা আছে। পরমেশ্বর অখিল জগতের ও জীবগণের প্রাণের প্রাণ স্বরূপ অতএব তাঁহার পরমাত্মা অবতার সমুদয় পদার্থে না থাকিলে সকলই অপদার্থ হইত। জগতে যতগুলি পৃথক পৃথক বস্তু আছে সেই সমুদয়ে ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান গর্ভোদকশায়ী পরমাত্মা রূপে বিরাজমান করিতেছেন। ফলত বস্তু সকলের পৃথক্ত্ব হেতু পরমাত্মার পৃথক্ পৃথক্ রূপ প্রতিভাত হইয়াছে। যে আধারে যে সমুদায় গুণ আছে তদনুযায়ী ঈশ্বরের রূপ বিকশিত হয়। জড় জগতে অচিন্ত্য কৌশল দৃষ্ট হয় অতএব কৌশলের চিহ্ন স্বরূপ চক্রধারী ভগবান উহাতে প্রতিভাত হইয়াছেন। যে সকল ব্যক্তিগণ আত্মপ্রত্যয় রূপ অচ্যুত বিশ্বাসকে স্থান দান করেন না তাঁহারা যুক্তি দ্বারা চক্রধারী ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পান। তাঁহারা

অনন্ত অবতারের রূপ সমুদয় বিচার করিতে সমর্থ হন না। তদ্রূপ জগতে-যতগুলি জীব আছে তাহাদের আত্মায় পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। বাহ্যাকারে যে রূপ দেহ সকল ভিন্ন ভিন্নাকারে ন্যস্ত, আত্মা স্বরূপ জীব সকলও ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি প্রমাণ করত ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও গুণে অবস্থিত আছেন। ঐ সকল স্বভাব ও গুণের স্বরূপ অনুযায়ী আত্মারাম পরমাত্মার ও ভিন্নরূপ বিবেচিত হয়। অতএব জগতে যতগুলি জীব আছে ঈশ্বরের ততপ্রকার অবতার স্বীকৃত হইল। সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি-গণের আত্মায় ঈশ্বরের সত্ত্বগুণান্বিতরূপ্ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ যাহারা রজোগুণান্বিত তাহারা রজোগুণান্বিত ঈশ্বরের রূপ দেখিতে পায়। তমো গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে তামসিকরূপে দৃষ্টি করে। এই প্রকার গুণ সকলের অনুলোম বিলোম জনিত অনন্ত প্রকার গুণের সম্ভাবনা সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিভাত রূপ সকলও অনন্ত প্রকার। জীব সকল নিজ নিজ গুণাধিষ্ঠিত ঈশ্বর মূর্ত্তির আরাধনা করে। এই প্রকার আরাধনা করিলে তাহাদের নিজ নিজ গুণের সমৃদ্ধি হইয়া তাহার চরম ফল প্রাপ্ত হয়। তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের তমোগুণান্বিত কোন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির আরাধনা করত তাহার চরম ফল স্বরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ সত্ত্বগুণান্বিত মূর্ত্তির সেবা করত জীবের কল্যাণ রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় প্রেম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া যদিও অনন্তরূপ ধারণ করেন তথাপি জীবগণ তটস্থ বিচার পূর্ব্বক ভগবানের স্বস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া পরব্যোমস্থিত শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তমোগুণ-প্রচুর খল সকল ভগবানের অভদ্ররূপ প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডিত হয়।

এ স্থলে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে ভগবানের যে প্রকারে হউক উপাসনা হইলেই জীবের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা যে হেতু ভগবান সূর্য্য স্বরূপ অতএব তম স্বরূপ অমঙ্গলের সান্নিধ্যমাত্র তিরোহিত করিতে

সমর্থ হন। এই সন্দেহটী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। জীবের স্বাধীনতাই ভগবানের অবতারের জনক। জীবের নিত্যস্বভাব কি ইহাই বিচার করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর পারতন্ত্র্যই জীবের নিত্য স্বভাব যে হেতু জীব স্বভাবতই কৃষ্ণদাস। জীবের মঙ্গল সাধনার্থে অর্থাৎ প্রলোভন দ্বারা বলীয়ান্ করণার্থে পরমেশ্বর স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের কণামাত্র জীবকে দেখাইয়াছেন। যে সকল জীব দুর্ব্বল তাহারা স্বতন্ত্রের চাকচিক্যে ভ্রান্ত হইয়া পরতন্ত্রস্বরূপ নিজ স্বভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতাতে লোভ করত মায়ার গুণ সকলকে অবলম্বন করিলেন। এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করাতে মায়াদত্তগুণ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমুদয় জীব ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু যে সকল জীব বলবান তাঁহারা স্বতন্ত্রতাকে অগ্রাহ্য করায় কৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপ স্বস্বভাবে রহিলেন। তাঁহাদের কখন পতন হয় নাই এজন্য তাঁহাদিগকে নিত্যমুক্ত কহা যায়। যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক মায়িক গুণ স্বীকার করিলেন তাঁহারা বদ্ধ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। নিত্যমুক্ত পুরুষেরা পরমেশ্বরের নিজরূপের মাধুর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহার অপ্রাকৃতধামে সেবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা অবতার বিষয় জ্ঞাত নহেন। বদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষেই ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বরের গুণাবতার সকলকে সুতরাং বদ্ধ পুরুষেরা উপাসনা করিয়া গুণাধিষ্ঠিত ফল প্রাপ্ত হন। অতএব জীবের স্বতন্ত্রতাই অবতারের কারণ বলিতে হইবে যে হেতু জীব যদ্যপি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া মায়া গুণ অঙ্গীকার না করিতেন তবে আত্মারামের ভিন্ন ভিন্ন অবতার হইত না। এ প্রযুক্ত বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতিকে সক্রিয় বলিয়া ঈশ্বরকে নির্ব্বিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে জীব নিজ স্বতন্ত্র কর্ম্মফলে আপনার বদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও বিচার পূর্ব্বক

না হওয়ায় এতৎ সমুদয় ঈশ্বরের লীলা বলিয়া গৃহীত হয়। জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান অতএব জীবের মঙ্গলার্থে অমঙ্গল রূপ স্বতন্ত্রতা কি প্রয়োজনে প্রদান করিয়া কতগুলি জীবকে মায়া বদ্ধ করিয়াছেন ইহা স্থির করা অসাধ্য। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই চিন্তাকে অসাধ্য ভ্রম কহিয়া ইহা হইতে বৈষ্ণবদিগকে নিরস্ত হইতে উপদেশ করিয়াছেন। বস্তুত প্রভু আজ্ঞাই প্রবল যে হেতু তাহা অতিক্রম করিলে বন্ধ্যা তর্কে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্বতন্ত্রতা যদিও জীবের অনেক অমঙ্গলের হেতু হইয়াছে তথাপি প্রভু ইহাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় দান বলিয়া রামানন্দের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সমুদায় জীব এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াও ঈশ্বর পারতন্ত্র্যের অনুগামী থাকিতে পারিলেন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের অধিক প্রিয়তর হইলেন। অতএব মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে জীব সকল ঈশ্বর প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার উচিত ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন। স্বতন্ত্রতা না থাকিলে জীবের ঈশ্বর পারতন্ত্র্যে অগত্যা থাকিতে হইত অতএব তাহাতে জীবের মাহাত্ম্য ছিল না। যে সকল জীব স্বাতন্ত্র্যের বশীভূত হইয়া বদ্ধপ্রায় জগতে বিচরণ করিতেছেন তাঁহারা মায়া হইতে ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল গুণোদ্ভাবিত ভগবানের নানা প্রকার প্রতিভার সেবা করেন, কিন্তু ঐ সকল সেবার দ্বারা ভগবৎসেবা হয় না যে হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের মুখ্য সেবাই প্রেম, একারণ যাঁহারা তামসিক মূর্ত্তি সকলের ভয়, ঘৃণা ও লম্পটতা দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন তাঁহারা শান্তি হইতে দূরীকৃত হন। যদিও ভগবান্ কোন না কোন রূপে তাঁহাদের সহগামী হইয়া নরকেও অবস্থিতি করেন তথাপি তাঁহাদের প্রেম অভাবে মঙ্গল হইতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী অতএব জীব যে গতিতে যেখানেই থাকুক ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে না,

কিন্তু শান্তির মুখ্য উপায় যে অহৈতুকী ভক্তি তাহা যতকাল জীবের আশ্রয় না হয় ততকাল জগদীশ্বরের ভীষণমূর্ত্তি ব্যতীত শান্তমূর্ত্তির দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য জীবের তটস্থ বিচার দ্বারা সত্ত্বোপপন্ন শান্তমূর্ত্তির ধ্যান ও সেবা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রতা জনিত জীবের যে বদ্ধত্ব তাহাও ঐ সত্ত্ব গুণের সেবার দ্বারা ঘুচিবার সম্ভাবনা। ৪।

বাউল সঙ্গীত।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রীচাঁদ বাউল মুখে)

(১)

আমি তোমার দুখের দুখী সুখের সুখী
তাই তোমারে বলি ভাইরে।
নিতাইয়ের হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে॥
গৌরচন্দ্র মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদন ভরে॥
পাপ তাপ সব দূরে যাবে, সারময় সংসার হবে,
আর কোন ভয় নাহি রবে, ডুব্‌বে সুখের পাথারে॥
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি করে ঋণ,
দেখে আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধা মূল্য দেও ধরে॥

মূল্য লয়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখবো নিজের ভাণ্ডারে ॥
নদীয়া গোদ্রুমে থাকি, চাঁদ বাউল বলিছে ডাকি,
নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়া বাজি এ সংসারে ॥

(২)

ধর্ম্মপথে থাকি কর জীবন যাপন ভাই!
হরি নাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই॥
যে কোন ব্যবসা ধরি, জীবন নির্ব্বাহ করি,
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥
গৌরাঙ্গ চরণে মজ, অন্য অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্র নন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥
আমি চাঁদ বাউল দাস, করি তব কৃপা আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ আজ্ঞা গাই ॥

(৩)

আসল কথা বল্‌তে কি।
তোমার কেন্থা ধরা, কপ্নি আঁটা সব ফাঁকি ॥
ধর্ম্মপত্নী ত্যজি ঘরে, পরনারী সঙ্গ ক'রে,
অর্থলোভে দ্বারে ফিরে, রাখ্‌লে কি বাকী ॥
তুমি গুরু বল্‌ছো বটে, সাধু গুরু নিষ্কপটে,
কৃষ্ণ নাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি ॥

যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তাকে কি গুরু বল্‌তে হয়,
দুধের ফল ত ঘোলে নয়, ভেবে চিন্তে দেখ দেখি ॥
শম দম তিতীক্ষা বলে, উপরতি শ্রদ্ধা হলে,
তবে ভেক চাঁদ বাউল বলে, এঁচড়ে পেকে হবে কি ॥

(৪)

বাউল বাউল বল্‌ছে সবে হচ্ছে বাউল কোন জনা।
দাড়ী চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) কর্‌ছে জীবকে বঞ্চনা ॥
দেহ তত্ত্ব জড়ের তত্ত্ব, তাতে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জান্‌তে ত তায় পার্‌বে না ॥
যদি বাউল চাওরে হ'তে, তবে চল ধর্ম্ম পথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা ॥
বেশ ভূষা রঙ্গ যত, ছাড়ি নামে হও রে রত,
নিতাই চাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি সব দুর্ব্বাসনা ॥
মুখে হরেকৃষ্ণ বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত সুসম্বল, চাঁদ বাউল ত আর দেখে না ॥

(৫)

মানুষ ভজন কর্‌ছো ও ভাই ভাবের গান ধ'রে।
গুপ্ত করে রাখ্‌ছো ভাল ব্যক্ত হবে যমের ঘরে ॥
মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে ত হয় কর্ত্তাভজা;
এই ছলে করছো মজা, মনের প্রতি চোখ্ ঠেরে ॥

গুরু সত্য বল্‌ছো মুখে, আছত ভাই জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্ম্মুখে, শুদ্ধ হবে কেমন করে ॥
যোষিৎসঙ্গ অর্থলোভে, মজেত জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে সব শোভে, আগুণ দেখে ফড়িং মরে ॥
চাঁদ বাউল মিনতি করি, বলে ওসব পরিহরি,
শুদ্ধভাবে বলরে হরি, যাবে সব ভবসাগর পারে ॥

(৬)

এওত এক কলির চেলা।

মাথা নেড়া কপ্নি পরা, তিলক নাকে গলায় মালা ॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ ভজন কর্‌ছেন মামু সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥
সখী ভাবে ভজ্‌ছেন তারে নিজে হ'য়ে নন্দ লালা ॥
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥
নব রসিক আপনে মানি খাচ্ছেন আবার মন কলা ॥
বাউল বলে দোহাই ও ভাই দূর কর এ লীলা খেলা ॥

(৭)

(মন আমার) হুসা'র থেকো ভুল নাক শুদ্ধ সহজতত্ত্বধনে ॥
নইলে মায়ার বশে অবশেষে কাঁদ্‌তে হবে চির দিনে ॥
শুদ্ধ জীবে জড় নাই ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে।

সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে,
মধুর রসে অনুক্ষণে ॥
জড় দেহে তার সাধন ভক্তি, জ্ঞান বিরক্তি,
দেহের যাত্রা ধর্ম্ম ভাবে,
সে গৃহে থাকে বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে
কৃষ্ণ বলে এক মনে ॥
একেইত বলি সহজ ভজন, শুদ্ধ মন,
কৃষ্ণ পাবার এক উপায়,
ইহাছাড়ি যে আরোপ করে' সেইত মরে,
তার ত নাহি হয় ভজন ॥
চাঁদ বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,
একটু কেবল বিপথ চ'লে,
শচী সুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে হায়,
না পায় আর গৌর চরণ ॥

(৮)

মনের মালা জপ্‌বি যখন মন,
কেন কর্‌বি বাহ্যবিসর্জ্জন।
মনে মনে ভজন যখন হয়
প্রেম উথ্‌লে পড়ে বাহ্য দেহে ব্যাপ্ত হয়ে রয়,
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ ॥

যে ব্যাটা ভণ্ড তাপস হয়,
বক বিড়াল দেখায়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয়,
নিজে জুত পেলে কামিনী কনক করে সদা সংঘটন ॥
সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য সাধন নিন্দা বই আর আছে কিবা তার,
(নিজের) মন ভাল দেখাতে গিয়ে নিন্দে সাধু আচরণ ॥
শুদ্ধ করি ভিতর বাহির ভাই,
হরিনাম করিতে থাক তর্কে কার্য্য নাই (শুদ্ধ)
তোমার তর্ক কর্ত্তে জীবন যাবে,
চাঁদ বাউল তায় দুঃখী হন ॥

(৯)

ঘরে বসে বাউল হও রে মন।
কেন কর্‌বি দুষ্ট আচরণ ॥
মনে মনে রাখবি বাউল ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি ধর্ম্মভাবে কর্‌বি বিষয় লাভ,
জীবন যাপন কর্‌বি হরি নামানন্দে সর্ব্বক্ষণ ॥
যতদিন হৃদয় শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে মর্কট বৈরাগী তারে কয়,
হৃদয় দোষে রিপুর বশে, পদে পদে তার পতন ॥

এঁচড়ে পাকা বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী লয়ে পালের গোদা হয়ে রয়,
(আবার) অর্থ লোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন ॥
ঘরে বসে পাকাও নিজের মন,
আর সকল দিন কর হরির নাম সংকীর্ত্তন,
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে করবি সংসারবিসর্জ্জন ॥

(১০)

বলান বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর ॥
আবার কপ্নি পরে, মালা ধরে, বহেন সেবা দাসীর ধূর ॥
অচ্যুত গোত্র অভিমানে, ভিক্ষা করেন সর্ব্বস্থানে,
টাকা পয়সা গণি ধ্যানে ধারণা প্রচুর,
করি চুট্‌কি ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিকবৃত্তি পিণ্ডীশূর ॥
বলে তারে বাউল চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ,
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর;
যজি গৃহীর ধর্ম্ম, সু স্বধর্ম্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥
ন্যাসী মান আশা ত্যজি, দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি,
স্বভাব গত ধর্ম্ম যজি নাশ দোষাঙ্কুর,
তবে কৃষ্ণ পাবে, দুঃখ যাবে, হবে তুমি সুচতুর ॥

(১১)

কেন ভেকের প্রয়াস, হয় অকাল ভেকে সর্ব্বনাশ ॥
হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে হয় প্রকাশ ॥
ভেক ধরি চেষ্টা করে, ভেকের জ্বালায় শেষে মজে,
নেড়া নেড়ী ছড়াছড়ি, আখ্‌ড়া বেঁধে বাস,
অকাল কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্‌ছে জীবের সর্ব্বনাশ ॥
শুক নারদ চতুঃসন ভেকের অধিকারী হন,
তাদের সমান পার্‌লে হতে ভেকে কর্‌বে আশ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, কজন ধরায় কর্‌ছে বাস ॥
আত্মানাত্ম সুবিবেকে, প্রেমলতায় চিত্ত ভেকে,
ভজন সাধন বারি সেকে, করহ উল্লাস,
চাঁদ বাউল বলে, এমন হলে, হতে পার্‌বে কৃষ্ণদাস ॥

(১২)

হয়ে বিষয়ে আবেশ, পেলে মন যাতনা অশেষ ॥
ছাড়ি রাধা শ্যামে, ব্রজধামে, ভুগ্‌ছো হেথা নানা ক্লেশ ॥
মায়া দেবীর কারাগারে, নিজের কর্ম্ম অনুসারে,
ভূতের বেগার খাট্‌তে খাট্‌তে জীবন কর্‌ছ শেষ,
করি আমি আমার দেহে আবার করছ জড়রাগ দ্বেষ ॥
তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তোর আনন্দ,
পঞ্চ ভূতের হাতে পড়ে হায় আছ একটী মেষ,

এখন সাধুসঙ্গে, চিৎ প্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥
কনক কামিনী সঙ্গ, ছাড়িও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ উপদেশ,
ত্যজি লুকোচুরি, বাউল গিরি, শুদ্ধ রসে কর প্রবেশ ॥

দেহাত্ম বুদ্ধি।

(১)

ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তি তাঁহার হইয়া কণ।
ডুবিনু আঁধারে হায় মায়াতে করি রমণ ॥
আত্মা অমৃতের ধার ভুলিলাম যেই দিন।
সাধন ভজন যত ক্রমশ হ'ল মলিন ॥
মেদ মাংস অস্থি মজ্জা জড়ের বিকার দেহ।
তাহে করি আত্মবুদ্ধি এ কি জুগুপ্সিত মোহ ॥
আমার আমিত্ব যেই মায়ার হইয়া দাস।
ঊর্ণনাভ মত এবে বদ্ধ আছে অষ্টপাশ ॥
দেহে আত্মবুদ্ধি দোষে করি কত অহঙ্কার।
প্রতিষ্ঠা গৌরব বাঞ্ছা মোহিতেছে অনিবার ॥
অভিমান সুরাপানে একেবারে হতজ্ঞান।
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব হৃদয়ে না দিনু স্থান ॥

পরিবার ধন জন মনে করি আপনার ।
শমন ধরিলে কেশে কে আমার আমি কার ॥
কুম্ভকার চক্র মত ঘুরে কর্ম্ম চক্র মোর ।
ধাই কত লোকান্তরে একি প্রহেলিকা ঘোর ॥

(২)

শ্রদ্ধা সহকারে সাধুসঙ্গ করি না শিখি ভজনক্রম ।
মায়াবাদে হায় দিন গেল ব'য়ে বিফল হইল শ্রম ॥
কৈতব প্রধান মোক্ষ অভিলাষ হৃদয়ে মাঝারে ধরি ।
সাযুজ্য মুকতি লোভেতে পড়িয়া সর্ব্বনাশ নিজে করি ॥
সেব্য সেবকের পরম সুরস সম্বন্ধ হইল আন ।
নিত্য কৃষ্ণ দাস্য জীবের স্বধর্ম্ম ছাড়িতে বিদরে প্রাণ ॥
এ বিপত্তি কালে কে বাঁচাবে মোরে করুণা নয়নে চেয়ে ।
বিষম আবর্ত্তে গর্জ্জে ভবনদী কোথায় আছয়ে নেয়ে ॥
জয় জয় জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব দয়া করে দীনে হের ।
আমার লাগিয়া নিতাই গৌরের পদে আবেদন কর ॥
অধম পতিত তরাতে এমন আর কে দয়াল আছে ।
পদে পদে মুই কত অপরাধী দাঁড়াইব কার কাছে ॥
গৌরাঙ্গ নিতাই চরণ আশ্রয়ে আনন্দের সীমা নাই ।
হরিনাম শুনি পরাণ জুড়াবে হরি হরি বল ভাই ॥

নাম নামী এক, কভু নহে ভিন্ন ভজি যেন নিষ্ঠা করি।
নিজগুণে নাথ, কর কৃপা মোরে নিতাই গৌরাঙ্গ হরি॥

গীত (বারোঁয়া)

কোথায় আছ গৌর গুণধাম।
সোণার বরণ, চাঁদের কিরণ, ভঙ্গিমা সুঠাম॥
রাইরূপে ঢাকা অঙ্গ, কর কত লীলারঙ্গ,
লুকাইয়া কাল অঙ্গ এলে ন'দে ধাম॥
চরণে নেপুর বাজে, বনমালা গলে রাজে,
দেখাও রূপ মাধুরি নয়ন অভিরাম॥
আপনি হরি ভক্তবেশে, ভ্রমিলে যতেক দেশে,
তরালে অশেষ পাপী দিয়ে হরিনাম॥
দীন হীন এ মাধবে, কবে তব দয়া হবে,
জড়িত রসনা গাবে হরে কৃষ্ণ রাম॥

ভক্ত কৃপাভিক্ষু শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু।

বেরেলী ২৩।৬।১৬

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহোৎসব।

বিগত ১৬ই আষাঢ় ১৫ই বামন শুক্রবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহোৎসব যথাবিহিত সম্পন্ন

হইয়াছে। উৎসবের পূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের একান্ত ভক্ত পরমভাগবত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত মাণিক লাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় কতিপয় শ্রদ্ধাবান ভক্তসহ শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে উৎসবের সৌষ্ঠব পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের ভাবি ভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরজন্ম মহোৎসবে শ্রীমায়াপুর ধামে যে প্রকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সম্মেলন হইয়া থাকে এখানেও এবারকার বিরহ মহোৎসবে নানা দিগ্দেশাগত গৌরগতপ্রাণ শুদ্ধ ভক্ত সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ ভজন-বিষয়ে বিশুদ্ধ উপদেশ দিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার আশ্রিত ভক্তমণ্ডলীও তাহা শ্রবণ করিয়া তৎসংরক্ষণকল্পে ঐকান্তিক যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। শুদ্ধভক্তির নির্ম্মলধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জগতে প্রকটিত না থাকিলে, পার্থিবরাজ্যের অসংখ্য দুর্দ্দৈবসমূহ পরম শোকের কারণ হয়। ভক্তিমার্গে অবস্থিত মনে করিয়া, ভজনের পরমোচ্চতমতা মুখে স্বীকার করিয়া, অভক্তিমার্গের ধুববর্ত্মে আগ্রহাতিশয্য না দেখাইয়াও আমরাও অনেকস্থলে লোকপ্রসিদ্ধ ভক্তমধ্যেও নানাপ্রকার বিরূপ ভাব দর্শন করিয়া দুঃখিত হই। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদাশ্রিত শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্ত মণ্ডলীর পূর্ব্ব বিশুদ্ধ ভাব সংরক্ষণপূর্ব্বক, শুদ্ধ ভক্তসমাজে নিজ নিজ ভজনে নৈরন্তর্য্য না দেখিলে আমাদের চিত্ত দুঃখে অধীর হয়, জগৎকে শূন্যময় উপলব্ধি হয়। কৃষ্ণকথার স্থান বিষয়ময় হইলে আমাদের আর্ত্তির অবধি থাকে না। ভক্তির বাহ্যিক অনুষ্ঠান লোকাকর্ষক হইলেও, প্রাণবিহীন প্রাণীর ন্যায় ফনোগ্রাফি যন্ত্র যেরূপ অপর জড়বস্তুর সহ পরস্পর চিদ্বিলাস বিশিষ্ট হইতে পারে না তদ্রূপ শুদ্ধভক্তি অনুপ্রাণিত না হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ও অপ্রাকৃত স্ফূর্ত্তি বা জড়ভোগ নিরাসক ধর্ম্ম কৃষ্ণবিমুখ জড় কার্য্যকারী হয় না। শ্রীযুক্ত

বিষ্ণুদাস অধিকারী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয় প্রমুখ ভক্তগণের বিরহ মহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তিত পদসমূহ যথার্থই ভক্তকণ্ঠে গীত ও চিন্ময়ভাবপূরিত থাকায় শ্রোতৃবর্গ অভূতপূর্ব্ব অপ্রাকৃত কৃষ্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনীয় নহে যেহেতু কাহারও চতুর্ব্বর্গলাভরূপ অন্যাভিলাষ বা জড়ে স্ব স্ব উন্নতি ও সুবিধা প্রার্থনা প্রভৃতি ফল্গুতা শ্রীকীর্ত্তনকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহতে অন্য কোথাও এরূপ অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না। ঠাকুরের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহোৎসব অন্যান্য কতিপয় স্থানেও অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানা গিয়াছে কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহার নিজ ভজনের স্থানে, সমাধিকুঞ্জেই বিরহমহোৎসবের উপযোগিতা অধিক। তাঁহার প্রকট দিনোৎসব, স্থানে স্থানে ভক্তগণের গৃহে গৃহে হওয়াই প্রার্থনীয়।

ইংরাজীতে বৈষ্ণবধর্ম্ম।

পুরুলিয়ার উকীল পরম ভাগবত শ্রীযুত অম্বুজাক্ষ সরকার এম্ এ, বি এল মহোদয়ের সুরচিত গবেষণাপূর্ণ ভক্তিপ্রবন্ধ সমূহ শ্রীতোষণীর পাঠক বর্গ পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইতেছেন। তাঁহার ভক্তিসাহিত্য আলোচনায় অসামান্য উদ্যম, শাস্ত্রের নিগূঢ় তৎপর্য্য গ্রহণে বিচক্ষণতা, সহজ ও সরলভাষায় রচনা কৌশল এবং নানা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া অবশ্যই পাঠকগণ তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য কৌতূহল বিশিষ্ট হইবেন। আমরা এই ভক্তিময় ভক্তি সাহিত্যিকের বিষয় যে টুকু জানিয়াছি তাহা ভক্তগণের অবগতির জন্য জানাইতেছি। অম্বুজাক্ষ বাবু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে প্রথমশ্রেণীর সম্মান সহ তাঁহার বর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এম্ এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্র

পাঠকালে ভারতীয় মায়াবাদ দর্শনেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ ঘটে। এইরূপ প্রতিভাসম্পন্ন সুশিক্ষিত পণ্ডিত, বৈষ্ণব জগতের সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক মায়াবাদে রুচিবিশিষ্ট হন নাই। তিনি ভক্তির কথা আলোচনা করিয়া ভাবিকালে বহু বিপথগামী পণ্ডিতম্মন্য উচ্চ শিক্ষিত মায়াবাদীকে সৎপথে আনয়ন করিবেন দেখিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে সম্প্রতি তিনি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্মের' ইংরাজী অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারের পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। শ্রীগৌরহরির কৃপায় তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্ত সম্প্রদায়ের একটী সুমহৎ অনুষ্ঠান সাধিত হয়। লীলাময় শ্রীমায়াপুর চন্দ্র অম্বুজাক্ষ বাবুকে স্বীয় শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারিণী শক্তি অর্পণ করিয়া পাশ্চাত্য জগতে করুণাবারিবর্ষণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গ্রন্থাকারে জৈবধর্ম্ম।

সুসংস্কৃত পরম ভাগবত শ্রীযুত বনমালি দাস ভক্তানন্দ মহাশয় ভক্তি শাস্ত্র প্রচার কল্পে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত "জৈব ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থের প্রচার কার্য্যে উৎসাহ বিশিষ্ট হইয়াছেন। যাহাতে জৈবধর্ম্ম প্রতি জীবের হরিভক্তি সাধনের নির্ম্মল সত্য ও নিত্যবর্ত্ম প্রদর্শক হন তজ্জন্য জৈবধর্ম্মের প্রভূত প্রচার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায় পাঁচ বর্ষ ব্যাপিয়া জৈবধর্ম্ম প্রকাশ হওয়ায় প্রত্যেক শুদ্ধভক্ত ও পণ্ডিত সকলেই জৈবধর্ম্ম প্রবন্ধকে গ্রন্থাকারে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জৈবধর্ম্মে সরল বঙ্গভাষায় সাধারণের রুচির উপযোগী করিয়া সুদুরূহ বিষয়াতীত ভক্তিমার্গ বিবৃত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—————•:§*§:•—————

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্র।

———

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

———

...র প্রস্তাবনা।

জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অশেষ মাধুর্য্যরসের আধার পরাভক্তিপ্লুত যে বিমল ও উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম ধরাতলে প্রকটিত করিয়াছেন তাহাতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। মায়াবশে জীব তাহার নিত্যস্বরূপ কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া অনর্থময় সংসারের নাগপাশে বদ্ধ হইয়া ত্রিতাপে

সতত দগ্ধ হইতেছে। যে সময় জীব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন যে তিনি এই মায়াজগতের নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, পরমভক্তি সহকারে অন্যাভিলাষ বর্জ্জন করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্য ধর্ম্ম ও পরমপুরুষার্থ, তখন প্রাকৃত সংসারের বিষয়বিষ তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না, মায়াজগতের বহু ঊর্দ্ধে অপ্রাকৃত ভূমিতে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে তিনি বিমল ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া থাকিবেন। তখন হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, সমস্ত সংশয়বিপর্য্যয়ের সমাধান হইবে, সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, তিনি দিব্যচক্ষে নিত্যবৃন্দাবনে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডকোপনিষদি ২।২।৮ ভাগবতে চ

মানবজীবনের ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও মুনিজন-বাঞ্ছিত চরম পুরুষার্থ। সাধারণ জীব এই আদর্শচ্যুত হইয়া সংসার ক্রীড়নকে মত্ত হইয়া রহিয়াছে! বালবুদ্ধি দিগ্‌ভ্রান্ত জীবের মায়া-সম্মোহন নাশ করিয়া বলিতে হইবে "চল যাই নিজ নিকেতনে"। জীবের উদ্ধারকল্পে স্বয়ং

ভগবান্ গৌড় ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যে সুগম ভক্তিপথ প্রচার করিয়া গিয়াছেন মায়াবশে সর্ব্বজীব পরমদয়ালের সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম ও নামভক্তি প্রচারকরা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য! ইহা প্রচার করিবার ভার শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের উপরই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

নাচ গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৭।৯২

পুনশ্চ

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥ ৩৬

* * * *

অতএব সবে ফল দেহ যাঁরে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥ ৩৯
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥ ৪০
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্মসার্থক করি কর পর উপকার॥ ৪১

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৯ম

পুনরায়

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা॥

শ্রীচরিতামৃত ৭ম ১২৮-১৩০

শ্রীমহাপ্রভুর এইরূপ উপদেশ স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রী গোস্বামীপাদগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে অশেষপ্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। বহুবিধ ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্বকথা শাস্ত্র ও যুক্তির সুদৃঢ় ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আদেশে ও অনুকম্পায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী একাধারে ভক্তিরস ও তত্ত্বকথার সমাবেশ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে শ্রীমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নিত্যধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন! প্রচারকার্য্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর করিবার নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকে নিজ শক্তিতে শক্তিমান করিয়া গোস্বামী প্রভুগণের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন করিয়া আচার্য্যপ্রভু,

নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ বঙ্গদেশ ও ওড়িষ্যাতে আপামর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। সেই সময় হইতে অনেক মহাপুরুষ ভক্তিধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ত্তমান সময়ে প্রচারধর্ম্মের ভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া তাহা যেরূপ ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন গত শতাব্দীতে তেমন আর কেহ করেন নাই। নানাকারণে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকস্থলে বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছিল। শুদ্ধ নিত্য ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে শ্রীভগবান নিজ পরিকর শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুরকে ধরাতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেশী ও বিদেশী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসের পরম রসিক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী প্রণালীতে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মকথা অতি সুনিপুণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিস্মৃতির গর্ভ হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম আবিষ্কার করিয়া তিনি সেখানে প্রচারকার্য্যের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া পরম ভাগবত শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ভক্তিপ্লুত

হৃদয়ে তাঁহাকে সপ্তম গোস্বামী আখ্যায় গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

তিনি যে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন তাহা যাহাতে উত্তরোত্তর বিস্তৃতির পথে অগ্রসর হয় তদ্বিষয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণব মাত্রেরই একান্ত যত্ন ও সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীধাম প্রচারিণী সভা এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রণীত সমুদয় গ্রন্থরাজি এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থলে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেইগুলি সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করিয়া সর্ব্ব সাধরণের মধ্যে অতি স্বল্প মুল্যে প্রচার করা আবশ্যক। অধিকন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী একত্র সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক শ্রেণী বিশেষের উপকারার্থ প্রকাশেরও প্রয়োজন আছে। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক এই সভার ভাণ্ডারে সে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। 'শ্রী শ্রীভক্তি বিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থ প্রকাশ সমিতি' নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি গঠন করিয়া যাহাতে অচিরাৎ তাঁহার গ্রন্থরাজি প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে চেষ্টিত হইতে হইবে। সেই সমিতির ধনভাণ্ডারে বৈষ্ণব মাত্রেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এইরূপ

হইলে অচিরে সেই অমূল্য গ্রন্থরাজি সর্ব্ব সাধারণের অনায়াসলভ্য হইয়া বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইউরোপ, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বঙ্গেতর প্রদেশের জন্য ভক্তিশাস্ত্র সকল ও শ্রীভক্তি-বিনোদের গ্রন্থরাজি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া সেই সকল দেশে তাহা সম্যগ্‌ভাবে প্রচার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে বঙ্গভাষায় এবং ইংরাজিভাষায় বৃহৎ গ্রন্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা (Tracts and Pamphlets) বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রণয়ন করাইতে হইবে। প্রচার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আবশ্যকতা আছে। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের তাবৎ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া দেশদেশান্তরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত নিত্যধর্ম্মের অমোঘবাণী ঘোষণা করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর হইবেন। কোন মহাত্মা বলিতেন যে নিজেকে মারিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র সূচ বা নরুণের দ্বারাও হইতে পারে কিন্তু অপরকে মারিতে হইলে ঢাল তরোয়ালের দরকার হয়, সেইরূপ কেহ কেবল নিজ জীবনে ভক্তিধর্ম্ম সার্থক ও সফল করিতে চাহিলে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলেও চলিতে

পারে কিন্তু অপরের নিকট বিশেষতঃ বিদেশী ও বিধর্ম্মীর নিকট ইহা প্রচার করিতে হইলে প্রচারকের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বপ্রণীত জৈবধর্ম্ম নামক সন্দর্ভে বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব রহস্য শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা শ্রীসজ্জনতোষণীতে সন ১৩০০ সাল হইতে চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া মাসে মাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি তাহা পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য এই যে জৈবধর্ম্ম পাঠ না করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে মনে নানারূপ বিকার থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ দেশ বিদেশে প্রচার করা আবশ্যক।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগি সজ্জনব্যক্তিগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া একটী স্থায়ি ধনভাণ্ডার সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিতে হইবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার কল্পে যাহা ব্যয় হইবে প্রাকৃত ধনের সদ্ব্যবহার তাহা হইতে অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না।

শ্রীপত্রিকায় অনেক মহাত্মা ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন পরীক্ষা ও প্রচার নিমিত্ত নানাবিধ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহাদের সকল সাধুপ্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়া আমি এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার প্রস্তাব নিবেদন করিতেছি। ইহার মধ্যে যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে। ইতি

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার (এম্ এ বি এল)

২৪ শে আষাঢ় ১৩২৩ পুরুলিয়া।

শ্রীগৌর নিতাই।

(১)

হে নিত্যকিশোর দুটি ভাই, নদীয়া নগরে
কি স্নিগ্ধমধুর প্রেমলীলা প্রকটিলে;
ত্রিতাপতাপিত মানবের ব্যথিত অন্তরে
ত্রিদিবের কি শান্তিনির্ঝর বহাইলে?

(২)

দেখাইলে কি অপ্রতিহত প্রেমের প্রতাপ,
বিশ্বজয়ী বরাশক্তি যেথা নত ভয়ে;

যাহার পরশে প্রাণারাম যায় পাপতাপ,
অন্ধকার যেমন পলায় সূর্য্যোদয়ে !

(৩)

নবদ্বীপ নগরে নীরস ন্যায় জর্জ্জরিত
ঢেকেছিল কি গাঢ় অজ্ঞান-অন্ধকার !
বিদ্যাছলে কি অবিদ্যা-স্রোত ছিল প্রবাহিত,
ইতিহাস সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয় তার ।

(৪)

ধর্ম্মছলে সে পাপ তমিস্রা হ'ল ব্যাপ্ত ক্রমে
ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম করি ম্লান;
অধর্ম্মেতে ডুবিল সংসার মজিল বিভ্রমে;
কোমলতা বিশ্ব ছাড়ি করিল প্রয়াণ ।

(৫)

নীরস কঠোর চিত্ত হতে হল শান্তি দূর,
জাগিল হৃদয়ে নীচ প্রবৃত্তি সকল,
হিংসা-নিন্দা-কলহেতে পূর্ণ নবদ্বীপপুর,
হইল পণ্ডিত মূর্খ সমান চঞ্চল ।

(৬)

বঙ্গের সে বিষম দুর্দ্দিনে তোমরা দুজনে
প্রেমের বন্যায় বিশ্ব দিলে ভাসাইয়া,

মরুভূমি করিলে শীতল অমৃতবর্ষণে,
চির-রুদ্ধ শান্তিদ্বার খুলিলে হাসিয়া।

(৭)

বুঝাইলে ধর্ম্ম কি মধুর, সহজ, সরল,
কঠোরতা-মলিনতা-হীন, সুশোভন;
গিরি-নির্ঝরিণী হেন স্বাদু, স্বচ্ছ, নিরমল;
পবিত্র, সুরভি, হৃদ্য কুসুম যেমন।

(৮)

বুঝালে ঈশ্বর মানবের কত নিজজন,
নহেন কঠোর শাস্তা, করুণা আধার,
প্রভু, সখা, পুত্র স্নেহশীল, বিদগ্ধ রমণ,
জীবসনে মধুময় সম্বন্ধ তাঁহার।

(৯)

যোগ বলি হোম ব্রতে তাঁর নহে তৃপ্ত প্রাণ,
কর্ম্মাকর্ম্ম পাপপুণ্য হতে দূরে রণ;
জ্ঞানী মূর্খ অভেদ তাঁহার নিঃস্ব ধনবান,
একমাত্র ভক্তি তাঁরে করে আকর্ষণ।

(১০)

ভ্রষ্টাচার শুধু ভক্তিহীন পূজা আরাধনা,
বিনা ভক্তি তুষ্ট কভু ন'ন ভগবান;

করিলে ও কোটিকল্পকাল কঠোর সাধনা
ভক্তিহীন নাহি পায় তাঁহার সন্ধান।

(১১)

সেই ভক্তি লভিলে মানব হয় পূর্ণকাম,
যায় সুখ দুঃখ পারে, করে মৃত্যুজয়;
প্রাপ্ত হয় দেবতা দুর্ল্লভ নিত্যানন্দ ধাম,
সর্ব্বানর্থ হয় নাশ, নির্ভয় হৃদয়।

(১২)

ঈশপদবিমলকমল মকরন্দ পান
অন্য অভিলাষ ছাড়ি করিতে যে চায়,
দুর্ল্লভ ভকতি ধন লভে সেই ভাগ্যবান,
ভুক্তি মুক্তি কামী জন ভক্তি নাহি পায়।

(১৩)

শিখালে ধর্ম্মের এই গূঢ় তত্ত্ব সমুদয়,
দেখালে অদ্ভুত শক্তি সত্য নিরূপণে;
বিতরিলে নামমহামন্ত্র সর্ব্বশক্তিময়
দ্বারে দ্বারে ফিরি দোঁহে আপামরজনে।

(১৪)

প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদ করে বিতরণ,
সদ্য প্রস্ফুটিত করে ভকতিকমল,

নিখিল ইতর অনুরাগ করে বিস্মারণ,
সমাহিত করে চিত্ত প্রমত্ত চঞ্চল,

(১৫)

হৃদি কর্ণ রসায়ন যার ধ্বনি সুমধুর
শ্রবণে পশিয়া করে সর্ব্বাত্ম স্নপন,
জগতের নাশে অমঙ্গল যায় যত দূর,
সৃজিলে মানব হিতে হেন সঙ্কীর্ত্তন।

(১৬)

অপরূপ অদ্ভুত সৃজন, বিশ্বে অতুলন,
দেয় নাহি কেহ কভু হেন ধন নরে;
একাধারে আহার ঔষধ, সিদ্ধি ও সাধন;
হয় নাই হবে না'ক হেন আর পরে।

(১৭)

কি গভীর সহিষ্ণুতা, কিবা করুণা অপার,
বুকে ভরা সংক্রামক কি প্রেম তুফান!
মানব মঙ্গলতরে কত সহস্র প্রকার
সহিলে হাসিয়া কি অবজ্ঞা অপমান!

(১৮)

হে অদ্ভুত কর্ম্মা রবিশশি, নবদ্বীপাকাশে
যুগপৎ উদিয়া দু'জনে, স্নিগ্ধোজ্জ্বল

যে আলোক বিতরিলে তায় জাগিল উল্লাসে
বিশ্ব, ত্যজি মোহনিদ্রা হইল সবল।

(১৯)

সে আলোক থাকিবে জগতে নিত্য সমুজ্জ্বল,
দেখাইবে সত্যপথ অকপট জনে;
সংসার সাগর হতে পার হবে অচঞ্চল,
ধ্রুবতারা ধ্রুব তার জীবনে মরণে।

(২০)

হে আমার স্পর্শমণিদ্বয় কিশোর যুগল,
হে পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরনিতাই!
অয়স পরাণ মম যাচে চরণ কমল
পরশন তোমাদের এস দুই ভাই।

শ্রীঅমরনাথ মিত্র, রাজকণিকা।

গর্ভ স্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১৫ পৃষ্ঠার পর)

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥৫॥

এই প্রকার অনন্ত অবতারের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত যে ভগবদ্বপু তাহাই জীবের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনের বিষয় ইহা নিশ্চয় করিয়া দেবগণ কহিলেন হে অম্বুজাক্ষ! বিবেকী পুরুষগণ সমাধিযোগে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধাম স্বরূপ তোমাতে চিত্ত নিবেশিত করিয়া মহৎ লোকের কৃত তোমার পাদপদ্মকে তরীর ন্যায় জ্ঞান করত ভবসাগরকে গোবৎস পদ করিয়া পার হইয়া থাকেন।

অম্বুজাক্ষ নামে এই স্থলে ভগবানকে সম্বোধন করার অনেক অভিপ্রায় আছে। ভগবান্ অখিল জগতের দ্রষ্টা, তাঁহাকে কেহই দৃষ্টি করিতে পারে না। তিনি সকলের সাক্ষী অতএব কেহই তাঁহাকে যুক্তি অথবা বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় না। তবে যে কেহ তাঁহার শাস্ত্র স্মৃতির ব্যাখ্যা করিবে সে কেবল স্বীয় আত্মার তৃপ্তি ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বলিতে পারিবে না। ভগবানের জ্ঞানস্বরূপকে চক্ষুর সহিত তুলনা করিয়া উহার প্রেমময় লক্ষণের ব্যাখ্যার্থে পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দভাবই তাঁহার পদ্মলোচন। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত বপুর ব্যাখ্যায় তাঁহার সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে প্রথমে উল্লেখ করার প্রয়োজনে তাঁহাকে অম্বুজাক্ষ বলিয়া দেবতারা সম্বোধন করিলেন।

বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের প্রকৃত অর্থ বিচার করা বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য যেহেতু উহাই তাঁহাদের প্রাপ্য। প্রথমত মায়াতে যে তিনটী মূল গুণের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত জগতের উৎকৃষ্টাংশকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। যে সকল লোক প্রাকৃতভাবে আবদ্ধ তাহারা প্রথমে সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত রজ ও তমগুণকে জয় করিবেক। কিন্তু সত্ত্বগুণই যে চরম এমত নহে যেহেতু তাহাতেও প্রাকৃতভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা, দয়া, বিচার, জ্ঞান, নিষ্পাপ সুখ, জনসঙ্গলিপ্সা, প্রার্থনা, সদালোচনা, উপকার, বৈষ্ণব সংসার, বৈষ্ণব সেবা, দেহ, মন প্রভৃতির

উন্নতি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক সাত্ত্বিক ব্যবহার আছে কিন্তু এ সমুদয়ই প্রাকৃত। ভৌতিকভাবের সহিত যাহা কিছু আবদ্ধ আছে তাহাই প্রাকৃত। সাংসারিক কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদয়ের যত আলোচনা হইয়া থাকে সমুদয়ই ভৌতিক। পীড়িত লোককে ঔষধিদান যদিও দয়ার কার্য্য তথাপি ঐ দয়া ভৌতিক উপকার ব্যতীত তদ্দ্বারা আর কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। ভৌতিক কার্য্যের নির্গুণ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই যেহেতু কর্ম্মানুযায়ী ফল হইয়া থাকে। আকৃতি, বিস্তৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি স্থাপকতা প্রভৃতি ভৌতিক বিষয়ের গুণ। কিন্তু আত্মা যে কি পদার্থ তাহা বিচার করিতে হইলে ভৌতিক গুণ সকল হইতে বিচারকে প্রথমে নির্ম্মল করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে যত দিবস মানব, দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখেন ততদিবস তাঁহার অভৌতিক ভাবের নির্ম্মল প্রকাশ সম্ভবে না; এ বিধায় সত্ত্বগুণই বিশেষরূপে সেব্য। কিন্তু তাহাই যে জীবের পক্ষে প্রাপ্য তাহা নহে। সমুদয় গুণ সকলের বিপরীত অবস্থাকে অপ্রাকৃত তত্ত্ব কহা যায়। মানব যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর প্রতি অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, গুরু তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভাব বিসর্জ্জন দিতে অনুমতি করিয়া থাকেন। এই জন্য গুরু কহিয়া থাকেন যে হে শিষ্য তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত নির্গুণ ও ঈশ্বর দাস এবং জগদীশ্বর অপ্রাকৃত নির্গুণ ও প্রভু। শিষ্য জিজ্ঞাসা করেন যে আমার এবং ঈশ্বরের আকার কি প্রকার এবং আমরা কোথায় অবস্থিতি করি। গুরু এই স্থলে বিপদগ্রস্ত হইয়া ভৌতিক ভাব নিষেধ করিবার জন্য কহিয়া থাকেন "তুমি ও পরমেশ্বর উভয়েই নিরাকার অতএব তোমাদের স্থানের প্রয়োজন নাই।" শিষ্য প্রথমে অত্যন্ত কষ্টের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে দেখিতে পান যে আত্মতত্ত্ব সমুদয় ভৌতিক

না যেহেতু ইন্দ্রিয়জনিত ভাবনিচয় কর্ত্তৃক মনের গঠন হইয়াছে। আত্ম বস্তু অতীন্দ্রিয় ও গুণাতীত ও মন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে গেলে ব্যভিচার দোষে দূষিত হয়। কিন্তু আত্মবস্তু যে কি ইহা জানা কর্ত্তব্য এবং কোন বৃত্তিদ্বারাই বা উহা জানা যাইতে পারে। এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি পুনরায় গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন হে গুরো! আপনি কহিয়াছেন যে আত্মা নির্গুণ ও নিরাকার তবে জীব কি প্রকারে স্বীয় আত্মা ও আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং গুণাভাবে উপলব্ধি অসম্ভব অতএব ভৌতিক জগত হইতে জীবের স্বস্বরূপে অধিষ্ঠান কি রূপে হইতে পারে। গুরু দেখিলেন যে শিষ্য এই সময়ে আত্মতত্ত্ব জানিবার যোগ্য হইয়াছেন যে হেতু তিনি ভৌতিক ভাব সকলকে বিশেষ রূপ অবগত হইয়া অভৌতিক ভাবের অনুসন্ধান করিতেছেন। গুরু আহ্লাদ পূর্ব্বক কহেন যে "হে উপযুক্ত শিষ্য তোমাকে যে নির্গুণ ও নিরাকার এই দুইটী শব্দ কহিয়াছিলাম তাহার অর্থ এই যে আত্মা ও পরমেশ্বর ভৌতিক সমস্ত ভাবের অতীত কিন্তু অবস্তু নহেন যে হেতু প্রাকৃতাতীত পদার্থ হইলে অপ্রাকৃত শব্দ বাচ্য হয়। আত্মা ও পরমেশ্বরে অপ্রাকৃত গুণ সকল আছে তন্মধ্যে জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটীই প্রত্যক্ষ। আত্মা প্রাকৃত জগতে দ্রষ্টা অতএব চক্ষু যেমত সমুদয় পদার্থ দৃষ্টি করিয়া আপনাকে আপনি দেখিতে সমর্থ হয় না তদ্রূপ আত্মাও আপনাকে আপনি দেখিতে পার না। চক্ষু দৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান ও তত্তদ্ঘটিত আনন্দ স্বরূপ আপনাকে জানে তদ্রূপ আত্মা ও সর্ব্ব দৃক্ হইয়া স্বীয় জ্ঞান ও আনন্দকে অনুভব করে। এই অনুভবটীই আত্মার প্রত্যক্ষ। বস্তুত জ্ঞানানন্দই যে আত্মা ইহা অনুভূত হয়। পরমেশ্বর ঐ জ্ঞানানন্দের পূর্ণ স্বরূপ। অতএব হে শিষ্য তোমাকে পূর্ব্বে যে নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়া

কহিয়াছিলাম তাঁহার বাস্তবিক অর্থ এই যে তুমি এবং ঈশ্বর নির্ম্মল জ্ঞান ও নির্ম্মলানন্দ গুণ বিশিষ্ট। তোমরা বাস্তবিক নিরাকার ও নির্গুণ নহ কেবল অপ্রাকৃত আকার ও অপ্রাকৃত গুণে তোমার বিচারকে আনিবার জন্য এরূপ কহিয়াছিলাম। তুমি অতিশয় ভাগ্যবান যে হেতু আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পরমতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইলে। তুমি যদি মূর্খ হইতে তবে আমার পূর্ব্ব বাক্য হইতে তুমি আপনাকে ও পরমেশ্বরকে অবস্তু জানিয়া ভৌতিক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষানুমান দ্বারা পরমতত্ত্ব বোধ করিয়া অসত্য বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে। ইন্দ্রিয় জনিত ভাবনিচয়কে যে মন প্রত্যক্ষ করিয়া বোধ করে উহাকে আত্মানন্দ জ্ঞানে পর্য্যবসান কর তাহা হইলে অপ্রাকৃত গুণ সকলের কিছু কিছু অনুভব করিয়া ক্রমে ক্রমে বিমলানন্দের ধামকে প্রাপ্ত হইবে। আত্মানন্দের অনুভবই বিমলানন্দের দ্বার স্বরূপ। এই পরম তত্ত্বের অনুভবকে সমাধি কহা যায়। ইন্দ্রিয় জনিত ক্ষুদ্র জ্ঞানাত্মক যে যুক্তি তাহার ঐ বিষয়ে গতি না থাকায় তাহার দ্বারা এই পরমতত্ত্বের অনুভব স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মপ্রত্যয় সম্ভূত যে সমাধি তাহাই কেবল আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বিষয়ে কার্য্যকারী হয়। অনুভবানন্দই যে চরম প্রাপ্য তাহা নহে, উহা কেবল চরম প্রাপ্য বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের দ্বার স্বরূপ। জীবাত্মা সমাধি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বধামের অভৌতিক দেশ ও তদাত্মক বস্তু সকল দেখিতে পান এবং আত্মাকে তথায় ক্রমে ক্রমে নীত করেন। হে শিষ্য অভৌতিক দেশ শব্দে ভাবের বিরোধ বোধ করিও না যে হেতু বাক্য সকল ইন্দ্রিয় সম্ভূত মনের প্রকাশক মাত্র। অতএব ঐ অপ্রাকৃত ধামের আমি যত কিছু বর্ণন করিব তাহা বাক্যের ব্যভিচার মলের দ্বারা দূষিত হইবে কিন্তু দেখি তোমার অপ্রাকৃত স্বভাবকে উপলব্ধি করিবে আমার এইটী বিশেষ

উপদেশ। দেশ শব্দে আকৃতি বিস্তৃতি বিশিষ্ট আধারকে ভৌতিক ভাবে উপলব্ধি হয় কিন্তু আমি যখন অভৌতিক দেশ শব্দ ব্যবহার করিলাম তখন তুমি আত্মার অনুভবরূপ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত জগতকে উপলব্ধি করিবে আমার বাক্য মলকে লইবে না। হে শিষ্য! তুমি যখন সমাধির দ্বারা অপ্রাকৃত ধামের অন্বেষণ করিবে তখন ভৌতিক ভাবকে পরিত্যাগ করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব বিরজা নদী দেখিতে পাইবে। ঐ বিরজাতে স্নান করিয়া তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত কলেবর প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর পরব্যোম নামে এক অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ ধাম দৃষ্টি করিবে। তথায় ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ পরমেশ্বরকে বিরাজ করিতে দেখিবে। জগদীশ্বরের বিমল-দাস্য সুখই যে জীবের একমাত্র স্বভাব তাহা তথায় উত্তমরূপ উপলব্ধি করিবে। স্নিগ্ধতা, যশ, কৌশল, অজেয়তা, প্রফুল্লতা, আকর্ষণ শোভা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, নিয়ম প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণ নিচয়ের মূর্ত্তি স্বরূপ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তুলসীগন্ধ, বনমালা, লক্ষ্মী, গরুড় ও বিষ্বকৃসেন প্রভৃতি ভগবদ্ পারিষদ্ সমুদয় দেখিতে পাইবে। ইহাতে যদিও বহুতর আনন্দ প্রাপ্ত হইবে তথাপি ঐশ্বর্য্যজনিত আনন্দকে তুমি তৃপ্তিকর বোধ করিতে পারিবে না যে হেতু তদ্দ্বারা তুমি কেবল আশ্চর্য্য সম্ভূত আনন্দ ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ স্পর্শানন্দ পাইতে পারিবে না। তোমার আত্মা অধিকতর উন্নতির প্রার্থনা করিবে অতএব তুমি অতিশীঘ্রই তদূর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া গোলোক নামা অন্তঃপুরধামে প্রবেশ করিবে। গোলোক ধামের মহান্ সীমার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার একটী আশ্চর্য্য অবস্থা হইবে। তুমি তখন নিজ পুরুষত্ব পরিত্যাগ করত আপনাকে স্ত্রীলোক জ্ঞান করিবে। ইহাতে আর ও আশ্চর্য্য এই যে তুমি যে কখন পুরুষ ছিলে তাহা তোমার স্মরণ গোচর ও হইবে না তখন তোমার বোধ হইবে যে তুমি জগতে পূর্ব্বে এক গৃহস্থিনী ছিলে।

বিধিমার্গানুশাসনরূপ কোন ব্যক্তির সহিত তোমার পূর্ব্বে পরিণয় হইয়াছিল, তুমি বহুকাল স্বীয় পতির সেবায় বিধিবৎ নিযুক্ত থাকিয়া পতিব্রতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলে কিন্তু কোন সময়ে যমুনা তটস্থ কদম্ব কানন মধ্য হইতে এক আশ্চর্য্য মধুর বংশীশব্দ তোমার কর্ণগোচর হইয়া তোমাকে অস্থির করায় জগদ্রূপ চিত্রপটে কোন সখী কর্তৃক তোমার আকর্ষকের বংশীবদন মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি আর ও বিহ্বল হইলে। শাস্ত্র রূপ ভাট সকল ও তোমার আকর্ষকের গান করিতেছিল তাহাতে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহাকে তোমার পূর্ব্বরাগ কহা যায়। এই বৈরাগ্য রূপ পূর্ব্বরাগ হইতে তোমার পূর্ব্ব গৃহস্থ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন ও আকর্ষকের অন্বেষণে যমুনাতটে বৃন্দাবনে তোমার অভিসারিকা বিভাবিত হইল। ঐ পূর্ব্বোক্ত গোলোক ধামের সীমা প্রাপ্তি হইবামাত্র তোমার এই সমুদয় ভাবের উদয় হইয়া তুমি উন্মত্তবৎ ঐ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের বন হইতে বনেতে ভ্রমণ করিবে। তুমি তথায় একলা থাকিবে না। তোমার অবস্থাপ্রাপ্তা অনেক সহচরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তোমার মনে হইবে যে তুমি যে গ্রামের গোপবনিতা ছিলে সেই গ্রামের অন্য সহচরীগণ তোমার সঙ্গী হইয়াছে অতএব তাহারা চিরপরিচিতা ও তোমার মহৎ সুহৃদ্বর্গ। তুমি তথায় বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ রূপ দুই প্রকার পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত পরমেশ্বরের পরমমাধুর্য্য তোমার প্রেমের উদ্দীপক ও আলম্বন স্বরূপ হইবে। অবশেষে কৃষ্ণানুস্পর্শ রূপ কেবলানুভবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই তোমার মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে। এই প্রকার উপদিষ্ট পুরুষেরা সমাধিযোগে ভগবদ্ধামকে প্রাপ্ত হন। মহৎ লোকেরা এই অপ্রাকৃত ধামের আবিষ্কার করায় ইহাকে মহৎকৃত ভগবদ্দাস বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। এই সমাধি স্বরূপ মহদুপায় অবলম্বন করিলে পুরুষেরা অনায়াসে এই দুস্তর ভব সমুদ্রকে পার হইতে পারে। ভব সমুদ্র পার

উদ্ধার উপায়ান্তর নাই, অতএব সমস্ত বিবেকী জীবের এই নির্ম্মল উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বধাম স্বরূপ কেবল প্রেমই জীবের পক্ষে পঞ্চম পুরুষার্থ। যাঁহারা এই প্রেমের অধিকারী তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থকে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন । ৫ ।

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র সৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্রতে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্।৬।

হে দ্যুমন্ অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আত্ম প্রত্যয়ানুভূত ভক্তিমার্গের আবিষ্কর্ত্তা মহোদয়গণ সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া প্রযুক্ত তোমার পাদপদ্মতরী স্পর্শ করিয়া স্বয়ং ভয়ানক ভবার্ণবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু ঐ অপূর্ব্ব তরী এই জগতেই রাখিয়া গিয়াছেন, যে হেতু তুমি সমস্ত সাধুলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক।

স্বপ্রকাশ নাম সম্বোধনের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না; আত্মপ্রত্যয়রূপ দর্শনে তিনি অনায়াসে দৃষ্ট হন। যুক্তিগর্দ্দভব্যক্তিগণ সহসা ঐ স্বতঃপ্রত্যয়রূপ আত্ম প্রত্যয়কে স্বীকার করিতে চাহে না। ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের উপকারার্থ আত্ম প্রত্যয়বৃত্তিকে যে সমস্ত মহোদয় স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে উহার আবিষ্কর্ত্তা কহা যায়। ঐ সকল মহোদয় যে পরম দয়ালু ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই পরম রমণীয় ভক্তি মার্গ আবিষ্কার করত আবিষ্কর্ত্তা জগদীশ্বরের আশ্রয়রূপ তরণীযোগে ভয়ানক ভবসমুদ্র পার হইয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা ঐ তরণী এই পারেই অন্যান্য জীবগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার দ্বারা একটী বিশেষ তত্ত্বের প্রকাশ হইতেছে। আবিষ্কৃত সত্য সমুদয় দুই প্রকার

নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্যোদ্ধার করেন, এই উপায়টী তাঁহাদের পক্ষেই ফলদায়ক কিন্তু অন্যের পক্ষে তদ্রূপ হয় না। কোন কোন মহাত্মা জগৎ কৌশল দৃষ্টে যুক্তি পথাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের পদাশ্রয় করত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়াও অনেকানেক ব্যক্তি নিরীশ্বর হইয়া উঠেন। অতএব যুক্তি পরমপদ প্রাপ্তির পক্ষে স্বরূপ সত্য নহে অর্থাৎ সাম্বন্ধিক সত্য মাত্র। ইহাতে তুলনাস্থলে বলিতে হইবে যে যুক্তি মার্গরূপ তরী অবলম্বন করিয়া যে সমুদয় মহোদয় ভব সাগর পার হন তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া তরণী খানি সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। কিন্তু আত্ম প্রত্যয়রূপ স্বরূপ সত্য তদ্রূপ নহে। জীব যৎকালে ঐ আত্ম প্রত্যয় সম্ভূত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন তখন তাঁহার ভগবৎ পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্তি হইবে না। অতএব এই স্বরূপ সত্যের আবিষ্কর্ত্তা নিঃস্বার্থরূপে দয়ালু। এই সত্য যে চিরকাল জীবের একমাত্র অবলম্ব্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

এই ভবার্ণবকে সুদুস্তর ও ভয়ানক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভব সংসার যে কতদূর ভয়ানক তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। অনেকানেক অদূরদর্শীগণ এই সংসারকে ঈশ্বরের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে এই সংসারটী ঈশ্বরের উদ্যান স্বরূপ এবং জীব সকল ইহার রক্ষক ও পরিপালক রূপে নিযুক্ত আছেন। বৈদিককর্ম্মকাণ্ডে যাঁহাদের চরমফলপ্রাপ্তির আশা তাঁহারা বলেন যে জীবের বৈরাগ্য অকর্ম্মণ্য যে হেতু ঈশ্বরের দাস্যরূপ সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে কেবল ভক্তি দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। এই যুক্তিদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের স্থাপনা করিয়া থাকেন। অনেকানেক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র তার্কিকগণ কহিয়া থাকেন যে সমুদয় জীব যদ্যপি বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করে তবে জীবের

এবং অতি স্বল্পকালের মধ্যে সংসার রূপ ঈশ্বরের ক্ষেত্র উচ্ছেদ হইয়া যাইবে তাঁহাদের সংসার সাপেক্ষ যুক্তি এই যে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করায় ঈশ্বরের কোন একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে।

মানব অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশ সভ্য ও পণ্ডিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার করত এই জগতকে এক উৎকৃষ্ট প্রদেশ করিবেন। তৎকালে জগদীশ্বরের কোন একটী মহান্ উদ্দেশ্য সফল হইবে। বৈরাগ্যের দ্বারা যদি এই জগৎকে উচ্ছেদ করা যায় তবে ঈশ্বর কদাচ আমাদের প্রতি সন্তোষ হইতে পারিবেন না। এই সকল অগম্ভীর যুক্তির দ্বারা তাঁহারা স্থাপনা করিয়া থাকেন যে জগদীশ্বর আমাদিগকে যতপ্রকার বৃত্তি দিয়াছেন ও ঐ সকল বৃত্তির বিষয় প্রদান করিয়াছেন ঐ সমুদয়কে সদ্ব্যবহার করিয়া মানবের পক্ষে সংসারের উন্নতি করা উচিত। এই সমুদয় প্রবৃত্তিমার্গীয় পুরুষেরা ভক্তির আস্বাদনে ও নিত্যানিত্যের বিচারে কখনই প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা যদি গম্ভীর যুক্তি অবলম্বন করেন তবে এই মতকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান এবং সত্য সঙ্কল্প। এই ব্রহ্মাণ্ড রচনায় তাঁহার কোন গৌণ উদ্দেশ্য থাকা স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য সকল অগৌণে বিনা উপায়ে সিদ্ধ হয় যেহেতু তিনি সিদ্ধ সঙ্কল্প। সামান্য মানবগণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান সংগ্রহ করা সম্ভবে না। সামান্য শিল্পকার যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া উদ্দেশ্য সফল করে তদ্রূপ ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে তাঁহার স্বরূপের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এই পরিদৃশ্য জগদ্রচনায় যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্য এতদিবস অপেক্ষা না করিয়া সঙ্কল্প মাত্র সিদ্ধ হইত। অতএব প্রবৃত্তি মার্গ যে মানবের পক্ষে কেবল স্বার্থপর ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবার নাম স্বার্থ অতএব পণ্ডিতেরা

নিস্বার্থ হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই অবলম্বন করিবেন। বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই জীবের স্বভাব এবং সংসারই জীবের বন্ধ। এই ভব সংসারে ইন্দ্রিয় সুখ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। শিল্পবিদ্যার ফল স্বরূপ ধূম্রযান ও তড়িৎবার্ত্তাবহ প্রভৃতি যত কিছু হইতে পারে এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আবিষ্কৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তাড়িত্তত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব, জ্যোতিষ তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় ও পাওয়া যাইতে পারে এ সমুদয়ই কেবল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বর্দ্ধিত মনের সুখকর হইবে, আত্মার পক্ষে বিশেষ উপকার করিবে না। এই সমুদয় অনিত্য পদার্থের জ্ঞান নিত্য পদার্থ জীবের কি বিশেষ উপকার করিতে পারে? অনিত্য পদার্থে জড়িত হইলে নিত্য বিচারের ব্যাঘাত হয় যেহেতু তদ্বিষয়ে সময় থাকে না। কিন্তু জগদীশ্বর করুণাময়, এজন্য তিনি জীবের প্রতি মহৎ কৃপা করত সমুদয় অনর্থ হইতে ও অর্থ প্রাপ্ত হইবার উপায় করিয়া দেন। প্রাকৃত তত্ত্ববাদী পাষণ্ডতা প্রযুক্ত স্বীয় পরিশ্রমের ফল স্বরূপ প্রাকৃত তত্ত্বই অন্বেষণ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদীর গৌণ ফল হইয়া থাকে। শোভা, অর্থ সংগ্রহ ও রাজ্য পালন জন্য সৈন্য চালনা প্রভৃতি নিতান্ত সাংসারিক উদ্দেশ্যে যে ধূম্রযানের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত পণ্ডিতেরা সাধু দর্শন উৎকৃষ্ট ভক্তি উদ্দীপক স্থান দর্শন প্রভৃতি উত্তম উত্তম কর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুত প্রাকৃত বিষয়ের উন্নতিতে এই সমুদয় উপকারই হইয়া থাকে।

শাস্ত্র, যুক্তি, ঐতিহ্য ও অনুমান এই সমুদয় প্রমাণের দ্বারা ভব সংসারকে নিকৃষ্ট কহা যায়। ইহাই জীবের কারাগার। জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত অতএব দেহ যোগটী কেবল বিড়ম্বনা বই আর কি বলা যাইতে পারে। অদূরদর্শীগণ এই মীমাংসার যদিও প্রতিবাদ করিতে পারিবেন

অকল্যাণ শীঘ্র মানবকে পরিত্যাগ করিতে চাহে না। যত দিবস কর্ম্ম জনিত বন্ধ ক্ষয় হইবার সময় উপস্থিত না হয় তত দিবস জীব সংসার গতির প্রতি প্রেম করিয়া থাকে, যেহেতু নিত্য বিষয়ে প্রেম জন্মিবামাত্রই অনন্ত কল্যাণ উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর দত্ত স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারই এই দুরন্ত অমঙ্গলের একমাত্র কারণ। সংসার যদিও অমঙ্গল স্বরূপ তথাপি ইহার উদ্দেশ্য জীবের মঙ্গল সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজাদিগের কারাগার সংস্থাপনের কি উদ্দেশ্য? প্রজার কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দণ্ডবিধি ও মঙ্গলজনক। জগদীশ্বরের শেষত্ব অর্থাৎ নির্ম্মল দাসত্বই জীবের যথার্থ স্বভাব। ঐ স্বভাবকে উজ্জ্বল করিবার জন্য স্বাধীনতা রূপ একটী রত্ন জীবকে ঈশ্বর প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা ঐ স্বাধীনতার বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ভোগেচ্ছায় রত হইয়াছেন তাঁহারাই বদ্ধ ও তাঁহাদের অবস্থাকে সংসার কহা যায়। এই সংসারের উৎকৃষ্ট অংশই ইহা হইতে বিরাগ।

পরন্তু বৈরাগ্য ও শুষ্ক হইলেও অনর্থপ্রদ। ভোগ পরিত্যাগই যে জীবের স্বভাব এমত নহে। জীবের স্বভাব এই যে স্বয়ং ঈশ্বরের ভোগ্য হইয়া তাঁহার দাসত্বামৃত পান করিতে করিতে পরমেশ্বরের পূর্ণানন্দের বিষয় হয়। অনেকে বৈরাগ্যের যথার্থ অর্থ না বুঝিতে পারিয়া দেহের নানাবিধ দণ্ড দিয়া থাকেন। দেহকে অনিত্য বোধ করিয়া দেহের ক্রিয়া সকল দেহের জন্য এবং আত্মার কার্য্য সকল নিজকার্য্য এরূপ স্থির করিয়া অনুষ্ঠান তৎপর হইলে বৈরাগ্য হয়। দেহেতে বিরক্ত হইয়া যদি কেহ উহাকে ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করেন তবে বৈরাগ্যের বিপরীত হইয়া উঠে। রাজাকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ কোনব্যক্তি উপযুক্ত কালের পূর্ব্বেই যদি পলায়ন পরায়ণ হয় তবে সে অধিক দণ্ডের যোগ্য হয় বলিতে হইবে। অতএব বৈষ্ণব ধৈর্য্য অবলম্বন পুর্ব্বক আপন নিরূপিত কালকে

অতিবাহিত করিতে যত্ন করিবেন। বিষয় সকলে আসক্তি না করিয়া দেহের জন্য নিয়মিত রূপে কর্ম্মাচরণ করত কৃষ্ণতত্ত্বরূপ ভগবৎ পাদপদ্মে চিত্ত ও আত্মাকে অর্পণ করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া অবশেষে স্বস্বভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইবে সন্দেহ নাই। এই বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিযোগই জীবের অভিধেয় তত্ত্ব। ৬।

প্রার্থনা (৩)।

হে কৃষ্ণ জগত নাথ প্রসন্ন হইয়া।
কৃপা কর মোর প্রতি পদাম্বুজ দিয়া॥
প্রাকৃত দ্রবিণ জন, কিবা মোর প্রয়োজন,
চাহি মাত্র তব পদে নিশ্চলা ভকতি।
ভক্তের অভয়কারী, দাও হে শকতি॥

অণিমাদি যোগ সিদ্ধি মুক্তি নাহি চাই।
জ্ঞান কিম্বা অন্যতত্ত্বে স্পৃহা মম নাই॥
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিবা, স্বর্গভোগ নিশি দিবা,
নাহি আর অন্য কিছু মনের কামনা।
শুধু একমাত্র ওই পদসেবা বিনা॥

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য না চাই।
এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি মোর কাম নাই॥

আমি চাহি হে ব্রহ্মন্, তব ওই শ্রীচরণ,
দিবানিশি করি ওই চরণ সেবন।
তাহা বিনা অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন॥

গোলোকে থাকি বা থাকি পাতাল ভিতরে।
সব সমতুল্য নাথ! আমার অন্তরে॥
কিন্তু ও চরণ পদ্ম, হোক্ মোর হৃদি সদ্ম,
ও চরণ স্মৃতি যেন কভু না হারাই।
হে মোহন তব পদে এই ভিক্ষা চাই॥

ব্রহ্মা তব পদ সেবি জগত বিধাতা।
চতুর্দ্দশ ভুবনের হয় পালয়িতা॥
তোমার চরণ ভজি, শঙ্কর বিখ্যাত আজি,
পরম বৈষ্ণব শিব এই ত্রিভুবনে।
মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন পদসেবা গুণে॥

কৃপাকর কৃপাসিন্ধু মদন মোহন।
তব পদাম্বুজে যেন থাকে মোর মন॥
যে পদ সেবিয়া ধর্ম্ম, সাক্ষী হন সর্ব্বকর্ম্ম,
সহস্রবদন শেষ যে পদ সেবিয়া।
বিখ্যাত হয়েছে আজি ধরিত্রী ধরিয়া॥

সম্পদদায়িনী দেবী আপনি কমলে
সর্ব্বদা সেবেন বসি ও পদ্ম যুগলে
ও পদের যে মহিমা, কভু তার নাহি সীমা,,
সর্ব্ব দেবী শিরোমণি আপনি পার্ব্বতী ।
তব পদ্ম পূজি লভে শিব সম পতি ॥

জ্ঞানমাতা সরস্বতী বিখ্যাত ভূতলে।
যতনে পূজেন তব চরণ যুগলে ॥
তোমার সমান যিনি, তব সেই বিনোদিনী,,
থাকেন তোমার বক্ষে যিনি সর্ব্বক্ষণ ।
তিনিই পূজেন সদা ওই শ্রীচরণ ॥

হে নাথ কবে বা তব চরণ পঙ্কজে।
ধরিব যতন করি হৃদয় সরোজে ॥
কবে তুমি দয়া করি; পদে স্থান দিবে হরি,,
কবে ও চরণ যুগ সেবন করিয়া।
থাকিবে আমার চিত্ত আনন্দে মাতিয়া ॥

শ্রীমতী শ্যামসরোজিনী ॥

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৮ পৃষ্ঠার পর)

কর্ম্মফলবাদী সংকলিত ব্যবহার শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সমবায় স্বরূপ তদানীন্তন প্রচলিত স্মৃতি শাস্ত্র জড়বুদ্ধি প্রণোদিত সুতরাং নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বিহীন ও ভ্রম সঙ্কুল দেখিয়া গোপাল ভট্ট গোস্বামী গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব পরমার্থীগণের কৃষ্ণসেবানুকূল আচার সম্মত বিশুদ্ধ স্মৃতির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতি প্রচারের বাসনা করিলেন। আচার্য্যকুলতিলক মহা-পণ্ডিত শ্রীসনাতন গোস্বামী, গোপাল ভট্টের সেই আন্তরিক বাসনা অবগত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুরূপ নিজ পূর্ব্বকৃত হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবোপযোগী ব্যবহার গ্রন্থ নিজ প্রিয় গোপাল ভট্টের নামে প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। গোপাল ভট্ট সনাতন গোস্বামী প্রণীত সেই হরিভক্তি বিলাসকে মূল ও সূত্ররূপে গ্রহণ করতঃ নানা পুরাণ সংহিতাদি শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক বিবিধ ও বহুল মতামত সংযোজনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি বিলাস নামে প্রচলিত সুবৃহৎ বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থ সম্পাদন করেন ইহাই সাধারণতঃ "হরিভক্তি বিলাস" নামে প্রসিদ্ধ, সনাতন প্রভু প্রণীত মূল হরিভক্তিবিলাস এখন ও কোন কোন স্থলে হস্তলিখিত গ্রন্থাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। "দিগ্‌দর্শিনী" নামক হরি-ভক্তি বিলাসের একটী টীকাও আচার্য্যবর সনাতন গোস্বামী প্রস্তুত করেন, মূল হরিভক্তি বিলাস যে সনাতন প্রভুর রচিত তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়।

"তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ।
সিদ্ধান্ত গ্রন্থসন্দোহকোলেখ্যালেখ্য বিশ্রুতঃ ॥

প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগং ভাগবতামৃতং।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী॥

ভক্তিরত্নাকরধৃত লঘুতোষণী॥

যবন অত্যাচারে শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত শ্রীবৃন্দাবন শ্রীগৌরাঙ্গ ইচ্ছায় তখন নিজ নিত্য সিদ্ধ সহচর বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের কৃতিত্ব ক্রমে বহু শুদ্ধ বৈষ্ণবের স্থান হইয়া উঠিয়া ছিল, তখন শ্রীবৃন্দাবনধাম লোকনাথ কাশীশ্বর রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ ভট্ট কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রভৃতি বহু জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় মহা পণ্ডিত মণ্ডলী ও বহু বহু যোগ্য শিষ্য প্রশিষ্যাদি বহু পণ্ডিত গোষ্ঠী পরিবৃত হইয়া অতি অপূর্ব্ব রমণীয় স্থল হইয়াছিল। মহাপ্রভুর নিত্যদাস এই সকল গোস্বামী বৃন্দ প্রত্যেকই অদ্বিতীয় অসাধারণ ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়াও অভিমান শূন্য ও আপনাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ বুদ্ধি করিতেন, এই বেদ বাদী ভারত ভূমির বিভিন্ন প্রদেশস্থ কর্ম্মজ্ঞান মোক্ষাদি কৈতব বাদী পাণ্ডিত্যাভিমানী গণ, এই সমূহ পরমার্থী বৈষ্ণব গণের বিচার সিদ্ধান্ত শুনিয়া, আপনাদের বিচার পন্থা, শাস্ত্রীয় বিধান ও সিদ্ধান্ত নিচয় প্রাকৃত জড় বুদ্ধ্যাশ্রিত সুতরাং ভক্তিহীন নিরপেক্ষতাশূন্য ভ্রমসঙ্কুল ও অসার জ্ঞান করতঃ অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রাধান্য ও অভ্রান্ততা স্বীকার করিয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় বিফল নাসিকা নিস্বনন করিতেন। "যে গর্ত্তে নকুল যায়, সর্প নাহি পৈশে তায়"। ভাগবত সভায় কর্ম্ম জড় স্মার্ত্ত ও মায়াবাদী জ্ঞানীগণ স্থান পাইতেন না।

সে সময় বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী গণ কর্তৃক লক্ষাধিক তত্ত্ব ও ভজন গ্রন্থ প্রণীত ও অধ্যাপিত হইয়াছিল, সে সময় ভারত ভূমির সর্ব্বত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তখন বৈষ্ণব

ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়, বৃন্দাবন তখন "চাঁদের হাট"; তখন শ্রীরূপ সনাতন জীব পাদাদি গোস্বামী গণ জগৎ মান্য। এই সময় অনুমান শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণব স্মৃতি প্রচার সঙ্কল্প করেন এবং মহাপ্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেই "হরিভক্তি বিলাস" সম্পাদিত হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট রচিত "সৎক্রিয়া সার দীপিকা" ও বৈষ্ণব স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন লীলা শুক শ্রীমদ্বিল্ব মঙ্গল গোস্বামী কৃত মধুর ভজন গ্রন্থ কৃষ্ণকর্ণামৃতের সুমধুর সরস সুপ্রসিদ্ধ একটী টীকা শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রণীত। কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়া পাড়া নিবাসী শ্রীমচ্ছিবানন্দ সেনের পুত্র প্রথিত নামা পুরীদাস বা কবিকর্ণ পুরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভ্রাতা শ্রীমৎ চৈতন্য দাস গোস্বামী রচিত "বাল বোধিনী নামক কৃষ্ণকর্ণামৃতের আর একটী সরস প্রামাণ্য টীকা আছে। শ্রীব্রজ ভজন শিক্ষা গ্রন্থ কৃষ্ণকর্ণামৃতের এই উভয় সরস টীকাই সুধী ভজনানন্দী ভক্তমণ্ডলী আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই টীকাদ্বয় ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত টীকাই বিশেষ প্রচলিত। শ্রীমদ্গোপালভট্টের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে উপরিউক্ত গ্রন্থত্রয়ই প্রধান, ইহা ব্যতীত বঙ্গ ভাষায় লিখিত তাহার কতকগুলি সন্দেহাত্মক মধুর পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

১৪৫৫ শকাব্দের পর শ্রীগোপাল ভট্ট ভারতের উত্তর প্রদেশে শ্রীনাম প্রেম প্রচারের নিমিত্ত গমন করেন। তথায় দেববন প্রবাসী গোপীনাথ নামক জনৈক গৌড়ীয় শ্রোত্রিয় স্বভাব বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কুমার শ্রীগোপাল ভট্ট চরণে প্রপন্ন হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভট্ট গোস্বামী শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা স্বরূপ দীক্ষা প্রদান করেন। গোপাল ভট্টের সেই শিষ্য গোপীনাথ সমূহ উত্তর প্রদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণবতা প্রচার দ্বারা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন ও দেশবাসীগণকে বৈষ্ণব করিয়া উত্তর প্রদেশকে শ্রীনাম পরায়ণ করিয়া তুলেন। প্রত্যাগমন কালে গোপাল, গণ্ডকী হইতে এক

দামোদর নামে শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামীর পরামর্শে রাসস্থলী প্রান্তই নিজ কুটীর সন্নিধানে সেই দামোদর স্থাপন করেন।

অর্চ্চন মার্গীয় ভক্তগণ বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামীবর্গের অর্চ্চা মূর্ত্তি স্থাপনের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া অর্চ্চন মার্গকে বহু মানন করিয়া থাকেন কিন্তু আচার্য্য গোস্বামী গণের এই পূজা ভাব সেবা ছিল, এবং অর্চ্চনাধিকারী গণের অধিকার বুঝিয়া অর্চ্চনের আদর্শ নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। অর্চ্চন, ভক্ত্যঙ্গ হইলেও কলিতে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই ভজনের মধ্যে প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন"॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত"॥
"যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ"॥

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণ॥

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং।
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং॥

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম॥

প্রভাস খণ্ড।

অদ্বৈতবাদীসাধকগণ, উৎকট আয়াস সমূহ স্বীকার পূর্ব্বক বহু কল্প কাল কঠোর কায়িক ক্লেশ লভ্য, তাহাদের সাধ্যসার যে মোক্ষলাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণ নাম বারেক আভাস রূপে ওষ্ঠ স্পন্দনে কীর্ত্তিত হইলেই তাহা হেলায় প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ নামে অপ্রাকৃত বুদ্ধি লাভ করেন। নব বিধ ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রাসস্থলী উপান্তে নিজ কুটীর সান্নিধ্যে গোপাল ভট্ট শালগ্রামরূপী দামোদরের অপ্রাকৃত ভজন করিবেন। এক ধনবান ভক্ত কোন সময় বৃন্দাবনের দেবতা বৃন্দকে নানা প্রকার বস্ত্র ও বহু মূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করেন। গোপালের দেবতা শালগ্রাম মূর্ত্তি। সুতরাং তিনি সেই সকল বস্ত্রালঙ্কার নিজ ইষ্টদেবকে পরাইতে না পাইয়া বিষাদিত অন্তঃকরণে ভাবিতে লাগিলেন যে যদি আমার ঠাকুরের হস্তপদাদি থাকিত তাহাহইলে এই বস্ত্রালঙ্কার তাঁহাকে পরাইতে পাইতাম।

"শালগ্রাম আমার যে যদ্যপী ইহাঁর।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত॥ ভক্তমাল।

এইরূপ মনে করিয়া গোপাল ভট্ট গোস্বামী গভীর রাত্রে নিদ্রিত হইলেন রাত্রি প্রভাত হইলে, বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ দেখেন যে সেই ভক্তপ্রাণ পরম দয়াল শ্রীদামোদর গোপালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে নবঘন শ্যাম ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম দ্বিভুজ মুরলীধর মধুর ব্রজকিশোর রূপে প্রকটিত হইয়া

না। দরিদ্র যেন মহানিধি প্রাপ্ত হইল। গোপালের এই ভক্তির মহিমা ও ভগবানের এই সাক্ষাৎ ভক্তবাৎসল্য সলিলে তৈল বিন্দুর ন্যায় বৃন্দাবনের চারিদিকে তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইল গোপালের গোফা শ্রীরূপাদি গোস্বামী গণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহা উৎসবময় হইল। তাঁহার এই সৌভাগ্যে সকলে পরমানন্দিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার ভক্তি বল প্রত্যক্ষ করিয়া গোপালকে মহা ভক্ত জ্ঞানে অধিকতর শ্রদ্ধা সম্মান করিতে লাগিলেন। গোপালের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া মহোৎসব সহকারে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহ বস্ত্রালঙ্কার সমূহ পরিহিত হইলেন, শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীরাধা রমণ রহিল। এই অলৌকিক ব্যাপার ১৪৬৪ শকের বৈশাখী পূর্ণিমায় সংঘটিত হয়। গোপালের ভক্তিবলের নিদর্শন স্বরূপ অতি কমনীয় মনোজ্ঞ শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ এখনও বৃন্দাবনের সেই স্থলে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ ভক্তিবশে তিনি অনলে সলিলে ও স্তম্ভাদিতে আবির্ভূত হইয়া কতবার কত শত ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া ভক্ত ও ভক্তির মহিমা জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। নিত্য সিদ্ধ মহাভক্ত গোপালের মনোবাসনা পূর্ণ করিতে শালগ্রাম হইতে শ্রীরাধারমণ রূপে আবির্ভূত হইয়া আবার তাঁহার সন্তোষের জন্য শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি হইল ততক্ষণ॥
কি দেখিনু বলিয়া পড়য়ে মহীতলে।
বিপুল পুলক আঁখি জলে ভাসি যায়॥
শ্রীরাধারমণ গৌরচাঁদ গুণগায়॥
শ্রীগোপাল ভট্টের যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষণে ক্ষণে॥

জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি ॥
শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি ।

ভক্তি রত্নাকর ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে আচার্য্যবর গোপীনাথকে ঈশ্বরের সেবা ভার প্রদান করিয়া অপ্রকট হন। সেই শিষ্য পরে দার পরিগ্রহ করেন তাঁহারই বংশোদ্ভবগণ এক্ষণে বৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবাধিকারী হইয়া আছেন। শ্রীরাধারমণের এক্ষণে মহাড়ম্বরে রাজসেবা প্রচলিত আছে।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব কৃপা ভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

কামরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত সম্বন্ধে প্রামাণিক আকর গ্রন্থসমূহে অথবা তাঁহার সম্বন্ধে অধুনা কালে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলির অধিকাংশের মধ্যে কোন স্থানে তাঁহার কামরূপ গমনের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। * কিন্তু কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে শ্রীমহাপ্রভু শুভাগমন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই দেশে এক জনশ্রুতি বহু-কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক একটি পাহাড়ের

---

* কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিত নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে

শিখরদেশে শ্রীহয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে, তাহার সন্নিকটে বরাহকুণ্ড অবস্থিত। এই গহ্বরটিকে লোকে "চৈতন্য গোফা" নামে অদ্যাবধি অভিহিত করিয়া থাকে। জনশ্রুতি অনুসারে শ্রীমহাপ্রভু সেই গুহায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন এবং যেস্থানে তিনি দণ্ড কমণ্ডলু রাখিয়াছিলেন তাহাও সেখানকার অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই জনশ্রুতির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আজকাল বঙ্গসাহিত্যে যে আলোচনা চলিতেছে আমরা ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য এস্থলে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

আসামে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শ্রীচৈতন্য পন্থী, দামোদরী, মহাপুরুষিয়া ও হরিদেবী। দামোদরী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দামোদর দেবের কাল ১৪১০ শকাব্দ হইতে ১৫২০ শকাব্দ পর্য্যন্ত। ভট্টদেব নামে একজন সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পরমপণ্ডিত ভক্তিমান ব্রাহ্মণ তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার উপাধি 'কবিরত্ন' ছিল। তিনি দামোদর দেবের আদেশে শ্রীমদ্ভাগবত অসমীয়া গদ্যে অনুবাদ করেন। দামোদরদেব তাঁহাকে কিরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন তাহা তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়ঃ—

"শুনা কবিরত্ন তুমি ব্যাস সমসর।
তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর॥

"তাহার পর শ্রীচৈতন্যদেব আর একবার শ্রীহট্টে আগমন করেন। প্রথমতঃ বরুগঙ্গায় গমন করিয়া পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী সদনে উপস্থিত হন + + + + + +। ঢাকাদক্ষিণ হইতে চলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্যের গোফা বলিয়া একটি স্থান দেখাইয়া থাকে।

আর এক জগত-ঈশ্বর আজ্ঞা ধরা।
কথাবন্দে একখণ্ড ভাগবত করা ॥”

ভট্টদেব “সংসম্প্রদায়ের কথা” নামক একখানি অসমীয়া ভাষার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের আরম্ভে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

চৈতন্যসংগ্রহং দৃষ্ট্বা সংগ্রহং কৃষ্ণভারতেঃ।
নৃসিংহকৃত্যমালোচ্য কথয়ামি কথামিমাম্ ॥

কৃষ্ণ ভারতীর সংগ্রহ ও নৃসিংহ কৃত্য উভয়ই অসমীয়া ভাষায় লিখিত। চৈতন্য সংগ্রহের অদ্যাবধি কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণ ভারতী ও নৃসিংহ যে ভট্টদেবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী তাহা উদ্ধৃত বচন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। উক্ত “সংসম্প্রদায় কথা” গ্রন্থে ভট্টদেব যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই :—

“শিববংশীয় মহারাজ নর নারায়ণ যে সময় সবে মাত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন তৎকালে শ্রীচৈতন্যদেব হয়গ্রীব মাধব দর্শন করিবার নিমিত্ত কামরূপে আগমন করেন। বরাহ কুণ্ডের গুহাতে থাকিয়া তিনি শ্রীমাধব দর্শন করিলেন। সেখানে রত্নেশ্বর বিপ্রের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীমাধবের মন্দিরে যাত্রা, মহোৎসব ও সংকীর্ত্তনাদি প্রবর্ত্তন করাইলেন। তৎপরে তিনি সেখান হইতে পরশুরামকুণ্ডে গমন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া সেই গুহায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বহুদিন সেখানে অনেক ভক্ত সঙ্গে ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনানন্দে যাপন করিয়া সেই দেশে শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচার করেন। একদিন দামোদর দেব শ্রীমাধব দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া দুর্ল্লভ লাভ হইল বলিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন “হে মহাপ্রভু, আমি দরিদ্র, আপনার আশীর্ব্বাদ মাগিতেছি”। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন “তুমি দরিদ্র কি করিয়া হইলে”? দামোদর দেব

বলিলেন যে নৌকাডুবি হইয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, এখন তিনি নিঃস্ব। তখন শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন, "হে দামোদর, নশ্বর বস্তুর নিমিত্ত বৃথা খেদ করিও না। তুমি ঈশ্বরের পার্ষদ, লক্ষ্মীর কোপে গৌতম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। পুনরায় তাঁহার বরে নিজ ঐশ্বর্য্য পাইবে।" এই রহস্য জ্ঞাপন করিয়া তিনি দামোদর দেবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া উড়িষ্যায় গমন করিলেন।"

কৃষ্ণ ভারতীর যে সংগ্রহ হইতে ভট্টদেব তাঁহার সংসম্প্রদায় কথা সঙ্কলিত করিয়াছেন তাহাতে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহার বঙ্গানুবাদ এই:—

"পরে মহাপ্রভু মাধবকে দর্শন করিয়া বরাহকুণ্ডের উপরস্থিত গুহাতে বাস করিবার সময় রত্নেশ্বরকে মাধবের দ্বারে ভাগবত পাঠ করিবার আদেশ করিলেন। তাঁহার (রত্নেশ্বরের) নাম পরে রত্নপাঠক হইয়াছিল। আর মাগুরীগ্রামের কণ্ঠভূষণকে দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ভাগবত পাঠ করিবার আজ্ঞা দিলেন এবং কণ্ঠহার কন্দলীকে কৃপা করিলেন ও কবিশেখর ব্রাহ্মণকে নামধর্ম্ম দিলেন। পরে শ্রীমহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে যোগাসনে বসিয়া কাহাকেও আর দর্শন দিলেন না।"

নৃসিংহকৃত্য নামক অসমীয়া পদ্য পুঁথিতেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা আছে। সকলেরই মতে শ্রীচৈতন্যদেব মাধব মন্দিরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং তথায় সেই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে উপদেশ দান করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার
পুরুলিয়া

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্ম্য। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ হালদার ভক্তিভূষণ মহাশয় প্রণীত ডিমাই দ্বাদশ পৃষ্ঠান্বিত ১৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। ভক্তি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ভক্তিনিধি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ, বৈষ্ণব বন্দনা, অসৎ সঙ্গের দোষ বিচার, শতধন্বু রাজার বিবরণ, বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ, নাস্তিক বিষয়ী সঙ্গ, বিষয়ী সঙ্গপ্রিয় ব্যক্তির সঙ্গ, কোন এক মর্কট বৈরাগীর বৃত্তান্ত, রামচন্দ্রের অভিশাপে বানর গণের কলিকালে মর্কট বৈরাগীর বেশ ধারণ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির উপাখ্যান, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভা বিভূষণ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ প্রভুর বিবরণ, যোষিৎ সঙ্গ ও যোষিৎ সঙ্গীসঙ্গ, ব্যবস্থা পত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ, গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী দর্শন নিষেধ বর্ণনে ছোট হরিদাসের দণ্ড বৃত্তান্ত, ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গ, কাম ও প্রেমের ভেদ বর্ণন, হরিভক্ত রাজার উপাখ্যান, কদাচারী ও মূঢ়বুদ্ধি অন্ত্যজ ব্যক্তির সঙ্গ, কুশাস্ত্র অধ্যয়নের দোষ, বীরহাম্বির রাজার বিবরণ, ভক্তিশাস্ত্রের মাহাত্ম্য, তার্কিক ব্যক্তির সহ আলাপ নিষিদ্ধ, জীব গোস্বামী ও তার্কিক পণ্ডিতের বিবরণ, সাধুসঙ্গের গুণ বর্ণন, হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বেশ্যা উদ্ধারের বিবরণ, চোরের বৈষ্ণবত্ব লাভ, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধিকরণে দোষ, রুহিদাসের উপাখ্যান, বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম ফল, বৈষ্ণবদ্বেষি রামচন্দ্র খানের দুর্দ্দশা, গোপাল চাপালের কুষ্ঠ ব্যাধির কারণ, অম্বরীষ দুর্ব্বাসার কথা, বৈষ্ণব লক্ষণ, একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য উৎপত্তি, বৈষ্ণবের ৩০ লক্ষণ, বৈষ্ণব অনাদরে পাপ বর্ণন, বৈষ্ণব স্তুতি, প্রণাম, পরস্পর পরিচয়, পাদোদক সেবনের ফল, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের ফল, বিড়াল ও কর্ম্মকার পত্নীর আখ্যান,

বৈষ্ণব সেবার ফল, গুণকীর্ত্তন, কর্ম্ম বন্ধন রাহিত্য ও গ্রন্থকারের প্রার্থনা এবং বৈষ্ণবাষ্টক লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও সুখবোধ্য। প্রমাণ স্বরূপ অনেকগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তবে মুদ্রা প্রমাদে অনেকগুলিই অঙ্গহীন। বৈষ্ণবগণ ইহা পাঠ করিলে বৈষ্ণবের মহিমা তাঁহাদের হৃদয়দেশ অধিকার করিবে এবং নিজের সুদীনতার উপলব্ধি ঘটিবে। অভক্তগণ পড়িলে বৈষ্ণবে তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইবে। শ্রীরূপ গোস্বামির নিকট প্রাপ্ত-জয়পত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সহ শ্রীজীবের ব্যবহার বর্ণন করিয়া লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সমীচীন বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নহে। আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামির অনুষ্ঠানে প্রাকৃত সহজিয়াগণের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁহারা এতাদৃশ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী অপেক্ষা তাঁহারা অধিক রসিক ও মূর্খতাই হরিভক্তি একরূপ মনে করিয়া অধঃপাতিত হন। বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে তর্কের আদর

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

প্রচারের আবশ্যকতা।

যে ধর্ম্ম সাধন করিয়া মায়ামুগ্ধ জীব নিজের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে তাহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্ম নৈমিত্তিক। জীব স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য, বিভুচৈতন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, তাঁহার সহিত মাধুর্য্যময় বিমল প্রেম সম্বন্ধে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। ভারতের বৈষ্ণব ধর্ম্মই জীবের নিত্য ধর্ম্মের বিমল আদর্শ। জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি এবং জীবের সহিত

ভগবানের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেরূপ সুন্দর ভাবে নির্ণীত ও পরিস্ফুট হইয়াছে অন্য কোন ধর্ম্মে তাহা হয় নাই। তাহার ফলে জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মই অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট। নিত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব অনর্থময় মায়িক জীবন যাপন করিতেছে, অধিকাংশ লোকই ভ্রান্তমার্গে বিচরণ করিয়া অর্থবিহীন নিষ্ফল সাধনায় বৃথা কালক্ষেপ করিতেছে। অধুনা সভ্যজগতের অধিকাংশ লোকই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। খৃষ্টধর্ম্ম ও প্রধানতঃ ভক্তিমূলক কিন্তু তাহাতে ভক্তিতত্ত্ব বিশুদ্ধ আদর্শ পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারে নাই, বিশেষতঃ তাহাতে অন্যান্য অনেক অবান্তর বিষয়ের সমাবেশহেতু প্রকৃত তত্ত্ব আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্তু খৃষ্টধর্ম্মে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ভাবের কতক আভাস পাওয়া যাইলেও তাহাতে তাঁহার অপার মাধুর্য্যভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ ভক্তি অন্যাভিলাষ শূন্য না হইয়া ভীতিমূলক অথবা ফলাকাঙ্ক্ষামূলক হইয়া পড়ে। তাহার ফলে উত্তমা ভক্তির অসদ্ভাব-হেতু জীবের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক উভয়বিধ জীবনই পূর্ণসফলতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই অমূল্য উপদেশের প্রতিধ্বনি করিয়া মহাত্মা যীশু জনৈক ধনী শিক্ষার্থীকে বলিয়াছিলেন,

"Go thy way, sell whatsoever thou hast and give to the poor and thou shalt have treasure in heaven; and come and take up the cross and follow me." Mark, X, 21

"তুমি গৃহে যাইয়া তোমার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক তাহা দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। তুমি স্বর্গরাজ্যে (অপ্রাকৃত) সম্পৎ লাভ করিবে। সকল বস্তু ত্যাগ করিয়া ক্রুশ ধারণ পূর্ব্বক আমার অনুসরণ কর।" খৃষ্টান শাস্ত্রে অন্যত্র উপদিষ্ট হইয়াছে :—

"Beloved, let us love one another; for love is of God. He that loveth not, knoweth not God; for God is love." I Peter, IV, 7-8.

"হে দয়িত, প্রেম ভগবদ্দত্ত, অতএব আমাদের মধ্যে প্রীতিসম্বন্ধ হউক। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই সে ভগবান্‌কে কখনও জানিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এই সকল উপদেশের মূলে প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় না থাকায় তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। তাই আজ খৃষ্ট-অন্তর্দ্ধানের উনবিংশ শতাব্দী পরে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে খৃষ্টশিষ্যগণ প্রাকৃত ধনসম্পদের জন্য পরস্পরের সহিত বিষম বৈর সাধন করিতেছে। তাহার ফলে বর্ত্তমান ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

খৃষ্টভূমিতে আজ কাল সভ্যতার নামে নাস্তিকতা ও জড়বাদ দিন দিন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কাম ও অর্থই পরম পুরুষার্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট ভক্তিধর্ম্মের যে টুকু অংশ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন লোকে ক্রমশঃ তাহাতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। কাব্যে, সাহিত্যে স্বয়ং যীশু খৃষ্ট ও অবমানিত হইয়াছেন। সে দিন মিঃ রবার্ট বাচনান নামক একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি 'ওয়াণ্ডারিং জিউ' The wandering Jew ভবঘুরে ইহুদী) নামক একটী কাব্য প্রণয়ন করিয়া তাহাতে যীশুখৃষ্টের প্রতি মর্ম্মান্তিক আক্রমণ করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন

"Humanity itself shall testify
Thy kingdom is a dream; thy word a lie,
Thyself a living canker and a curse
Upon the body of the universe."

"সমগ্র মানব জাতি সমস্বরে সাক্ষ্য দিবে যে তোমার স্বর্গরাজ্য স্বপ্নবৎ অলীক, তোমার সমস্ত বাক্য মিথ্যা। তুমি বিশ্বসংসারের সাংঘাতিক ব্যাধ, তুমি জীবন্ত অভিশাপস্বরূপ।"

নাস্তিকতার কি শোচনীয় পরিণাম। খৃষ্টের প্রতি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি কবি যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে অখৃষ্টানের ও হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু এই কাব্য জনসমাজে আদৃত হইয়াছে। ইহাতে খ্রীষ্টভূমি যে কতদূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত কত প্রযত্ন করিতেছেন। প্রচারব্যপদেশে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অনেক সময় তাঁহার লীলার প্রতি অযথা নিন্দাবাদ করিয়া ভক্তজনের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষা খৃষ্টভূমিতেই তাঁহাদের প্রচারকার্য্যের আবশ্যকতা বেশী।

ভারতের ভাগ্যবলে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যে বিমল ভক্তিধর্ম্ম প্রকটিত এবং স্বয়ং তাহা আচরণ করিয়া সকলকে শিখাইয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা ধর্ম্মজগতে অধিকতর উন্নত ও সত্য আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না। একথা আজ কাল কোন কোন খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারক স্বীকার করিয়া থাকেন। গত এপ্রিল মাসের 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) নামক মাসিক পত্রিকায় রেভারেণ্ড পি, বি এমেট নামক জনৈক খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। যে সকল মিশনরী হিন্দুধর্ম্ম না বুঝিয়া নিন্দাবাদ করেন এবং স্বীয় সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের নিন্দা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে হিন্দুর নিকট খৃষ্টানের ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক শিখিবার আছে। গভীরতায় ও ব্যাপকতায় ভারতীয় চিন্তা জগতে অদ্বিতীয়। ভারতের বেদ ও উপনিষদের সুগভীর তত্ত্ব সকলের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"The best that Hinduism can give to Christianity is in the development of the *Bhakti* cult. *Bhakti* implies devotion-

al faith in a personal God and the *Bhakti* religions slowly superseded the dry intelectualism of the old philosophies. "

ইহার ভাবার্থ এই— হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মকে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে পারে তাহাদের মধ্যে ভক্তিমার্গের চরম উন্নতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবানের প্রতি উপাসকের আন্তরিক শ্রদ্ধাই ভক্তি। প্রাচীন কালের শুষ্ক জ্ঞান প্রধান দার্শনিক বিচার সকলকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া বিমল ভক্তিধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লেখক যে ভারতীয় ভক্তিধর্ম্মের ঔৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিয়া মনে হয় যে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষ ভাবে অনুশীলন করিবার সুবিধা পান নাই। তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখিয়া সেই অপরূপ ভক্তিরস আস্বাদন করিবার জন্য নিরতিশয় উৎসাহিত হইতেন সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আর এক জন মিশনরী বঙ্গদেশে হরিনাম সংকীর্ত্তন দেখিয়া ভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের অপার আনন্দ আস্বাদ করিবার নিমিত্ত তিনি বিলাতে গিয়া খৃষ্টনাম সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে খৃষ্টভূমিতে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কিরূপ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রেমফল জগতের সর্ব্ব জীবের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করিবার পক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্পষ্ট আদেশ রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক; তাহা কোন দেশ বিদেশে বা কালবিশেষে আবদ্ধ করিয়া রাখা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য নহে। ভক্তিবিহীন জগৎ কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া নিরন্তর কুপথগামী হইতেছে। জগতের মঙ্গলহেতু প্রেমনিলয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে অপরূপ আদর্শ ধর্ম্ম প্রচার

করিয়াছেন, তৃষিত জগৎ সেই ভক্তিরসামৃত পান করিয়া অমর হউক, বিশ্বমানব নিত্যধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন ধন্য ও সার্থক করুক।* এই ব্যবহারিক সংসারে জীব যতদিন বাস করিবে ততদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ ক্ষুদ্র শত্রুতা পরিহার করিয়া সকলে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইয়া

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু — ×

সকল প্রাণী সুখিত হউক, শত্রুহীন হউক, অহিংসিত হউক। সকল জীব প্রেমফল আস্বাদন করিয়া অজর অমর হউক। জগৎ ধন্য হউক।

শ্রীগৌর চরণাশ্রিত

৩রা ভাদ্র ১৩২৩ শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার এম এ বি এল

পুরুলিয়া।

শ্রীগোপাল ভট্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী, শাস্ত্রীয় বিধি মর্য্যাদা, সদাচার শুদ্ধ বৈষ্ণবতা এবং সম্প্রদায় রক্ষায় কিরূপ নিরপেক্ষ ও নিপুণ আচার্য্য ছিলেন তাহা তাঁহার অনুরাগ মার্গীয় রসিক শিষ্য "হরিবংশের" বর্জ্জনে স্পষ্টীভূত হয়।

আগ্রা প্রদেশবাসী "হরিবংশ" নামক জনৈক ভাগ্যবান ব্যক্তি, শ্রীগোপাল ভট্টের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মথুরা মণ্ডলস্থ "মানসরোবর" তীরে কুটীরে ভজন করিতেন। তিনি ব্রজের রাগ মার্গের উপাসক ছিলেন। একদা শ্রীহরিবাসর দিবসে তিনি গুরুসন্নিধানে

× বুদ্ধদেবের বাণী।

আগমন করিলেন। তিনি তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন দেখিয়া শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আজ হরিবাসর; তুমি তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছ কেন? হরিবংশ উত্তর করিলেন এই বীটিকা শ্রীমতীর সাক্ষাৎ মহাপ্রসাদ; তিনি স্বহস্তে আমায় প্রদান করিয়াছেন। এ দুর্লভ বস্তু আমি কিরূপে পরিত্যাগ করি? বৈষ্ণব সমাজ রক্ষক আচার্য্যবর গোপাল ভট্ট বলিলেন "অনুরাগ পর্ব্বের গূঢ় ব্যবহার বাহ্য জগতে জন সাধারণকে দেখাইয়া তুমি অপ্রাকৃতের অনধিকারী। জীববর্গের ঘোর অনিষ্ট করিতেছ। তুমি আর আমার নিকট আসিওনা। তোমার সহিত আমার আর কোন সংস্রব না থাকা উত্তম। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম"।

ভাগ্যবান শিষ্যকে শাসন দ্বারা ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বৈষ্ণব সমাজের যে উপকার করিলেন তাহার দ্বারা ভাবী সাধক বৈষ্ণববৃন্দের চির মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ক্রম লঙ্ঘন যে সাধন মার্গের সুভীষণ কণ্টক তাহা সাধকবর্গে গোস্বামীর এই নিরপেক্ষ ব্যবহারে প্রত্যক্ষ করিয়া চির সতর্ক হইবেন ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপাল ভট্টকে যে বৈষ্ণবাচার্য্যত্ব এবং সমাজ রক্ষার ভার প্রদান করিয়াছিলেন, তৎকল্পে পার্ষদবর যে কিরূপ উপযুক্ত ও আদর্শ নেতা ছিলেন তাহা এক বার চিন্তা করিলে গোস্বামীর শ্রীচরণে আমাদের ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়।

"হরিবংশ" নিজগুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বীয় পরম গুরু শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের নিকটে কাম্যবনে ভজন করিতেছিলেন। পরে এক নির্ম্মম বনদস্যু কর্ত্তৃক তাঁহার শিরোদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মুণ্ড ও দেহের সমাধি দুইস্থানে পরিলক্ষিত হয়।

ইহার কিছু কাল পরে বৈষ্ণব সমাজে যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীগৌরহরি

অপ্রকট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব জগতের নামে ঘোর তামসী নিশার অবতারণা হইল। আচার্য্য কুলরবি শ্রীরূপ সনাতনাদি অনেকেই স্বল্প দিবস মধ্যে অপ্রকট হইলেন। ইহাঁদের অপ্রকটে অতীব কাতর হইয়াও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশিষ্ট আদেশ পালনের কাল অপেক্ষা করিয়া প্রকট রহিলেন। এখন শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে কৃপা ও তদ্দ্বারা শ্রীনাম প্রেম ও বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি প্রচাররূপ মহাপ্রভুর আদেশ পালন মাত্র অবশিষ্ট রহিল। শ্রীরঙ্গমে প্রভু গোপালকে বলিয়াছিলেনঃ—

"গৌড় হইতে আসিবে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
নিশ্চয় জানিবে তিঁহো শক্তি যে আমার॥
বিরহে দুঃখিত মনে মোর অদর্শনে।
অল্প বয়সে তিহঁ আসিবে বৃন্দাবনে॥
লক্ষ গ্রন্থ দিয়া তারে গৌড়ে পাঠাইবে॥"

এই পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভু, মহাপ্রভুর শক্ত্যাবেশাবতার। ইঁহা দ্বারা বঙ্গদেশে শ্রীগোস্বামী গ্রন্থরাজি প্রচারিত ও অধ্যাপিত হইয়া বহুলরূপে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচিত হয়, এই আচার্য্যপ্রভু, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কৃপাপাত্র। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর আগ্রহে ও চেষ্টায় শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক লক্ষাধিক গোস্বামীগ্রন্থ শকটরাজি শোভিত হইয়া পরম ভক্তি সহকারে বঙ্গদেশে নীত হইয়া তাঁহারই এবং শ্যামানন্দ প্রভু ও নরোত্তম ঠাকুরের সময়েই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম বঙ্গে অধিকতর রূপে প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে কৃপা করিবার কিয়ৎকাল পরে অনুমান ১৫১০ শকাব্দে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী

ভৌম রাজ্য ত্যাগ করেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ইহধামে ৮৮ বৎসর প্রকট ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সরকার।

আমার প্রভুর কথা।

আমি একটী বদ্ধজীব সুতরাং নানা প্রকারে অভাব-গ্রস্ত। আমার অভাব পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎ-চরিত্র ব্যক্তি পাইলাম কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক গৌর সুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়া ছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন সুকৃতি প্রভাবে আমার মঙ্গলময় শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে

পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়া পরবশ হইয়া আমাকে আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস হইতে থাকে। আমি জানিতাম নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম। কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে আদর্শ বৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।

আমার প্রভুর করুণায় ক্রমে ক্রমে আমিও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্রের পক্ষপাতী হইলাম। আমার প্রভু ইহ জগতে শ্রীগৌর কিশোর দাস নামে পরিচিত ছিলেন। বিগত বর্ষের চাতুর্ম্মাস্যা-বসানে উত্থান একাদশী দিবসে তিনি অপ্রাকৃত গৌরধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইহজগতে মানবের ধারাবাহিক অনুষ্ঠান সমূহ হইতে মানবকে জানা যায়। এ ক্ষেত্রে আমার প্রভুর ধারাবাহিক জীবনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। তবে আমার সম্মুখে তাঁহার অনুষ্ঠানাবলী এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আমি শুনিয়াছি সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ গৌরহরির পরম প্রিয়তম পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের কয়েকটী কথা আমি লিখিতেছি। এই মহামহোদয়ের যে সকল কথা আমার অজ্ঞাত তাহা অপরের জানা থাকিলে, আমাকে জানাইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সাধুগণের বাক্য ও অনুষ্ঠান হইতে আমাদের ন্যায় অভাব বিশিষ্ট জীবগণ তদনুসরণে নানা প্রকারে সমৃদ্ধ হইতে পারে। সাধুর চরিত্র ও অনুষ্ঠানাবলী শুনিলেও অনেক অসাধু হৃদয় শুদ্ধ হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংস বাবাজীর কয়েকটী কথা লিখি।

আমি শুনিয়াছি তিনি ফরিদ পুরের অন্তর্গত পদ্মাবতী নদীর নিকটস্থ কোন গণ্ডগ্রামে অবর বৈশ্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ৮০বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব কাল। পিতৃদত্ত নাম বংশীদাস। এই মহাত্মা দার পরিগ্রহ করিয়া ২৯ বৎসর যাবৎ গৃহে বাস করেন। পত্নীবিয়োগের পর শস্যের দালালি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস বাবাজীর নিকট কৌপীন গ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থ জীবনে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে

মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া অনুক্ষণ ভজন করিয়া ছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের এবং বিশেষতঃ গৌড় মণ্ডলের তীর্থ সমূহ ভ্রমণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীল স্বরূপ দাস বাবাজীর সহিত কাল্‌নায় শ্রীভগবান দাস বাবাজীর সহিত কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রজ মণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয় চেষ্টা তিনি কোন দিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে কালাতিপাত করেন।

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থান কাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়া ছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম

সমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকুরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রমদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর বিষয় বৈরাগ্য আশ্রয় স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যাচরিত অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর বিষয়ে ন্যূনাধিক বিতৃষ্ণ হইয়াছেন ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে। এজন্য সেই মহাপুরুষের কথা বলিয়া আমরা ধন্য হইতে ইচ্ছা করি এবং শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে চেষ্টান্বিত হই।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্ন বস্ত্র-গ্রন্থি মালা, উন্মুক্ত কৌপীন নগ্নভাব, কারণ রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও

অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক বৃদ্ধ, পণ্ডিত মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কতশত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের, পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য কিন্তু সেই উপদেশ গুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেশ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না। নির্ব্ব্যলীকতাই যে সত্য তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূললক্ষীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবাফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভূতিবর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে পরন্তু তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ অতুলনীয় যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই পরমহংসদেব নিরন্তর কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত ছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোন দিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা

ছিল না। কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্যিক অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিলনা। তিনি বলিতেন আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহই নাই। সকলেই আমার সম্মানের পাত্র। আরও এক অলৌকিক কথা এই যে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম বিরোধি ছলধর্ম্ম পরায়ণ অনেক গুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটীগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত ধর্ম্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত "অমায়ায় দয়া" পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণপ্রেমলাভ হইত।

নিরপেক্ষ শব্দ বলিলে কি বুঝায় তাহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের এবং আমার প্রভুর চরিত্রে দেদীপ্যমান আছে। জড়াভিনিবেশ বশতঃ সাপেক্ষভাব পোষণ করিলে গুণাতীত বৈষ্ণব মহাত্মা গণের কিছুই উপলব্ধি হয় না। নিরপেক্ষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে উপরিউক্ত

সাধুদ্বয় একই উপাদানে গঠিত হইয়া একই প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লীলার সূচনা করিয়া সমগ্র জগৎকে হরিভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন।

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্বচন্দ্রিকা।

(শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

যেন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদন্ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দ লোচন! অপর যে সকল ব্যক্তিরা তোমার দাসত্বরূপ স্বভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিশুদ্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বৃথা বিমুক্ত অভিমান করত বহু কষ্টে পরমপদ পাইয়া ও তোমার পাদাশ্রয়কে অনাদর করে তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানদ্বারা ব্যক্তিরা যে পরমপদকে প্রাপ্ত হয় তাহা স্থির থাকে না। অপ্রাকৃত জীবের প্রাকৃত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রাহিত্যকে পরংপদ বলা যায়। উহাই জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। ভগবদ্দাস্যই জীবের স্বভাব। অনেকানেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ভক্তিকে হীন বোধ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপনা করেন। অখিল বেদে এই তিনপ্রকার উপায় লক্ষিত হয়। কর্ম্মকাণ্ড বহু বিধ। সংসার স্থাপনের জন্য বর্ণ ও আশ্রমভেদে যতপ্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে ঐ সমুদয়ই কর্ম্ম। বর্ণভেদে সংস্কার ও আশ্রমভেদে অনুষ্ঠান এই সকল বিষয়ে যত

প্রকার প্রাচীন ব্যবস্থা আছে তাহাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র কহা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত কর্ম্মকাণ্ড অপার অতএব অতিশয় কৃচ্ছ্র-সাধ্য, কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যের চরমফল ত্যাগ ইহাই বেদ প্রতিপাদ্য। কর্ম্মকাণ্ডে জীব বহুতর উন্নতি পাইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত হন। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধাবসানে ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া যান। পুনরায় কল্পারম্ভে সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মা যখন-প্রকাশ হন তখন ঐ সমুদয় কর্ম্মফল প্রাপ্ত জীব পুনরপি সংসারে বিচরণ করিতে থাকেন। অতএব কর্ম্ম যদিও কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পরম পদ লাভ করান তথাপি তদ্দ্বারা জীবের নিত্য কল্যাণ সম্ভবে না বরং বার বার অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান যোগদ্বারা জগতের সমুদয় পদার্থ হইতে আপনাকে বিলক্ষণ জানিয়া বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মে আপনাদিগকে লয় করিয়া থাকেন তাঁহারা ও হিরণ্যগর্ভের সহিত প্রলয়াবসানে সংসারে পুনরাগত হন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে ও পরমপদ হইতে চ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে। পরব্যোমের বহির্ভাগে যে একটী জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে তাহাই ব্রহ্মলোক। জ্ঞানী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ আত্মানন্দ ভোগকরত উহাতে তৃষ্ণারহিত হইবামাত্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানী ইহাঁরা যদিও আপনাদিগকে বিমুক্ত জ্ঞান করেন তথাপি ফলতঃ তাহা হইতে পারেন না। ইহাঁদের অভিমান পর্য্যন্তই সীমা। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা চিরানন্দ না পাইবার বিশেষ কারণ এই যে যদিও জ্ঞান ও কর্ম্ম বহুকষ্টে ও বহুকালে জীবের বৈরাগ্য রূপ স্বপদকে প্রাপ্ত করান তথাপি ঐ স্বপদস্থিত জীবকে তথায় দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হন না, যে হেতু জীবের স্বপদে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সঙ্গী জ্ঞান ও কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। বৈরাগ্য হইলে আর কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবশ্যক হয় না যে হেতু ফলপ্রাপ্তি হইলে উপায়ের প্রয়োজন কি? নদী পার হইয়া গেলে নৌকার আবশ্যক কি? কিন্তু

স্বাভাবিক কার্য্য ব্যতীত অস্তিত্বের বৈকৃব্য ঘটিয়া উঠে। জীব অকর্ম্মকৃৎ হইয়া এক মুহূর্ত্ত ও অবস্থিতি করিতে পারে না। স্বপদস্থ জীব সুতরাং অপদস্থ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব সঙ্গী জ্ঞান ও কর্ম্মের সামীপ্য ও সৌহৃদ্য বাসনা করে। বাসনার নাম কাম ও কামের ফল কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলের নাম দৈব। ঐ দৈববিপাকে জীব সুতরাং সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। শ্লোকে যে "অস্তভাবাৎ" শব্দ দেবতারা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে সূর্য্যের প্রকাশই স্বভাব এবং অস্তই স্বভাবের বিপরীত। জীবকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া উহার স্বভাব ভগবদ্দাসত্বকে প্রকাশের সহিত ও ভগবদ্বিমুখতাকে অস্তের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল জীব ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার কুব্যবহার করত ভগবদ্বিমুখতারূপ অস্তভাবকে স্বীকার করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকে অবিশুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বিমুক্ত অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ সকল ব্যক্তি অবশেষে ভগবৎ পাদাশ্রয় রূপ স্বীয় স্বভাবকে অবলম্বন করেন তবে পুনরায় সংসার গতি প্রাপ্ত হন না। অনেকানেক বিমুক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুরতা পূর্ব্বক ভক্তির সংস্থাপন করত তদুপরি জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ভক্তি করিতে করিতে জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বাক্যটী নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিই জীবের স্বভাব, নিত্যমুক্তজীব সকল ভক্তিব্যতীত আর কিছুই জানে না। নিত্যানিত্য জ্ঞানের দ্বারা জীবের বৈরাগ্য রূপ স্বপদ প্রাপ্তি হইলে ভগবদ্ পাদ সেবা রূপ স্বভাবে জীব নিযুক্ত থাকে। ৭।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ

হে মাধব! হে প্রভো! তোমাতে বদ্ধ সৌহৃদ তোমার দাস সকল সুপথ অর্থাৎ স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হন না বরং তোমা কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারী নিকরের পালক সমুদয়ের মস্তকের উপর পদ প্রদান করত নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা যে বৈরাগ্য উদয় হয় তাহাও ক্ষণিক হইলেও শান্তরসের মধ্যে গণনা হইবে। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা শান্তরস পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভক্তিমার্গ তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। ভক্তিমার্গে চারিটী অপূর্ব্বরস আছে অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বস্তুত বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী রসের অবস্থিতি। শান্তরস জীবের স্বপদ, অপর চারিটী রস জীবের স্বভাব। আত্মতত্ত্ব বিচারের দ্বারা আত্মাকে সমুদয় শারীরিক অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করণকে শান্তি কহে। শান্তরসে সমুদয় অনিত্য বিষয়ের তৃষ্ণা রহিত হয়। কিন্তু শান্তরসের অধিকারী পুরুষ যদ্যপি তাহাতেই আবদ্ধ থাকেন তবে শুষ্ক বৈরাগ্য হইয়া উঠে। স্বার্থ পরিত্যাগ অতিশয় মহৎ বটে কিন্তু পরমার্থের জন্য না হইলে ঐ উৎকৃষ্ট পদের যোগ্য হয় না। অর্থাভাবে, মূর্খতা প্রযুক্ত, সাধু লোকের তাড়না ক্রমে ও গৃহসুখের ব্যাঘাত বশত যে সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া কিছুই না করে, তাহাদের বৈরাগ্য নিতান্ত শুষ্ক ও নিষ্ফল। অতএব শান্তরসই জীবের চরম ভাব নহে। যৎকালে জীব শান্তরসে অবস্থিতি করেন তখন তিনি স্বপদস্থ হইয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু স্বীয় স্বভাব তখনও তাঁহার গ্রহণ হয় নাই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বপদস্থ জীব স্বীয় স্বভাব গ্রহণ করিবামাত্র দাস্য রূপ দ্বিতীয় রসের অবলম্বন করেন। যদিও বৈরাগ্যই বৈষ্ণবতার প্রথম সোপান বলা যায় তথাপি উহাতে কোন সাক্ষাৎ রস না থাকায় দাস্য প্রেমকেই

মহাপুরুষগণ ভক্তিমার্গের প্রারম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দাস্য-প্রেম বিশুদ্ধ হইলে সখ্যপ্রেম হয়। সখ্য-প্রেম গাঢ় হইলে বাৎসল্য হইয়া উঠে। ঐ বাৎসল্য-প্রেমের অকুণ্ঠত্ব নিবৃত্তি হইলে মধুর প্রেম। মধুর-প্রেম পুনরায় অনন্তরূপিণী হইয়া অনন্ত উন্নতি প্রাপ্ত করান। এই সমুদয় তত্বের ব্যাখ্যা এস্থলে দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এই শ্লোকে কেবল দাস্য-প্রেমাবলম্বী মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উল্লেখ। ঐ দাস্য প্রেমের অধিকারী পুরুষেরা জগদীশ্বরকে পরব্যোমে লক্ষ্মীপতিরূপে দৃষ্টি করেন ও দাস্য সম্বন্ধ সংস্থাপনার্থে প্রভু বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। অনিমিত্ত দেবগণ এই শ্লোকে ভগবানকে মাধব ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমার সখা, পিতা, ও পুত্র এবং বনিতাগণ দূরে থাকুক, তোমার দাসগণও বিঘ্ন জয় পূর্ব্বক স্বস্বভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে যাহারা প্রেম করিয়া থাকে তাহারাও ভ্রষ্ট হয় না। যাহারা উচ্চ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধ স্থাপনা করে তাহাদের তো কথাই নাই। অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক সকলও বিঘ্ন বিজয় করিতে সমর্থ হয়। ব্রজভাবাপন্ন মহাত্মা গণের যে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মাধব দাসেরাও সমস্ত বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ হন।

বিনায়ক অর্থাৎ বিঘ্ন অসংখ্য। তাহাদিগের পালন কর্ত্তা পাঁচটী। এই পাঁচটী বিরোধীকে ভগবদ্দাস্য প্রেমাবলম্বীগণ ও জয় করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হন। এই পাঁচটী বিরোধীর নাম স্বরূপ বিরোধী, পরত্ব বিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী, উপায় বিরোধী, ও প্রাপ্তি বিরোধী। দেহাত্মাভিমান ও স্বস্বাতন্ত্র্য এই দুইটী স্বরূপ বিরোধী। সংসারী জীব সকল দেহে আত্ম বোধ করিয়া অনিত্য বিষয়ে প্রেম করে ও তজ্জনিত সুখদুঃখবশতঃ

আত্মার নিত্যতা বিস্মৃত হয়। ঈশ্বর পারতন্ত্র্যই যে জীবের কর্ত্তব্য তাহা না বুঝিয়া ভোগেচ্ছায় ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতাকে স্বস্বাতন্ত্র্যত্বে বরণ করিয়া জীবের সংসার গতি হয়। পরত্ব বিরোধীই জীবের দ্বিতীয় বিরোধী। ভগবান ব্যতীত অন্য কোন জীব বা গুণ বা ভাগকে দেবতা বোধে প্রতিপত্তি করাকে পরত্ব বিরোধী কহা যায়। ভগবদবতারে প্রাকৃত জ্ঞানকে ও পরত্ব বিরোধী কহা যায়। অনেকানেক পাষণ্ডলোক ভগবদবতারের গুণ, জন্ম, কর্ম্ম সকল প্রাকৃত ইতিহাসের ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে অপবিত্র করেন যে হেতু তাঁহারা পরত্ব স্বরূপ অবগত নহেন। অর্চ্চাবতারে অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি সকলে স্থাবর বোধে অর্চ্চনাকেও পরত্ব বিরোধী কহা যায়। যাঁহাদের প্রতিমা দর্শন মাত্রেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধ্যান উপস্থিত হয় তাঁহারাই পরত্ব স্বরূপ জানেন। পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র দাস্যে অনিচ্ছাকে পুরুষার্থ বিরোধী কহা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম এই পাঁচটী পুরুষার্থ। প্রেমই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ। অপর চারিটী কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ কামও মোক্ষ চারিটীর মধ্যে যে কোনটীর ইচ্ছাকে পুরুষার্থ বিরোধী বলা যায়। জড় ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনতার পরিচালনার সহিত ভগবানের যে অপ্রাকৃত সেবা তাহাতে অনিচ্ছাকে ও পুরুষার্থ বিরোধী কহা যায়। উপায় বিরোধী দুই প্রকার অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত উপায়ান্তর বোধ ও পবিত্র অপ্রাকৃত ভাব পরিত্যাগ করত প্রাকৃত রূপে ভগবৎ সাধন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বোধ করিলে উপায় বিরোধী হয়। কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ, দাসত্ব হইতে পারেনা, অতএব কর্ম্মকাণ্ডের সাধনের দ্বারা জীব ভগবান হইতে দূরীভূত হন। কিন্তু ভগবদ্দাসত্ব জনিত যে ভজন ক্রিয়া উহাকে কর্ম্মকাণ্ড কহা যায় না। পবিত্র অপ্রাকৃতভাবেই ভগবৎ সাধন হইতে পারে। অনেকানেক অপণ্ডিত লোক প্রাকৃত

দ্রব্য সকলকে ঈশ্বরোপাসনার উপকরণ মনে করেন কিন্তু স্বরূপ বেত্তাগণ প্রেমকেই একমাত্র উপকরণ জানেন এবং তজ্জনিত ক্রিয়া-যোগে প্রাকৃত বস্তু ভগবানকে উৎসর্গ করিয়া দেন। স্নানাদিতে অন্তঃশুদ্ধি হইতে পারে না অতএব বাহ্য শৌচ দ্বারা যাঁহারা অন্তরের শুচি বোধ করেন তাঁহাদের উপার্য স্বরূপ বোধ হয় নাই, বলিতে হইবে। প্রাপ্তি বিরোধী বহুবিধ। জন্মবশত শরীরের শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব বোধ, অনুতাপ শূন্য প্রায়শ্চিত্ত, বিচার না করিয়া গুরুস্থিরকরণ, ক্ষুদ্র দেবতাতে ভংবজ্জ্ঞান, ভণ্ডকে বৈষ্ণবজ্ঞান, ভুক্তি ও মুক্তিতে অর্থজ্ঞান, ভ্রমাত্মক বিচারকে সত্য জ্ঞান এই প্রকার অনেক প্রাপ্তি বিরোধী জ্ঞান হয়। জগতের অধিকাংশ লোকই জাত্যহঙ্কারে মত্ত হইয়া অপর অপরকে নীচ জ্ঞানকরত তাহাদিগকে বেদোক্ত ঈশ্বর জ্ঞানের অধিকার প্রদান করে না এবং পক্ষান্তরে নীচকুল জন্মভোগ করিয়া অনেকানেক পুরুষ পরমব্রহ্মের বিমল জ্ঞানে আপনাদিগকে অধিকারী বোধ না করিয়া প্রাপ্তিবিরোধীর পূজা করিয়া থাকে। গোবধ করিয়া অনেকানেক ব্যক্তি কপর্দ্দক ও গাভি ইত্যাদি দান ও চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি আচরণ করিয়া নিষ্পাপ ভাণ করিয়া প্রাপ্তিবিরোধীর উপাসনা করে। পরন্তু ভক্তিজনিত অনুতাপ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত সফল হইতে পারে না। অনেকেই কুলগুরুকে গুরুবোধ করত গুরু-সেবা করিয়াছি এমত বোধ করেন ইহাও প্রাপ্তি বিরোধী। অপ্রাকৃততত্ত্ব ব্যাখ্যা-কর্ত্তাই যথার্থ গুরু যে হেতু কৃষ্ণতত্ত্ব যিনি অবগত নহেন তিনি যথার্থ জ্ঞানপ্রদর্শক গুরু হইতে সক্ষম হন না। অপদার্থতে পদার্থ বোধ করিলে কোন উৎকৃষ্ট ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র দেবতায় ভগবদ্বুদ্ধি করা ও অনর্থপ্রদ পরমেশ্বর অদ্বিতীয় অতএব দেবতান্তর অসম্ভব। যে কোন দেবতার উপাসনা করা যায় তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয় কিন্তু উপাসনা অনির্ম্মল হওয়া প্রযুক্ত সুখকর হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসনাই প্রয়োজন

অতএব অন্যান্য গুণাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের উপাসনায় সদগতি সম্ভবে না। ভণ্ডকে বৈষ্ণব জ্ঞানও বিরোধী স্বরূপ। কোন এক ব্যক্তিকে তুলসী মাল্যে ভূষিত ও গোপীচন্দনে চিত্রিত দেখিয়াই যদি বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে প্রকৃত বৈষ্ণবের অপমান হয়। সাধুসঙ্গের যে অপূর্ব্ব ফল তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শত শত তুলসী মালায় আবৃত ও সর্ব্বাঙ্গে নামাঙ্কিত পুরুষও হরিভক্তি বিহীন হইলে বৈষ্ণব আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় না বরং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সতর্কতা সহকারে পৃথক্ কৃত হয়। কালনেমী ও হনুমান সংবাদই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে ভক্ত যদি মালা ও তিলক প্রভৃতি বাহ্যিক লক্ষণ পরিত্যাগ করেন তথাপি তাঁহাকে বৈষ্ণবগণ সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। বাহ্য বৈষ্ণবতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বাহ্য বৈষ্ণবের সহবাসে সাধুসঙ্গ হয় না। ভুক্তি ও মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞানও প্রাপ্তি বিরোধী। কর্ম্মকাণ্ড প্রিয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ভুক্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলভোগকে ভুক্তি কহে। জ্ঞানকাণ্ডে যাহারা আবদ্ধ তাঁহারা মুক্তিকে পুরুষার্থ বলেন। মুক্তি কখন পুরুষার্থ হইতে পারে না। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার মুক্তি, ইহার মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি অগ্রাহ্য। অন্য চারিপ্রকার মুক্তি লভ্য করিয়াও যদি ভগবৎপ্রেম না পাওয়া যায় তবে জীবের কি হইল? মুক্তি জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। যতক্ষণ জীব স্বীয় স্বভাবকে পুনঃপ্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। অতএব ভগবৎ প্রেমই পুরুষার্থ। তদিতর বস্তু ভুক্তি ও মুক্তিকে অর্থ বলিয়া বোধ করিলে মূর্খতা প্রকাশ হয়।

এই সমস্ত বিরোধীগণকে জয় করা কেবল বৈষ্ণবের কর্ম্ম। জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ব্যক্তিগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হন। অতএব

ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যখন উদ্ধবের ন্যায় তোমার দাসেরাও এই সমস্ত বিঘ্ন নিকরের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিচরণ করেন তখন উদ্ধবের পূজ্য তোমার ব্রজবাসী সখাগণ ও তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টাধিকারী সকল যে ঐ সমস্ত বিঘ্নকে তৃণবৎ জানিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥১৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মদিবস উপলক্ষে

বার্ষিক সভার বিবরণী।

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮ই ভাদ্র রবিবার বেলা ৫৷৷০ টার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্মদিবস উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের নূতন বৃহৎ হলে বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন। দি অনারেবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এল এল ডি; সি, আই, ই, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রায় শতাবধি পুস্তক ৩১ খণ্ডে বাঁধা হইয়া সজ্জিত ছিল।

অধিবেশনের প্রারম্ভেই শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত একটী সুললিত গীত সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত হয়।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠ করিয়া বলেন যে আজ আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিসভায় সমবেত হইয়াছি তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সাধন ও কার্য্য এই উভয়ের সামঞ্জস্য অর্থাৎ অন্তর্বাহ্যে নিষ্কপটতা তাঁহাতেই ছিল এবং উঁহার একত্র সংঘটন অতীব দুর্ল্লভ। তিনি কেবল বৈষ্ণব সাজে সজ্জিত ছিলেন না, আদর্শ বৈষ্ণবোচিত ভিতর ও বাহিরের আচরণ যথারীতি পালন করিতেন। অবশ্য অনেকে নামে বৈষ্ণব দেখিতে পান কিন্তু তিনি আদর্শ বৈষ্ণব। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন বৈষ্ণবতা কি? বৈষ্ণবের রীতিনীতি সদাচার যাহা হরিভক্তি বিলাসে আছে ইনি সে সকল প্রতিপালন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সমস্ত প্রতিপালন করিয়া চলে সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ কিন্তু আমি বলিতে পারি ভক্তিবিনোদ মহাশয় সে সমস্ত যথারীতি পালন করিতেন, বিশ্বাস করিতেন ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি তখনই তিনি নাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সেই নাম গ্রহণ লোক দেখানর জন্য নহে। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, নানা দেশের রীতিনীতি জানিয়া, তিনি বুঝিয়াছিলেন বৈষ্ণব

ধর্ম্ম পালনে জীবের অভাব কি ? অভাব সৎশিক্ষা। কপট বৈষ্ণব বেশধারী নেড়া নেড়ীর কার্য্যকলাপ বৈষ্ণবতা নহে এবং তাহা মহাপ্রভুর মত বিরুদ্ধ। তিনি মহাপ্রভুর উপদেশ সংস্কৃত ও ইংরাজি বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যদি তিনি এ সময় না আসিতেন তবে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লোপ পাইত। তাঁহার উপদেশ আলোচনা করা প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়। পালন করিলে বুঝিতে পারিবেন, শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ?

তৎপরে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সভাতে উপস্থিত করিয়া কথঞ্চিৎ পাঠ করিয়াছিলেন। উহা ছাপা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে শেষ করেন। তাঁহার প্রবন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীর যাবতীয় বিষয় বিশদ্ রূপে আলোচিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আজ আমরা যাঁহার গুণগান করিতে এখানে সমবেত হইয়াছি সেই ভক্তচূড়ামণি জগদাচার্য্য আমার পরমারাধ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দুই বৎসর হইল আমাদিগকে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিত্যধাম অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে নিজাভীষ্ট রাধামাধবের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার অভাবে আজ পরমার্থ জগতে যে কত অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছি তাহা আর কি প্রকাশ করিব ;

যাঁহারা পরমার্থ জগতের সংবাদ রাখেন ও ঠাকুর ভক্তি বিনোদের ও তৎকৃত অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকলের সঙ্গসুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ইহা অবশ্য অনুভব করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কার্য্যাবলী তিন ভাবে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ সত্যের স্থাপনোদ্দেশে শ্রীগৌরতীর্থ উদ্ধার দ্বিতীয়তঃ নিজের নিষ্কপট দৃঢ় ভজনানু-শীলন প্রদর্শন করিয়া অন্যকে ভজন শিক্ষা প্রদান এবং তৃতীয় গ্রন্থ দ্বারা পরম সত্য পরমার্থ তত্ব প্রকাশ ও নামহট্ট করিয়া নগরে নগরে দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম প্রচার।

পরবর্ত্তি প্রবন্ধ পাঠক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ শ্রীল ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সভায় উপস্থিত করিয়া বলেন যে বিগত বর্ষে পরিষৎ মন্দিরে ঠাকুরের বিস্তৃত জীবনী তিনি পাঠ করিয়া ছিলেন এবং এবৎসরে ও সংক্ষেপে কয়েকটী বিষয় বলিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। অনেক বক্তা উপস্থিত থাকায় শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া তাহা প্রচার করিবেন বলিয়া তাহা আর পাঠ করেন নাই।

ইহার পরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন আজ আমরা যে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিবস

উপলক্ষে সমাগত হইয়াছি তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রথম বক্তা জানাইয়াছেন। আমার বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। শাক্ত গাণপত্য শৈবপ্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্মই কতক পরিমাণ সম্প্রদায় ভুক্ত। পঞ্চোপাসকী শৈব শাক্ত প্রভৃতি আমরা সকলেই এক এক সম্প্রদায় ভুক্ত কিন্তু প্রত্যেকেরই চিন্তা ও আচার ভিন্নরূপ। কতকগুলি মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া ছেন। ভক্তিবিনোদ সেই সম্প্রদায়ের একজন। তাঁহারা সম্প্রদায় চান না। এশুধু আমার কথা নহে, বৈষ্ণবের কথা এবং সকল বৈষ্ণব ধর্ম্মের উক্তি। এরূপ সভায় সাম্প্রদায়িক ভাব যত কম আসে, ততই ভাল। সকলেরই লক্ষ্য একদিকে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব ভক্তি মার্গ। ইহা যে জ্ঞান মার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা ভগবানের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বড় যোগী। ভগবান উত্তর করিলেন, আমাকে যে একাগ্রতার সহিত ভজনা করে সেই পরম ভক্ত এবং সেই ভক্ত শ্রেষ্ঠ। সকলে একটু যত্ন করিলেই ভক্তি মার্গে প্রবেশ করিতে পারেন। লোকে বলে ভক্তি অন্ধ, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত না হইলে কেহ যাইতে

পারে না, কিন্তু আমি যেতে চাচ্ছি কোথায়। যেখানে আলোকে চোখ ঝলসিয়া যায়। অতএব ভক্তির অন্ধতা অনেক সময়ে কার্য্য করে। এই জন্য ভক্তের জীবন বিশেষ আলোচনার বিষয়। ভক্তিবিনোদ জীবনী আমাদের আলোচনা করা প্রশস্ত।

তাঁহার পরে বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন আজ আমরা যাঁহার জন্মদিনে সমবেত হইয়াছি তাঁহার বিষয় আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তিনি যে জন্য আমাদের নিকট বিদিত তাহাই কিছু বলিব। তাঁহার ভক্তিবিনোদ আখ্যা ছিল। তাহাঁর সহিত আমার বহু দিনের অলাপ পরিচয়। তিনি বড় ভাগ্যবান। কারণ তিনি যদি ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেন এবং দোষী লোককে শাস্তি দিতেন এমত অবস্থাও তিনি শ্রীভগবানে সমস্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রূপে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন তাহা ঠিক এখনকার লোকের উপযোগী। সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। ভক্তিমার্গে প্রবেশ করা বহু জন্মের সুকৃতি সাধ্য। ভক্তি আর জ্ঞান এক বস্তু তাহা আমি স্বীকার করি না। বৈষ্ণব কে? মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। অতএব যিনি এইরূপ ভাবে হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করেন তিনিই বৈষ্ণব। সেই তৃণের মত নীচ হওয়া বড়ই কঠিন। একটী কথা আছে "বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ, তৃণাদপি শ্লোক পড়ি পড়ে গেল বাধ।" অনেকে মুখে বলেন আমি তৃণের মত নীচ হইয়াছি, কিন্তু কার্য্যে তাহা নহে সুতরাং আসল ভক্তি তাহাকে বলে না। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ভক্তি যত পরিমাণে ছিল ভগবজ্‌জ্ঞানও তত পরিমাণে ছিল।

শ্রীল রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন অদ্য আমরা যে মহাত্মার আদর্শ জীবন আলোচনা করিতে আসিয়াছি তাঁহার বিষয় যাহা জানি তাহা বলিব। আমি কোন ভাষা ভাল করিয়া বলিতে জানি না। আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি ও বিশ্বাস করি। যুবকগণ তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করুন্ এবং তিনি কি ছিলেন তাহা জানুন্। অনেকে এই ধারণার বশবর্ত্তী যে কর্ম্ম, জ্ঞানও ভক্তি পরস্পর স্বাধীন। যে কোনটীর দ্বারা ভগবান পাওয়া যায়। জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা ভগবান্ লাভ হয় না। ভগবানকে ভক্তি দ্বারা পাওয়া যায়। অতএব ভক্তি মার্গ লাভ করা জীবের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কর্ম্ম তাহার উপায় হইলেও তদুভয়ের

আবরণ-রহিত হরি-সেবাই ভক্তি। ভক্তিবিনোদ মহাশয় এ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠকরা সকলের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। আমরা প্রীতিসূত্র ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থা প্রাপ্তির জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মায় যে মিল তাহাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে এইটী দেখাইয়া আমাদের ভক্তি-ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার কথা আলোচনা করিয়া আমরা এখানে আর তাঁহার সম্মান কিরূপে বর্দ্ধন করিব; আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে সত্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম জগতে প্রচার হয়। তিনি এখন ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন। আমরা আজ তাঁহার নাম করিয়াই ধন্য।

বক্তা বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বলিলেন আপনারা যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনার জন্য এত উৎসাহিত হইয়াছেন এতে আমার মনে হয় যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষা আপনাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তথাপিও প্রাচ্য আধ্যাত্মিক ভাব আছে। এই ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের মত ব্যক্তি ভারতে সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা পালক ও রক্ষক। বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যদেব চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রচার

করিয়াছেন। কালবশে তাহাতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এই মহাপুরুষের জন্মফলে এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সত্যবাণী দিন দিন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমরা জানি অনিত্য স্বর্গের উপরে আর স্থান নাই কিন্তু তাহার উপরে কালাতীত নিত্য নিষ্কাম গোলোক ধাম নামক একটী স্থান আছে ভক্তিবিনোদ মহাশয় এখন সেই রাজ্যে আছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন নিষ্কাম হও তবে শোধিত হইতে পারিবে। ঐকান্তিকী ভক্তিই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান রাজ্যের উপরেও একটি শ্রেষ্ঠ স্থান আছে তাহা প্রেম-রাজ্য বা রসরাজ্য। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ভক্তির প্রাধান্যই দেখাইয়া গিয়াছেন। এই ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে আমরা প্রেমানন্দ বলিতে পারি। তিনি ভিতরের জিনিস, বাহিরের জিনিস নহেন। তিনি ভগবানের গণ। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হইয়াছিল তখন ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থাকারে অনেক বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। আপনারা যদি কেবল বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া থাকেন তবে আপনাদের আসা নিষ্ফল। যদি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন তবে জানিব আপনারা এই সভায় প্রকৃত যোগদান করিয়াছেন। এরূপ মহাপুরুষও ভগবৎ প্রেরিত হইয়া

অন্যান্য কর্ম্মী জ্ঞানী জীবের ন্যায় নিজ জীবনানুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়াছেন।

অষ্টম বক্তা বাবু বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন গতবর্ষে সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে উপস্থিত হইবার জন্য আমার বন্ধু আমাকে বলিয়া ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে পারি নাই। এবারে উপস্থিত হইয়াছি। ভক্তিবিনোদের কৃষ্ণ সংহিতা পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। আপনারা যদি পড়েন তৃপ্ত হইবেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর শিক্ষা পরিস্ফুট করিবার জন্য কতটা চেষ্টা করিয়াছেন, দেখিতে পাইবেন। ভক্তি বিনোদের গ্রন্থ পাঠ করুন্ যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। কৃষ্ণ সংহিতার সিদ্ধান্ত সুন্দর। ইহার তুল্য সিদ্ধান্ত আর নাই। তৎপরে তিনি কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থে লিখিত বিষয় গুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। আরও বলেন যে চারিশত বৎসরের প্রচারিত ধর্ম্ম ভক্তিবিনোদ মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন। প্রাপঞ্চিক জগতের নশ্বরতা তাৎকালিক হইলেও ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রকৃত সত্যের অনুভব করিয়া চিদ্বৈচিত্র গোলোকের নিত্যসত্য তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিচার লইয়া অধিক আলোচনা না করিলেও কেবলাদ্বৈত

মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইয়া দেন। অনেকে ইহাঁর দার্শনিক বিচার অনুগমন করিতে না পারিলেও (সবিশেষ ব্রহ্ম) ভগবান্ ও ভাগবতের নিত্যস্থিতি বিষয়ক গবেষণা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলিয়া ধারণা করাইতে সমর্থ হইলেন।

নবম বক্তা বাবু পাঁচকৌড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, যাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা এখানে আসিয়াছি এবং যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি সেই কেদার নাথ কি কার্য্য করিয়াছেন জানিতে ১৮৫২ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের সমস্ত ইতিহাস ও সাহিত্য আলোচনা করিতে হইবে। তবে বুঝিব তাঁহার স্থান কোথায়, তিনি কি ছিলেন ও তিনি কেন আমাদের আদরের জিনিষ। তিনি কি করিয়াছেন তাহা সহজে বুঝান যায় না। কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়, ইংরাজি পালিসে ঢাকা বৈষ্ণব-প্রভাব উন্মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমরা বখন সাহেব সাজিতে গিয়াছিলাম যখন বুঝিয়া ছিলাম ইউরোপ হইতে সমস্ত বুঝিতে হইবে তখন কেদার নাথ বুঝিয়া ছিলেন ভক্তি কি? কেদার নাথের বইগুলি পড়িলে বা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় ইনি কি জন্য আসিয়াছিলেন, সাহিত্য রাজ্যে ভাব রাজ্যে ও রস-

রাজ্যে ইহাঁর স্থান কোথায়। যাঁহারা পরমতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে আসিয়া ছিলেন তাহার মধ্যে ভক্তিবিনোদ একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রবন্ধগুলি যখন প্রকাশ হইত, তখন মনে হইত যেন তড়িতালোক প্রকাশ করাইয়া দিতেছে। তিনি ভক্তিপথ দেখাইয়াছেন। আজ আমরা যাঁহার সভায় উপস্থিত; হে ভগবন্ শক্তি দাও, যিনি তোমার পরিচায়ক, যিনি তোমার তত্ত্ব জানাইয়া দিতে আসিয়া ছিলেন আমরা যেন তাঁহার কথামত চলিতে পারি।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় তৎপরে উঠিয়া বলিলেন পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়-রত্ন কবিকুমুদকলানিধি মহাশয় এই সভাতে যোগদান করিতে না পারিয়া এই পত্র দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিয়া-ছেন। "আমার ৪।৫ দিন হইতে জ্বর হওয়ায় শয্যাগত আছি, সেই কারণে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাৎসরিক জন্মদিনের সভায় যোগদান করিতে পারিলাম না বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত থাকিলাম। যে সমস্ত মহানুভব দিগের নাম দেখিলাম তাহাতে আশা করি যোগ্যব্যক্তির উপর উপযুক্ত শ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হইবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণ-রাশিতে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার স্মৃতিসভায় সকলেরই সহানুভূতি থাকিবে ইহা বলাই বাহুল্য।" তৎপরে তিনি

আরও কয়েকটী পত্রাদির বিষয় সভাকে জ্ঞাপন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে ২।৪ টী কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে ভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক ভাষা জানিতেন, তাঁহার গ্রন্থাদি কেবল বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় রচিত হয় নাই, উর্দ্দু ভাষাতে ও তাঁহার রচিত পুস্তক আছে। তিনি বহু দিন পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথমে অমৃতাক্ষর ছন্দের সহিত পয়ারছন্দ মিলাইয়া একটী অপূর্ব্ব ছন্দ প্রকাশ করেন। এই ছন্দটী লিখিবার জন্য আজ কাল অনেক সুকবি উৎকণ্ঠিত। তিনি হাটখোলার সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দত্তবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ তনুবাবু সে সময় কলিকাতায় আট জন খ্যাত নামা বাবুর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বাবু ছিলেন। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ গোলাপ জলে সিঁড়ি ধোয়া হইত। সোনারূপার বাসন ব্যবহৃত হইত। এমত বিলাসিতাপ্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বিলাস হইতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন। তাঁহার মাতামহ উলার প্রসিদ্ধ ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তফি। তাঁহার আত্মীয় কাশী প্রসাদ ঘোষ কলিকাতায় বিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার সহিত রিচার্ডসন্ সাহেব সর্ব্বদাই বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় সেই কাশীপ্রসাদের নিকট থাকিয়া বিদ্যালাভ করেন।

তাঁহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। যখন তিনি শ্রীরামপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি বেলা ২॥০ টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাড়ীতে আসিয়া নিজের ভক্তিশাস্ত্রের সেবাকার্য্য করিতেন। তাহাতে তাঁহার উচ্চতন কর্ম্মচারী ডিউক্ সাহেবের কর্ণে সে কথা উঠে। তিনি সমস্ত কাগজ পত্র পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং যাহা লিপিবদ্ধ করিতেন তাহা হইতে অনেক বিষয় অধিক কেদারনাথ লিপিবদ্ধ করিয়াও অতি অল্প সময় সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। একথা ডিউক্ সাহেব আনন্দের সহিত বহু দিবস পরে প্রকাশ করেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব রাজকার্য্যে ও প্রবল ছিল। উড়িষ্যায় যখন তিনি রাজকার্য্যে বৃত ছিলেন সেই সময় তথায় একটী ভীষণ বিদ্রোহের স্রোত ভিতরে ভিতরে চলিতেছিল। র‍্যাভেন্সা সাহেব তখন উড়িষ্যার কমিশনর। তিনি কেদারনাথকে ধাম্মিক ব্যক্তি জানিয়া ঐ বিদ্রোহ দমনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। তিনি সুচারুরূপে কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষের সহিত ঐ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। বৃন্দাবনে ও কঞ্ঝড় দস্যু প্রবল হইলে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক উহা দমন করেন। তিনি অর্থলালসায় ব্যগ্র না হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার কুল পুরোহিত গণকে অযোগ্য জানিয়া ও তাঁহাদিগকে যথারীতি পালন করিতেন। অনেক গুলি পুস্তক তিনি জগতের উপকারার্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংবত যোগ্যপুত্রগণ ঐ পুস্তকগুলি যত্ন করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে সকলেই উহা পাঠ করিতে পারেন তজ্জন্য প্রধান প্রধান বিদ্যাচর্চ্চার স্থানে রাখাই-তেছেন। তাঁহারা একসেট পুস্তক ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে, একসেট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে বিগত বর্ষে দিয়াছেন। এক্ষণে ইউনিভারসিটি ইনস্-টিটিউটের লাইব্রেরীর জন্য অন্য একসেট পুস্তক দিতেছেন। তাহা আমি ইন্‌স্‌টিটিউটের সেক্রেটারির হস্তে প্রদান করিয়া সুখী হইলাম।

অবশেষে মাননীয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর বলেন যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা ও ভক্তি মাখা সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত আমাদের দেশের লোকের পক্ষে তাঁহার চরিত্র আদর্শ। আমি আমার অল্প বয়স হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে চিনিতাম। আমার উপর অধিকাংশ সময়েই সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার ভার ন্যস্ত থাকে অদ্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার পূর্ব্বে আমি একটী বিষয় বলিব। আমি জানিতাম

যে সভাপতি মহাশয় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার, এটর্ণি ও গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সভ্য, কিন্তু অদ্য আমি জানিলাম তিনি কেবল কুলমর্য্যাদা বিশিষ্ট হিন্দু নহেন আবার পরম বৈষ্ণব। ইহা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি আশা করি তিনি বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্মজগতে আরও উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন। আমি তাঁহাকে অদ্যকার সভার কার্য্য সুদক্ষ ভাবে পরিচালনা করার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে আনন্দের সহিত আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ বসু এম্ এ সেক্রেটারি মহাশয় ঠাকুর ভক্তি বিনোদ কৃত ৩১ ভলুম পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা সভাতে জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় তাহার স্বাভাবিক সুললিত স্বরে একটী হরিগুণ গান করিয়া সকলকে সুখী করেন।

শ্রীনৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়।

ভক্তিপ্রদীপ শ্রীযোগেন্দ্র কুমার বসু বি এ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সৌরজন্মদিবসে, শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি সভার পক্ষ হইতে কলিকাতায় বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সভায় বঙ্গ-

দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল গণ্যমান্য লোক ও অনেক ইংরাজী শিক্ষিত সাধুচরিত্রসম্পন্ন লোকের সমাগম হয়। ঠাকুরের প্রকটকালে নিজ প্রতিষ্ঠার ভয়ে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে সাধারণের নিকট তাঁহার প্রকৃতপরিচয় আদৌ প্রচারিত হয় নাই। এক্ষণে তিনি বাস্তবিকই সাধারণের প্রকৃত নিরপেক্ষ উপকর্ত্তা তাহা সমগ্র ধরাবাসীগণ জানুন্ এবং সকলেই তাঁহার কথিত শুদ্ধ অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া লাভবান্ হউন ইহা উদারচরিত শুদ্ধভক্ত-মাত্রেরই বাসনা ও তাঁহাদের প্রকৃষ্ট দয়ার পরিচয়।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রাচীন রীতি অনুসারে স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্ত গোষ্ঠীতে ও সমাজে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিবর্ষে প্রকট অপ্রকট তিথিদ্বয়ের যথোচিত পূজা মহোৎসবাদি সম্পন্ন হইতেছে। এই সকল সম্মেলন কেবল বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে ন্যূনাধিক সীমাবদ্ধ বলিয়া সাধারণ সম্মেলন সৌরদিনে স্থাপিত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উচ্চশিক্ষিত শুদ্ধভক্তগণের অনুক্ষণ অনুশীলনীয় সঙ্গ হইলেও অনভিজ্ঞ বহির্ম্মুখ জগতে জীবমাত্রের ও তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। রাজনৈতিক, বিদ্যোৎসাহী, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতির সম্মানের জন্য বার্ষিক সম্মিলনীর আবশ্যকতা হইতে সাধারণের নিকট শ্রীলভক্তিবিনোদ মহাশয়ের অপ্রাকৃত বিশ্বজনীন ধর্ম্মপ্রচারের কথা অধিকভাবে আলোচিত হওয়াই শ্রেয়ঃ ইহাই সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণানুক্রমিক স্কন্ধ, অধ্যায় ও শ্লোকোল্লেখে সূচীপত্র প্রকাশ হওয়ায় ভাগবত পাঠকগণের বিশেষ আনন্দ হইয়াছে। তবে সঙ্কলন-কর্ত্তৃগণ আরোও মনোযোগের সহিত সঙ্কলন সুষ্ঠুতা লক্ষ্য করিলে সকলেই তাঁহাদের অনুষ্ঠানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—§:*:§—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

শ্রীগৌরাঙ্গ।

(১)

যেদিন নিমাই, মধুর বারতা গোলোক হইতে আনিলে বিশ্বে,
বিতরিলে প্রেম অভয়মন্ত্র প্রেমিক তোমার অযুত শিষ্যে,
বৈকুণ্ঠ সেদিন এসেছিল নামি ধরণীর তাপতপ্ত অঙ্গে,
মুক্তি সেদিন লুটায়ে পড়িল কুটীরে প্রাসাদে এ সারা বঙ্গে।
বৈদান্তিক বিভীষিকাময় মায়া প্রপঞ্চে অসার বিশ্বে,
পরম করুণ হরি হরি বলি দাঁড়ালেন আসি মধুর হাস্যে,

জগৎ জুড়িয়া উঠিল সেদিন হরিনামধ্বনি মধুরমন্ত্র,
টুটিয়া পড়িল জাতির গরব নিষ্ফল যত করম তন্ত্র।
ধন্য হইল গর্ব্বিত দ্বিজ ভকত পদ করিয়া স্পর্শ,
ভক্তি সেদিন ভাসাইল দেশ জাগিল জগতে চিন্ময় হর্ষ।

(২)

তৃণ হ'তে নীচ হইয়া যেদিন বৃক্ষ হইতে হ'য়ে সহিষ্ণু,
মান অপমান তুচ্ছ করিয়া আপামর সবে ভজিল বিষ্ণু;
নির্ব্বেদ জ্ঞানের শুষ্কতামাঝে বহিল প্রেমের সরস বন্যা
অবগাহি তার নির্ম্মলজলে নরনারী হ'ল ধন্য, ধন্যা।
কীর্ত্তনরোলে পূরিল আকাশ, তাহা শুনি দেশ হইল পুণ্য।
পূর্ণতা আসি গৌরবে সেথা বিরাজিল যাহা আছিল শূন্য;
হৃদয়ে হৃদয়ে ভাতিয়া উঠিল বৃন্দাবনের মোহন মূর্ত্তি,
অজ্ঞানতমঃ ঘুচে গেল তবে ভক্তি পাইল চরম স্ফূর্ত্তি।
ধন্য হইল গর্ব্বিত দ্বিজ ভকত পদ করিয়া স্পর্শ,
ভক্তি সেদিন ভাসাইল দেশ, জাগিল জগতে চিন্ময় হর্ষ।

(৩)

হৃদয় দেবতা উঠিলেন জাগি' আছিলেন যিনি গভীর সুপ্ত,
প্রকাশ পাইল পূত প্রেমধারা হৃদয়ে যা' ছিল ফল্গু গুপ্ত।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ রাস মন্দির হইল প্রাণের নিভৃত কক্ষে,
বৃন্দাবনের সুমধুর লীলা হইতে লাগিল ভকত বক্ষে।

তৃষিত মানব পেল আস্বাদিতে মধুর ভাবের রস-মাধুর্য্য,
খোল-করতাল, কাঁশরী ও ভেরী প্রচারিল তাহা শঙ্খতূর্য্য।
প্রেম-আস্বাদে নির্ম্মল-চেতা নরনারী হ'ল কৃতকৃতার্থ।
হরিনামে সবে মত্ত হইল ভুলিল মানব মান ও অর্থ।
ধন্য হইল গর্ব্বিত দ্বিজ ভকত পদ করিয়া স্পর্শ,
ভক্তি যেদিন ভাসাইল দেশ, জাগিল জগতে চিন্ময় হর্ষ।

শ্রীমন্মথ মথন সরকার, বিদ্যার্ণব

বৈষ্ণবের বিষয়।

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দৈক্ষব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র দৈক্ষব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্ত পারক বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটিবেদান্ত পারক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চতমতা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড় পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভনামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণী সমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপরস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী বিষয়ী শব্দ বাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানবগণ বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও কুকুট কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন। অনেকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশদৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের বিষয়ের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কর্ত্তৃসত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে —

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

অবৈষ্ণব প্রাকৃতবিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃতবিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয়ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল সহজিয়াদলে প্রাকৃতবিষয় ভোগের আদর আছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল সহজিয়াগণ সাধন ভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না। যেহেতু প্রাকৃত সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ ইন্দ্রিয়-ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত। নিজভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ যতই কেন না সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে বঞ্চনা করুন, ভক্তির

সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না। বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন তাহারা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারে না। আপনাকে উন্নত গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তি হারাইয়া ফেলেন। আর এক শ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণ গুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবল মাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না; অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয়ভোগ হইতে শতক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা আকার ও কর্ত্তৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বদ্ধাকবিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগফলরহিত কৃষ্ণসেবাময় আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলে প্রতিষ্ঠিত।

গোরা।

(১)

কি মোহন বেশে শ্যামরায়,
উদয় হইলে নদীয়ায়!

চম্পক বর্ণে রঞ্জিত দেহখানি, দিব্য মধুরিমা তায়!
প্রেমে ঢুলু ঢুলু লোচন সুবিশাল,
বিপুল পুলকভরে নাচত তালে তাল;
কীর্ত্তন মুখর খোল করতাল,
বদন হরিগুণ গায়!

(২)

গভীর অপার করুণায়—
আবার হে আসিলে ধরায়!
রাতুল চরণ রেণু, লুণ্ঠিত হল পুন, মরতের মলিন ধুলায়!
পাতকী তাপিত মরণ আশঙ্কিত,
কোটী নর নারী, কলুষ কলঙ্কিত,
উদ্ধারিলে তারা—পুলক অঙ্কিত
প্রেমময় হরিজন পায়!

(৩)

প্রেমের সে প্রবল বন্যায়—
পাপী তাপী সব ভেসে যায়!
চণ্ডাল শূদ্রে আলিঙ্গন দিয়ে, ভেঙ্গে দিলে জাতির বেড়ায়!
"হরে কৃষ্ণ হরে" এই মন্ত্র দিয়ে.
আচণ্ডালবিপ্রে সব উদ্ধারিয়ে,

উনবিংশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হরিভক্তি বীজ ধরায় রোপিয়ে
পশিলে এবে নিত্য লীলায়।

শ্রীগৌরচরণাশ্রিত
শ্রীমন্মথ মথন সরকার, বিদ্যার্ণব।
পুরুলিয়া (মানভূম)।

গুরু স্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন।

১। সজ্জন তোষণীতে লিখা হইয়াছে "গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দাস"।

সাক্ষাৎ ভগবৎ শব্দের অর্থ কি ?

"সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয়তম দাস বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি ? সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুকে বুঝাইবে না ?

২। যদি ও সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তথাপি তাঁহাকে ভগবানের প্রিয় কৃষ্ণের প্রকাশ স্বরূপ জানিতে হইবে কেন ? এরূপ জানিবার কারণ কি ? শাস্ত্রে একরূপ লিখা থাকিলে অন্যরূপ ভাবিব কেন ?

৩। "বৈষ্ণব মাত্রই বুঝিতে পারেন গুরুদেব সন্ধিনী হ্লাদিনী ও সংবিৎ শক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান। তাঁহাতে কেবল সংবিৎ শক্তির আরোপ করিলে বাউল বা সহজিয়া মত হইয়া যায়"।

সজ্জন তোষণীর এ কথার অর্থ ও কিছু বুঝা গেল না।

৪। শ্রীগ্রন্থে ১০ ম পরিচ্ছেদে

প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র॥

মায়াপুরের শ্রীগ্রন্থ টীকাতে ও এই পয়ারের ব্যাখ্যাতে গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু নিজ গুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যের পক্ষে অন্যরূপ হইবে কেন?

৫। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥

পরং ব্রহ্ম বলিলে কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইবে না?

৬। "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরু স হরিঃ স্মৃতঃ।"
এখানে গুরুকে হরি বলা হইল কেন?

৭। "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ" এখানে গুরুদেবকে জনার্দ্দন বলিবার তাৎপর্য্য কি?

৮। "ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্র দাতা শিরোমণি॥
"শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্তরূপে।
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে"॥

উপরি উক্ত পয়ারে দীক্ষা গুরুকে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ এবং শিক্ষ গুরুকে গোলোক পতি শ্রীকৃষ্ণ বলা হইল। এই দুইটী প্রমাণ দ্বারা ও কি গুরুদেবের ভগবত্তা প্রমাণিত হইল না?

৯। যস্য সাক্ষাৎ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

এস্থলে ও "জ্ঞান দীপপ্রদ গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বলা হইয়াছে।

১০। চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছ-মৌলি॥

এ শ্লোকে শিক্ষা-গুরুকে শিখি পুচ্ছধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলা হইয়াছে।

সদুত্তর।

১। স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্ স্বয়ং রূপ। গুরুদেব ভগবৎ প্রকাশ। ভগবৎ প্রকাশ বলিলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বুঝায় না।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না তাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই। মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রিয়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে মায়ার মিথ্যা শক্তিতে পৃথিবীতে নামরূপ গুণলীলার ভেদ হইয়াছে, বস্তুত পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই; সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষ বাদই লোক প্রতারণার জন্য গণেশ সূর্য্য শক্তি শিব ও বিষ্ণু দেবতা মিথ্যা কল্পনা করিয়া সাধনের শেষে সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ময় বিশেষ রহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরিউক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষণ্ডতা হয়।

তজ্জন্য কৃষ্ণ প্রকাশ জানিতে হইবে। বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন, সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণ প্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরু পাদপদ্মের নিত্য সত্যত্ব এবং নিজের পৃথক সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত এ কথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন; বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মত নাস্তিক মতের পশ্চাৎগামী হইয়া গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না। শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়ার দাস মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। শিষ্যগণ গুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎ সম্বন্ধীয় অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবৎ বস্তু জানেন ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর বুদ্ধিতে ভগবান্, গুরু ও সেবক তিনের পৃথক্ নিত্য সত্তা না থাকায় গুরুবিষয়ে তাহারা ভক্তের সহিত মূঢ়তা প্রযুক্ত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ "জাঠিয়া বেটা" মায়াবাদী থাকা কালে শ্রীগৌর সুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারে নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রে কথিত ভক্তিমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়। যে সকল মূঢ় লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবৎ ভক্ত ভাণ করিয়া বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

৩। বাউল বা সহজিয়াগণ বলেন প্রত্যেক পুরুষ কৃষ্ণ বা সংবিৎ শক্তি মূলে অবস্থিত। প্রত্যেক স্ত্রীলোক কৃষ্ণ শক্তি। সুতরাং পুরুষ প্রকৃতির জড় ভোগ রাধাকৃষ্ণলীলা। মূর্খ গুরুপদাসীন মায়াবাদী ও বাউলগণ আপনাদিগকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন জানিয়া মূঢ় শিষ্য দিগকে গুরুদেবের কেবল কৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া স্ব স্ব মূঢ়তা প্রকাশ করে। বাস্তবিক শাস্ত্রে তাদৃশ ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

৪। আমাদের প্রকাশিত শ্রীচরিতামৃত ভাষ্যে লিখিত আছে "আমার গুরুদেব ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের প্রভু। সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান গুরুদেবের কৃপা বৈদিক শাসনাধীন নহে। (পৃ ১০৩৭) বিরুদ্ধবাদীগণ মায়াবাদীর সঙ্গে একমত হইয়া মহাপ্রভু দ্বারা গুরু দেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলাইয়াছেন কিন্তু শ্রীশ্রীচরিতামৃতের ওরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর; গুরুদেব ঈশ্বর।

৫। গুরুর্ব্রহ্মা শ্লোকটী নির্বিশেষপর ব্যাখ্যা করিলে ভক্তিমার্গ ছুটীয়া যায়। তখন ব্রহ্মা পরব্রহ্ম, শিব পরব্রহ্ম, গুরু পরব্রহ্ম, বিষ্ণু পরব্রহ্ম সুতরাং পরংব্রহ্মের বাজার বসিয়া যায়। পরংব্রহ্মত্ব কৃষ্ণেরই একটী শক্তির পরিচয় মাত্র। তিনি অনন্ত শক্তিমান তাঁহাকে গুরু, ব্রহ্মা, শিবাদির সহিত সকল বিষয়ে অভিন্ন জ্ঞান করিলে শাস্ত্র ধ্বংস করা হয়, ভক্তিমার্গ অস্বীকার করা হয় এবং হলাহল মায়াবাদ স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মা, শিবাদি গুণাবতার কৃষ্ণের অবতার হইলে ও তাঁহারা ষষ্টি গুণান্বিত নারায়ণ নহেন, চতুঃষষ্টি গুণান্বিত কৃষ্ণ নহেন, কিন্তু পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণান্বিত ঈশ্বর। অর্থাৎ পঞ্চাশৎ গুণান্বিত বদ্ধজীবের ঈশ্বর। অনেক স্থলে কর্ম্মফল জীবই, শিব ব্রহ্মাদি ঈশ্বরতা লাভ করেন।

৬। মন্ত্র, গুরু ও হরি কখনই প্রাকৃত গুণান্তর্গত বস্তু নহে। এই তিন বস্তুই সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত হরি অর্থাৎ মায়াধীন নহেন। ত্রিগুণাতীত বস্তু। চিদ্‌রাজ্যে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগীতা ও বিশেষত্ব আছে। মায়াবাদী তাহা জানেন না। মায়াবাদী বলেন গোলোকে নিত্য বিচিত্রতা নাই। বিচিত্রতা বা বিশেষত্ব কেবল মায়ায় আছে। বৈষ্ণবদাসগণ মায়াবাদীর এই অলীক কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন না।

৭। গুরুদেবকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করিবার প্রতিপক্ষে তাঁহার ভগবৎ সাম্য অনেক স্থলে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অসুরগণ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে মোহিত হইয়া ত্রিগুণাতীত ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে হয় কৃষ্ণের সহিত এক করিয়া ফেলে অথবা জড় বুদ্ধিতে মর্ত্ত্য জ্ঞান করে।

ঈশ্বর স্বরূপ তত্ত্ব মাত্র গুরু জানি।
বৈকুণ্ঠের পতি মন্ত্রদাতা শিরোমণি ॥

এইরূপ অদ্ভুত কবিতা কোথা হইতে পাওয়া গেল? উহা প্রমাণিক নহে ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

৯। শিক্ষাগুরুকে তো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতভাষ্য পাঠে জানিবেন। কোন ভক্তই কোনদিন গুরুকে কৃষ্ণে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করাইয়া দেন না। গুরু-দ্রোহী ব্যক্তিগণের এরূপ গুরু সংহার প্রবৃত্তি নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধ জনক। যদি কৃষ্ণ ও গুরুতে কোন অপ্রাকৃত ভেদ না থাকে তাহা হইলে গুরুর পদটী লুপ্ত হইয়া যায় মাত্র।

১০। কৃষ্ণ কর্ণামৃতের প্রথমশ্লোকে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উহা ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহান্ত গুরুর সম্বন্ধে নহে।

আমার প্রভুর কথা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি এস্থলে তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা পত্রস্থ করিতেছি।

১। একটী নবীন কৌপীনধারী, বাবাজী মহাশয়ের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপে পাঁচ

কাঠা জমি ভূম্যধিকারিণী রাণী × × র ইষ্টেটের কর্ম্ম-চারির নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া আমার প্রভু বলেন শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারীগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে তাহা হইতে নবীন কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্ন রাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটী বালু কণার মূল্যের তুল্য হয় না সুতরাং কোন জমিদার অত মূল্য কোথায় পাইবে যে নবদ্বীপে ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে। নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজন বল যাহাতে সে ভজন মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাক অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোকে তাহাকে সহজিয়া বলে।

২। এক সময় বঙ্গদেশের অতি প্রধান জনৈক ভূম্যধিকারী নিজ ভক্তিবলে আমার প্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জানিয়া নিজ ইন্দ্রোপম প্রাসাদে ভক্ত গোষ্ঠীতে আহ্বান করেন। বৈষ্ণব ভূপতির সদৈন্যকাতর প্রার্থনায় আর্দ্র চিত্ত হইয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার নিকট-বর্ত্তি গাঙ্গ-সৈকতে তৃণাবরণ সংস্থাপন পূর্ব্বক মাধুকরী

দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণ ভজন করিবার নিমন্ত্রণ করেন। আরও বলেন তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য সমূহ গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণব হইতে পারিবেন; তখন তাঁহারই প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত হইয়া আমার প্রভু আবদ্ধ থাকিবেন। যদ্যপি বৈষ্ণব নরপতির নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া বাবাজি মহাশয় অপ্রাকৃত গৌরধাম হইতে নরপতির আদর আপ্যায়নে তাঁহার প্রাসাদে গমন করেন তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে রাজার স্বভাব লাভ করিয়া তাঁহাকেও বিপুল ভূমি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। বস্তুতঃ ফল হইবে যে কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণ ভজন, বিষয়ে পর্য্যবসিত হইয়া বৈষ্ণব রাজার হিংসারপাত্র রূপে পরিণত হইবেন। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব ভূমিপতি যদ্যপি তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে অপর কুটীর স্থাপন করিয়া ভজন করেন এবং পরগৃহ হইতে মাধুকরি গ্রহণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহা হইলেও কোন কালে তিনি তাহার বন্ধুর প্রণয়চ্যুত হইয়া হিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন না। যদ্যপি বৈষ্ণব বন্ধু রাজা তাঁহার প্রতি কোন কৃপা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় জীবন অবলম্বন করিয়া হরি ভজন পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করুন্।

৩। কুলিয়া নবদ্বীপ প্রবাসী কোনও বিচক্ষণ কৌপীন-ধারী জনৈক সম্মানিত পণ্ডিত বাবাজির আভ্যন্তরীণ চরিত্রে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া একদিন আমার প্রভু কৌপীন বহির্ব্বাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধৌত কালা পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতী চাদর কোচাইয়া পরিধান করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজী মহাশয়ের এ অভাবনীয় বেশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার প্রভু তদুত্তরে বলেন যে আমরা চৈতন্যের বেশ গ্রহণ করিয়া কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক পরস্ত্রী গ্রহণেও পশ্চাৎপদ নহি। সুতরাং বিলাসপর বৃষলীপতির অনুরূপ বেশ গ্রহণ করিলে সত্যের আদর হইবে। বাবাজি মহাশয়ের এরূপ কৌশল পূর্ণ ব্যবহার ভ্রষ্টাচারী সম্প্রদায়ে বিশেষ ফল প্রসব করে।

৪। কোন সময় একজন ভাগবতে সুনিপুণ গোস্বামি সন্তানে অর্থ গৃধ্নুতা ও কৌশলে শিষ্য সংগ্রহের পিপাসা তাঁহার সমক্ষে গীত হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি তাহার ভক্তি প্রচার কার্য্যের সবিশেষ তথ্য জানিতে চান। অর্ব্বাচীন গায়কের মুখে গৃহস্থ গোস্বামী মহোদয়ের অনেক লোককে

"গৌর গৌর" বলান ও অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহের চাতুরী শুনিয়া বলেন যে গোস্বামি সন্তান মহাশয় গোস্বামী শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই তিনি ইন্দ্রিয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং "গৌর গৌর" বলান নাই " টাকা, টাকা, আমার টাকা " বলিয়া চিৎকার করাইয়াছেন মাত্র। উহা কখনই ভজন নহে পরন্তু উহা সত্য ধর্ম্মের আবরণ মাত্র তদ্দ্বারা জগতের অনিষ্ট বই উপকার নাই।

৫। অনেকে ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মের ভাণ করিয়া শাস্ত্রীয় সদাচার লোক চক্ষে দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয় চেষ্টায় ব্যস্ত হন। তাহাঁদের সেই বিষয় চেষ্টা গোস্বামীশাস্ত্রে বিষ্ঠার সহ তুলনা করা হইয়াছে দেখাইবার জন্য স্বয়ং ধর্ম্মশালার সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে আমার প্রভু প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র পদানুসরণ করিয়া যাহারা বিষয় বিষ্ঠাকে আবাহন করেন, নিজ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শিক্ষার আদর্শস্বরূপ হইয়া বৈষয়িক ম্যাথরের অভিনয় করেন। লোকসকল পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবসজ্জায় বিষয়ের আবাহন করিতেছেন এবং তাহা নিতান্ত ত্যাজ্য, ইহা তাঁহার আদর্শজীবনে

৬। অনেক গৃহস্থ বৈষ্ণব, বাবাজি মহাশয়কে টাকা ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি বস্ত্র মধ্যে মধ্যে দিতেন। টাকা পাইয়া কাপড়ে দুই পাঁচটী গ্রন্থি দিয়া নানাস্থানে রাখিয়াও অর্থের জন্য ব্যতিব্যস্ততা দেখাইতেন। মূঢ় অর্থপ্রিয় ব্যক্তি-গণ মনে করিতেন যে বাবাজি মহাশয়ের অর্থের প্রচুর লোভ আছে। মূল্যবান বস্ত্র পাইলে দাতাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তাদৃশ বস্ত্রের অকিঞ্চিৎকরতা জানাইয়া দিতেন।

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা।

(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৯ ॥

অনুভবানন্দ স্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণবপুই যদি ভগবানের স্বীয় বপু হয়

দূর করিবার জন্য দেবতারা কহিলেন হে ভগবন্ স্থিতিতে অর্থাৎ পালনকর্ত্তা নারায়ণে শরীরিদিগের বদ্ধ জীবদিগের শ্রেয় প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু তুমি গ্রহণ কর যেহেতু ঐ চতুর্ভুজ বপুর দ্বারা বেদক্রিয়া, যোগ তপস্যা ও সমাধিযোগে তাহারা তোমারই অর্চ্চন করিয়া থাকে।

বেদক্রিয়া দ্বারা মানবগণ গৃহস্থ হইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, তোমার বেদরূপী গরুড়ই গৃহস্থ ধর্ম্ম স্বরূপ নারায়ণরূপী তোমাকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মকে গৃহস্থগণ বহন করে কিন্তু উহার মূল রসস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি শীঘ্র প্রাপ্ত হয় না। গৃহস্থ বৈদিক ধর্ম্মের সহিত গরুড়ের বহন ক্রিয়াতে তুলনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মচারীগণও শরীরের যোগ সাধন করিয়া তোমার পরমাত্ম স্বরূপ বৈভবকে পূজা করিয়া থাকে অতএব যোগদ্বারাও তোমার ঐশ্বর্য্য প্রেমই হইয়া থাকে। বানপ্রস্থ মুনিগণও মানসিক তপস্যা দ্বারা তোমার ঐশ্বর্য্যকে ধ্যান করে। কৃতজ্ঞতারূপ বৃত্তির দ্বারা তোমার প্রদত্ত প্রাকৃত দানের অনুশীলন করতঃ তোমাকে ধন্যবাদ দেয় ও ধ্যান করে। সন্ন্যাসী সকল জ্ঞানযোগে তোমার ব্রহ্মত্বরূপ পরমৈশ্বর্য্যে আবিষ্ট চিত্ত হইয়া সমাধি দ্বারা তোমার বৃহত্তত্ত্বের উপাসনা করে। এই সকল বাক্যের দ্বারা সম্পূর্ণ বোধ হয় যে চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায়ই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ লোভেই ভগবদৈশ্বর্য্যের পুনঃ পুনঃ উপাসনা করে। যদিও উহাই জীবের পরমশ্রেয় নহে তথাপি কৃষ্ণপ্রেম-রূপ পরমশ্রেয়ের উপায় স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণদাসেরা ঐ চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে পঞ্চবিধ উপায় লক্ষ্য করিয়াছেন যথা কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান। যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান, সন্ধ্যা ও বন্দনা এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের অঙ্গ। অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্র-বাস, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, শাস্ত্রাভ্যাস, আরাধন,

ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয় কর্ম্মের প্রত্যঙ্গ। নারায়ণ মূর্ত্তি উপলব্ধি ও আলোচনাকে জ্ঞান কহা যায়। তৈলধারাবদনবচ্ছিন্ন অনুভব প্রীতিকে ভক্তিযোগ কহা যায়। ঐ ভক্তির পরিণামের নাম প্রপত্তি। এই প্রপত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্ত্তরূপ প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ প্রপত্তি। উত্তম আচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে যে ভক্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে আর্ত্তরূপ প্রপত্তি কহে। উত্তম আচার্য্যের উপদেশ ক্রমে সংসার যন্ত্রণা ভীত হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দ্বারা যে ভক্তির উদয় হয় তাহাকে দৃপ্ত প্রপত্তি কহা যায়। প্রপত্তির দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় যে ঈশ্বর প্রভু জীব দাস, ঈশ্বর নিয়ন্তা জীব নিয়াম্য, ঈশ্বর প্রাণ জীব দেহ, ঈশ্বর স্বামি জীব সত্তা, ঈশ্বর ব্যাপক জীব ব্যাপ্য, ঈশ্বর ধারক জীব ধার্য্য, ঈশ্বর রক্ষক জীব রক্ষ্য, ঈশ্বর ভোক্তা জীব ভোগ্য, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ জীব অজ্ঞ, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান জীব অশক্ত, ঈশ্বর পূর্ণ জীব অপূর্ণ। ভবরোগ নিবৃত্তির উচিতোপায় প্রদর্শক মহাভাগবত কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করত তাঁহাকে প্রভু বোধ করাকে আচার্য্যাভিমান কহে। নারায়ণদাস কর্ত্তৃক এই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হয়। ইহাতে অধিকার ভেদ আছে। জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মী এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আচার্য্যাভিমানী প্রপন্ন ঐ সমুদয় অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু সকলেই নারায়ণের দাস। কেবলা প্রেমরূপ যে কৃষ্ণদাসত্ব তাহা এ সমুদয় হইতে ভিন্ন যে হেতু জীবের চরম অবস্থায় ঐ ভাবের প্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্য প্রেম কদাচই বিমল হইতে পারে না যেহেতু তটস্থ বিচারে ঐশ্বর্য্য প্রেমের নির্ম্মলতা দৃষ্ট হয় না। যে সকল ব্যক্তি প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা বৃত্তির ব্যবহার করে তাহারা বস্তুতঃ স্বার্থপর। প্রার্থনায় যদি এরূপ কহা যায় যে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছ, তুমি

তুমি আমাদের কল্যাণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃত্তি সকল ও তাহাদের বিষয় সকল ব্যবস্থা করিয়াছ তুমি এই জগতে অনেক প্রকার মঙ্গল বিধান করিয়াছ এবং আমার জন্য অনন্ত সুখ রাখিয়াছ। তুমি অনন্ত জ্ঞান সত্য স্বরূপ ও সর্ব্ব শক্তিমান। তাহা হইলে এরূপ বুঝা যায় যে তুমি যদি এই সমস্ত না করিতে ও তুমি যদি এতদূর ঐশ্বর্য্যবান্ না হইতে তাহা হইলে তুমি আমার উপাস্য হইতে না। এইপ্রকার প্রার্থনা কতদূর দূষণীয়। কৃষ্ণদাসেরা যদিও এ সমুদয় বিষয় অবগত আছেন তথাপি ঐ সমুদয় বৃত্তি অর্থাৎ বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা, ভয় প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা কদাচ চালিত হন না। তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরের মাধুর্য্যেই স্বভাবত প্রেমকে নিয়োগ করেন। ঐশ্বর্য্য ও কৃপা কৃষ্ণমূর্ত্তিতে থাকিলেও তন্মূর্ত্তির মাধুর্য্যালোকে গুপ্ত হইয়া আছে। যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অর্ব্বুদ কোটি গোপ বালক ও গাভিগণ সৃষ্টি হয় তথাপি ঐ শক্তি বংশীর নিকট কিছুমাত্র নহে। যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিবামাত্র অবলীলাক্রমে বকাসুর রূপী ধূর্ত্ততা, পুতনারূপিণী তঞ্চকতা ও অঘাসুররূপী পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় তথাপি গোচারক বেশের উৎকৃষ্টতা ঐ শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আকর্ষণীয়। যদিও অনুতাপকারী ঐশ্বর্য্যভক্ত ব্রহ্মা ও ঐশ্বর্য্য ভোক্তা ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে স্বীয় স্বীয় রত্নময় মুকুটকে প্রতিঘাত করত অপূর্ব্ব শব্দের প্রকাশ করে তথাপি গোপীদত্ত নূপুরের নিকট ঐ ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য কি? মাধুর্য্যানন্দের নিকট ঐশ্বর্য্যানন্দের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে ভগবন্! যদিও কৃষ্ণবপু সর্ব্বোৎকৃষ্ট তথাপি নারায়ণবপু ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যেহেতু ব্রহ্ম ক্ষীর এবং নীরস নিম্বফলস্বরূপ। অরসিক কাকই কেবল উহার তোষণ কর্ত্তা যেহেতু উহাতে প্রেম নাই। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা শান্তপদপ্রাপ্ত পুরুষেরা উহার সেবা করে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে নারায়ণরূপী তুমি

তোমাতে দাস্তরূপ একটি আনন্দময় রস আছে। এই নারায়ণরূপ আম্র মুকুলই আকর্ষক, রসিক কোকিল ঐ মুকুলের আস্বাদন করিয়া দাস্তরস ভোগ করেন। যে ব্যক্তি কাকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কোকিলত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সে অনন্ত উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইয়া থাকে। সে কেবল মুকুলেই আবদ্ধ থাকে না; পরে ঐ মুকুল ফলরূপ হইলে উহার মধুর রসকেও আস্বাদন করিতে পারে। অতএব নারায়ণ দাসেরাও ধন্য যেহেতু তাহারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছে।

শ্লোকে যে "শ্রয়তে" শব্দ আছে তাহাতে অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ বোধ করিতে পারেন ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপও নিত্য নহে। এই আশঙ্কা অকর্ম্মণ্য। ভগবানের অপ্রাকৃত কৃষ্ণমূর্ত্তি অনাদি ও অনন্ত যেহেতু ইহা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে ভগবান যে কোন কালে গ্রহণ করেন ও কোনকালে পরিত্যাগ করেন এরূপ বিচার করা যাইতে পারে না যেহেতু ভগবান আপনাকে আপনি ধ্বংশ কিরূপে করিবেন; সচ্চিদানন্দকলেবর নিত্য এবং প্রাকৃত সমুদয় অবস্থা হইতে বিলক্ষণ। সমুদয় ঐশ্বর্য্যরহিত হইলেও ভগবানের অস্তিত্বরহিত হয় না। এ প্রযুক্ত প্রলয়াবসানে গোলোক বৃন্দাবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় যেহেতু অপ্রাকৃত তত্ত্বের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরব্যোমধাম ঐ অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ধামের পরিণাম অতএব উহার পর্য্যবসান গোলোক ধামেই সম্ভবে। অতি মহাপ্রলয় যদি কখন ভগবানের ইচ্ছা হয় তবে এই অসৎ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ও সৎস্বরূপ পরব্যোমধাম লুপ্ত হইয়া এক অপ্রাকৃত পরম তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকিবে। চতুঃশ্লোকীই ইহার প্রমাণ। মহাপ্রলয়েও পরব্যোমধামের পরিণাম সম্ভবে না। অতএব পরব্যোম ধামকে এই শ্লোকে স্থিতি শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উহাতে যে

সমস্ত বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা ও আগম তন্ত্রাদির বক্তা মহাদেব যে ভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে অনিত্য কহিবেন ইহা কে স্বীকার করিবে? ৯।

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

অজ্ঞান নিবর্ত্তক বিজ্ঞানস্বরূপ তোমার নারায়ণ মূর্ত্তি যদিও তোমার নিজ মূর্ত্তি নয় এরূপ বিতর্কিত হয় তথাপি হে ধাত হে গুণ সকলের নিয়ামক! তোমাতে পাণ্ডিতেরা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশে ও তোমার বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত বপু অনুভূত হইতেছে যে হেতু ঐ সত্ত্বগুণ নিজ আধার অথবা প্রকাশককে প্রকাশ করে।

জগতে যত ভাব আছে ঐ সকলের উৎকৃষ্টতাকে সত্ত্বগুণ কহা যায়। শাসন কর্ত্তৃত্ব একটী মহান্ ভাব তাহাতে ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য যশ শ্রী জ্ঞান এই প্রকার সমুদয় গুণ নিহিত আছে। ঐ সমুদয় গুণই কিছু না কিছু নরপতি গণের শাসন কার্য্যে দৃষ্ট হয়। যখন ঐ সকলকে পূর্ণভাবে চিন্তা করা যায় তখন সমস্ত রাজা গণের রাজা পরমেশ্বরের একটী ভাবের আবির্ভাব হয়। পার্থিব পদার্থ সমুদয়ই প্রাকৃত অতএব এই রাজ-রাজ্যেশ্বর ভাবকে প্রাকৃত ভাবে দেখিতে গেলেই এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণুর ধ্যান হয়। বিষ্ণুই রাজ-রাজ্যেশ্বর যেহেতু তিনি ব্যতীত আর পালন কর্ত্তা কেহ নাই। এই প্রকার প্রাকৃত ভাবের সাধন ও অজ্ঞান জনিত। অতএব জ্ঞান যোগের দ্বারা মানব গণ ঐ রাজ-রাজ্যেশ্বর বিষ্ণুর অপ্রাকৃত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরব্যোমস্থ হইয়া নারায়ণ দর্শন করেন। এই মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডে তিনটী লোক আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও শিবলোক। রজঃ সত্ত্ব ও তম এই গুণ ত্রয়ই ঐ তিনটী লোকের প্রকাশক। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অতএব

ব্রহ্মাণ্ডগণকে সমষ্টি করিলে সাধারণ একটী পালনকর্ত্তার আবশ্যক। পরব্যোম ঐ পালনকর্ত্তার ধাম। তথায় নারায়ণ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ লইয়া বিরাজ করিতেছেন। মুক্ত লোকেরা মায়াতীত হইলেই নারায়ণ দাস হইতে পারে। নারায়ণ দাস হইলেই জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হইল। মায়ার গুণ সকল অবিদ্যা-জনিত অতএব বিরজা স্নানের দ্বারা জীব জ্ঞানময় হন। এই অবস্থাটিকে বিজ্ঞান অবস্থা কহা যায়। নারায়ণ দাসত্বই জীবের অজ্ঞান নাশক বিজ্ঞান স্বরূপ অবস্থা বলিতে হইবে। এই অবস্থাই জীবের মুক্ত অবস্থা।

পূর্ব্বশ্লোকে এরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম স্বরূপ অতএব নারায়ণ দাসেরাও ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হন। ইহাতে কোন তার্কিক এরূপ কহিতে পারে যে কৃষ্ণদাসত্ব যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হয় তবে জীবের নারায়ণ দাসত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কি? সকলেই একেবারে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হউন। দেবগণ এই আশঙ্কা নিরসনার্থে বর্ত্তমান শ্লোকের দ্বারা ভগবানকে স্তব করিয়াছেন। এই শ্লোকে দেবতারা ভগবানকে ধাতা সম্বোধন করত কহিলেন যে তুমি জগতের নিয়ামক। তোমার নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ক্রমশোন্নতিই তোমার অলঙ্ঘ্য বিধি। জীব যখন স্বপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোগমন করিয়াছে তখন তাহাকে তোমার বিধির অনুগত হইয়া পুনরায় উঠিতে হইবে। বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে গেলে জীবের চেষ্টার সাফল্য হইবে না। এই জড় দেহে জীব আবদ্ধ থাকিয়া বিমল ধামের যোগ্য কিরূপে হইবে। প্রথমত অনিত্য পদার্থের প্রতি স্নেহ দূর হইবে। দ্বিতীয়ত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা স্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়া তোমাকে স্বীকার করিবে। তৃতীয়ত তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিবে। চতুর্থত তোমার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা স্বীকারের দ্বারা তোমার প্রতি অনুষ্ঠান করিবে। এই

মত ক্রমে ক্রমে যে জীবের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে তাহা তোমারই বিধি। ভগবানের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই বিধি। পরমেশ্বর কোন বিধির বাধ্য নন যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ কিন্তু বৃক্ষাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই ঐ বিধির বশবর্ত্তী। এই জন্য দেবতারা পরমেশ্বরকে ধাতা শব্দে সম্বোধন করিলেন।

পণ্ডিতেরা সাধ্য ভক্তি ও সিদ্ধভক্তি লইয়া অনেক বিবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে ভক্তির আবির্ভাব হয় তাহাই সাধ্য ভক্তি এবং সমুদয় মানবের পক্ষে সাধ্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ ভক্তি অসম্ভব যেহেতু পরমেশ্বরকে সিদ্ধ ভক্তির নিয়ামক কহিলে পক্ষপাতী কহা যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে জগদীশ্বর স্বতন্ত্র অতএব তিনি স্বীয় বিধির বাধ্য নহেন। এপ্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধ ভক্তি প্রদান করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব হইতে পারে না। কোন কোন শ্রীসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতেরা সহেতুক ও নির্হেতুক উপাধি প্রদানের দ্বারা ভক্তিকে বিভাগ করেন। নিগূঢ় বিচার করিলে এই সমুদয় তর্কের পর্য্যবসান হয়। ভক্তিই জীবের স্বভাব ও জীবের সহিত সৃষ্ট হইয়াছে। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত যখন পতিত হয় তখন নিজ স্বভাব গুপ্ত হইয়া যায়। স্বস্বভাবের প্রতি অমনোযোগ ঘটিলেই জীবের অনিত্য বিষয়েঐ ভক্তি ন্যস্ত হইয়া যায়। জীব তখন অহংকার মত্ত ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রেম করিতে থাকে। কখনো সাধুসঙ্গবশতঃ যদি ঐ পতিত জীবের জ্ঞানোদয় হয় তখন জীব স্বস্বভাব পরিত্যাগ জন্য অনুতাপ করত স্বীয় প্রেমকে সমুদয় অনিত্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্য সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরে অর্পণ করেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে ভক্তি জীবের সহিত উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান ইহাকে উৎপত্তি করিতে সক্ষম নহে। তবে জ্ঞান ইহাকে জাগ্রত করে এই মাত্র। জ্ঞান ভক্তির দাস স্বরূপ; যখন জ্ঞান ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত

থাকে তখন জ্ঞানের যথার্থ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি যদি পতিত না হইত তবে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হইতে পারিত না। স্বীয় স্বাতন্ত্রের সদ্ব্যবহার জীব জ্ঞানের দ্বারাই করিয়া থাকেন অতএব জ্ঞান ভক্তির অনুরক্ষক ও সেবক। ভক্তি সর্ব্বকালেই সিদ্ধ কিন্তু যখন ভক্তি পতিত হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে পুনরুত্থিত হয় তখন তাহাকে সাধ্য ভক্তি কহি। ফলত সিদ্ধ ও সাধ্য ভক্তির প্রকার ভেদ নহে কেবল অবস্থা ভেদ মাত্র।

যে প্রকারেই বিচার করা যায় ঈশ্বরের নিয়মই বলবান হইয়া উঠে। তরণী যোগে নদী পার হইলে যেমত নিয়মাবলম্বন হয়, কোন উপায় দ্বারা আকাশ পথে নদী উল্লঙ্ঘন করিলেও ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। উপায় সাধনপূর্ব্বক ভক্তি অবলম্বন করাকে সাধ্য ভক্তি বলি অতএব ইহাও সত্য। এবং ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি ইহাতে ইহাকে সিদ্ধ ও বলা যায়। অতএব বৈষ্ণবগণ যাহা কহিয়াছেন তাহা সমুদয়ই সত্য। বৈষ্ণব বাক্য মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং বৈষ্ণব বাক্য যতদূর বিরোধী বোধ হউক না কেন উহাতে তটস্থ বিচার করিলে বিবাদ নাই। তবে যে অজ্ঞ লোকে বৈষ্ণবগণের বিবিধ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া মতের বিরোধ থাকা প্রকাশ করেন সে কেবল অজ্ঞানতার ফল মাত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অনাদি ও অচ্যুত বিশ্বাস ও আত্ম প্রত্যয়ানুভব সম্ভূত। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবদিগের কোন শাখা ভেদ বা মতভেদ স্বীকার করা যায় না। তবে ভাষাভেদ ও চিন্তার প্রণালী ভেদ বশত কয়েকটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা যখন শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারিটী প্রমাণের দ্বারা সমস্ত তত্ত্বের বিচার করিয়া কার্য্য করেন ও মত নির্ণয় করেন তখন তাঁহাদের মতে স্বরূপ সত্যের অবস্থান স্বীকার করিতে হইবে। সাম্বন্ধিক সত্যকে তাঁহারা স্থান দান করেন না। কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা যুক্তির দ্বারা যাঁহারা আচরণ করেন তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিশেষ ভেদ

আছে। যেহেতু কেবল শাস্ত্রবাদী অথবা কেবল যুক্তিবাদী খণ্ড জ্ঞানী কহা যায় তাহার বিচার সমস্ত খণ্ড-জ্ঞান দোষে সর্ব্বদাই দূষিত থাকে।

এই সমুদায় প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক জীব যখন বিচার করেন তখন তাঁহার অনিত্য বিষয়ে প্রেম দূরীভূত হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণের সেবা অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবকে সত্ত্বগুণান্বিত করিয়া রজ ও তমগুণকে জয় করেন। এই কালেই বৈষ্ণবতায় প্রবেশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক যখন ঐ সত্ত্বকে নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা নির্ম্মল করা যায় তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেও ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী প্রভৃতি বৃহত্ত্ব উপলব্ধি হয়। এই কালেই জীবের ঈশ্বর দাস্য হইল ইহাই বলিতে হইবে। যতকাল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশ শ্রী প্রভৃতি গুণে ভূষিত ঈশ্বরকে দৃষ্টি করা যায় ততকাল নির্ম্মল সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের আস্বাদন সম্ভব হয় না। তখন ঈশ্বরের বৃহত্ত্ব ও স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব আলোচনা জীবকে সভয় করিয়া তোলে। জীব ভয়ে ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রেমের সহিত ঈশ্বরের দাস্য করিতে থাকেন। এই প্রকার সেবা করিতে করিতে জীবের উন্নতিকাল উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শ্রী বিহীন এক পরম শান্তমূর্ত্তি দ্বারা পরমেশ্বর জীবের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হন। ঐ পরম রমণীয় মূর্ত্তিই জগদীশ্বরের স্বস্বরূপ। তদ্দর্শনে জীব তন্মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। ভয় ও কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রভৃতি বৃত্তি সকল তিরোহিত হইল। পরম সখ্যের উদয় হইয়া জীব পরমেশ্বরকে স্বীয় সখা বলিয়া জানিতে পারেন। এই প্রকার সখ্যভাবে জীব কিয়দ্দিবস থাকিতে থাকিতে উন্নতির যোগ্য হন। পরে সখ্যরসেও যে ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। বাৎসল্যরূপ পরম সখ্যরসের উদয় হয়। তখন জীব

দেখেন যে পরমেশ্বর নিতান্ত আপনার। এই রসটিতে জীবের তৃপ্তি হইলে সার রসযুক্ত মধুর ভাবের উদয় হয়। তখন জীব জগদীশ্বরের নিরন্তর স্পর্শানন্দ ও অকুণ্ঠ প্রেম প্রাপ্ত হন। এই প্রেমে অনন্ত ভাব সকল থাকায় চরমত্ব সম্ভব হয় না। উন্নতি, উন্নতি মহোন্নতি এইপ্রকার ভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

কৃষ্ণবপুই এই মহাভাব পর্য্যন্ত রাগানুগা ভক্তির আলম্বন। যেহেতু কৃষ্ণস্বরূপই জগদীশ্বরের স্বরূপ। ঐ স্বরূপে ঐশ্বর্য্যরূপ বৃক্ষের আশ্রয় হইলেই নারায়ণ স্বরূপ হইয়া থাকে। অধিকারী ভেদে নারায়ণ ও জীবের উপাস্য যেহেতু তিনি পরব্যোমস্থিত পরব্রহ্ম। ঐ নারায়ণ ধামের বহির্ভাগে অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ এক ব্রহ্ম-ধাম আছে। ব্রহ্মকে যাঁহারা উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা অরসিক যেহেতু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ভাবে মুগ্ধ হইয়া পরমজ্যোতির অন্বেষণ করতঃ ঐ জ্যোতিতে পার্থিব ভাবেরই সাধনা করেন। ফলতঃ তাঁহাদের ভগবৎ সাধন হয় না সুতরাং সংসার পরিত্যাগরূপ স্বপদত্ব তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। তবে ভাগ্যবান পুরুষেরা ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া পরব্যোমধামে প্রবেশ করতঃ নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। যদিও পরমেশ্বর একমাত্র দ্বিতীয় রহিত এ বিধায় তাঁহার ধাম সকল এবং রূপ সকলের ভেদ অযুক্ত বোধ হয় তথাপি বিচার করিলে এই ধাম ও রূপ সকলের ভেদ দৃষ্ট হইবে। মানব যতই উন্নত হইতে থাকেন তাঁহার সহিত তাঁহার আত্মারাম ঈশ্বর ও কলেবর পরিবর্ত্তন করেন, ইহাই স্বরূপ সত্য। আত্মাই চিন্তামণি ধাম ঐ ধামের রূপ পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ ধামস্থ ঈশ্বরের রূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যখন অত্যুচ্চ ধামকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন

ঈশ্বর ভাবের নির্ম্মলতা হইয়া উঠে। অতএব সত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণু হইতে মহাভাবের আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের পরম অপ্রাকৃত রূপ পর্য্যন্ত চিন্তার নির্ম্মলতা হইতে পারে। যাঁহারা আত্ম প্রত্যয়রূপ অনুভবানন্দকে উপলব্ধি ও বিচার করিতে সক্ষম হন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণতত্ব অবগত হইতে পারেন। ইহাই জগদীশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এই নিয়ম অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। যাঁহারা এই নিয়মের অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা অধোগমন করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। ইহার উদাহরণ অসংখ্য। প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদ বিচার করিতে সক্ষম না হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ তত্ব সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহারা লম্পট চরিত্র হইয়া নিতান্ত অপকৃষ্টপদ প্রাপ্ত হয়। সংসার হইতে বিরাগী না হইয়াই যদি কেহ পরব্রহ্মের সাধনে প্রবর্ত্ত হয় সে কেবল বর্ণাশ্রমের ব্যাঘাৎ করিয়া ভাক্ত ব্রাহ্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মেরা নারায়ণদাস হইতে যদিও স্বভাবত হীন-পদস্থ তথাপি তাঁহারা স্বীয় অধিকারে পূজ্য হন।

দেবতারা এই সমস্ত বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ সত্ব নারায়ণবপু যদিও সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বপু নহে যেহেতু উহা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত তথাপি জগদীশ্বরের ক্রমশোন্নতি নিয়মাবলম্বন করার প্রয়োজনে নারায়ণবপু ও জগতের পূজ্য যেহেতু উহাতেই অজ্ঞান নিবর্ত্তক বিজ্ঞান সাধ্য হয়। ঐ অপূর্ব্ব নারায়ণবপুও পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রকাশ করে যেহেতু গুণ প্রকাশের দ্বারা জগদীশ্বর অনুভূত হন। নারায়ণ দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নারায়ণ স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্বগুণ ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ বই আর কিছুই নহে অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণারূঢ় হইয়া নারায়ণরূপে বিলাস করিতেছেন।১০।

উনবিংশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কৃষ্ণনাম।

যে ব্যক্তি বহুজন্মের ভক্তি সুকৃতিপ্রভাবে প্রাকৃত সুখদুঃখে উদাসীন হইয়াছেন এবং অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা সচ্চিদানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন এবং একান্ত শরণাগত, তিনিই শ্রীনামকে অপ্রাকৃত ও চিন্ময় বোধে অনন্য ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের শ্রবণ কীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুক্তপুরুষ কৃষ্ণচিন্তাপর।

গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগদুঃখসংসারবন্ধনৈঃ।
ন বাধ্যতে নরো নিত্যং বাসুদেবমনুস্মরন্॥

বেদ শাস্ত্র ও নামের শ্রেষ্ঠতা ও চিন্ময়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন "ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন মহস্তে সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি। শ্রীনাম চিন্ময় ও পরমানন্দ স্বরূপ। শ্রীনাম গ্রহণে, দেশ, কাল শৌচাশৌচ বিধি নাই। জীব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শ্রীনাম করিতে পারেন। অগ্নি অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে যেরূপ দহন করে শ্রীনাম হেলায় ও অশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইলেও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ত্ব ও চিন্ময়তাপ্রযুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির পাপ দূর করে। "যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপাৎ তরন্তি তে" ব্রহ্মপুরাণ। শ্রীনাম জড়চক্ষে অক্ষরাকৃতিতে দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হওয়ায় জীব শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্থূল শরীরে কার্য্যদ্বারা, প্রাকৃত মনবুদ্ধি দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগাদির সাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির মরীচিকাবৎ আশায় স্বীয় কর্ম্মবন্ধনে শ্রীনামে প্রীতি লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥

শ্রীনাম ও স্বয়ং ভগবান অভিন্ন। সুতরাং স্বয়ং বস্তুর সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ তাঁহার নামে আছে। নাম নামী অভিন্ন বিধায় নাম অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিন্ময় ধাম গোলোক বৃন্দাবন হইতে বিগ্রহস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পরিদৃশ্যমান জড় জগতে চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় জীবের সম্বন্ধ আছে। জীব জড় বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীনাম জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ॥ নাম উচ্চারণকারী নিজের চিন্ময় উপলব্ধি ক্রমে, নিজ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণসেবা চেষ্টা বিশিষ্ট হইলে স্থূল জিহ্বাও অধরে শ্রীনাম নৃত্য করিতে থাকেন। চিন্ময়রূপ, চিন্ময়গুণ ও অপ্রাকৃতলীলা তাঁহার স্ফুর্ত্তির বিষয় হয়।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

নাম যতই শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইবে, ততই জীব প্রাকৃত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ শূন্য হইয়া নামের অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ত্ব ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অবান্তর উদ্দেশ্য যুক্ত হইয়া ফনোগ্রাফের ন্যায় নিরন্তর নাম করিলেও নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। শুদ্ধ নাম উচ্চারিত না হইলে, হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইবে। নামাপরাধের হাত হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ নাম করিবার জন্য ও নামের অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্যই বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত, কৃষ্ণৈক শরণ, নিরপেক্ষ, শাস্ত্রবিৎ বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। গুরু স্বীয় অপ্রাকৃত ভজনবলে শিষ্যকে কৃপা করিয়া নামের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। শুদ্ধনামাশ্রয় করণাভিলাষী ভক্তগণ, অতি সাবধানের সহিত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিবেন। 'অপরাধ যুক্ত হইয়াও নিরন্তর কৃষ্ণনাম

করিলেই জীবের অপরাধ ক্ষয় হয়। শাস্ত্রোক্ত দশটী অপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। অপর উদ্দেশ্য যুক্ত কপট নামাপরাধী প্রধান হইয়া যে কীর্ত্তন হয় তাহাতে যোগ দিলেও নামাপরাধ হয়। সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান অন্তরায় নামাভাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। "কপটতা-শূন্যং শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানরহিতং যদ্ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ।" কর্ম্মীগণ বাঞ্ছিত ভুক্তি ও জ্ঞানীগণ বাঞ্ছিত মুক্তি নামাভাস হইতে হয়। সরলভাবে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে নামাভাস দূর হইয়া জীবের চরম বাঞ্ছিত কৃষ্ণ সেবার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। অখিল রসের খনি, চৈতন্যরসবিগ্রহ নিত্যমুক্ত শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীনাম, যে নাম আশ্রয় করিলে জীব পঞ্চবিধ মুক্তি অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যকে অতিতুচ্ছ জ্ঞানে মলবৎ ত্যাগ করিয়া একমাত্র পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারেন সেই শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও ও চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাকৃত সুখভোগপর বুদ্ধিরহিত, প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার লালসা ও অবান্তর উদ্দেশ্য সমূহ ত্যাগ না করিয়া অপ্রাকৃত, শুদ্ধ, সমদৃষ্টিবান, ভক্তিশাস্ত্রবিৎ পরম ভাগবতের স্নিগ্ধ চরণ তলে আশ্রয় না লইলে জীবের কৃষ্ণ সেবা লাভ হইতে পারে না। ভক্ত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী, অবান্তর উদ্দেশ্য সমন্বিত, প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট নামকীর্ত্তনকারীকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান দিলে শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হয় মাত্র। শ্রীনামকে যাহারা সাধারণ শব্দ মনে করেন এবং প্রাকৃত জ্ঞান করেন তাহারা নারকী।

ক্রমশঃ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকুঞ্জবিহারি দাসাধিকারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ তাঁহাদের সমাজের সম্পাদকত্রয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমনোৎসব ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সমাধান করিবেন বলিয়া বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই উৎসব ৪৩১ চৈতন্য প্রকটাব্দে হইবে। বর্ত্তমান বর্ষ কিন্তু ৪৩০ শ্রীচৈতন্য প্রকটাব্দ।

এবার শ্রীপাট খড়দহ গ্রামে কাশীমবাজার বৈষ্ণব সম্মিলনীর অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক তারিখে বৈষ্ণবগণ আহুত হইয়াছিলেন। তথায় নামকীর্ত্তন, গ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও নগর কীর্ত্তন হয়। শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের আলোচনা হইলেই ভক্তগণের আনন্দের বিষয় হয়।

ফরিদপুর গোহালা গ্রামের শ্রীহরিসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ৫ই কার্ত্তিক রবিবার সমাধা হইয়াছে। নাম কীর্ত্তন ভাগবত পাঠ পূজা ভোগাদি উৎসবের সকল আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র মহাশয় শ্রীহট্ট বৈষ্ণব সম্মিলনী নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। ২১শে চৈত্র তারিখে ঐ সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন তথাকার শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে হইবে। সভ্যগণের নিকট হইতে সমিতি সম্বন্ধীয় মতামত আহ্বান করা হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজী সমাজের যে কিছু অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহার দূরী করণ বা বিশুদ্ধিতাসম্পাদন সমিতির উদ্দেশ্য। শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু কথিত শুদ্ধাভক্তি পালন করিলেই এবং গৌর পার্ষদ ও শ্রীরূপানুগ ভক্তের চরিত্রের উপাদেয়তা গ্রহণ করিলে সমাজ প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব সমাজের পরমারাধ্য পতিত পাবন শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী পরমহংস মহারাজের প্রথম বার্ষিক বিরহমহোৎসব ১৯শে ২০শে ও ২১শে কার্ত্তিক শ্রীধাম নবদ্বীপ কুলিয়ায় তাঁহার সমাধি কুঞ্জে অনুষ্ঠিত হইবে। অনেক শুদ্ধ ভক্ত ইহাতে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রভু হীরালাল গোস্বামী ও উদাসীনভক্ত শ্রীযুত রাধা মাধব দাস. এবং পরম ভাগ-

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

শেষক্লেশবিশেষি পরেশাবেশসাধিনী।
যাদেব্যা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

বৈষ্ণব বংশ।

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তু সমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়া জানেন কিন্তু তাহারা ও অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ

হয় না। কনিষ্ঠাধিকার গত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরমশ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন এবং এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অভিমানকে ও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণ-জলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে অপ্রাকৃত অনুসন্ধান ফলে কনিষ্ঠ ভাগবত দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তুজ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য

করেন এবং অধিকার ভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠান সমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত বিরোধীবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠান সমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখন ও বা মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক কর্তৃক মর্দ্দিত, কখন ও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খজন কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখন ও বা আহারপানাদি মত্ত যথেচ্ছাচারীব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন।

এই সকল উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমলশ্রদ্ধের যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকে হরি বিমুখজনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্ত্যগুরু রূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাহাকে নিজ জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যমভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপ সিদ্ধি বলে। জ্ঞানীগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত

সংজ্ঞা দেন তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এই কালে তাহাঁর কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাহারা বিবাদ করেন তাহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃদ্ভাণ্ড, অপক্ক বস্তুর গ্রহণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়া গণকে উৎসাহ প্রদান, হরি সেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে মূলবস্তু ত্যাগ করিয়া খোশা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত তাহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণ গুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরিউক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায় এরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর ক্রমে বৈধ যোষিৎসঙ্গ প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি য়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান তাহা বলা যায় না। পিতামাতা উভয়

বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহ যোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয় সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্রবংশে আরোপণ সূক্ষ্ম বিচার পুষ্ট নহে।

পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃ-মাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতামাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজস্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী স্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। ইহাতে পিতৃ মাতৃ প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

আমরা জানি যে শৌক্র জন্ম ব্যতীত আচার্য্য কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব এক-জন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্যও গায়ত্রী তাহাকে সাবিত্র্য জন্ম প্রদান করেন। এই কালে আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি

অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পিতামাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বালকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্য কুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থান কালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ, আচার্য্যের গৃহকে নিজ গৃহ জানিতে পারেন। আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবা ভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুইপ্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত অবস্থান একপ্রকার ফল। অপর প্রকার নিত্য পরমার্থ বিদ্যায় অধিকার। আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তে-বাসিকে অনিত্য উপাসনা কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ কথিত পরমগোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, জড় ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট তিনি আচার্য্যের

জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ক ফল ভাগবত সদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্তজীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহৎব্রত অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরু গৃহে জন্ম শৌক্র

জন্মবিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে বংশ বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্র জন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে পরন্তু তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ তদ্রূপ বৈষ্ণব গুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্র বংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফলমাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্য পরম্পরায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে সৎসম্প্রদায় জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরু পরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা, মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থবিজড়িত সাধারণ লোকে প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক

সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে যাক্ কেবল মাত্র অনর্থ জালে আবদ্ধ হয়।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্র সমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাতে লইয়া যায় তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবের শৌক্র বংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননঃ আস্ফালন করি, আমাদের হরিসেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জীব ভক্ত্যঙ্গ সমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুত গোত্র কখনই শৌক্র গোত্র নহে সুতরাং বৈষ্ণব বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্র বংশ বুঝায় না। অচ্যুত গোত্র প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব স্ব অধিকার সমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুলপ্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও

তাহা রক্ষা করিতে সমার্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশের ও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন আবার তত্তৎবংশে অভক্ত বা অসুর গণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন কিন্তু বৈষ্ণব সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণব বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

সীমাবদ্ধ মনুষ্য বুদ্ধির অতীত যে কোন তত্ত্ব থাকিতে পারে তাহা আস্তিক ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করেন। সেই তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃত অর্থাৎ মায়িক জগতে বস্তু, তাহার নাম, তাহার গুণ ও তাহার কার্য্য প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি এবং স্বয়ং বস্তু হইতে তাহারা প্রত্যেকেই পৃথক্। কিন্তু অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তু শ্রীভগবত্তত্ত্ব, তাঁহার নাম, আকার তাঁহার গুণ ও লীলা অর্থাৎ কার্য্য হইতে ভিন্ন নহেন। প্রাকৃত ভোগপর অনুভব শক্তি লইয়া আমরা এই অলৌকিক বিষয় ধারণা করিয়া লইবার বুদ্ধি করিলে আমাদের বুদ্ধিই প্রতিহত হইয়া বিপরিত ফল প্রসব করে। চক্ষু দ্বারা সিতা শর্করাস্বাদন প্রয়াস বুদ্ধি করিলে, তত্তদাস্বাদ ত কখন লভ্য হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা চক্ষুর অনিষ্ট সাধনেরই সম্ভাবনা অপিচ সিতা শর্করা যে তজ্জন্য মিষ্টতা শূন্য ও দেহের অনিষ্ট কর এরূপ সিদ্ধান্ত ও অসত্য।

অপ্রাকৃত রসপ্রকাশ শ্রীরাসের মাদৃশ বক্তৃ ও শ্রোতৃবৃন্দ বহু শ্রবণ কীর্ত্তনের পরে ও তাঁহার অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগপর মর্ত্ত্য বুদ্ধির অনুকূল নিজ নিজ হেয় লীলা বিশেষের অভিনয়ের নৈরন্তর্য্যে ক্ষান্ত হন না। অনধিকার চর্চ্চাই ইহার নিমিত্ত; পরম করুণাময় মহামান্য আচার্য্য মনীষিবৃন্দের গভীর গবেষণাত্মক পরম উপাদেয় পরামর্শের বশবর্ত্তী না হইয়া ক্রমোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেবল মাত্র জড়ীয় প্রতিষ্ঠাদি আশা পরিতৃপ্তির ইচ্ছাই ইহার একমাত্র নিমিত্ত। শ্রীরাসাদি লীলার অনুভূতি জীবের এক মাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হইলে ও তাহা ঋষি অভীষ্ট ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া সাধিত হইবার নহে। ঋষি বলিয়াছেন "শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াথ বর্ণয়েদ্‌য." সেই ক্রম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, অপ্রাকৃত শুদ্ধ বৈষ্ণব তাত্ত্বিক গুরুসঙ্গৈক লভ্য তত্তদ্ বিষয়ক শ্রদ্ধোদয়ের পূর্ব্বে তত্তদ্বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন হৃদয়ঙ্গমাদির অভিলাষ করিলে তাহাদ্বারা কেবল মাত্র উৎপাতই উপার্জ্জিত হয়।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনামই জীবের নিখিল মঙ্গল সাধন করেন, কিন্তু সেই রস বিগ্রহ শ্রীনাম কি কেবল অভিধানের শব্দ বিশেষ মাত্র? না তাহা নহে শ্রীপাদ আচার্য্য মহোদয় বলিয়াছেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"॥

অর্থাৎ শ্রীনাম আমাদের এই জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ যোগ্য নহেন। যাবৎ আমাদের এই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় সমূহ কৃষ্ণেতর প্রাকৃত ভোগপর থাকে তাবৎ কৃষ্ণ শ্রীনামাদি উচ্চারিত হইলেও উহা সত্য সত্য শ্রীনাম নহে। বয়োধর্ম্ম প্রযুক্ত ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তি "ঘ" কে "ষ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সেই "ঘ" সত্য সত্য "ষ" নহে। সেইরূপ অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীনাম আমাদের এই জড়েন্দ্রিয় দ্বারা শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইলেও তাহা সেই গুণাদি

বাঞ্ছিত অপ্রাকৃত শ্রীনাম নহেন। আচার্য্য বলিতেছেন "সেবোন্মুখে" অর্থাৎ নিজ ভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধিমাত্রের ক্ষয় হইয়া কৃষ্ণভোগপর বুদ্ধি হইলে শ্রীনাম তখন আমাদের এই জিহ্বাদিতেই স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীব শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গ প্রভাবে তাঁহার আদর্শ আচরণে লোভ-যুক্ত হইয়া সঙ্গগুণে সেবাবুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করতঃ শুদ্ধ নামের অধিকারী হইয়া একান্ত চিত্তে শ্রীনামাশ্রয় করিলে তখন বৈষ্ণব পদ যোগ্য হয়েন, তৎপূর্ব্বে যাবৎ তিনি উক্ত শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান) রহিত অথচ কপটতা শূন্য হইয়া শ্রীভগবন্নামোচ্চারণাদিতে তৎপর তাবৎ তিনি নামাভাসী বা বৈষ্ণব প্রায়।

"কপটতা শূন্যং শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানরহিতং ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ।"

এই নামাভাস অবস্থাও বদ্ধ জীব বহু সুকৃতিবলে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাদৃশ বদ্ধ জীবের পক্ষে নামাভাস ও একান্ত প্রার্থনীয় কারণ এই নামাভাস হইতেই পুণ্য পাপরাজি ক্ষয়িত হইয়া সেবা বুদ্ধি উদিত হয় তখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণাভিন্ন রসবিগ্রহ নিত্য শুদ্ধ শ্রীনাম রূপাদি জিহ্বানয়নাদি ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং স্ফুরিত হইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ ব্রহ্মাদি বাঞ্ছিত সুবিমল কৃষ্ণ প্রেম দিয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবায় অধিকার প্রদান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ জন আচার্য্য প্রবর শ্রীপাদ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন।

"নাম সে পরম তত্ত্ব তোমার বিধান॥
সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে বৈষ্ণব বলি তারে॥
নামাভাস যার হয় সে বৈষ্ণব প্রায়।
নাম কৃপাবলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায়॥

বদ্ধজীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় ঐ "নামাভাস" সঙ্কেত, পরিহাস,

স্তোভ ও হেলা ভেদে চতুর্দ্ধা। সঙ্কেত নামাভাসের ফলে অজামিলের মঙ্গল হইয়াছিল। এমন কি যবনগণ ও "হারাম" উচ্চারণে সঙ্কেত নামাভাসী, কারণ সম্বন্ধজ্ঞান (শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান) রহিত হইলে ও নামোচ্চারণে কপটতা শূন্য। সুতরাং উহা নামাপরাধের অন্তর্গত না হইয়া নামাভাস বাচ্য, কিন্তু নাম বলে প্রতিষ্ঠা ও জীবিকাদি স্বার্থোপার্জন উদ্দেশ্য হইলে উহা কপটতাময়। সুতরাং তদ্রূপ নাম কপটতাময় অবান্তর উদ্দেশ্য পূর্ণ বলিয়া নামাভাস হইতে পারে না, শ্রীনাম দ্বারা নিজের কিছু সেবা করাইয়া লওয়া, কপটতা ধর্ম্মধ্বজিতা ও পাষণ্ডতা মাত্র। এইরূপ কপট নামাশ্রয়ী জনগণকে (বৈষ্ণব ত নহেই) নামাভাসী অর্থাৎ বৈষ্ণব প্রায় বলিয়া সম্মান দিলে ও আচার্য্য প্রভুপাদগণের অভিমত বৈষ্ণবতা ও নিরপেক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করা জনিত অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়। যবনগণ "হারাম" উচ্চারণে নামাভাস জনিত যে সৌভাগ্যের অধিকারী এইরূপ ধর্ম্মধ্বজিগণ শ্রীনাম মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও তাহাতে বঞ্চিত।

পরিহাস নামাভাসে ও জরাসন্ধর ন্যায় সংসার নিবৃত্তি হয়। কারণ উহা ও কপটতা শূন্য।

চেদীশ্বর অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কৃষ্ণ নাম করিয়া ও স্তোভ নামাভাস প্রযুক্ত উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। কারণ উহাতে ও কপটতা ও দোষ নাই।

হেলায় কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিলে ও উহা হেলা নামাভাস হেতু কার্য্যকর। কারণ উহাতে ও কাপট্যাদি দোষ নাই।

উপরি উক্ত শ্রীনামাভাস চতুষ্টয় মুক্ত্যাদি দায়ক হইলে ও শ্রীনাম বাচ্য নহেন। উহারা নামাভাস অর্থাৎ শ্রীনামপ্রায়। তদিতর কপটতাময়। অবান্তর উদ্দেশ্য পূর্ণ যে কতকগুলি নামাশ্রয়ী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর বিশেষতঃ ভাবী বৈষ্ণব বৃন্দের যে ঘোর অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে ও হইবে তাহা শ্রীগৌর পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ

বিচার করিয়া দেখুন। শ্রীভাগবত পাঠ ব্যবসায়ী, পরিগ্রাহী, অর্থ লোভী, মর্ম্মব্যবসায়ী, অসক্ত অতাত্ত্বিক তাদৃশ গুরুবর্গ, অযোগ্য অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ভেকধারী, বাউল, কর্ত্তা ভজা প্রভৃতি আপনাদিগকে শ্রীনামের আবরণে আবৃত দেখাইয়া যে নিজ নিজ হেয় ভোগপর উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহাদের কীর্ত্তিত শ্রীনাম, শাস্ত্রোদ্দিষ্ট অপ্রাকৃত শ্রীনাম ত নহেই, ঘোর কপটতা পূর্ণ বলিয়া নামাভাস ও নহে পরন্তু উহা নামাপরাধ ও ধাবগুতার এক শেষ মাত্র। আবার কালমাহাত্ম্যে এই সমূহ ধর্ম্মধ্বজির দলই জগৎ-ছাইয়া ফেলিতেছে, নির্ব্বোধ বালিশগণ এই ধর্ম্মধ্বজিগণের প্রেরণায় তদ্রূপ আচারকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাদৃশ কদাচারী কপট বৈষ্ণবগণের চরণে স্ত্রী পুত্র কন্যা ধনধান্যাদি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া বৈষ্ণব সেবা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছে। এবং বহু বোদ্ধাভিমানী জনগণ তাদৃশ কদাচারে কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মকে চরিত্রহীন ঘোর নারকীয় ধর্ম্ম ভাবিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া জন সমাজের পরম উপাদেয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিষম কটাক্ষপূর্ণ স্বাভিমত মন্তব্য প্রচার করতঃ নিজে বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করিয়া অধঃ পতিত হইতেছেন ও সাধারণ জন বৃন্দের অন্তরে তাদৃশ উৎকটাপরাধ অর্জ্জিত করাইয়া দিয়া অনন্ত কালের জন্য তাহাদের রৌরব ভোগের পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

শ্রীনামাভাসে কোন প্রকার কপটতা ও মায়াবাদাদি দোষ নাই। কেবল তাহাতে সম্বন্ধ জ্ঞানেরই অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীনামাভাসে সরলতার অভাব লক্ষিত হয় না।

নামাপরাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম সাধুনিন্দা, সাধু কাহাকে কহে? সৎশাস্ত্র সমূহে কথিত হইয়াছে যে দয়ালু, সহিষ্ণু, সম, দ্রোহশূন্যব্রত, সত্যপ্রিয়, বিশুদ্ধাত্মা, পরহিত পরায়ণ, কামনায় অক্ষুব্ধ বুদ্ধি, দান্ত, অকিঞ্চন

মৃদু, শুচি, পরিমিত ভোজী, শান্ত, অনীহ, ধৃতিমান, স্থির, কৃষ্ণৈকশরণ, অপ্রমত্ত সুগম্ভীর, বিজিত ষড়্‌গুণ, অমানী, মানদ, দক্ষ, অবঞ্চক ও জ্ঞানী পুরুষই সাধু, উপরউক্ত গুণগ্রামের মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর স্বরূপ লক্ষণ, উদিত হইলেই তৎসহ অতি অবশ্যই অপর গুলি তটস্থভাবে লক্ষণ,উপস্থিত হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রম চিহ্ন ও বেশাদি দ্বারা সাধুতা নির্ণীত হয় না। কেবল মাত্র কৃষ্ণৈক শরণ হইলেই তিনি সাধু বাচ্য হইবেন, ইহা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত। গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্যাদি সকল আশ্রমেই সাধু থাকার কোন প্রতিকূল কারণ নাই। মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক যুক্ত বৈরাগী কৃষ্ণৈক শরণ গৃহিগণ গার্হস্থ্য আশ্রমই সাধু। আশ্রম ভেদে সাধুত্বের পরিমাণ ভেদ হইতে পারে না কেবল স্বরূপ লক্ষণ কৃষ্ণৈক শরণ ইহাই সাধুত্বের পরিমাপক ও পরিচায়ক।

শ্রীভাগবত বলিতেছেনঃ—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ"। ইত্যাদি।

বর্ণ ও আশ্রম নির্ব্বিশেষে যাঁহার যে পরিমাণে শ্রীনাম পরায়ণতা অর্থাৎ কৃষ্ণৈক শরণতা আছে তিনি সেই পরিমাণে সাধু। কৃষ্ণৈক শরণ পরম দয়াল বৈষ্ণব সাধুবৃন্দ বদ্ধজীবকে কৃপা শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক পূর্ব্বক সেবোন্মুখ করতঃ শ্রীনাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন ইহাই তাঁহাদের স্বভাব সুতরাং এরূপ সাধুর নিন্দা হইলে শ্রীনামাভিন্ন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া থাকেন। ভক্তাধীন শ্রীভগবান ভক্তনিন্দায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায় নিন্দাকারীর অপরাধ অনিবার্য্য।

অসৎ সঙ্গ হইতে সাধু নিন্দা উৎপন্ন হয়। অতএব অসৎ সঙ্গই সাধু নিন্দার নিমিত্ত, সুতরাং উহা অগ্রে অতি যত্নে পরিহার্য্য। অসৎ সঙ্গ,

যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত ভেদে দ্বিবিধ। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী এবং বৈধস্ত্রীর বশীভূত অর্থাৎ স্ত্রৈণ পুরুষ এই উভয়কেই স্ত্রী সঙ্গী বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। কৃষ্ণাভক্ত অসৎ, নাস্তিক, ধর্ম্ম ধ্বজী ও মায়াবাদী ভেদে ত্রিবিধ॥ নাস্তিক গণ ঈশ্বর মানে না। সুতরাং তাহারা অসাধু শ্রেণী-ভুক্ত। ধর্ম্মধ্বজিগণের হৃদয়ে ভক্তি না থাকিলে ও নিজ নিজ ঘৃণ্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শঠতার সহিত বেশ চিহ্ন ও বাক্যাবলী রচনা দ্বারা আপনা-দিগকে সাধু পরিচয়ে পরিচিত করিতে চাহেন। সুতরাং এই কপট নারকীগণ সাধু শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। ইহারাও অসাধু শ্রেণী ভুক্ত। আর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ অর্থাৎ মায়াবাদ মতাবলম্বী শ্রীশঙ্কর স্বামীর অনুগত বৈদান্তিকগণ শ্রীভগবানের নিত্য চিৎস্বরূপ স্বীকার করে না ও শ্রীকৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তিকে মায়া দ্বারা নির্ম্মিত মনে করে এবং জীব তত্ত্বকে মায়া নির্ম্মিত বলিয়া জানে, অতএব তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী। সুতরাং সাধু শ্রেণী ভুক্ত নহে।

উত্তম অর্থাৎ মহা ভাগবতাধিকারির সর্ব্বত্র কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি নিবন্ধন তাঁহার সাধু অসাধু শত্রু মিত্র ভেদ না থাকায় তিনি বিধিমার্গের অতীত। মধ্য-মাধিকার হইতেই অপরাধ বিচার পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে শ্রীনাম গ্রহণ আরম্ভ। অতএব মধ্যম অধিকারী বৈষ্ণবই যথা যোগ্য অধিকারীর উপর যথা যোগ্য সম্মানাদি প্রদান করিতে বাধ্য। তাঁহার প্রমাদ বশতঃ সাধু নিন্দা সংঘটিত হইলে যে সাধুর নিকট তাঁহার গর্হণরূপ অপরাধ হইয়াছে অনু-তাপের সহিত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। সাধু বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত দয়ালু। নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাতে কৃপা প্রসাদ দ্বারা ক্ষমা করিবেন। তখন তাঁহার ঐ অপরাধের খণ্ডন হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরীন্দ্র নাথ সররকার, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য।

কামরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠার পর)

দামোদরদেবের সর্ব্বপ্রধান ও অন্তরঙ্গ শিষ্য ভট্টদেব লিখিয়াছেন যে দামোদরদেব শ্রীচৈতন্যপ্রভুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, (এই রহস্য কহি তাঙ্ক তত্ত্বজ্ঞান দি ওড়েষাক গৈলা।) কিন্তু দামোদর চরিত্র রচয়িতা স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকের মাহাত্ম্য অতিরঞ্জিত করিয়া ঠিক বিপরীত বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে অবশ্যই ভট্টদেবের কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইবে।

উপরিউক্ত অসমীয়া প্রমাণ সমূহ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে এই কিম্বদন্তীর মূলে কোন সত্য নিহিত থাকিলেও থাকিতে পারে।

ভট্টদেব উল্লিখিত মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকাল কোনসময়ে আরম্ভ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে তিনি ১৪৫৬ শকাব্দ হইতে ১৫০৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত (১৫৩৪-১৫৮৪ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ বলেন যে তিনি ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খৃঃ) সিংহাসনাধিরোহণ করেন। প্রথম মত ঠিক হইলে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া ভট্ট দেবের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথম মত ভ্রান্ত ও দ্বিতীয় মত ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় মত ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহার রাজত্বারম্ভের সময় যে শ্রীচৈতন্যদেব আসামে গিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অন্ত দ্বাদশ বর্ষব্যাপী তাঁহার যে প্রেম সাগরের উত্তাল বীচি বিক্ষোভের মর্ম্মস্পর্শী অবস্থা শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত আছে তাহা স্মরণ করিয়া তৎকালে তাঁহার নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কল্পনাও করিতে পারা যায় না।

যাহা হউক এবিষয়ে আসামে প্রচলিত প্রমাণ সমূহ ভক্তগণ সমীপে নিবেদন করিলাম। তাঁহারা ইহার যাথার্থ্য মীমাংসা করিয়া লইবেন।

দীনাতিদীন
শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার (এম্, এ, বি, এল)
পুরুলিয়া।

একটী পাখী।

সুদূর প্রান্তরে ঐ গাছের আড়ালে থাকি,
কে ডাকিছে উচ্চরবে সুললিত তানে।
কে যেন করুণা করি শুনায়ে প্রভুর কথা,
কি যেন অমিয় রাশি ঢেলে দিল কানে॥
কে গো তুমি কৃপাময় অধমে সদয় হয়ে,
কি বোল শুনালে অতি দয়ার্দ্র হৃদয়ে।
এরূপ যতন করি কেহত না শুনাইল,
স্মরণ করালে মোরে দিন যায় বয়ে॥
অরুণ উদয় কালে কতদিন ভ্রমিয়াছি
জনপদ হতে আসি এ নব প্রান্তরে।
তখন ত তুমি মোরে বলনি এমন করে,
এখন যেমন করে জাগালে অন্তরে॥

"ঠাকুর কৃষ্ণ দিন যায়" কিবা অমিয়ের ধার,
কে তোমায় শিখাইল এ অপূর্ব্ব গান।
অতীব আনন্দে তুমি পর উপকার তরে,
সদাই বলিছ ইহা খুলি মন প্রাণ॥

সার্থক জীবন তব পেয়েছিলে ওরে পাখি,
ধন্য তব কাকলীর সুমধুর তান।
ধন্য তব জীবে দয়া যাহার তুলনা নাই,
ধন্য তব শিক্ষাদাতা পুরুষ মহান্॥

জড়ীয় বিষয়ে মাতি রে পাখি আমরা সবে,
নাহি শুনি তোমার এ প্রাণ ভরা ডাক।
মায়া কুহকীর যত অলীক ছলনে ভুলি,
পুনঃ পুনঃ কর্ম্মচক্রে দিতেছিরে পাক॥

কৃষ্ণকথা শুনিবার সময় মোদের নাই,
সদা করি মোরা জড়কথা আলাপন।
প্রান্তরে বিটপে বসি সদাই ডাকিছ তুমি,
কেহ না শুনিছে তব মধুর নিঃস্বন॥

হরিজন কিঙ্করাধম
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধ তত্ত্ব চন্দ্রিকা।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনো বচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেবক্রিয়ায়াং প্রতিমন্ত্যথাপি হি॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা নির্গুণ অর্থাৎ— অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন এরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে গুণময় নারায়ণ রূপকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা এই আশঙ্কা দূর করিবার আশয়ে দেবগণ কহিলেন হে দেব! হে নিয়ন্তা! গুণজন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ হয় না যেহেতু তুমি গুণ জন্ম ও কর্ম্মের আধার যে প্রকাশ তাহার ও সাক্ষী। তুমি মন ও বচনের অনুমেয় মাত্র, প্রত্যক্ষ নহ। ক্রিয়া সমুদয়ে তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতীত হও, অতএব গুণের দ্বারা তোমার উপাসনা হইলেও নির্গুণ স্বরূপ তুমি গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রকাশের দ্বারা পরমেশ্বর নারায়ণ রূপ গ্রহণ করেন কিন্তু ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ ও গুণ; অতএব গুণাধার পরম পুরুষ নহে। অতএব নারায়ণের দ্বারা ও পরমেশ্বরের নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না যেহেতু নারায়ন রূপ গুণের ও সাক্ষী ভগবানকেই বলিতে হইবে। নারায়ণকে মনের দ্বারা ধ্যান ও কল্পনা করা যায় ও বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু বেদ সকল ভগবানের অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা অথবা চিন্তা অথবা ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া নারায়ণকেই প্রতিষ্ঠা ও গান

করিয়াছেন। বস্তুত ভগবানের নাম ও রূপ নাই এই জন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহার কোন নাম না পাইয়া তাঁহাকে আকর্ষক অর্থাৎ কৃষ্ণ কহিলেন। তাঁহার কোন রূপ না পাইয়া চরাচরের রক্ষকরূপ গোপাল বেশে তাঁহাকে সজ্জীভূত করিলেন। কোন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহার করে বংশী দৃষ্টি করিলেন। কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া আনন্দ প্রকাশ ময়ূরপুচ্ছ ও শান্তি বাদক নূপুর তদীয় চরণে লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন প্রকার বর্ণের দ্বারা তাঁহার রূপ ব্যাখ্যা করিতে অশক্ত হইয়া স্নিগ্ধতার প্রকাশক শ্যামবর্ণে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত রূঢ়ী ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্বস্বরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন। মন ও বাক্যের অনুমেয় যে পুরুষ তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ হয় না বরং আচ্ছাদিত হইবারই সম্ভাবনা। তাঁহার স্বরূপের প্রতি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেম জন্মে তাঁহারা তদীয় ঐশ্বর্য্যে কদাচ লুব্ধ বা আশ্চর্য্য হন না। বরং ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে স্বরূপকে দূরে জ্ঞান করিয়া ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র স্বরূপ অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য নারায়ণের রূপ ধারণ করিলে গোপীগণ বিস্ময় হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিল না; যাহাদের স্বরূপ মাধুর্য্যে প্রেম হয় তাহারা গুণজন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত যে ভগবদ্রূপ তাহাতেও আদর করেন না।

কৃষ্ণতত্ত্বই ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব যেহেতু মন ও বচনের প্রকাশিত নহে, অনুমেয় মাত্র। এই কৃষ্ণতত্ত্ব গুণ জন্ম ও কর্ম্ম-দ্বারা লক্ষিত হন না। গুণজন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণের রূপ ও নাম ও নিরূপিত হয় না। দেবকীর গর্ভে চতুর্ভুজ নারায়ণের জন্ম হয় অতএব জন্মের দ্বারা কেবল নারায়ণেরই

বাসুদেব নাম হয়, শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশকেই নারায়ণ বলা যায়, এ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ যেহেতু স্বরূপ হইতে অনুরূপ ক্ষুদ্র। নারায়ণও কৃষ্ণের অংশ হওয়ায় তাঁহাকে বস্তুত কৃষ্ণস্থ হইতে হয় এই জন্য কৃষ্ণকে বাসুদেব নাম দেওয়া যায়, নতুবা নহে! চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অতি শীঘ্রই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় প্রকাশ পায় যেহেতু চতুর্ভুজেরও পরিণাম স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়। কৃষ্ণস্থ নারায়ণই জগতে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ ঐ সমুদায় কার্য্যের দ্বারা উপাধিপ্রাপ্ত হন না। অসুর বধ প্রভৃতি কার্য্য সকলের দ্বারা কৃষ্ণের যত নাম করণ হইয়াছে ঐ সমুদয় নাম নারায়ণের প্রাপ্য। অতএব গুণজন্ম কর্ম্ম সমুদয় নারায়ণের, কৃষ্ণের নহে। জন্মকালে ও অন্তর্দ্ধান কালে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই প্রকাশ পায় যেহেতু আবির্ভাব ও তিরোভাব নারায়ণের সম্ভবে, নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব হয় না। যেহেতু কৃষ্ণ, মন, বচন, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার প্রকাশ ভাব আছে তাহার অতীত।

এই কৃষ্ণতত্ত্বকে অদূরদর্শীগণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে গোলোক পুরী হইতে সনক সনাতন প্রভৃতির অভিশাপ ক্রমে কৃষ্ণ জগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় স্বস্বরূপে অবস্থিত হন। এই প্রকার বক্তারা ব্যাসদেবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সুন্দররূপ উপলব্ধি না করিয়া কৃষ্ণ তত্ত্বকে সাধারণে প্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরমেশ্বরের স্থান নিরূপণ ও তাঁহার শাপভয় প্রভৃতি প্রাকৃত বাক্যমাত্র। ইহাতে যে বাক্যমল আছে তাহা পরিষ্কার করত যে পুরুষ অনুভবানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ দর্শন করেন তাঁহার অমৃতত্ত্ব সম্ভব, নতুবা প্রাকৃতজ্ঞানে এই সমুদায় ব্যাখ্যা দৃষ্টি করিলে অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। "সত্যং পরং ধীমহি" এই প্রকার

বক্তা যে ব্যাসদেব তাঁহার লিখিত সাত্ত্বিক পুরাণ সমুদয়ে যে সমস্ত কথা আছে তাহা অপ্রাকৃত ভাবে পরিপূর্ণ অতএব ঐ সমস্ত হইতে যিনি প্রাকৃত ভাবকে অর্জ্জন করেন তাহার মঙ্গল কোথায়।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা এই যে কৃষ্ণলীলা কল্পিত বিবরণ মাত্র। জীবগণের আধ্যাত্মিক তাপোন্মূলন ইচ্ছায় বাদরায়ণ ঋষি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সুলভ করিবার জন্য এই কৃষ্ণলীলা কল্পনা করত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যা ও অযুক্ত। কল্পনাশক্তিও প্রাকৃত যেহেতু ইন্দ্রিয় ভাবজনিত মনই কল্পনা করে। আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুতবিশ্বাস যাহাকে অনুভব শক্তি কহা যায় তাহার সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই। মন প্রাকৃত কিন্তু অনুভব শক্তি অপ্রাকৃত। মনের দ্বারা যাহা কিছু কল্পিত হয় সকলই প্রাকৃত। অতএব কৃষ্ণলীলা যদি কল্পিত হইত তবে কি প্রকার অপ্রাকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারিত। কল্পনা দ্বারা স্বর্গ নরক ও অনেকপ্রকার লোকের চিত্রপট মানবগণের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল যাহার সহিত কখন সাক্ষাৎ করে নাই তাহার কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? ব্যাসদেব যদ্যপি প্রাকৃতবস্তু হইতে অপ্রাকৃত তত্ত্ব কল্পনা করিতেন তবে কৃষ্ণতত্ত্বও কল্পনাও প্রাকৃত হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। চতুঃ-শ্লোকী প্রাপ্তির বিবরণেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা যখন সমুদয় প্রাকৃত বস্তুতে কৃষ্ণদর্শন পাইলেন না তখন তিনি স্বীয় আত্মায় ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। ভগবানের নিকট হইতে যে অপ্রাকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন তাহাই ব্যাসের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাস দেব ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্ম প্রত্যয় অনুভূত যে জ্ঞান তাহা কদাচ প্রাকৃত কল্পনাবাচ্য হইতে পারে না এবং তল্লক্ষিত কৃষ্ণতত্ত্বও প্রাকৃত হইতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ সত্ত্য

ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, তবে যাঁহারা কৃষ্ণ লীলাকে কল্পিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রাকৃত ভাব হইতে স্বীয় জ্ঞানকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

দেবতারা এই জন্য কহিলেন যে যে ব্যক্তিরা পরমেশ্বরের গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বোধ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার নাম ও রূপের ব্যবস্থা করে তাহারা মূঢ় এবং যাঁহারা কৃষ্ণ বিবরণ কল্পিত বোধ করিয়া তদ্দ্বারা উপাসনার প্রণালী পাওয়া গিয়াছে এইরূপ বোধকরে তাহারও তদ্রূপ। যেহেতু অপ্রাকৃত ভগবান প্রাকৃত গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, মন ও বচনের সাক্ষীমাত্র তদ্গত নহেন। তাহারা তাঁহার যে কিছু নাম ও রূপ প্রদান করিবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত হইয়া উঠিবে। তাঁহার স্বরূপ নাম রূপ কহিতে পারিবে না। কেবল সম্বন্ধীয় নাম ও রূপ প্রকাশ করিবে এই মাত্র। কিন্তু তাহাতে জীবের পরম তৃপ্তি নাই। জীব যখন এই প্রকার তৃপ্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় ব্যাকুল হন তখন ক্রিয়াতে ভগবানের প্রত্যক্ষতা দৃষ্টি করেন।

শ্রীধর স্বামী ক্রিয়া শব্দের অর্থ উপাসনা কহিয়াছেন। উপাসনা শব্দেও সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে এইজন্য ক্রিয়া শব্দের অর্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃত বিভাগে মানবের মধ্যে তিনটী বস্তু আছে অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্য। দেহে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা প্রাকৃত বিষয় উপলব্ধি করে। এ জন্য জগদীশ্বরকে অতীন্দ্রিয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। মন ও ইন্দ্রিয় জনিত ভাব সকলের চালনা করিয়া থাকে অতএব উহার ও ক্রিয়া সকল প্রাকৃত। বাক্য মনকে প্রকাশ করে অতএব উহাও প্রাকৃত। দেহ মন ও বাক্য ভগবানের কিছুই জানে না। দেহ মন ও বাক্য এই তিনটী বস্তুর বিলক্ষণ যে তত্ত্ব তাহাই জীব ও তাহাকেই আত্মা কহে। ঐ আত্মার দুইটী লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ। এই জ্ঞান

ও আনন্দই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করে যেহেতু অপ্রাকৃত পদার্থই অপ্রাকৃত পদার্থকে জানিতে পারে। এই অপ্রাকৃতজীবের অপ্রাকৃত ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি তাহাই ইহার ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় এবং তদ্যোগেই জীব ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। জীব যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতদেহে আবদ্ধ আছেন তত দিবস উপাসনা ক্রিয়া ও দেহে ব্যক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা ভক্তি যোগে যখন উপাসনা করেন তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়। মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে। দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু, নৃত্য, স্তম্ভ, স্বেদ এইসকল প্রকাশ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবানকে দৃষ্টি করিতে থাকে। হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে তন্মধ্যে প্রিয় বস্তু সকল জগদীশ্বরকে দান করিয়া তৃপ্ত হয়। পদ নৃত্য করত ও সাধু প্রতিষ্ঠিত স্থান সকলে বিচরণ করত তৃপ্ত হয়। চক্ষু ভগবদ্ভাব স্মারক প্রতিমা সকল দেখিয়া তৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্যিক ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় না কিন্তু আত্মাতে যে সকল ভাবের উদয় হয় ঐ সকল ভাব দেহ যোগে স্বভাবত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের প্রতি ধাবমান হইলে দেহ মথুরার নিকটবর্ত্তী হয়। আত্মা ভগবদ্রূপ দর্শনার্থে যতই ব্যাকুল হয় তত শীঘ্রই অর্চ্চাবতারের দর্শনার্থে চক্ষু ধাবমান হয়। আত্মা স্বীয় প্রিয় বস্তু প্রেম জগদীশ্বরকে দান করিতে ব্যাকুল হইলেই হস্ত পুষ্প চন্দনাদি ও ভোগ নৈবেদ্যাদি ভগবানকে দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই সমস্ত কার্য্য অপ্রাকৃত উপাসনা ক্রিয়ার প্রকাশিকা মাত্র, মুখ্য ক্রিয়া নহে। এই প্রকার অপ্রাকৃত উপাসনা ক্রিয়ায় জীব ও ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

এই শ্লোকে কৃষ্ণলীলা যে অপ্রাকৃত ভাবে প্রত্যক্ষ ইহাই কথিত হইল। এই লীলা যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা যোগে মনের প্রত্যক্ষ

এরূপ যাহারা স্থির করেন তাঁহারা কৃষ্ণলীলার অর্থ অবগত নহেন। কৃষ্ণলীলা অনাদি অনন্ত ও স্বত প্রত্যক্ষ। ইহাই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী অতএব কোন বস্তু ইহাকে চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। ইহা অপ্রতিম। আত্ম প্রত্যয়রূপ অপ্রাকৃত বিভাগে ইহার সদ্য অবস্থিতি। ইহাকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা মন কল্পিত বিষয় বোধ করিলে অত্যন্ত অধমতা. প্রকাশ হয়। অতএব জীবের অবস্থা সকল সমাপ্তি হইলে অবস্থা রহিত এই অপ্রাকৃত বিলাস প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। যতকাল জীব নানাবিধ অবস্থায় বিচরণ করেন ততদিবস সম্বন্ধীয় সত্য স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণু অথবা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অথবা কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ অথবা পরব্যোম-স্থিত মাধবকে দৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন। অবস্থার সমাপ্তি হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। জড়দেহে জড়ীভূততা হইতে স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যতপ্রকার ভাবের উদয় হয় ঐ সকলকে অবস্থা কহা যায়। স্বরূপ দেহ প্রাপ্তির নাম অবস্থা। ১১

কৃষ্ণসেবা।

শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি বা জীব শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তি বলিয়া ত্রিশক্তি প্রধান। চিজ্জগত এবং মায়িক জগতের মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম সূত্রই তট। তথায় জীব শক্তির অবস্থিতি। তটস্থ শক্তি প্রযুক্ত জীবের স্বভাবও তটস্থ। তটস্থ স্বভাব হেতু জীব উভয় শক্তি দ্বারা বশীভূত হইবার

যোগ্য। সৌভাগ্যক্রমে যিনি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন তিনি পঙ্কিল জড় জগতে না আসিয়া কৃষ্ণ পারিষদরূপে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নিত্য সেবায় নিযুক্ত থাকেন ; আর যিনি আত্মসুখেচ্ছায় শ্রীভগবানের অপরাশক্তি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, তিনি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবদ্ধ হইলেন। জীব চিৎসূর্য্যস্বরূপ শ্রীভগবানের কিরণকণ। ভগবান্ বিভু চৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। চিৎশক্তির অল্পতা প্রযুক্ত জীব মায়াবশ যোগ্য। জীব অণুচৈতন্য হইলেও স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস সুতরাং তাহার একটী নিত্য স্বরূপ আছে। মায়াবদ্ধ হওয়ায় সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপ দুইটী উপাধি তাহাকে আচ্ছাদন করে। তন্মধ্যে লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্ম বিধায় স্থূল শরীর লিঙ্গ শরীরকে আচ্ছাদন করিয়া কার্য্য করে। স্থূল শরীর দ্বারা আবরণ প্রাপ্ত হইয়া জীব বর্ণাদি অভিমান করে।

জীব স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া নানাবিধ আপাত-সুখের আশায় সমস্ত জগত পাতি পাতি করিয়া খুজিতেছে। কখনও জ্ঞান গরিমায় শুষ্ক বৈরাগ্য আশ্রয় করতঃ ভগবানে চিৎস্বরূপ স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতেছে, কখনও জীবের দুঃখাপনোদন মানসে দাসাশ্রম সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া জড় জগতে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ

হইতেছে। স্বরূপার্থহীন, নিজ সুখপর, কৃষ্ণবিমুখ জীবকে মায়িক সত্ত্ব, রজ ও তমগুণরূপ নিগড় সমূহ দ্বারা মায়াদেবী বিপদ সঙ্কুল জগতে কর্ম্ম বন্ধন দ্বারা কখন স্বর্গ কখন নরক ভোগ করাইয়া দেবীধামে ঘুরাইতেছে।

মায়িক কারাগারে উচ্চ নীচ যোনি সমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রদ্ধাবলে সাধু বৈষ্ণব কৃপায় যখন জানিতে পারে জীব কৃষ্ণদাস, তখন পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সমগ্র সুখ-ভোগেচ্ছা সাযুজ্যাদি কৈতব তাহার নিকট অতীব তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন জীব কৃষ্ণ-সেবায় নিজের সর্ব্বেন্দ্রিয় নিযুক্ত করে, তখন তাহার জড় জগতে মায়ার প্রভু হইবার বাসনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে, তখন কৃষ্ণেতর বিষয়ে বীতস্পৃহ, নিরপেক্ষ, কৃষ্ণৈকপরায়ণ, তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরুর চরণে আশ্রয় লইয়া কৃষ্ণ-সেবার সাহায্য প্রার্থনা করে। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ সেবাপ্রার্থী জীব অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবা মানসে গুরু সমীপে উপস্থিত হন। যেস্থলে গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রাকৃত অর্থাদি আদান প্রদান প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বিষয়ের ব্যবধান সেস্থলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবার কোন কথা নাই। মূর্খ, স্বার্থপর, কৃষ্ণ সেবা প্রবৃত্তিবিহীন, বিষয়াসক্ত জীব আমরা, কৃষ্ণ সেবাকে জড় জগতের তুচ্ছ

শুভ কর্ম্মের ভিতর সাম্যবুদ্ধি করিয়া জড়াভিনিবিষ্ট; কৃষ্ণ বিমুখ কপট ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কলিপাবনাবতার পরম করুণাময় শ্রীগৌর সুন্দরের সুবিমল পথের প্রচ্ছন্ন শত্রু হইয়া শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায় স্বরূপ অনন্ত রৌরবের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি। অকিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদোদক দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবা হইবে না। যথা ভাগবতে

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই কৃষ্ণ সেবা।

যথা নারদীয় পঞ্চরাত্রে

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তি পরা ভবেৎ॥

অর্থাৎ নিজে ভোগেচ্ছু না হইয়া হরির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা যায় তাহাই কৃষ্ণ সেবা। শাস্ত্রাদিষ্ট হইলে বৈধীভক্তি। রুচি বিশিষ্ট হইলে উহাই রাগানুগা। অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতাবস্থায় নির্ব্যলীক হইয়া সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণোদ্দেশ্যে করার নামই কৃষ্ণসেবা।

জীব কৃষ্ণ সেবোন্মুখ হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাহার অনুরাগ হয় না।

যথা ভক্তিঃ পরেশানুর্ভবঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।

মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

অর্থাৎ কৃষ্ণ বিষয়ক বস্তু সমূহে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধির কল্পনা দ্বারা ত্যাগকে ফল্গু বা মিথ্যা বৈরাগ্য কহে তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সেবা হয় না। হরি সম্বন্ধি বিষয় সমূহ প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করিয়া কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণকেই সাধারণ লোক কৃষ্ণসেবা বলিয়া জানেন পরন্তু তাহা শুষ্ক বৈরাগ্য মাত্র ; কৃষ্ণ সেবা নহে। দেহী কখনও বিষয় শূন্য হইতে পারে না। কতকগুলি বিষয় হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নির্ব্বিষয়ী বলিয়া অভিমান করে মাত্র। এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্য নির্ম্মৎসর ভাগবত ধর্ম্মের উপধর্ম্ম মাত্র। ভারতের ইতিহাসে জানা যায় যে বিশ্বামিত্র, পরাশর, শিব, ব্রহ্মাদি সহস্র ২ বৎসর লোকসমাজ হইতে দূরে নির্জ্জন বনবাসে থাকিয়া অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধন ও কঠিন তপস্যার পরে সামান্যা এক একটী স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিফলশ্রম হইয়াছেন। বিষয়

সমূহে অনাসক্ত হইয়া হরি সম্বন্ধি বস্তু দ্বারা কৃষ্ণসেবা করাই প্রকৃত বৈরাগ্য যথা —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত-বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

ভগবদ্ভক্তগণ অনন্ত ঐশ্বর্য্য সমূহের ভিতর থাকিয়াও বিষয় সমূহ কৃষ্ণে নির্ব্বন্ধ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়াই বিষয়ে যেরূপ উদাসীন তদ্রূপ শুষ্ক বৈরাগ্যকে, যাহা জড়-বুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মায়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ সেবা বলিয়া জানেন— অতিতুচ্ছ বোধে মলবৎ ত্যাগ করেন। সেবোন্মুখ, অনর্থ নিবৃত্ত, কৃষ্ণসেবাপর, শুদ্ধ জীব কৃষ্ণসেবার জন্য অট্টালিকায় বাস করিয়াও নির্বিষয়ী এবং শুদ্ধভক্তিহীন শুদ্ধবৈরাগ্য প্রধান ব্যক্তি কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষতলে বাস, অনাহারে থাকিয়াও বিষয়ী।

জড় বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় বস্তু দ্বারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণে প্রবৃত্ত ও স্ত্রীপুত্রের মায়া মমতায় মুহ্যমান হইয়া বিষয়ী কপটগণের স্বার্থে প্রণোদিত মতানুগমনে শুদ্ধ ভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া মায়ার কৈঙ্কর্য্যে হরি সেবা হয় না।

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষী-কেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা অর্থাৎ অপ্রাকৃত

ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃতভাবে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই কৃষ্ণসেবা।

শ্রীকুঞ্জবিহারি দাসাধিকারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত ২৬শে মাঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত বালিয়া নামক গ্রামে একটী মহতী সভায় প্রায় দুই সহস্র শ্রোতৃবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য "শ্রীনাম" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পরমানন্দিত করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি কথার প্রচার যতই হয় ততই মঙ্গল।

শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস ঠাকুর মহাশয়ের তিরোভাব উপলক্ষে ৭ই পৌষ শুক্রবার পাবনা জেলান্তর্গত সোনাতলা গ্রামে কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছে। শ্রীবিজয়গোবিন্দ ঠাকুর মহাশয় ইহার উদ্যোগী।

নানাপ্রকার পদাশ্রিত ব্যক্তিগণ ও কতিপয় বিপ্রাদি কর্ত্তৃক ১২ই কার্ত্তিক পানিহাটীতে শ্রীমহাপ্রভুর বিজয় স্মৃতি মহোৎসব হইয়াছে। তথায় রস কীর্ত্তন সাধারণকে শুনান হইয়াছে। সুতরাং গায়ক ও শ্রোতৃবর্গ স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ। ভক্তগণ কি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন?

শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীরাধারমণের সেবায়েত শ্রীমন্মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট পরিবার শ্রীযুক্ত প্রভু রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয়ের কৃতি পুত্র শ্রীল গৌরচরণ গোস্বামী এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছি। শ্রীল গৌরচরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রিকা পত্রিকা প্রকাশ করিতেন।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ।

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ। শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির। ৭ই ফাল্গুন ৪৩০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং ——

আগামী ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে দিবসচতুষ্টয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মিলন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, নামকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। শনিবার ২৬শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে ৩৷৹ টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ পরম আনন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সম্পাদক —শ্রীনফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ। শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ। (এম্ এ,বি এল,)	সজ্জনকিঙ্কর সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায়বাহাদুর)

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীধাম প্রচারিণী সভা, শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে এবং উহার যথারীতি হিসাব সভার শ্রীপত্রিকায় ও বিবরণ পত্রে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৫৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অপরাধ—অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনন করা, অর্থাৎ কৃষ্ণেতর শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র বা স্বয়ং ঈশ্বর বুদ্ধিকরণ, জীবতত্ত্বকে ঈশ্বর বুদ্ধি করা অপরাধ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবদ্গীতায় বলিতেছেন :—

"যেপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং" ॥
"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাং" ॥

রুদ্র যামলে যথা :—

"ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনং।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ" ॥

পাদ্মে যথা :—

"বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামনা"।
"শুদ্ধপূতঃ সদাকাঙ্ক্ষঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
কামসঙ্কল্পরহিতশ্চান্তর্বাহ্য হরির্যতঃ" ॥

অন্যত্র :—

"বৈষ্ণবো নান্যবিবুধানার্চ্চয়েত্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ন গায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা ॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টমনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ" ॥

উত্তর গীতায় ঃ—

"দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোহং বর্ণাদিনাং ধনঞ্জয় ।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ " ॥

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সাপক্ষে কোটি শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত হইতে পারে, শাস্ত্রকৃদ্গণ প্রত্যেক ক্রিয়াতেই 'বিধিলিঙ্' প্রয়োগ করিয়া, অকরণে প্রত্যবায় আদেশ করিতেছেন। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আর নূতন করিয়া বিচার পূর্ব্বক স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা যায় না। তথাপি নির্লজ্জ হইয়া মহাজনবৃন্দের উদ্দেশ্য বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চিত হইলেই যখন শাখা প্রশাখাদি স্বতঃই প্রফুল্ল হয়, তখন আবার পৃথকভাবে তাহাদের প্রফুল্লতা বিধানের চেষ্টায় পৃথকভাবে জলসেকাদি কেবল পণ্ডশ্রম ও অতত্ত্বজ্ঞতা মাত্র, অবান্তর কামনা সম্পন্ন স্বার্থ-কোবিদ সম্প্রদায় ব্যূহ, কৃষ্ণেতর স্বস্ব ক্ষুদ্র কামনানুরূপ ক্ষুদ্রফলাশী হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র বুদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু অনন্যশরণ নিষ্কাম তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবমহোদয়বৃন্দ সেরূপ আচরণের অনুকরণ করিবেন কেন? এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভগবত্তত্ত্ব ভিন্ন যে অন্য কোন দ্বিতীয় ভগবত্তত্ত্ব থাকিতে পারেন না, সুচতুর বৈষ্ণবগণের তাহা সাধন ভক্তি মার্গে প্রবেশের পূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক, কেন না তাহা না করিলে পরম উপাদেয় নিরপেক্ষ ভগবত্তত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করা জনিত অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। অতএব কৃষ্ণেতর শিবাদি দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করা নিশ্চয়ই তত্ত্বাববোধের অন্তরায় স্বরূপ অপরাধ। বিষ্ণু একটী ঈশ্বর, শিব একটী ঈশ্বর এরূপ বুদ্ধি করিলে ঈশ্বর তত্ত্ব বহু হইয়া পড়েন। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব বস্তুতঃ এক, বহু নহেন, তাহাতে ঐ প্রকার দ্বৈত বুদ্ধি করা নিশ্চয়ই অপরাধ। শিবব্রহ্মাদি দেবতা মায়া দেবীর অধীন কর্ম্মচারী বিশেষ। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য

তাঁহারা ন্যস্তভার হইয়া তত্তৎকার্য্য মায়া দ্বারা সম্পাদন করিয়া কৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন। ইহাই সাধুপরম্পরাগত সৎ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত।

অন্য দেবতায় স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিরূপ অপরাধ দৈবাৎ উপস্থিত হইলে অন্তরের সহিত অনুতপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ রূপ প্রায়শ্চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক বিষ্ণু ও বৈষ্ণবৈক-সেবায় দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে, পরম কারুণিক কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করতঃ অপ্রাকৃত শ্রীনাম রস প্রদান করেন।

তৃতীয়াপরাধ গুর্ব্ববজ্ঞা। ইহ জগতে কোন কর্ম্মই উপদেষ্টার সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। ঐহিক সুখপ্রদ নানা জড় বিজ্ঞানাদি এমন কি তুচ্ছ অবস্থায় বিহারাদি ও উপদেষ্টা বা গুরুর অভাবে সংসাধিত হয় না বা হইতে পারে না। অপ্রাকৃত ঈশ্বর তত্ত্বের অববোধ ত পরের কথা।

গুরু শব্দের অর্থ শিক্ষক। যে বিষয়ে যাঁহার কৃতিত্ব আছে, অববোধ আছে তিনিই সেই বিষয়ের শিক্ষক বা গুরু হইতে পারেন, শিক্ষা দিবার উপযোগী জ্ঞানই শিক্ষা দান বা গুরুত্ব বিষয়ে কার্য্যকারী।

প্রাকৃত জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সমূহের শিক্ষা দিবার প্রাকৃত গুরুবর্গ যেরূপ সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অধিক অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বের গুরুবর্গ তদ্রূপ অধিক সংখ্যক নহেন এবং হইতে পারেন না। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে অসংখ্য প্রাণিসমন্বিত মর্ত্ত্যধামের মধ্যে বিচারশক্তিসম্পন্ন মানব জাতি অল্পতর সংখ্যক। আবার সমগ্র মানব জাতির মধ্যে অতি মেধাবী ব্যক্তির সংখ্যা অল্পতর। (যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর)। আবার মেধাবী ব্যক্তিগণের মধ্যে কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সুতরাং সর্ব্বগুণান্বিত সুচতুর কৃষ্ণ ভক্তগণ আরও অল্প।

কিন্তু কাল-প্রভাবে কলিমাহাত্ম্যে এই ভবপারের কর্ণধার, পতিত-বন্ধু শ্রীগুরুর কার্য্য যোগ্যাযোগ্য নির্ব্বিশেষে শৌক্র ব্রাহ্মণ মাত্রেই আবদ্ধ বলিয়া প্রায়শঃ লোকের ধারণা, তাঁহার পতিতোদ্ধার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার নিজের কৃষ্ণভক্তি থাকুক আর না থাকুক, কিম্বা যে গুরু কার্য্যের ভার তিনি গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে তাঁহার অধিকার থাকুক আর না থাকুক, সূত্রধারী শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হইলেই তিনি গুরু, আর শৌক্র ব্রাহ্মণ বংশেতর অন্য শৌক্র বংশোৎপন্ন মহাপুরুষ কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা, পরমার্থ বিদ্যায় পারঙ্গত হইলেও, তাহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ভগবদ্বিদ্যা লাভ করা অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা।

বর্ণ চতুষ্টয়ের শিরোভূষণ স্বরূপ ব্রাহ্মণ পদারূঢ় ভাগ্যবান সুজনগণ যে সময়ে জগৎ গুরু বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন সে সময়ে, সেই কালে শৌক্র জাতি দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হইত না। শাস্ত্রোক্ত সমূহ গুণরাজি আয়ত্ত করিলেই তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতেন ইহা প্রাচীন ইতিহাস-বিৎ সুধী শাস্ত্রবিচারকবৃন্দ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশই শাস্ত্র ও বিচার সম্মত।

শ্রীগীতায় যথা :—

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। শাস্ত্র শিরোমণি বেদশাস্ত্র মন্থনোৎপন্ন সুবিমল নবনীত সংহিতা স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে (৭ম স্ক, ১১শ অ) আদিষ্ট হইয়াছে যথা

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্"॥ ইত্যাদি
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। অর্থাৎ শম,দম, তপস্যা, যথালাভে সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা অর্থাৎ কৃষ্ণৈক-শরণতা এবং সত্য এই কয়টী গুণদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত হইবেন। পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সমুহ লক্ষণ উল্লিখিত হইল তাহা যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন ব্যক্তিভিন্ন অন্য শৌক্র কুলের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যও শূদ্র এমন কি অন্ত্যজ কুলের কোন ব্যক্তিতেও লক্ষিত হয় তাহা হইলে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। (বিধিলিঙ্ প্রয়োগ, "বিনির্দ্দিশেৎ")। বিধিলিঙ প্রয়োগ দ্বারা বিধি অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় আদিষ্ট হইয়াছে। উপরিউক্ত গুণ সমূহের মধ্যে অচ্যুতাত্মত্বই ব্রাহ্মণের স্বরূপ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণের উদয়ে অপর গুলি স্বতঃই তটস্থ ভাবে উদিত হইয়া থাকে।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে জবালা পুত্র অজ্ঞাতকুল সত্য-কামের ব্রাহ্মণবর্ণ নির্দ্দেশের অপূর্ব্ব নিরপেক্ষ বিচার ও সিদ্ধান্ত দর্শনে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে বর্ণ গুণানুগত,শৌক্রপারম্পর্য্যানুগত নহে। পরিচারিণী জবালার তনয় সত্যকাম, ব্রহ্মচারী হইয়া জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে, হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিলে, গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন গোত্রীয়' ? সত্যকাম কহিলেন 'আমি যে কোন্ গোত্রীয় তাহা আমি জানিনা, মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছেন "নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি, বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে'। অর্থাৎ হে তাত, তুমি কোন্ গোত্রোৎপন্ন তাহা আমি জানি না। কারণ যৌবনকালে আমি পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম"।

এই অস্বাভাবিক জন্ম বৃত্তান্ত, বিচারে গর্হণযোগ্য ও গ্লানিজনক হইলেও সত্যকামের এই সত্যবাদিতায় কুণ্ঠারাহিত্য দেখিয়া আচার্য্য-

প্রবর গৌতম সিদ্ধান্ত করিলেন " ন এতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি "। অর্থাৎ "গ্লানিজনক হইলেও তুমি যে আত্ম জন্ম বৃত্তান্ত যথা সত্য কীর্ত্তন করিলে তাহা অব্রাহ্মণ বলিতে সমর্থ নহে। এস্থলে সত্যের নিরপেক্ষতা রক্ষা ও সত্যবাদিতায় কুণ্ঠারাহিত্য লক্ষণ দ্বারা আচার্য্যপ্রবর গৌতম, সত্যকামের ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করিলেন। পরে বলিলেন "সমিধং সোম্য আহর উপত্বানেষ্যে, সত্যাদগা ইতি" অর্থাৎ তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তুমি ব্রহ্মচর্য্য অধিকারী, হে সৌম্য সমিধ আহরণ কর। সত্য হইতে চ্যুত হইও না"।

এইরূপ সত্যাদি গুণ রাজির মর্য্যাদা সংরক্ষক শাস্ত্রোক্ত তাবৎ সল্লক্ষণান্বিত আদর্শ চরিত্র সুতরাং ব্রাহ্মণবাচ্য মহোদয়বৃন্দ যে পতিত উদ্ধারের সম্যক্ উপযোগী তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু শাস্ত্রোক্ত ঐ সমূহ গুণ বর্জ্জিত, কেবল মাত্র কার্পাস সূত্রে বৃথা গর্ব্বিত শৌক্র জাত্যাভিমানী পরম মৎসর মূঢ় এবং দম্ভের পূর্ণাবতার গণের শাস্ত্রীয় নিরপেক্ষ বিচারে গুরুত্বে অনধিকার সত্ত্বেও আপনাদিগকে গুরু বলিয়া অভিমান ও স্থাপন করিবার কি অধিকার আছে তাহা সৎশাস্ত্র-কোবিদ সদাচার পরায়ণ, নিরপেক্ষ সুচতুর শুদ্ধ বৈষ্ণব মহোদয়বৃন্দ ও সত্যানুসন্ধিৎসু, সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষক পরম উদার সুধী মহোদয়বৃন্দ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম রক্ষণ না হয়॥"

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি তাবৎগুণ ও লক্ষণান্বিত হইয়াও যদি কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা না হন তাহা হইলে তিনিও গুরুযোগ্য নহেন। কারণ যাঁহার নিজের কৃষ্ণ তত্ত্বাববোধ নাই, তিনি কিরূপে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন পতিত জীবের অন্তর মরুপ্রান্তরে সুপেয় অপ্রাকৃত সুশীতল

মন্দাকিনী সদৃশ কৃষ্ণভক্তি তরঙ্গিণী প্রবাহিত করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব মনোরম নবঘনশ্যাম ওষধি নিচয় উৎপাদনের উপযুক্ত অত্যুর্ব্বর অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে পরিণত করিবেন? কিরূপেই বা তাঁহার দ্বারা দিব্য জ্ঞান প্রদান এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবীজের ধ্বংশীকরণ রূপ পরম রমণীয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা সাধিত হইতে পারে? সংসারমরু-প্রান্তর-বিচরণ-শ্রান্ত, ক্লান্ত, কৃষ্ণতত্ত্ব পিপাসু জীব, মায়া মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া তৃষা কণ্ঠাগত কাতর-প্রাণে ধাবিত হইতেছে। পথানভিজ্ঞ মায়াভ্রান্ত জীবান্তর কিরূপে তাহাকে সম্বিৎপূর্ণ মরূদ্যানের উদ্দেশ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইবে? যদ্বা তদ্বা উপদেশদ্বারা কিরূপেই সেই পিপাসার্ত্ত জীবের উদ্দেশ্য সফল হইবে? মায়া মরীচিকা ভ্রান্ত পিপাসু জীব একেত মোহিত; এই অবসরে তাহার নিকট হইতে অর্থ প্রতিষ্ঠাদি ভোগ রূপ সেবা উপার্জ্জন পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লওয়া, গুরুত্ব না হইয়া কি মহাপরাধ, ঘোর হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা ও শঠতার পরিচয় নহে?

পরমার্থান্বেষী জনের উপরিউক্ত শঠ হৃদয় হীন ব্যবহার নিপুণ কেবল-মাত্র ব্রহ্মসূত্রে গর্ব্বিত অতত্ত্বজ্ঞ গুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য সত্য ভবকর্ণধার কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সৎগুরু গ্রহণ করা বিধেয়। অসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার গ্রহণ করা বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়, উহা অপরাধ বাচ্য নহে। বর্ণের উচ্চতা বিচার না করিয়া কেবল মাত্র বর্ণ নির্ব্বিশেষে উপযোগীতা বিচার গুরুনির্ব্বাচন বুদ্ধিই গুরুপদাশ্রয়কল্পে প্রশংসনীয়া এবং শাস্ত্রবিচার সদাচার ও মহাজনবৃন্দের একান্ত অভিমত। শুদ্ধ বৈষ্ণববৃন্দই জগতে একমাত্র সদাচার সম্পন্ন ও প্রকৃত সাধু। এরূপ শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরম দয়াল একান্ত মঙ্গল দাতা নিরপেক্ষ শ্রীগুরুই মায়া কবলিত পতিতজীবের একমাত্র ভবপারোত্তরণাবলম্বন, তিনি নিঃস্বার্থ ও পরহিত পরায়ণ হইয়া কেবল মাত্র পতিত মোহিত জীবের পুনঃ কৃষ্ণসাম্মুখ্যের জন্যই সর্ব্বদা

সর্ব্বথা আয়াস স্বীকারে প্রস্তুত। এরূপ পরম দয়াল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুর সর্ব্বান্তঃকরণে আনুগত্য না করিয়া অসৎসঙ্গ প্রযুক্ত মোহবশে অবজ্ঞা করা যে অপরাধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম মন্ত্রদাতা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীনামমন্ত্রাভিন্ন ভক্তাধীন ভগবান্ কিরূপে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন? প্রাকৃত ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রমতে উহা শ্রীনামাপরাধ। আধারের গর্হণে ধৃত বা ধার্য্য বস্তুর স্থিতি কোথায়? উপবিষ্ট শাখার মূল ছেদনে, কালিদাসের ন্যায়, পতন ও আঘাত প্রাপ্তি অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবী।

অসৎশাস্ত্র ও অসৎসঙ্গ প্রভাবে যদি কদাচিৎ এই প্রচণ্ড অপরাধ সমুপস্থিত হয় তাহা হইলে যে সঙ্গপ্রভাবে ঐ উৎকট অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা একান্তভাবে দূরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কোটী চন্দ্র সুশীতল শ্রীগুরুচরণ ধারণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, জীবের একমাত্র মঙ্গলদাতা পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেব নিজ স্বাভাবিক কারুণ্যজনিত স্নেহবশে, অনুগত অনুতপ্ত শিষ্যের পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত শ্রীনামরস প্রদান করিবেন।

হে পরম দয়াল শ্রীরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবমহোদয়বৃন্দ! আপনাদের শ্রীচরণে আমার এই কাতর প্রার্থনা যে আপনারা অমায়ায় এই কৃপা করুন্ যেন এই উৎকট গুর্ব্বপরাধ কখন চিত্তে উদিত না হয়।

শ্রীনামেরই জয় হউক। কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীনাম যে কলি জীবের একমাত্র অবলম্ব্য যিনি কৃপা পূর্ব্বক ইহা একান্ত প্রতীত করাইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ স্বরূপ পতিতপাবন দীন দয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের সর্ব্বাগ্রে জয় হউক।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

বিরহ মহোৎসব।

উত্থান একাদশীর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণ ভক্তাধিরাজ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহাশয়ের সমাধিকুঞ্জে কুলিয়া নবদ্বীপে সমাগত হইয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বনমালি দাস ভক্তানন্দ মহাশয় এবং শ্রীযুত প্রভুপাদ হীরালাল গোস্বামী মহাশয় নিজে স্বয়ং সহযোগী বর্গের সহিত উপস্থিত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে উৎসবের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য সম্পাদনে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। অন্যান্য কতিপয় ভক্ত তাঁহাদের সাধ্যানুরূপ যত্ন দেখাইয়াছিলেন। জগতে ব্যতিরেক ভাব না থাকিলে কেবল অন্বয়ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলে সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠুতা হয় না বলিয়া শুদ্ধভক্তির বিরোধীদলের ও তাহাদের বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানাবলীরও এক্ষেত্রে অভাব ছিল না। কতিপয় ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া মহোৎসবে উদাসীন ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের শিথিল ভক্তির আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আবার কতকগুলি চক্রান্তকারী স্বীয় স্বীয় কৌশল জাল বিস্তার করিতেও ক্রটী করেন নাই। এই সকল দৌরাত্ম্য মহোৎসবের কোন অংশে কোন প্রকার ক্ষতি করিতে সমর্থ হয় নাই। মহানন্দে কয়েকদিবস সকল প্রকার শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান সহ বিরহমহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ পতিত পাবন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত মণ্ডলীর অনেকেই এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তগণের পরমানন্দ বিধান করিয়াছেন। উৎসবের কয়েক দিনই কৃষ্ণ কীর্ত্তনে ভজনস্থলী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ভক্তগণ অনেকেই পার্থিব সুখ দুঃখ কয়েক দিনের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং হরিকথার অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি করিতে

ছিলেন। সাধারণ এবং অশুদ্ধ ভক্তি মার্গাশ্রিত অনেক গুলি ব্যক্তিই উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। যাঁহারা গোপনে ভক্ত সেবায় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের ফল তাঁহারা নিজে নিজেই প্রাপ্ত হইবেন। আমরা তাহাদের কথা আলোচনা করিয়া আপনা দিগকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে তাহাঁরা যে বিপথগামী এবং শুদ্ধ ভক্তের শ্রদ্ধার পাত্র নহেন একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

সন ১৩২১ সালের

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

আয় ব্যয়ের হিসাব।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

জমা—

গতবর্ষের বাকী জমা	১৬২৸৴৭॥
বর্ত্তমান বর্ষের খুচরা প্রণামী	১১৩ ৻১৫
উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বিক্রয়	৬৯ ৻১০
সার্ব্বভৌম পরীক্ষার প্রদেয় আদায়	১০৲
দৈনিক ভোগ দরুন্ খুচরা প্রণামী	১৩০৸৹
শ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ মাণিক্যবাহাদুর	৩০০৲
শ্রীলভক্তিভৃঙ্গমহোদয়ের উইল লিখিত ভোগের বাবদ	৫০৲
শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার মহাশয়ের দরুন্ ভোগবাবদ	৪৫৲

শ্রীল ভক্তিপ্রকাশ মহোদয়ের বিরহোপলক্ষে ভোগবাবদ	১০৲
শ্রীযুত নৃসিংহপ্রসাদ অধিকারী দরুন্	২৲
শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ভিক্ষাসমষ্টি	২৯১৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদপাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ	২৪৲
" কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	২০৲
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ, এম, এ, বি, এল,	২০৲
" ললিতমোহন মৈত্র ভক্তিভূষণ	২০৲
" বিরজাপ্রসাদ দত্ত	২০৲
" মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃদ	১৫৲
" যোগীন্দ্রকুমার বসু ভক্তিপ্রদীপ বি, এ,	১২৲
" শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র	১০৲
শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী	১০৲
শ্রীযুক্ত কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহবাহাদুর	১০৲
" নফরচন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ	১০৲
" ললিতাপ্রসাদ দত্ত	১০৲
" বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী	১০৲
" বীরেশ্বর দত্ত	১০৲
" তিকিম রাধামাধব নারায়ণ দেব	১০৲
" নকুলেশ্বর রায়	৮৲
" ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮৲
" শরচ্চন্দ্র বসু	৮৲
" সীতানাথদাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ	৭৲
" অন্নদাপ্রসাদ নারায়ণ দেব ভক্তিভূষণ	৬৲

শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন	৬৲
" অমরনাথ বসু	৬৲
" গৌর গোবিন্দ বিশ্বাস	৬৲
" চারুচন্দ্র মিত্র	৬৲
" রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর ভক্তিভূষণ	৬৲
" বনমালিদাস ভক্তানন্দ	৬৲
" বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম	৬৲
" মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	৬৲
" শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল, এম, ই,	৬৲
" তস্য মাতা	৬৲
" শ্যামদাস শীল	৬৲
" সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মজুমদার এল্, এম্, এস	৬৲
" সুরেশচন্দ্র চৌধুরী।	৬৲
" হীরা লাল বিশ্বাস।	৬৲
" ক্ষীরোদ গোপাল মিত্র	৬৲
শ্রীমতী কৃষ্ণবিনোদিনী মিত্র	৫৲
শ্রীযুক্তা কৃষ্ণ রমাঙ্গিনী	৫৲
" নৃপেন্দ্রবালা চৌধুরী	৫৲
শ্রীযুক্ত অনারেবল রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুরের পরিবার	৫৲
" অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু	৫৲
" গয়ারাম ঘোষ	৫৲
" গৌরশ্যাম মহান্তি রায়সাহেব বি, এ,	৫৲
" যোগেন্দ্র কুমার ভৌমিক	৫৲
" রাইমোহন চৌধুরী	৫৲

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মজুমদার	৫৲
শ্রীমতী সরযূ বালা মিত্র	৪৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র আই, এস্ ও	৪৲
" শশীধর গুহ নিয়োগী এল, এম, এস	৪৲
" হরেন্দ্র নারায়ণ রায়	৪৲
" হেম চন্দ্র মিত্র	৪৲
শ্রীমতী গোপেশ্বরী দাসী	৩৲
" সরোজ বাসিনী ঘোষ	৩৲
শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মাইতি	৩৲
" কুমুদকান্ত ভৌমিক	৩৲
" গুরুপ্রসাদ আচার্য্য	৩৲
" পার্ব্বতী চরণ দাস	৩৲
" ললিত মোহন কর্ম্মকার	৩৲
" সারদা চন্দ্র গুপ্তচৌধুরী	৩৲
" হাজারীদাস প্রামাণিক	৩৲
" ক্ষেত্র মোহন ব্রহ্ম	৩৲
শ্রীমতী সরোজিনী বক্সী	২৸০
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সরকার	২।০
শ্রীমতী আভাবতী ঘোষ	২৲
" কাত্যায়িনী দেবী	২৲
" কুমুদিনী দাসী	২৲
" কুসুমকুমারী দেবী	২৲
" নন্দরাণী দাসী	২৲
শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দাসী	২৲

শ্রীমতী মহামায়া দাসী	২৲
,, মোক্ষদা দাসী	২৲
,, মোক্ষদা দেবী	২৲
,, রাধাপ্রিয়া দাসী	২৲
,, সরোজকুমারী বসু	ঐ
,, সুরাজ বালা দাসী	ঐ
,, হেমাঙ্গিনী দত্ত	ঐ
শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ বসুর মাতা	ঐ
,, বিনায়ক দত্তের মাতা ও পরিবার	ঐ
,, বিশ্বেশ্বর দত্তের দ্বিতীয় কন্যা	ঐ
,, সীতানাথ ঘোষের মাতা	ঐ
,, সৌম্যেন্দ্র নাথ দত্তের মাতা	ঐ
,, অনন্তকুমার দাস পোদ্দার	ঐ
,, করুণাকৃষ্ণ চৌধুরী	ঐ
,, কিশোরী লাল সরকার ভক্তিভূষণ এম্ এ বি এল	ঐ
,, কুঞ্জবিহারী দে বি এল	ঐ
,, কুঞ্জবিহারী পাইন	ঐ
,, গদাধর সাউ	ঐ
,, গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য	ঐ
,, গোলোক নাথ নায়ক	ঐ
,, চারু চন্দ্র হালদার	ঐ
,, চৌধুরী ব্রজেন্দ্র নন্দন দাস মহাপাত্র	ঐ
,, জনার্দ্দন ঘোষ	ঐ
,, জানকী নাথ মজুমদার	ঐ

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরী বি, এল	২৲
" তারিণী চরণ সমাজদার	ঐ
" ত্রৈলোক্য নাথ রায় ভক্তি সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য	ঐ
" দেবেন্দ্র নাথ দাস	ঐ
" নিশিকান্ত মৌলিক	ঐ
" পুলিন বিহারী মিত্র	ঐ
" প্রভাস চন্দ্র দত্ত এল এম ই	ঐ
" প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ	ঐ
" ভীম মাইতি	ঐ
" ভুজঙ্গ ভূষণ মিত্র	ঐ
" মধুসূদন দাস	ঐ
" মণীন্দ্র নাথ দত্ত	ঐ
" মণীন্দ্র নাথ দালাল	ঐ
" যদুনাথ বিশ্বাস	ঐ
" রজনী কান্ত বসু	ঐ
" রবীন্দ্র নাথ দত্ত	ঐ
" রাধানাথ ঘোষ	ঐ
" রাধাবল্লভ সাহা	ঐ
" রাধিকা প্রসাদ শেঠ	ঐ
" রাস বিহারী সাহা	ঐ
" ললিত লাল ভক্তিবিলাস	ঐ
" লোকনাথ দাস	ঐ
" বিজয় কৃষ্ণ গুপ্ত	ঐ
" বিষ্ণুদাস কর অধিকারী	ঐ

শ্রীযুক্ত	বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ	২৲
,,	সখীচরণ রায়	ঐ
,,	সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
,,	সূর্য্যকান্ত বসু	ঐ
,,	হরকালী সরকার	ঐ
,,	হীরালাল গোস্বামী	ঐ
,,	জনৈক ঘৃত বিক্রেতা	ঐ
,,	গদাধর মহান্তি	১॥০
,,	তারিণীচরণ হালদার	১॥০
শ্রীযুক্তা	প্রসন্নময়ী	১৷০
,,	উষাঙ্গিনী সরকার	১৲
,,	কিরণশশী	ঐ
,,	কুসুমকুমারী বসু	ঐ
,,	কুসুমকুমারী দাসী	ঐ
,,	গঙ্গামণি রায় চৌধুরাণী	ঐ
,,	গৌরদাসী	ঐ
,,	পটলীর মাতা	ঐ
,,	প্রিয়তমা বসু	ঐ
,,	নতি	ঐ
,,	মনোমোহিনী ঘোষ	ঐ
,,	মাতঙ্গিনী মিত্র	ঐ
,,	মৃণালিনী দেবী	ঐ
,,	লতিকা দাসী	ঐ
,,	বিমোহিনী মিত্র	ঐ

শ্রীযুক্তা সরসী বালা দাসী	১৲
,, সরোজিনী দাসী	ঐ
,, স্বর্ণলতা	ঐ
শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষের পরিবার	ঐ
,, অরবিন্দ দত্তের মাতা	ঐ
,, চারুচন্দ্র মিত্রের খুড়িমাতা	ঐ
,, নিবারণ চন্দ্র মিত্রের মাতা	ঐ
,, হরিনাথ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী	ঐ
,, অন্নদারেণু কুণ্ডু	ঐ
,, অমরেন্দ্র নাথ সোম	ঐ
,, অযোধ্যা নাথ রায়	ঐ
,, অবলা কান্ত বসু	ঐ
,, অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
,, অভিরাম দাস অধিকারী	ঐ
,, অবিনাশ চন্দ্র খাঁ	ঐ
,, অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ	ঐ
,, আনন্দ সাতরা	ঐ
,, ইন্দুভূষণ রায়	ঐ
,, ইন্দ্রকুমার সান্ন্যাল	ঐ
,, উপেন্দ্র নাথ সরকার	ঐ
,, উমাচরণ বিশ্বাস	ঐ
,, উমাপ্রসাদ মিশ্র	ঐ
,, একাদশী সাউ	ঐ

শ্রীযুক্ত	কালাচাঁদ মণ্ডল	১৲
,,	কালাচাঁদ মান্না	১৲
,,	কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	কুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী	১৲
,,	কুড়ান চন্দ্র পাত্র	১৲
,,	কৃষ্ণবিনোদ রায়	১৲
,,	কেদার নাথ গুহ কবিরাজ	১৲
,,	কেদার নাথ রায়	১৲
,,	কেদার নাথ সিকদার	১৲
,,	কেশব চন্দ্র গুপ্ত	১৲
,,	কেশব লাল সাহা	১৲
,,	গঙ্গানারায়ণ ঘোষাল	১৲
,,	গোপালচন্দ্র দাস	১৲
,,	গোপীনাথ সাউ	১৲
,,	গোষ্ঠবিহারী দে	১৲
,,	জগমোহন দাস	১৲
,,	যজ্ঞেশ্বর রায়	১৲
,,	তারকনাথ মণ্ডল	১৲
,,	ত্রিলোচন রায়	১৲
,,	দয়ানন্দ দাস	১৲
,,	দিনু মাইতি	১৲
,,	দিগেন্দ্র নাথ দাস	১৲
,,	দুর্গাচরণ মণ্ডল	১৲
,,	দেবেন্দ্র নাথ গুহ	১৲

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্র নাথ সাহা	১৲
,,	নটবর মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	নটবর হেস	১৲
,,	নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	নিত্যানন্দ দাস ধাওয়া	১৲
,,	নিত্যানন্দ মাইতি	১৲
,,	নিবারণ চন্দ্র দত্ত	১৲
,,	নীলাম্বর রাহা	১৲
,,	নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়	১৲
,,	নৃসিংহচরণ অধিকারী	১৲
,,	পঞ্চানন জোয়ারদার	১৲
,,	পঞ্চানন দাস	১৲
,,	পঞ্চানন সমাদ্দার	১৲
,,	পবন মণ্ডল	১৲
,,	পীতাম্বর দাস	১৲
,,	পূর্ণচন্দ্র দত্ত	১৲
,,	প্রতাপ চন্দ্র সাহা	১৲
,,	প্রমথ নাথ ঘোষ	১৲
,,	প্রমোদ গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
,,	ভাগবত পাত্র	১৲
,,	ভূষণ চন্দ্র দাস এম্, এ	১৲
,,	মতিলাল নন্দী	১৲
,,	মতিলাল মজুমদার	১৲
,,	মথুরা নাথ সরকার	১৲

শ্রীযুক্ত মধুসূদন চৌধুরী	১৲
" মহেন্দ্র নাথ দত্ত	ঐ
" মহেন্দ্র নাথ সাহা	ঐ
" মাধব চন্দ্র সাহা	ঐ
" মাণিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ
" মুক্তারাম ঘোষ	ঐ
" মুচিরাম পাত্র	ঐ
" মোহিনী মোহন জ্যোতিঃশাস্ত্রী	ঐ
" যোগীন্দ্র নাথ দাস	ঐ
" যতীন্দ্র নাথ সাহু	ঐ
" যতীন্দ্র নাথ হালদার	ঐ
" যতীন্দ্র লাল অধিকারী	ঐ
" রঘুনাথ পাল	ঐ
" রজনীকান্ত মণ্ডল	ঐ
" রজনীকান্ত সাহা	ঐ
" রসিক লাল বিশ্বাস	ঐ
" রসিক লাল সিকদার	ঐ
" রাজেন্দ্র নাথ কুণ্ডু	ঐ
" রাজেন্দ্র নাথ দাঁ	ঐ
" রাজেশ্বর সাহা	ঐ
" রাধা কৃষ্ণ সাউ	ঐ
" রাধা জীবন নাথ	ঐ
" রাধা নাথ পাত্র	ঐ
" রাধা নাথ পোদ্দার	ঐ

শ্রীযুক্ত রাম কৃষ্ণ দাস অধিকারী	১৲
,, রামেন্দ্র নাথ বসু	১৲
,, রূপানুগ দাস অধিকারী	১৲
,, ললিত গোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
,, ললিত মোহন সাহা	১৲
,, লাল বিহারী বণিক	১৲
,, লোক নাথ সাহা	১৲
,, বঙ্গচন্দ্র কর্ম্মকার	১৲
,, বলাইচন্দ্র দাস	১৲
,, বিনোদগোপাল দাস মহাপাত্র	১৲
,, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়	১৲
,, বিপিন বিহারী বসু	১৲
,, বিপিন বিহারী দাস	১৲
,, বিপিন বিহারী পোদ্দার	১৲
,, বিপিন বিহারী সমাজদার	১৲
,, বিহারী লাল বসু	১৲
,, বৈকুণ্ঠ নাথ প্রামাণিক	১৲
,, বৈদ্যনাথ সাহা	১৲
,, ব্রজমোহন দাস	১৲
,, ভগীরথ সেন	১৲
,, ভিখারীচরণ দাস	১৲
,, শরচ্চন্দ্র দে	১৲
,, শরচ্চন্দ্র দেব	১৲
,, শরচ্চন্দ্র রায়	১৲

শ্রীযুক্ত	শশীভূষণ রায়	১৲
,,	শশীভূষণ সাহু	১৲
,,	শশীমোহন গোস্বামী	১৲
,,	শিবপ্রসাদ দাস	১৲
,,	শিবপ্রসাদ সাউ	১৲
,,	শীতলানন্দ সরকার	১৲
,,	শ্রীধর সাউ	১৲
,,	শ্রীনাথ দত্ত	১৲
,,	শ্রীপতিচরণ রায়	১৲
,,	শ্রীপতি সামন্ত	১৲
,,	সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
,,	সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,,	সতীশচন্দ্র বসু	১৲
,,	সনাতন দাস সরদার	১৲
,,	সরসীচন্দ্র দাস	১৲
,,	সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ	১৲
,,	সুরেন্দ্র নাথ দে	১৲
,,	সৌম্যেন্দ্র নাথ দত্ত	১৲
,,	হরলাল সাহা	১৲
,,	শ্রীহরিচরণ দাস সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য	১৲
,,	হরিনাথ দেব	১৲
,,	হরিপদ গুপ্ত কবিচন্দ্র কবিরাজ	১৲
,,	হরিপ্রিয়া বসু	১৲
,,	হারাধন সরকার	১৲

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, হেমচন্দ্র সরকার এম, এ,	১৲
,, হীরালাল ঘোষ	১৲
,, হীরালাল মুখোপাধ্যায়	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন দাস	১৲
বিষ্ণুপ্রিয়া উৎসবে	৩৲
মোট জমা	১৭৯৯৵১২৷৷০

খরচ——

মেরাফ ও নহবদখানা ইত্যাদিতে	৬৬৵৫
বাসন ও অলঙ্কারে	৯৸৴১০
গানকীর্ত্তন ও নহবদাদিতে	৮৬৲
ভোগরাগাদিতে	৩৫৪৸০
আলোক সজ্জা, পারিশ্রমিক ও অন্যান্যব্যয়	৭৫।৴০
অধ্যাপক সম্মান, ডাক ও মুদ্রাঙ্কণাদিতে	৩৯।৴১০
এমারত সংস্কারে	১১৵৫
বিষ্ণুপ্রিয়া উৎসবে	৪৴৭৷৷
শ্রীমূর্ত্তিদিগের দৈনিক সেবায়	৪৮৮৴৭৷৷০
শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকায়	৩৯১।৵০
এমারত সংস্কার ও বৃদ্ধিকল্পে	১৫০৲
মজুত	১২২৷৷৴৭৷৷০
	১৭৯৯৵১২৷৷

শ্রীবরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমণি মাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ হিসাবরক্ষক।

শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ।

শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম।

আয় ব্যয় পরীক্ষকদ্বয়।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কার্য্যাধ্যক্ষ।

সার্ব্বভৌমোপাধি পরীক্ষার ফল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

উত্তীর্ণ আচার্য্যগণের তালিকা।

সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

মধ্যম বিভাগ।

শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী। বিনোদগর, যশোহর।

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস কর অধিকারী। টুটপাড়া, খুলনা।

সাধারণ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। কালীঘাট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী। বানরীপাড়া, বরিশাল।

গর্ভস্তোত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুস্মচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে।১২

গুণ জন্ম কর্ম্মের দ্বারা যে সকল নাম ও রূপ নিরূপিত হয় তাহা নারায়ণ উদ্দেশেই হইয়া থাকে, কৃষ্ণ উদ্দেশে হয় না এরূপ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যক্ত হওয়ায় ঐ সমস্ত নাম ও রূপকে অনেকেই অগ্রাহ্য করিতে পারে এইজন্য দেবগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল যাঁহারা শ্রবণ, উচ্চারণ ও চিন্তন করিতে করিতে ও অন্যকে স্মরণ করাইতে করাইতে তোমার চরণারবিন্দে উপাসনা যোগে আবিষ্ট চিত্ত হন, তাঁহাদের সংসারের সংকল্প থাকে না।

উপাসনা যদিও আত্মারই ক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিত আছে তথাপি জীব যত দিবস দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন তত দিবস দেহ ও মন ও উপাসনার সহকারী হয়। দেহে শ্রবণ কীর্ত্তন ও মনে চিন্তন ও নিদিধ্যাসন এই দুই প্রকার উপাসনাও প্রসিদ্ধ। যদিও দেহ যোগ জীবের পক্ষে বাস্তবিক কারাবাস তথাপি এই অবস্থাকে সাধক সুব্যবহার করিবেন। ইন্দ্রিয় সকল যদিও বিষয় উদ্দেশেই প্রদত্ত হইয়াছে তথাপি জীব নিজ স্বভাব পরিচালনায় তদ্দ্বারা ভগবৎ সাধন করিয়া লইবেন। শ্রবণ কীর্ত্তনই দেহী দিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি যেহেতু শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা দেহের চরিতার্থতা সাধন হয়। কোটি চান্দ্রায়ণও জীবকে ততদূর

শুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে না যে প্রকার হরিকথা শ্রবণও কীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকে। পূজা ও নৈবেদ্যাদি জীবের ততদূর প্রয়োজনীয় বোধ হয় না যতদূর হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। বহুবিধ উপাচারের সহিত কোন বিপ্র পরমেশ্বরের সাধনা করিলেও ঈশ্বরের ততদূর প্রসাদ সম্ভব হয় না, যতদূর ভক্তি সহকারে কোন চণ্ডাল হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যত প্রকার সাধন প্রণালী জগতে দৃষ্ট হয় সমুদয় অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের অবধি নাই।

দেহ যোগে শ্রবণ কীর্ত্তন, মনের দ্বারা ধ্যান ও আত্মায় ভক্তিরসের চালনা ইহাই জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান নারায়ণেরই হইয়া থাকে যেহেতু নাম ও রূপ সমুমায় নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণের নহে। অনুভব প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের সাধন। অতএব দেহী যৎকালে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহার আত্মা যদি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আবিষ্ট হয় তবে ঐ দেহীর অধোগতি কখনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ ক্রমশ উর্দ্ধগতি হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ চরণ কল্প বৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতা শ্রবণ, কীর্ত্তন জলসেচনের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ক্রমে বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের পদে কল্পতরু প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রেম ফল ফলিতে থাকে। যত দিবস জীব দেহী থাকেন তত দিবস শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচনের দ্বারা ঐ লতাকে পুষ্ট করিবেন। ১২

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোপনীত স্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গান্দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥ ১৩॥

হে হরে! পরমভাগ্য যে এই ধরণী তোমার চরণভূতা তোমার জন্মমাত্রে ইহার ভার অপনীত হইল। আমাদের পরম ভাগ্য অস্থ

তোমার সুশোভন চরণের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে তোমা কর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব।

প্রথমে ধরণী চরণ ও জন্ম এই তিনটী প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোন প্রকার সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত নাই কেবল স্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। তবে যে প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় সে কেবল বাক্যের মলদোষ মাত্র। শ্লোকের ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট ও নিগূঢ়। ভগবানের জন্ম নাই। জীবের অপ্রাকৃত বিভাগে ভগবানের আবির্ভাব মাত্র স্বীকার করা যায়। ধরণীশব্দে এস্থলে পৃথিবীস্থ জীব সমুদয়কে বুঝায়। নিত্যতত্ত্বের আবিষ্কারই কৃষ্ণজন্ম। কৃষ্ণ যখন জীবের আত্মায় পাদ শব্দে আশ্রয় প্রদান করেন তখন আত্মার ভার অপনীত হয়। ইহাই ভগবানের ঈশিতা। আত্মার ভার কি? জীব যৎকালে ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্রের অসদ্ব্যবহার করত ভোগেচ্ছাকে গ্রহণ করে, তখনই মায়া তাহার গলগ্রহ হইয়া ভার স্বরূপ হইয়া উঠে। মায়া-গুণই জীবের যথার্থ ভার। ঐ ভারের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে আত্ম তত্ত্বরূপ ঔষধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতেও ভার উত্তমরূপ যায় না। যতক্ষণ কৃষ্ণতত্ত্বরূপ মহৌষধি না প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইতে পারে না। আত্ম প্রত্যয়রূপ চক্ষের দ্বারা যখন কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হয় তখন ভগবানের কৃপায় ঐ দুঃসহ ভার একেবারে বিগত হইয়া যায়। জীবের আত্মায় কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ দৃষ্টি করিয়া সমুদয় দেবগণ জীবকে ধন্য কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদ স্পর্শ দ্বারা জীবের আর কোন প্রকার দুঃখ রহিল না। যখন ভগবদ্বিষয়ে স্বরূপ সত্য প্রকাশিত হইল তখন জীবের আর দুঃখ কি? জীব যথার্থই চরিতার্থ হইলেন। ভগ-বানের পাদপদ্ম জীবের আত্মায় প্রদত্ত হওয়ায় ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ এই তিনটী

আশ্চর্য্য অঙ্ক দৃষ্ট হইল। স্বরূপ সত্য সমুদায় সম্বন্ধীয় সত্যকে জয় করে অতএব ভগবানের আশ্রয়ে সমস্ত জয় হয়। ধ্বজ জয়ের চিহ্ন। কাঠিন্য প্রকাশ করিবার জন্য বজ্রের চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ভগবানের স্বরূপ সত্যের আশ্রয় করিলে তাহা হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব অটল কৃষ্ণ পাদাশ্রিত ব্যক্তির সত্য হইতে পাদ স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই। কৃষ্ণতত্ত্বাশ্রিত ব্যক্তি স্বরূপ বিধিরূপ অঙ্কুশ প্রাপ্ত হয়েন অতএব বিপথ গতি তাহার পক্ষে অসম্ভব। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত জীব ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ অঙ্কিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন। অতএব জগতের মধ্যে তিনিই ধন্য। জীব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে সুরলোক ও ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সুরলোকস্থিত দেবতারাও জীব, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বলে তাঁহারা ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতা পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন ভোগই অক্ষয় নহে। ঐ সকল দেবতা ভোগাবসানে নর গতি প্রাপ্ত হন। যৎকালে তাঁহারা সুরলোকে দেবত্ব ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে পৃথিবীতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ভোগক্ষয় হইবা মাত্র তাঁহারা পাইতে পারিবেন। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ভোগরূপ যে বিড়ম্বনা তাহা দূরীভূত হয়, অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের দ্বারা দেবতারাও আপনাদিগকে অনুকম্পিত বোধ করিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্বই জগতে পরমতত্ত্ব। ইহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত গুণের গন্ধও নাই। পণ্ডিত এই পরমতত্ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যত দিবস এই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয় নাই, ততদিবস পণ্ডিতেরা কল্পনা অথবা যুক্তির দ্বারা প্রাকৃত গুণের বিশুদ্ধ ভাবকে অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুদ্রোন্নতি সাধন করিতেন। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয় ততক্ষণ নক্ষত্রালোকই শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যতদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত ছিল ততদিবস মানবগণ গুণাবতার, অংশাবতার ও যুগাবতারের সাধনে কিছু

কিছু উন্নতি সাধন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব অবতার তত্ত্ব নহে। ইহাই স্বরূপ তত্ত্ব। অবতার বীজ যে পরব্যোমস্থিত নারায়ণ তিনিও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ মাত্র অতএব দেবতারা যে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া ধন্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? ১৩।

ভক্তি প্রদীপ।

বৃথায় কেন বসিয়া বসিয়া
সারাটী জীবন করিছ ক্ষয়।
বুঝিয়া না দেখ নিকট আসিছে
এদেহ ছাড়িয়ে যাবার সময়॥
ভকতি প্রদীপ জ্বালিবার তরে
এখন হইতে করহ যতন।
এখন নহিলে হবে না ত আর
বৃথা হবে তব মানব জীবন॥
কেন ওরে মন আর ব'সে থাকা
আঁধারে বা কেন বেড়াও ঘুরে।
ভকতি দীপটী উজল করিতে
যত বাধা সব রাখহ দূরে॥
আধার তোমার চিৎদেহখানি
নির্ম্মল কর ছাড়িয়ে আন।

শ্রীগুরু নিকটে তোমার তুমিত্ব—
সকল লইয়া করহ দান ॥
শ্রীগুরু তোমার করুণাসিন্ধু
দীপটী তোমায় দিবেন জ্বালিয়া ।
শ্রবণ কীর্ত্তন তেল দিয়া তুমি
রাখ তারে সদা সজীব করিয়া ॥
অপরাধ রূপ বাত্যা আসিয়া
নিবাইয়া যেন না দেয় তাহা।
অতি সযতনে রাখ সে রতনে
শ্রীগুরু নিকটে পাইলে যাহা ॥
দীপটী তোমার উজল হইলে
প্রাকৃত তমো হইবে দুর।
সেই দীপে তুমি গোবিন্দ চরণে
আরতি করিবে হয়ে ভরপূর ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাসাধম
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

বৈষ্ণব আচার।

অনন্ত চিৎকণ জীববৃন্দমধ্যে বেদনিষ্ঠ মানবগণ, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-ভেদে ত্রিবিধ। কর্ম্মীর পদ্ধতির সহিত জ্ঞানীর ও ভক্তের, জ্ঞানীর

পদ্ধতির সহিত ভক্তের ও কর্ম্মীর, এবং ভক্তের আচার পদ্ধতির সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচার পদ্ধতির সাম্য হইতে পারে না। অথচ প্রত্যেক পদ্ধতিই বৈদিক অনুশাসন সম্মত বলিয়া প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আচার পদ্ধতিকে অভ্রান্ত ও বিচার সঙ্গত বলিয়া স্থাপন ও ঘোষণা করিয়া থাকেন।

অনিরুদ্ধ ভট্ট, গোবিন্দানন্দ ভট্ট, ভীম ভট্ট ও নারায়ণ প্রভৃতি ঘোর কর্ম্মী ভট্টবৃন্দ, নিজানুগ কর্ম্মীগণের জন্য কতকগুলি পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ মায়াবাদীগণ, তদনুগ জ্ঞানমার্গীয় মায়াবাদী বৃন্দের জন্য বেদান্তের ভাষ্য বিশেষের অনুগত আচার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবং তদনুগগণ বেদান্ত বলিতে শঙ্করাচার্য্য কৃত কেবলাদ্বৈত মত মূলক ভাষ্য তাৎপর্য্য বিশিষ্ট উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রকে লক্ষ্য করেন এবং "শারীরক" ভাষ্যকে বেদান্তের একমাত্র ভাষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং এতাদৃশ ভাষ্য সমন্বিত "বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" প্রমুখ বাক্যাবলী রচনা দ্বারা মায়াবাদী জ্ঞান মার্গিগণের গন্তব্য মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আর বর্ণাশ্রম নির্ব্বিশেষোৎপন্ন শ্রীনারায়ণোপাসক ভাগবত বৃন্দের অনন্য শরণতা রক্ষার নিমিত্ত, নারদ, ব্যাস, শিব, বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, জৈমিনী, হারীত, কণ্বমন্বাদি মনীষি মহাজনবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞাসূচক যে সমূহ তত্ত্ব পদ্ধতি ও পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্ট বৈষ্ণব-বৃন্দের অবলম্বনীয় হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং নিরপেক্ষ ভাগবতবৃন্দ তদনুগত আচরণ দ্বারা অনন্যশরণ হইয়া ভগবৎ সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীনারায়ণোপাসকগণমধ্যে কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যবলম্বী শ্রীনামাশ্রয়ী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবসমর্চ্চিতং।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

এস্থলে অর্চ্চনমার্গীয় বৈষ্ণব অপেক্ষা শ্রীনামাশ্রয়ী বৈষ্ণবের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নামাশ্রয়ী বৈষ্ণবেরই নামান্তর শ্রীগৌর পদাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীনাম কীর্ত্তনকেই ভক্তি বলে, যথা—ভাগবত ষষ্ঠে

"এতাবানেব লোকেস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

এবম্ভূত শ্রীনাম কীর্ত্তন পরায়ণ ভক্ত, সাধনমার্গে দশটী অপরাধ বিচার ও পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণ করিলে অচিরে সাধ্যসার ব্রজগোপ্যানুগত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, ইহা সর্ব্ব বেদশাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন।

শ্রীনারায়ণোপাসকগণ অনন্য শরণতা নিবন্ধন, কর্ম্মিগণের ন্যায় কৃষ্ণেতর দেবতার পূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন না, করিলে নামাপরাধ রূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। কৃষ্ণৈকশরণ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের মাত্র পূজা করিবেন। কৃষ্ণ পূজিত হইলেই যখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটী দেব ও পিত্রাদি সকলই পূজিত হয়েন, তখন আবার পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের পূজার অনাবশ্যকতাই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত হইতেছে। তাঁহারা যখন কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহেন, তখন তাঁহাদের পৃথক পূজা করিলে সম্পূর্ণ অবিধি হয়।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ শ্রীগীতা।

পরন্তু উহা 'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ' এই অপরাধের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, অতএব নির্ভীক নামাশ্রয়ী বৈষ্ণব, সেবা ও নামাপরাধ সংঘটন ভব্যতা নিবন্ধন, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি তর্পণ অবশ্য বর্জ্জন

করিবেন, তাহা না করিয়া ভ্রমবশতঃ কর্ম্মিগণের ন্যায় যদি নিত্য নৈমিত্তিকাদি তথা পিতৃশ্রাদ্ধাদি তর্পণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সেবা ও নামাপরাধ বশতঃ অধঃপতিত হয়েন, এবং তত্তৎ কর্ম্মফলে তদনুরূপ লোক লাভান্তে জন্ম মরণমালা পরিধান করিয়া পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে থাকেন। দেবোপাসকগণ দেবলোক, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক, এবং হরিপূজকগণ হরিকে লাভ করেন। যথা :—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্, পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোপি মাম্॥ গীতা।

অতএব যখন কৃষ্ণেতর সেবায় কৃষ্ণেতর ফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ও অনন্ত গমনাগমন মালা মাত্র লাভ হইতেছে, তখন কৃষ্ণসেবা সুখ পরিত্যাগ করিয়া পিত্রাদি লোক লাভের জন্য কোন চতুর সদ্ভক্ত পিতৃপূজাদি কৃষ্ণেতর সেবা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় করিবেন ?

গৃহী বৈষ্ণবগণ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান সংকল্প ও পৈত্রকর্ম্মাদি করিলে অবৈধ আচারী ও বিধিলঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সংকল্পমেবচ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবো গৃহী॥ বশিষ্ঠসংহিতা।

বিষ্ণু মন্ত্রোপদিষ্টের সঙ্কল্প নাই, দান নাই, কামনা নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাগ নাই। শৌক্রজাতি নির্ব্বিশেষোৎপন্ন ব্রহ্মবিদ্যা বিশারদ সুতরাং ভক্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে পূজা করিবেন কৃষ্ণভক্তগণ শুদ্ধ পবিত্র তাঁহারা কখনও কুশ ধারণ করিবেন না, কারণ তাঁহারা কামসেবা বর্জ্জিত কৃষ্ণৈকশরণ, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণেতর দেবতার পূজা করিবেন না, প্রণাম করিবেন না, দর্শনও করিবেন না তাঁহাদের বিষয় গান করিবেন না, পরন্তু তাঁহাদের নিন্দাও করিবেন না তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবেন না তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবেন না, যাঁহারা ঐরূপ করেন তাঁহাদের

সঙ্গ যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ ঐ আচরণ সমূহ অকরণে ভক্তিবাধক নামাপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণ অতীব সতর্কতার সহিত উক্ত অবৈধ আচরণ সমূহ পরিত্যাগ করিবেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় আদেশ।

বৈষ্ণবস্য ন সঙ্কল্পো নো দানং ন চ কামশঃ।
প্রায়শ্চিত্তং চ নো যাগঃ সদ্ভূদেবাদিপূজনং॥
শুদ্ধঃ পূতিঃ সদা কার্য্যঃ কুশধারণবর্জ্জিতঃ।
বৈষ্ণবো নান্য বিবুধানর্চয়েন্তাংশ্চ নো নমেৎ।
ন পশ্যেত্তান্ ধ্যায়েচ্চ ন নিন্দেৎ ন স্মরেত্তথা॥
তেষাং ন ভক্ষেদুচ্ছিষ্টং অনন্যো নৈষ্ঠিকো মুনিঃ।
ন তজ্জনানাং দেবর্ষে সঙ্গং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ পদ্মপুরাণ।

বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্কল্প আচরণ ও কুশধারণ অবিধি যথা :—

"ন দর্ভধারণং কুর্য্যাৎ ন চ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ন কাম্যং সাত্বতো মার্গং সদ্ভূদেবাদিপূজনং॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ।

সৎ ভূদেব অর্থাৎ সত্য সত্ত্ব উত্তম ব্রহ্ম বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ পূজার বিধি আছে। ব্রাহ্মণ নারদোপদিষ্ট গায়ত্রী সম্পন্ন, এবম্ভূত ব্রহ্মগায়ত্রী অর্থাৎ বৈদিক মুখ্য তত্ত্বজ্ঞান যে কেবল শৌক্র পরম্পরাগত হইলেই তাঁহাতে নিহিত থাকিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অবিচার প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন; তত্ত্বজ্ঞাননিবন্ধন গায়ত্রীজ্ঞ ব্রাহ্মণ এ জগতে অতীব সৌভাগ্যশালী তাঁহারা বিষ্ণুজ্ঞাতা তজ্জন্য সদসদ্বিবেকশীল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণব অতএব তাঁহাদের পূজায় বিষ্ণু ভক্তি হয়। যদি তাঁহারা মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করেন, তবে তাঁহারা পতিত চণ্ডাল সদৃশ বিধায় তখন আর তাঁহারা পূজিত হইবেন না। তাঁহাদের সঙ্গ তখন অবশ্য পরিত্যজ্য। যত দিবস তাঁহারা শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ বিষ্ণুজ্ঞাতা থাকিবেন ততদিন তাঁহারা অবশ্য প্রণম্য ও পূজার্হ। পরন্তু অকরণে প্রত্যবায়। এবিষয়ে শাস্ত্রে যথা :—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনিজ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সন্তশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥
সদান্যদেবতা-ভক্তির্ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী।"
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি। শ্রীনারদীয় পুরাণ।

বৈষ্ণব কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করিবেন না এ বিষয়ে শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন।

অর্চ্চিতে দেব দেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ ॥ স্কন্দপুরাণে
বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥ স্কান্দে
যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ হরিবংশ।

শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হইলেই সকল পিতৃ ও দেবগণ পূজিত হইয়াছেন জানিতে হইবে। অতএব আবার পৃথকভাবে তাহাদের পূজার্চ্চনের আবশ্যকতা কি? এ বিষয় স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন যথা :—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥ স্কন্দ পুরাণ।

ইত্যাদি সমূহ শাস্ত্রীয় মহাজন বাক্য নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে ভক্তিমার্গে অনন্যশরণতা রক্ষার জন্য কৃষ্ণেতর পূজাদি অপরাধের অন্তর্গত এবং করণে প্রত্যবায়। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রাপ্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ কৃষ্ণেতর পূজাদি করিবেন না, ইহাই বৈষ্ণব আচার।

বৈষ্ণব কৃপাভিখারী
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রিকা

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

শ্রীপত্রিকার উক্তি ।

সাধুদিগের সন্তোষ বিধান করাই শ্রীপত্রিকার বৃত্তি। যদি সাধুগণ তুষ্ট না হন তাহা হইলে শ্রীতোষণীর সজীবতা লক্ষিত হইবে না। সাধুগণের তুষ্টি বিধান করিতে অসাধু বৃত্তি ত্যাগ করিবার প্রার্থনা সমূহে শ্রীপত্রিকা অলঙ্কৃত থাকেন। অন্যাভিলাষ দ্বারা কপটতা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা, সাধুপথ হইতে বিচ্যুত হন তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে শ্রীপত্রিকা অসমর্থা। সাধুর বেশে অনেকে সাধু বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ হরি বিমুখ বিষয়ের পুষ্টি সাধন করেন। এতাদৃশ নামধারী সাধুগণ শ্রীপত্রিকা পাঠে পরানন্দ লাভ করা দূরে থাকুক, রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী

হইয়া সাধু নিন্দারূপ নামাপরাধ সঞ্চয় করেন। প্রাকৃত গুণ সমূহকে সহায় করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র পরম সত্য বস্তু সেই সত্য বস্তুর সেবা হইতে বিমুখ হইলে জীবের অমঙ্গল হয়। যিনি নশ্বর প্রাকৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকেন, এবং মিথ্যা যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করেন তিনি সজ্জন তোষণীর বৃত্তিকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার বিচার প্রণালী ও অনুষ্ঠান সমূহ তাঁহাকে হরিবিমুখ করে। তাদৃশ ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিতে হইলে সাধুগণের তুষ্টি হয় না।

শ্রীপত্রিকা শুদ্ধভক্তি প্রচার লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের আনন্দ বিধান করেন। ভক্ত সম্প্রদায় হরিকথা শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন। কপট সম্প্রদায় হরিকথা শুনিতে ক্লেশ বোধ করেন। কপটতা ত্যাগ করা বা শুদ্ধহরি সেবায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। জগতে হরিভক্তি প্রচারিত হওয়া অপেক্ষা হরিবৈমুখ্য প্রচার হউক ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তোষণী এই শ্রেণীর নামধারী সাধুগণকে প্রশ্রয় দিতে অসমর্থা হইয়া তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইতে পারেন। তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইলেই যে শুদ্ধভক্তি প্রচারে নিরস্ত হইবেন এরূপ নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির সেবা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহারা রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কৃষ্ণাশ্রিত জনকেও তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞান করেন কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাদৃশ নহেন। শ্রীপত্রিকা মহাজনবর্গের পথের অনুগমনই পরমধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন ;—'কালঃ কলিঃ' অর্থাৎ মহাজনের পথকেও হরিবিমুখগণ বিবাদ-সঙ্কুল করেন। তাঁহাদের বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রবৃত্ত, লোক সংগ্রহের জন্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তর্পণ মূলে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগৌর সুন্দরের অপ্রকট কালের অব্যবহিত

পর হইতে আমরা একটী প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ ভাক্ত সম্প্রদায় লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামীগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন। অপরাধীগণ বিশ্বাস করেন এই যে 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' এবং 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং' শ্লোক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে কামরোগ গ্রস্ত মানব কপট শ্রদ্ধা দেখাইয়া হরিলীলা শ্রবণ বা গান করিলেই হৃদ্রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আরও বলেন যে কামাসক্ত ব্যক্তির, নামে রূপ গুণ লীলার স্ফুর্ত্তি হওয়ার পরিবর্ত্তে, নামাদিকে জড়জ্ঞান করিলেও কাম বিদূরিত হইবে। বলা বাহুল্য শ্রীনাম চিৎস্বরূপ। তাঁহাকে অচিৎ বুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞা পূর্ব্বক কৃত্রিম ভাবে কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণকে সাধন জ্ঞান করিলে উহা জড়ের ভজন হইয়া যাইবে। হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ এই শ্লোকের অমর্থ করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা এবং শ্রীরূপ-গুরুর অমর্য্যাদা করিয়া সাধন ও ভাবাবস্থাদ্বয় অস্বীকার করিলে কোনও সুফল হইবে না। "শ্রদ্ধান্বিত" শব্দকে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ সাধন ভক্তির ক্রমগুলি ত্যাগ করেন এবং জাত রতি হইবার পূর্ব্বেই জড়বুদ্ধিতে সেবা সঙ্কল্পিত হন, তাহা হইলে শ্রদ্ধান্বিত শব্দকে আচ্ছাদন করা হয়। অনুগ্রহায় শ্লোকের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া চিন্ময় সেবনোপযোগী দেহলাভের পূর্ব্বেই এই জড়লোভময় দৈহিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্ত্রহরণাদি কার্য্যে বা অষ্টকাল নিত্যসেবায় তৎপর হন তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত অন্য উপকারিতা তাঁহারা স্বয়ং বা জগৎ বোধ করিবেন না। যে অভক্তির দূষিত বীজ অতি পূর্ব্বকালে পশুমতি জীবের হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছিল সেই দূষিত বীজ ও জড়ীয় ধারণা রূপ বৃক্ষ,

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন পতিত পাবন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের মধ্যেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত ক্রমপন্থা এবং ভক্তির অবস্থাত্রয়ে নামরস ভজন দেদীপ্যমান আছে অর্থাৎ সাধনভক্তি কালে সাধক কপটতাক্রমে আপনাকে জাত রতি বা লব্ধরস মনে করেন না। ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বেই রসনামক ফল লাভ ঘটিয়াছে এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। পতিত পাবন শ্রীমৎ পরমহংস-বাবাজি মহাশয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাধন ভক্তিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে কপটতা গ্রহণ করিয়া রত্যাভাস এবং রসাভাস দোষে পতিত হইতে দেন না। যাঁহারা নির্দ্দয় হইয়া মায়াবদ্ধ জীবকে ক্রমপন্থা ছাড়িয়া নামকে রস হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া জড় রসকে সাধনাঙ্গ জ্ঞান করেন তাঁহারা শুদ্ধভক্তি উৎসাদন করেন মাত্র। 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি' শ্লোক আব-রণ করিয়া লোক বঞ্চনা রূপ কুবৃত্তি তাড়নাকে প্রবল করায় তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা আমরা সমাদর করিতে পারিলাম না। আমরা ভক্তির বাধিকা তাদৃশ বঞ্চনামূলে উদিত কৃপাকে অনুমোদন করিয়া চিৎস্বরূপ নামের নিকট অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকে নামরসের সহিত ভেদ জ্ঞান করিয়া অপ্রাকৃত নামোচ্চারণে নামরসলাভ ঘটিবে না এরূপ কুমতের সমর্থন করি না এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকু-রের প্রকাশিত ভজন প্রণালীকে কলঙ্কিত করিয়া পাপাচরণ মানসে অজাতরতি কোনও ব্যক্তিকে কৃত্রিম ভাবে রসশিক্ষা দিবার পক্ষপাতী নহি। যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নামোচ্চারণ এবং রসভজন উচ্চারণ করেন তাঁহারাই নাম ও রসে ভেদ করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রভু বলেন সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন করিবে তাহাতেই শ্রীনামে রূপ গুণ ও লীলা জীবের চিত্তে বিকাশ লাভ করিবে। মায়িক ভেদবুদ্ধিতে পৃথক্ ভাবে কৃত্রিম রূপোচ্চারণ গুণোচ্চারণ বা লীলোচ্চারণ করিবে না। করিলে নামের

সহিত রূপ গুণের ভেদ হইয়া মায়িক ধারণা হইবে এবং একান্তভাবে নামাশ্রয় না করিয়া নাম-রসকে নামের সহ ভিন্নজ্ঞানে স্বতন্ত্র রসসেবা উপদেশ দিতে বাধ্য হইবে। শ্রীভাগবত পদ্যে 'আশু' শব্দ এবং অচিরেণ শব্দ দ্বারা শ্রীগৌর কথিত সাধন ও ভাবাবস্থাদ্বয় বিনষ্ট হয় নাই। আশু এবং অচিরেণ দ্বারা ঐ অবস্থা দ্বয়েরই উপদেশ আছে। ঠাকুর মহাশয়ের কথিত "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা," এই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায় নিজের কৃত্রিম প্রেম চেষ্টাসমূহ দ্বারা অনভিজ্ঞ অভক্ত সমাজে ভক্ত বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। পারকীয় রসকথা লইয়া চেঙ্গড়ার দলে যখন উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীবপ্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণ কল্পে উপযুক্ত শাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ি শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া সম্প্রদায়ের কথা, শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না। যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণ লীলারসে মহাভাগবত উন্মত্ত হন, তখনই ব্রজবধূগণের বিক্রীড়ন সন্দেশ শ্রুত হইয়া এবং বর্ণনা করিয়া জীব হৃদ্রোগের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হন। অশ্রদ্ধায় বা অজাত রতি অবস্থায় (অসময়ে) শ্রবণ কীর্ত্তনে হৃদ্রোগ বৃদ্ধি হয়।

প্রাকৃতরস-শতদূষণী।

প্রাকৃত চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না।
জড়ীয় প্রাকৃত রস শুদ্ধভক্ত গায় না॥
প্রাকৃত রসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না।
রতি বাড়ি যেই রস তাহা গুরু দেয় না॥

নাম রস দুই বস্তু ভক্ত কভু জানে না।
নাম রসে ভেদ আছে ভক্ত কভু বলে না॥
অহং মম ভাবসত্ত্বে নাম কভু হয় না।
জড়ভাব না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥
প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণ-সেবা হয় না।
জড় বস্তু কোনও কালে অপ্রাকৃত হয় না॥
জড় সত্ত্বা বর্ত্তমানে চিৎ কভু হয় না।
জড় বস্তু চিৎ হয় ভক্তে কভু বলে না॥
জড়ীয় বিষয় ভোগ ভক্ত কভু করে না।
জড়-ভোগ কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না॥
নিজ ভোগ্য কামে ভক্ত প্রেম কভু বলে না।
রসে ডগমগ আছ শিষ্যে গুরু বলে না॥
রসে ডগমগ আমি কভু গুরু বলে না।
জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না॥
জড় রস গানে কভু শ্রেয় কেহ লভে না।
কৃষ্ণকে প্রাকৃত বলি ভক্ত কভু গায় না॥
নামকে প্রাকৃত বলি কৃষ্ণে জড় জানে না।
কৃষ্ণ নাম রসে ভেদ শুদ্ধ ভক্ত মানে না॥
নাম রসে ভেদ আছে গুরু শিক্ষা দেয় না।
রস লাভ করি শেষে সাধন ত হয় না॥
কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় না।
রস হৈতে কৃষ্ণ নাম বিলোমেতে হয় না॥
রস হইতে রতি শ্রদ্ধা কখনই হয় না॥
শ্রদ্ধা হইতে রতি ছাড়া ভাগবত গায় না।

রতি হইতে রস ছাড়া শুদ্ধ ভক্ত বলে না ॥
সাধনেতে রতি রস শুদ্ধ কভু বলে না।
ভাবকালে যে অবস্থা সাধনাগ্রে বলে না।
বৈধী শ্রদ্ধা সাধনেতে রাগানুগা হয় না।
ভাবের অঙ্কুর হ'লে বিধি আর থাকে না ॥
রাগানুগা শ্রদ্ধা মাত্রে জাতরতি হয় না।
অজাতরতিকে কভু ভাবলব্ধ বলে না ॥
রাগানুগ-সাধকেরে জাতভাব বলে না।
রাগানুগ সাধকেরে লব্ধরস বলে না ॥
রাগানুগা সাধনেতে রতি ছাড়া হয় না।
ভাবাঙ্কুর সমাগমে বৈধভক্তি থাকে না।
রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না।
রাগানুগা বলিলেই প্রাপ্তরস জানে না ॥
বিধি শোধ্য জনে কভু রাগানুগ বলে না।
সাধনের পূর্ব্বে কেহ ভাবাঙ্কুর পায় না ॥
জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে রতি কভু হয় না।
জাত ভাব না হইলে রসিক ত হয় না ॥
জড় ভাব না ছাড়িলে রসিক ত হয় না।
মূলধন রসলাভ রতি বিনা হয় না ॥
গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষমূলে পায় না।
সাধনে অনর্থ আছে রসোদয় হয় না ॥
ভাবকালে নাম গানে ছল রস হয় না।
সিদ্ধান্ত বিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না ॥
সম্বন্ধ হীনের কভু অভিধেয় হয় না।

সম্বন্ধ বিহীন জন প্রয়োজন পায় না ॥
কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত জন কৃষ্ণ সেবা করে না।
সিদ্ধান্ত অলস জন অনর্থতো ছাড়ে না ॥
জড়ে কৃষ্ণ ভ্রম করি কৃষ্ণ সেবা করে না।
কৃষ্ণ নামে ভক্ত জড়বুদ্ধি কভু করে না ॥
অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না।
অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না ॥
অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ সেবা হয় না।
রূপ গুণ লীলা স্ফূর্ত্তি নাম ছাড়া হয় না ॥
রূপ গুণ লীলা হৈতে কৃষ্ণ নাম হয় না।
রূপ হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি গুরু কভু বলে না ॥
গুণ হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি গুরু কভু বলে না।
লীলা হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি রূপানুগ বলে না ॥
নাম নামী দুই বস্তু রূপানুগ বলে না।
রস আগে রতি পাছে রূপানুগ বলে না ॥
রস আগে শ্রদ্ধা পাছে গুরু কভু বলে না।
রতি আগে শ্রদ্ধা পাছে রূপানুগ বলে না ॥
ক্রম পথ ছাড়ি সিদ্ধি রূপানুগ বলে না।
মহাজন পথ ছাড়ি নব্য পথে ধায় না ॥
অপরাধ সহ নাম কখনই হয় না।
নামে প্রাকৃতার্থ বুদ্ধি ভক্ত কভু করে না ॥
অপরাধ যুক্ত নাম ভক্ত কভু লয় না।
নামেতে প্রাকৃত বুদ্ধি রূপানুগ করে না ॥
কৃষ্ণরূপে জড় বুদ্ধি রূপানুগ করে না।

কৃষ্ণগুণে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না॥
পরিকর বৈশিষ্ট্যকে প্রাকৃত তো জানে না।
কৃষ্ণ লীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না॥
কৃষ্ণেতর ভোগ্য বস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না।
জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না।
জড়াশক্তি বশে রসে কৃষ্ণ জ্ঞান করে না॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ রূপ কভু জড় বলে না।
কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা কভু জড় বলে না॥
জড় রূপ অনর্থেতে কৃষ্ণ ভ্রম করে না।
কৃষ্ণ নাম রূপ গুণে জড় বুদ্ধি করে না॥
নাম রূপ গুণ লীলা জড় বলি মানে না।
জড় নাম রূপ গুণে কৃষ্ণ কভু বলে না॥
জড় শূন্য অপ্রাকৃত নাম ছাড়া বলে না।
জড় শূন্য অপ্রাকৃত রূপ ছাড়া দেখে না॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত গুণ ছাড়া শুনে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত লীলা ছাড়া সেবে না॥
অনর্থ থাকার কালে জড় রূপে মজে না॥
অনর্থ থাকার কালে জড় গুণে মিশে না।
অনর্থ থাকার কালে জড় লীলা ভোগে না।
অনর্থ থাকার কালে শুদ্ধ নাম ছাড়ে না॥
অনর্থ থাকার কালে রস গান করে না।
অনর্থ থাকার কালে সিদ্ধি লব্ধ বলে না।
অনর্থ থাকার কালে লীলা গান করে না।
অনর্থ নিবৃত্তি কালে নামে জড় বলে না।

অনর্থ নিবৃত্তি কালে রূপে জড় দেখে না।
অনর্থ নিবৃত্তি কালে গুণে জড় বুঝে না।
অনর্থ নিবৃত্তি কালে জড় লীলা সেবে না।
রূপানুগ গুরু দেব শিষ্য হিংসা করে না।
গুরু ত্যাগী জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না।
মহাজন পথে দোষ কভু গুরু দেয় না।
গুরু মহাজন বাক্যে ভেদ কভু হয় না।
সাধনের পথে কাঁটা সদ্‌গুরু দেয় না।
অধিকার অবিচার রূপানুগ করে না।
অনর্থ অন্বিত দাসে রস শিক্ষা দেয় না।
ভাগবত পদ্য বলি কুব্যাখ্যাতো করে না॥
লোক সংগ্রহের তরে ক্রমপথ ছাড়ে না।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি টানে না॥
রূপানুগ ক্রম পথ বিলোপ ত করে না।
অনর্থকে অর্থ বলি কুপথেতে লয় না।
প্রাকৃত সহজ মত অপ্রাকৃত বলে না।
অনর্থ না গেলে শিষ্যে জাতরতি বলে না।
অনর্থ বিশিষ্ট শিষ্যে রস তত্ত্ব বলে না।
অশক্ত কোমলশ্রদ্ধে রস কথা বলে না।
অনধিকারিরে রসে অধিকার দেয় না।
বৈধ ভক্ত জনে কভু রাগানুগ জানে না॥
কোমল শ্রদ্ধকে কভু রসিকতো জানে না।
স্বল্প শ্রদ্ধ জনে কভু জাতরতি মানে না।
স্বল্প শ্রদ্ধ জনে রস উপদেশ করে না॥

জাতরতি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ-সঙ্গ ত্যাগ করে না।
কোমল শ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না॥
কৃষ্ণের সেবন লাগি জড় রসে মিশে না।
রসোদয়ে কোন জীবে শিষ্য বুদ্ধি করে না॥
রসিক ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না।
রসিক জনের শিষ্য এই ভাব ছাড়ে না॥
সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় তো হয় না।
রাগানুগ জানিলেই সাধনতো ছাড়ে না।
ভাব না হইলে কভু রসোদয় হয় না।
আগে রসোদয় পরে রত্যুদয় হয় না।
আগে রত্যুদয় পরে শ্রদ্ধোদয় হয় না।
রসাভীষ্ট লভি পরে সাধনতো হয় না॥
সামগ্রীর অমিলনে স্থায়ীভাব হয় না।
স্থায়ীভাব ব্যতিরেকে রসে স্থিতি হয় না॥
ভোগে মন জড়ে শ্রদ্ধা চিৎ প্রকাশ করে না।
নামে শ্রদ্ধা না হইলে জড় বুদ্ধি ছাড়ে না॥
জড় বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না।
নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না।
নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।
লীলাকে পূরিলে জড়ে কাম দূর হয় না।
নামে জড় ব্যবধানে রূপোদয় হয় না।

নামে জড় ব্যবধানে গুণোদয় হয় না ।
জড়ভোগ ব্যবধানে লীলোদয় হয় না ।
অপরাধ ব্যবধানে রস লাভ হয় না ।
অপরাধ ব্যবধানে নাম কভু হয় না ।
ব্যবহিত লীলাগানে কাম দূর হয় না ।
অপরাধ ব্যবধানে সিদ্ধ দেহ পায় না ।
সেবোপকরণ কর্ণে না শুনিলে হয় না ।
জড়োপকরণ দেহে লীলা শোনা যায় না ।
সেবার উন্মুখ হলে জড় কথা হয় না ।
নতুবা চিন্ময় কথা কভু শ্রুত হয় না ॥

সভার বিবরণ ।

শ্রীশ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যসমিতির অধিবেশন ।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০, ৩ বিষ্ণু শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে কার্য্য সমিতির একটী অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাজদার, শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ উপস্থিত ছিলেন ।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের, প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। বিগতবর্ষের সাধারণ ও কার্য্য সমিতির বিবরণী পঠিত হইলে বিগত বর্ষের শ্রীধাম প্রচারিণী সভার আয় ব্যয়ের হিসাব সহ ঐ গুলি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

৩। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে কয়েকজন ভগবদ্ধর্ম্ম পরায়ণ মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ রূপ সহায়তা করায় তাঁহাদিগকে কার্য্য সমিতির সভ্যপদে গ্রহণ করা হউক। ঐ প্রস্তাব শ্রীযুক্ত অমর নাথ বসু মহাশয় সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হয়।

১। শ্রীযুক্ত কুমার মনীন্দ্র চন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া

২। ,, কুঞ্জবিহারী দে, উকীল, সিরাজগঞ্জ

৩। ,, পরমেশ্বর সাহা, ৩০ নং গৌরী বেড়িয়া লেন, উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা।

৪। সার্ব্বভৌম পরীক্ষার ফল যাহা শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় ঊনবিংশ খণ্ডের অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সভাস্থলে পঠিত হইয়া গৃহীত হয়। উহাতে দেখা যায় যে মধ্যম বিভাগে শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসকর অধিকারী, ও সাধারণ বিভাগে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

৫। সভাস্থলে সকলে একবাক্যে স্থির করেন যে চড়ুইটিপি নিবাসী আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস, রামজীবনপুর নিবাসী ভক্তা-

নন্দ বিধায়ক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন ও কালীঘাট নিবাসী বৈষ্ণব রঞ্জক শ্রীযুক্ত শম্ভু নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয় ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইবার সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, অতএব প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তিভূষণ, দ্বিতীয়োল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তসুহৃদ ও শেষোল্লিখিত ব্যক্তি ভক্তিরত্ন নামে ভূষিত হইবেন। সাধারণ সভা হইতে তাঁহাদিগকে ঐ ঐনামে সম্মানিত করা হইবে।

৬। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সদনুষ্ঠানের জন্য সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইবেন।

১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের সেবায় এবং ভক্তি-প্রচারের কার্য্যে পারদর্শিতা থাকায় শ্রীযুক্ত বনমালীদাস ভক্তানন্দ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

২। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও ভক্তি প্রচারে যত্ন করায় শ্রীযুক্ত সীতা নাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৩। শ্রীশ্রীমন্মমহাপ্রভুর শিক্ষা ও ভক্তিপ্রচারে যত্ন করায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাসকর অধিকারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয়শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থল শ্রীবাসঅঙ্গন উজ্জ্বল করায় শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধুপ্রশংসা বাদ পাইলেন।

৫।৬। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কার্য্যে আগ্রহ প্রদর্শন করায় শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ সমাজদার ও শ্রীযুক্ত মানিক লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার সাধু প্রশংসাবাদ পাইলেন।

৭। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে শ্রীমন্দিরের কোন কোন অংশ জীর্ণ হওয়ায় তাহা সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত শৈলজা প্রসাদ দত্ত এল, এম, ই মহাশয়দ্বয় উহা ভাল রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে একটী রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাঁহাদিগের রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ মহাশয় শ্রীমন্দিরের সংস্কার করাইবেন।

৮। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরের মেজে সিমেণ্ট দ্বারা পাকা করিয়া বান্ধাইয়া দেওয়ায় শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্য প্রসাদ দ্বারা সভা হইতে সম্মানিত করা হউক।

৯। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণী সভার ৪৩০ শ্রীচৈতন্যাব্দের বার্ষিক অধিবেশন।

বিগত ২৬শে ফাল্গুন ১৩২৩, ১০ই মার্চ্চ ১৯১৭, ৩ বিষ্ণু শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১ শনিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ভদ্র ও শিক্ষিত ভক্ত-মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি।
,, নকুলেশ্বর রায়
,, পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
,, গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য

,, অবলাকান্ত বসু
,, অমরেন্দ্র নারায়ণ বসু
,, বিষ্ণুদাস কর অধিকারী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য
,, রজনীকান্ত ব্রহ্ম
,, মধুসূদন দাস অধিকারী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য
,, রাস মোহন সাহা
,, পরমেশ্বরী দাস
,, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়
,, জনার্দ্দন ঘোষ
,, উপেন্দ্র নাথ হুই
,, শিশুপাল দত্ত
,, হেমচন্দ্র মিত্র
,, মানিকলাল মুখোপাধ্যায়
,, কুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী
,, মনীন্দ্রনাথ দত্ত
,, হাজারী দাস প্রামাণিক
,, পরমেশ্বর সাহা
,, কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়
,, তারিণীচরণ সমাজদার
,, রঘু নাথ দাস
,, পূর্ণ চন্দ্র দত্ত
,, গোপীনাথ সাহা
,, লালমোহন দাস
,, রাধানাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস ভক্তিভূষণ
,, বিপিনবিহারী পোদ্দার
,, যজ্ঞেশ্বর অধিকারী
,, কমল লোচন সাউ
,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত
,, বৈদ্য নাথ সাউ
,, যুগল কিশোর বরাট
,, মাধব চন্দ্র সাহু
,, রজনীকান্ত সাহু
,, যতীন্দ্র নাথ সাহু
,, হারাণ চন্দ্র রায়
,, দেবেন্দ্র নাথ সাহু
,, ধর্ম্ম দাস সাহু
,, উমাপ্রসাদ মিশ্র
,, শশীভূষণ সাহু
,, নারায়ণ চন্দ্র দাস ধবল বাবু
,, সতীশ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়
,, পঞ্চানন দাস
,, বসন্ত কুমার ঘোষ ভক্তাশ্রম
,, নৃসিংহ কুমার মুখোপাধ্যায়
,, ধীরেন্দ্র নাথ সরকার
,, শৈলজা প্রসাদ দত্ত, এল্, এম্, ই,
,, গয়ারাম ঘোষ
,, কুঞ্জ বিহারী দে, বি, এল,

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দে
,, যতীন্দ্র নাথ হালদার
,, অতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
,, বরদা প্রসাদ ভক্তিভূষণ
,, বিনোদ গোপাল দাস মহাপাত্র
,, গোলোক নাথ ভক্তিগিরি
,, শ্যাম সুন্দর সরকার ভক্তমিত্র
,, শম্ভু নাথ বন্দোপাধ্যায়
,, গৌর হরি দত্ত
,, অমর নাথ বসু
,, কুঞ্জ বিহারী পাইন ভক্তসুহৃদ
,, ললিত মোহন সাহা
,, সনাতন দাস ব্রহ্মচারী
,, পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য
,, প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী
,, বৈষ্ণবদাস ব্রহ্মচারী
,, বনমালী দাস ভক্তানন্দ
,, সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ
,, ললিতা প্রসাদ দত্ত
ইত্যাদি ইত্যাদি।

১। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বাচস্পতি মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন।

২। সাধারণ সভার সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে কার্য্যসমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় সভাস্থলে সভার বিগত বর্ষের সাধারণ সভার ও ১০ই মার্চ্চ তারিখের কার্য্য সমিতির বিবরণ পাঠ করিলেন তাহাতে লিখিত বিষয় গুলি ও বিগত বর্ষের সভার আয় ব্যয়ের হিসাব সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

৩। নদীয়া জেলান্তর্গত আসাননগর চড়ুইটিপি নিবাসী আকুমার ব্রতী ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস মহাশয়কে ভক্তিভূষণ উপাধি প্রদত্ত হয়।

বিশ্বাস বংশ-সম্ভূত-হীরালালায় ধীমতে॥
দত্তং বৈষ্ণব বর্গেন ভক্তিভূষণ মাহ্বয়ম্॥

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত রামজীবনপুর নিবাসী ভক্তসেবক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়কে ভক্তসুহৃদ উপাধি প্রদত্ত হয়।

ভক্তসেবানুরক্তায় শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারিণে।
দত্তং ভক্ত সুহৃন্নাম পণ্ডিতৈর্বৈষ্ণবৈর্মুদা॥

কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত না থাকায় কার্য্যসমিতির স্থিরীকৃত ভক্তিরত্ন উপাধি তাঁহাকে প্রদত্ত হইতে পারে নাই।

৪। শ্রীযুক্ত ভক্তানন্দ মহাশয়ের আত্মীয়া বেলফুলিয়া নিবাসিনী শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী মহোদয়াকে সভাপতি মহাশয় সভার পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মাল্য প্রসাদ প্রদান করেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় মেদিনীপুর অন্তর্গত দোনাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কবি বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত গুপ্ত বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত অভিনন্দন পত্র খানি পাঠ করেন।

নৌমি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
প্রণতার্ত্তিহরং দেবং প্রভুং পতিত পাবনং॥

একোদেবঃ পূর্ণরূপঃ পুরাসীন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণ রূপোদ্বিধাভূৎ।
তৌদ্বাবস্মিন্নেক দেহঃ পুনর্যঃ শ্রীগৌরাঙ্গঃ প্রাদুরাসীৎ কলৌসঃ॥

গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি বিরাজতে যঃ
শ্রীরাধয়া সহ মনোজ্ঞ বিহার শীলঃ।
সচ্চিৎ সুখৈক নিলয়ঃ প্রভু কৃষ্ণ চন্দ্রঃ
সোঽভূৎ কলৌ কনক চম্পক চারু গৌরঃ॥

শ্রীগোকুলে গোপকুলে স্বপিত্রোঃ
সুখায় নানাবিধ বাললীলাং।
চকার দেবাসুর মোহনীং যঃ
সোঽভূৎকলৌ শ্রীযুত গৌরচন্দ্রঃ॥

গোচারণায়াম্বু চরৈঃ সমং য
শ্চকার গোষ্ঠেষু মনোজ্ঞ লীলাং।
গোগোপ গোপী কুল শর্ম্মদাতা
সোঽভূৎ কলৌ শ্রীযুত গৌর চন্দ্রঃ॥

বৃন্দাবনে শ্রীযমুনা তটান্তঃ
কুঞ্জেষু কল্পদ্রুম বেষ্টিতেষু।

যোগোপিকাভিঃ সহ রাসলীলাং
চকার সোঽভূৎ কিল গৌর চন্দ্রঃ ॥

মায়াপুরে সৎসমিতি সুধন্যা
যাস্থাপিতা ভক্তিবিনোদকেন।
সম্পাদকৈর্ভক্তি বিভূষণাদ্যৈঃ
সংরক্ষিতা সা পরিবর্দ্ধিতাচ ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমাধন্যা তিথীনামুত্তমাচসা।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যোজাতঃ কলিযুগে প্রভুঃ ॥

যত্র চৈতন্য চন্দ্রস্য জন্মোৎসব মহোৎসবঃ।
রাধামাধবয়োর্যত্র দোলোৎসব মহোৎসবঃ ॥

তত্রৈব হরিভক্তানাং মহানন্দময়োৎ সবঃ।
ভবেত্তদ্দর্শকানাঞ্চ সঙ্গোৎসব মহোৎসবঃ ॥

সভাপতির্যত্র দিবস্পতি প্রভঃ
সভাবুধো বাকপতিবদ্বিরাজতে।
তত্রস্থিতা যেপি সমাগতাযে
তে বৈষ্ণবাদেব সমা জয়ন্তি ॥

তৎপরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহার যাহা বক্তব্য আছে তাহা জ্ঞাপন করিতে আহ্বান করিলে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ সরকার সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে একটী সুললিত বক্তৃতা করেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ললিত লাল ভক্তিবিলাস মহাশয় তাহার যত্নে প্রকাশিত শ্রীবাস অঙ্গনের উন্নতির জন্য ভক্তবৃন্দের নিকট সহায়তা

প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় প্রথম বক্তা সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া তৃণাদপি সুনীচেন শ্লোকানুযায়ী বৈষ্ণব মাত্রেরই অপ্রাকৃত হইয়া নাম রসের অভিন্নজ্ঞানে হরিনাম কর্ত্তব্য এতৎ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় বৃন্দাবনের পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগদর্শন সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা সভাস্থলে পাঠ করিয়া বিশদ্রূপে ব্যাখ্যা করতঃ সভাস্থ শ্রোতৃবর্গের বিশেষভাবে আনন্দ বিধান করেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বিহারী দাস অধিকারী মহাশয় সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রসের অধিকারীকে তৎসম্বন্ধে উপস্থিত সভাতে বিচারের জন্য প্রার্থনা জানাইলে স্থির হয় যে শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিমলা প্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ নাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়দ্বয়ের সহযোগে ঐ বিষয়টী ধারাবাহিকরূপে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার মুখপত্রী শ্রীসজ্জনতোষণীতে প্রবন্ধাকারে জগতের হিতাকাঙ্খায় প্রকাশ করিবেন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাজদার মহাশয় দশবিধ নামাপরাধ জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় উহা সভাতে জানাইয়া দেন। ভূতপূর্ব্ব সবডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র মিত্র মহাশয় তৎপরে উঠিয়া বলেন যে শ্রীমায়াপুরের, শ্রীধাম প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্যের উন্নতি কল্পে বিশেষ ভাবে সকলের চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকেই বুঝাইয়া দেন যে শ্রীমন্দিরের উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, শ্রীমন্দির মধ্যে যাহাতে অসংখ্য ভক্ত একত্রিত হইয়া কষ্ট না পান তজ্জন্য স্থানাভাব পূর্ণ করা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকাশিত স্থানটী মর্য্যাদার সহিত সংরক্ষণ করা ও তিনি যে উপায়ে চলিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করা প্রত্যেকেরই

কর্ত্তব্য। তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রিয় ছিলেন এবং যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়া জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন তিনি ও তাঁহার সাহায্যের জন্য তাঁহার অধীনে ঐ কর্ম্ম করিতেন এবং সেই সময় তাঁহার অনুরোধ ক্রমে স্বয়ং বহু কষ্ট করিয়া ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের (Rennel's survey) রেনেল সাহেবের সার্ভের নথি বাহির করিয়া এই যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত আছে তাহা দেখিতে পাইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের কুইনকুইনিয়াল সেটেলমেণ্ট রেকর্ড যাহা তাঁহার হাতে ছিল তাহা হইতেও শ্রীমায়াপুরের নাম ও স্থান বাহির করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া তিনি স্বহস্তে ঐ সকল তথ্য বাহির করিয়া ও স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া আধুনিক যে সকল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুর স্থান সম্বন্ধে বৃথা কুতর্ক তুলিতেছেন তাহাদিগের অনভিজ্ঞতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ও তাহাদিগের উক্ত ক্রিয়া কেবল মাত্র বাল চাপল্যের হেতু নির্দ্দেশ করেন। তিনি যখন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কানুনগোর পদে অধিরূঢ় ছিলেন তখন বল্লালদিঘী চর বল্লালদিঘী প্রভৃতি খড়িয়া নদী ও গঙ্গার মধ্যস্থিত স্থানগুলি স্বয়ং মাপ জরিপ করিয়া করিয়াছিলেন। গঙ্গার পূর্ব্ব পারের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই। তিনি হুজুগ ও কলহ প্রিয় নব্য ব্যক্তিগণের বৃথা বাক্যে মুগ্ধ নহেন। অতএব এই শ্রীমায়াপুরের যাহাতে উন্নতি হয় তজ্জন্য সকলকে সাহায্য করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহৃদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার একজন গণ্য মান্য ও সুযোগ্য সভ্য এবং তিনি সভার পক্ষ হইতে কাশিমবাজার ও দিনাজপুরের মহারাজদ্বয়ের নিকট ও অন্যান্য যোগ্য

স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজ প্রভাবে সভার সহায়তা করুন্। সকলেই ঐক্য মতে ঐ প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করেন এবং হেমবাবুর উপর ঐ কার্য্যের ভার ন্যস্ত হয়।

সভাপতির অভিভাষণ।

যখন জগতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন ভগবান স্বয়ং বা অংশ দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন ও অধর্ম্মের অপসারণ করেন। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করেন। গীতায় উক্ত হইয়াছে;—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কদাচিৎ কোনও যোগ্য জীবে শক্তি সঞ্চার করিয়া উক্ত কার্য্য সাধন করেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে, মনুষ্যগণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া নানা অপকর্ম্ম করিয়া নিজের ও অপরের অধোগতির পথ পরিস্কার করিতেছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠে তাহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গ সুন্দর যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে আবির্ভূত হইলেন। বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করা তাঁহার অবতারের মুখ্য হেতু। তাহা এস্থলে বর্ণন করা অভিপ্রেত নহে। আবির্ভাবের

পূর্ব্বেই গ্রহণ ছলে লোককে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া প্রকাশিত হইলেন। রোদন নিবৃত্তির ছলে হরিনাম কীর্ত্তন করাইতে করাইতে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি সময়েও তাহাই করিলেন। শেষে সন্ন্যাস করিয়া নাম প্রেম কেমন করিয়া আস্বাদন করিতে হয় তাহা নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইলেন। প্রথমে প্রচার করিয়া, পার্ষদগণ দ্বারা, শক্তি সঞ্চার করিয়া অন্য জীব দ্বারা প্রচার করাইয়া জীব উদ্ধার করিতে লাগিলেন। "নিজে সাধন কর ও অন্যকে যথাধিকার সাধনোপদেশ দান কর" ইহাই মহাপ্রভুর উপদেশ হরিদাসকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন কেহ নিজে নির্জ্জনে ভজন করেন আচরণ করেন। কিন্তু প্রচার করেন না। কেহ কেবল প্রচার করেন। আচরণ করেন না। দুই জনই অপূর্ণ। যিনি আচার প্রচার দুইই করেন তিনিই পূর্ণ ও আমার একান্ত প্রিয়। হরিদাস, তুমি নামকীর্ত্তনাদি নিজে আচরণ কর ও উচ্চ কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রচারও কর।" সুতরাং মহাপ্রভুর প্রিয় হইতে হইলে ভজনানুষ্ঠানের ন্যায় প্রচারও অত্যাবশ্য কর্ত্তব্য। রূপ সনাতন জীব প্রভৃতি প্রিয় পার্ষদবর্গ দ্বারা, মহাপ্রভু, ব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করাইয়াছিলেন; গ্রন্থ প্রচার ও আদর্শানুষ্ঠান দ্বারা জগতে ভক্তি মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কাল প্রভাবে (তাঁহার অপ্রকট অবস্থার পর) তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কপটযাজনকারীর মধ্যে অনেক গ্লানি আসিয়া জুটিল। শাস্ত্র সমূহের অব্যাখ্যা কুব্যাখ্যা, নানাবিধ উপধর্ম্ম, প্রকৃত উপদেষ্টার অভাব, এবং স্বার্থান্ধগণের আত্মপর বঞ্চনার কৈতবপূর্ণ চিত্তাকর্ষক চেষ্টা, যখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া সাধুগণের হৃদয়কে আকুল করিল, তখন ভক্তিরসৈক সর্ব্বস্ব শ্রীগৌর সুন্দর, নিজ প্রিয় ভক্তিবর্ত্ম পরিষ্কৃতি জন্য, ভক্তিরসৈকজীবন সর্ব্বসজ্জনরঞ্জন ভক্তি-ভাজন ভক্তিবিনোদ মহোদয়কে মরজগতে প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর,

রামানুজ, মাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, বলদেব প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণ নিজ নিজ সময়ে প্রতিকূল মতবাদীগণের অবৈদিক অমঙ্গলপ্রদ মত সমূহ যেমন খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ মতস্থাপন পূর্ব্বক সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত করিয়াছিলেন, ভক্তিবিনোদ মহাশয়কেও সেই রূপ অনেকটা করিতে হইয়াছিল। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের বেদৈক-মূলতা, পরিশুদ্ধতা সর্ব্বোৎকৃষ্টতা কলিযুগে অবশ্য গ্রহনীয়তা ও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবাধে গ্রহণ যোগ্যতা প্রতিপাদন করিয়া, গোস্বামী গ্রন্থসকলের সরল সুললিত ব্যাখ্যা করিয়া নব নব প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। সজ্জনতোষণী মাসিক পত্রিকায় বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ ধারাবাহিক প্রচারিত করেন। যাঁহারা বৈষ্ণব দেখিলে বা বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম শুনিলে এমন কি গোস্বামীগ্রন্থ বা শ্রীচৈতন্যের নামেও, নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহারা, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষিতাভিমানীগণ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের প্রবন্ধ ও গ্রন্থরাজি পাঠ-করিয়া পুলকিত, বিস্মিত, আকৃষ্ট ও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। অবস্থা ফিরিয়াগেল। শ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটার আবিষ্কার করেন। আজ যেখানে আপনারা উত্তুঙ্গ শ্রীমন্দির, নয়ন রঞ্জন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীরাধামাধবের মনোজ্ঞ শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতেছেন, যেখানে আজ সহস্র সহস্র লোক সমবেত, প্রসাদ ভোজনে, প্রসাদ বিতরণে, বিশ্রম্ভ আলাপনে, নামরূপ গুণলীলার সুমধুর কীর্ত্তনে ও শ্রবণে সকলে আত্মহারা, বিভোর, সেই এই শ্রীমায়াপুর, একদিন তুলসীকানন ও লতাগুল্মের দ্বারাপূর্ণ একটী নির্জ্জন উচ্চভূমি ছিল। তখন ইহা মায়াপুর নামে প্রথিত ছিল না। এস্থানের সন্নিহিত অশিক্ষিত অধিবাসীরা ইহাকে মিয়াপুর বলিত। ভক্তিবিনোদ মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর

প্রেরণায়, প্রত্যাদেশে, অলৌকিক নিদর্শন লাভে, মহাপুরুষগণের উপদেশ ও নির্দ্দেশে, শ্রীগৌরচরিত্র বর্ণনের প্রচীন গ্রন্থরাজির বর্ণনে ও প্রাচীন মনুষ্যগণের নিকট প্রাপ্ত কিম্বদন্তী শ্রবনে এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সংকলিত প্রাচীন মানচিত্র (১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলসাহেবের জরিপের নথি এবং কুইনকুইনিয়ান সেটেলমেণ্টের কাগজ) দর্শনে শ্রীগৌর সুন্দরের জন্মভিটা যে এই শ্রীমায়াপুর তাহা নির্ণয় করেন। এ বিষয়ে, এবং শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি সহ শ্রীগৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ যে সকল হেতুবাদ সহ কুতর্ক উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা সদাচার প্রমান প্রয়োগে খণ্ডিত ও নিজ মতস্থাপিত করেন। তত্তৎকালে সজ্জন তোষণী প্রভৃতি পাঠে উহা জানা যায়। অনেক ভাগ্যবান ভক্তিবিনোদ মহাশয় সকাসে ভজনোপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

যাঁহারা সমাজ শাসনের ভয়ে, অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সম্মান হানির আশঙ্কায় প্রত্যক্ষ ভাবে ভক্তিবিনোদের আনুগত্য করিতে পারেন নাই তাঁহারা অন্তরালে অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে শিক্ষাগুরুর আসনে বসাইয়া পূজা করেন। ইহা আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি।

শ্রীমায়াপুরের কার্য্য ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমি প্রায় ১৬ বৎসর যাবৎ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত থাকিয়া তাঁহার কার্য্য কলাপাদি দর্শন করিয়াছি। কোন কোনও কার্য্যে যোগদান ও সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিয়াছি। তাঁহাতে কি এক অসাধারণ শক্তি ছিল তাহার ও আভাস পাইয়াছি। আজ তাঁহার জন্য, ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের জন্য, পরমহংস গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের জন্য, ও কতিপয় শুদ্ধ গৌরাঙ্গ ভক্তবর্গ্যের জন্য, (বিরহ বেদনায়) হৃদয় আকুল হইতেছে। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর

রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে ও তদীয় পার্ষদপ্রবরগণকে, তাঁহাদের অপ্রকট হইবার পর ও দর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয়ে পূর্ণ উৎকণ্ঠা থাকিলে দর্শন অসম্ভব নহে।

পবিত্র গঙ্গা সরস্বতী সঙ্গম বিন্দুর তিন তটে তিনটী উৎসব ক্ষেত্র আমাদিগকে চার মাস অন্তর সমবেত হইয়া বৈষ্ণব সঙ্গ লাভের সুযোগ দানে কৃতার্থ করিতেছে। মায়াপুর ধামে গৌর জন্মোৎসব। গোদ্রুম স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে ভক্তিবিনোদ বিরহ মহোৎসব। কুলিয়া নবদ্বীপে পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের বিরহ মহোৎসব।

ভক্তির অনুষ্ঠান ও প্রচার কর্ত্তব্য। মায়াপুরের এবং অন্য বৈষ্ণব ক্ষেত্রের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সাধ্য অনুসারে পূরন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। অর্থ, দ্রব্য, বাক্য, দেহ ও বিত্ত দ্বারা যথা সম্ভব যথাযোগ্য সাহায্য করা প্রত্যেক ভক্তের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে যশ, ধর্ম্ম, ভক্তি ও প্রেম লাভ হয়। ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়।

শ্রীগৌরের ও ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের প্রীতি আচরণ, যাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের বস্তু, তাঁহারা সকল ভুলিয়া কেবল উদ্দেশ্যের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করুন্ এই অনুরোধ। পরম সুহৃৎ পণ্ডিত শ্রীযুত বিমলা প্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়, শ্রীভাগবত যন্ত্রে নানা গ্রন্থ প্রকাশে ও অন্যরূপে বৈষ্ণব জগতের মহোপকার সাধন করিতেছেন। পরমসুহৃৎ কবিবর শ্রীযুত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় কতিপয় গ্রন্থরচনে ও ভক্তি প্রচারাদি দ্বারা বৈষ্ণব জগতের পরম মঙ্গল সম্পাদন করিতেছেন। আমাদের প্রার্থনা, অপ্রাকৃত লোকগত ভক্তিভাজন ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পুত্রগণ ও শিষ্য প্রশিষ্যগণ, সকলেই একমত হইয়া, শ্রীমায়াপুরের ও ভক্তি জগতের উন্নতিকল্পে সাধ্যমত

যত্ন করিয়া ভক্তিবিনোদীয় বিমলকীর্ত্তি কেতন অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল রাখুন। বর্ষে বর্ষে যেন উন্নতির ক্রমসোপান দেখি। জয় মহাপ্রভুর প্রিয়কারী বৈষ্ণবগণের জয়। ইতি

রাত্র ৮৷৷০ ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তে সংভঙ্গ হয়।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ৪৩০

ভক্তিশাস্ত্র—প্রথম প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত।   কাল ১৫ দণ্ড।

(১) ভক্তির বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা।

(২) সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির পরস্পর পার্থক্য।

(৩) দ্বাদশ প্রকার রস ও তাহাদের সংজ্ঞা।

(৪) পঞ্চ মুখ্যভক্ত্যঙ্গ ও তাহাদের উদাহরণ।

১। উপরিলিখিত বিষয়গুলি বর্ণন করুন্।

২। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লিখুন্।

১। স্থায়ীভাব, রসাভাস, বিশ্রম্ভ সখ্য, রত্যাভাস, ফল্গুবৈরাগ্য, জীবন্মুক্ত, নামাপরাধ, ব্যভিচারী, আলম্বন ও প্রিয়নর্ম্ম।

৩। নিম্নলিখিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ?

তত্ত্ববাদী ও মায়াবাদী ; নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ ; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ; একদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডী ; শুদ্ধ ভক্ত ও বৈষ্ণব প্রায় ; জাতি বৈষ্ণব ও গৃহস্থ গোস্বামী।

৪। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে কি কি অসুবিধা ঘটে।

(১) কৃষ্ণভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরভজন।

(২) কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়া বিষয় সেবা।

(৩) চিন্ময় বস্তু ছাড়িয়া প্রাকৃত ভোগকে অপ্রাকৃত জ্ঞান।

(৪) অপ্রাকৃত অর্চ্চায় জড়বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি, নাম মন্ত্রে প্রাকৃত শব্দবুদ্ধি, চরণামৃতে জলবুদ্ধি এবং ভগবানে, হঅন্য দেবের সমবুদ্ধি।

(৫) ভগবান্ বা ভক্তের নিন্দা, তাঁহাদের হিংসা তাঁহাদের দ্রব্যহরণ, তাহাদের লইয়া ব্যবসা ও তাঁহাদের সহ নিজের বা অন্যের সমজ্ঞান।

৫। তারতম্য বিচারে নিম্নলিখিত বিষয় বা বস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কিরূপে

(১) মধুর রস (২) কৃষ্ণ (৩) গোপী (৪) ভক্তি (৫) ভক্তের নিরপেক্ষতা (৬) ভক্তের বৈরাগ্য (৭) ভক্তের চতুরতা (৮) রাগানুগা (৯) সাধু (১০) সৎসম্প্রদায়।

৬। চারি সম্প্রদায়ের মূলাশ্রয়ের নাম, প্রবর্ত্তক আচার্য্যের নাম, আনুমানিক কাল, উপাস্য বিগ্রহের মূর্ত্তি, উপাসনার রস, উপাসনার প্রকার, ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেকের ভাষ্যনাম, ভাষ্যের টীকাটীপ্পনীকারগণের নাম, শিষ্য পরম্পরামধ্যে খ্যাত শিষ্যের নাম ও প্রত্যেকের প্রকাশিত মতের সংক্ষেপ বিবরণ লিখুন্।

৭। বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত দীক্ষা বিধান, আচার, ব্যবহার, উপাসনা প্রণালী শুদ্ধ ভক্তিমার্গ হইতে কতদূর ও কি প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে? শুদ্ধ ভক্তিমার্গের পুনঃ প্রবর্ত্তন কিরূপে হইতে পারিবে তাহার প্রস্তাব।

৮। মুক্তির স্বরূপ কি? মুক্তিভেদ কিরূপ?

৯। বৈষ্ণবের অর্চ্চনমার্গে ও ভাবমার্গে প্রত্যেকের তিনপ্রকার করিয়া বিভেদ কিরূপ?

১০। কৃষ্ণলাভের প্রণালী।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র—ভক্তিশাস্ত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত। কাল চৈত্রমাস পর্য্যন্ত।

১। ভক্ত, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি।

২। ভক্তিমার্গ প্রবেশের নিজ ইতিহাস।

৩। শুদ্ধ ভক্তি সাহিত্য।

৪। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় ও প্রয়োজন লাভ অস্বাভাবিক।

শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা ৪৩০

সম্প্রদায় বৈভব—প্রথম প্রশ্নপত্র।

প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা। পূর্ণসংখ্যা শত। কাল ১৫ দণ্ড।

(১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিষয় উল্লেখে সংখ্যা দ্বারা গণনা করুন্।

১। দ্বাদশ বিষ্ণুমাস ২। কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ ৩। দ্বাদশ গোপাল ৪। অষ্টাদশ পুরাণ ৫। ষড়্‌দর্শন ৬। যমুনার চব্বিশ ঘাট ৭। দশোপনিষৎ ৮। চতুর্দ্দশ ভুবন ৯। নবদ্বীপ ১০। পঞ্চপ্রধান ভক্ত্যঙ্গ ১১। অষ্টসাত্ত্বিক ১২। যুগাবতার ১৩ মন্বন্তরাবতার ১৪। ভাগবত চতুঃশ্লোকী ১৫। সেবাপরাধ ১৬। নামাপরাধ ১৭। সঙ্কর্ষণের দশ দেহ ১৮। দশনামী সন্ন্যাসী ১৯। বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ ২০। শিক্ষাষ্টক।

(২) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ কি?

১। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ২। চাতুর্ম্মাস্য ৩। মহাস্নান ৪। শাখাচন্দ্র ন্যায় ৫। পূর্ব্বরাগ ৬। হরিমন্দির ৭। হরিবাসর ৮। গুরু সেবা ৯। দেবীধাম ১০। নারকী ১১। বিপ্রলম্ভ ১২। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ ১৩। রাগানুগামার্গ ১৪। যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য ১৫। গোদাস ও গোস্বামী ১৬। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ১৭। চিৎ ও জড় ১৮। পণ্ডিত ১৯। অন্তরঙ্গ ভক্ত ২০। তত্ত্ববাদী।

(৩ক) বিচার সহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন্।

১। গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার।

২। কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।

৩। শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।

৪। বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতবসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

৫। নিত্যকৃষ্ণদাস্য ও অনাদি বহির্ম্মুখতা জীবে কিরূপে সামঞ্জস্য হয়?

(৩খ) নিম্নলিখিত গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করুন্।

১। শ্রীজীব গোস্বামী ২। শ্রীরামানুজাচার্য্য ৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য ৪। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ৫। শ্রীকবিকর্ণপুর।

(৪) নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রকটকালোল্লেখে জীবনী সংক্ষেপে বর্ণন করুন্।

১। কাশীশ্বর ২। রামানন্দ বসু ৩। উদ্ধারণ দত্ত ৪। বেদান্ত দেশিক ৫। অক্ষোভ্য তীর্থ ৬। রামানন্দ স্বামী ৭। গৌড় পূর্ণানন্দ ৮। মাধবেন্দ্রপুরী ৯। দামোদর স্বরূপ ১০। নিম্বার্কীয় শ্রীনিবাসাচার্য্য। ১১। বল্লভ ভট্ট ১২। হরিবংশ ১৩। অভিরাম ১৪। হৃদয়চৈতন্য ১৫। চিড়িয়াকুঞ্জের কৃষ্ণদাস বাবাজী ১৬। ধ্যানচন্দ্র ১৭। গোপাল ভট্ট ১৮। রাঘবেন্দ্র যতি ১৯। যঙ্গরামানুজ ২০। অচ্যুতানন্দ।

(৫) নিম্নলিখিত স্থান গুলি কোথায় ও কিজন্য খ্যাত ?

১। ব্রহ্মলোক ২। খড়দহ ৩। কুলিয়া ৪। ঝারিখণ্ড ৫। উড়ুপী ৬। পেরম্বেদুর ৭। আলালনাথ ৮। শ্রীখণ্ড ৯। পাণ্ডেরপুর ১০। গোপীবল্লভপুর ১১। খেতরি ১২। গর্ভোদক ১৩। কুলীনগ্রাম ১৪। তালখড়ি ১৫। ঝামটপুর ১৬। তিরুনারায়ণপুর ১৭। ছত্রভোগ ১৮। মালিপাড়া ১৯। গোবর্দ্ধন ২০। বদরিকা।

সম্প্রদায় বৈভব—দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র।

পূর্ণসংখ্যা শত। প্রতি প্রশ্নে সম সংখ্যা। কাল চৈত্রসংক্রান্তি পর্য্যন্ত।

১। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জগতে ভক্তের আদর্শ জীবন।

২। দেহত্যাগের পর জীবের কিরূপে অবস্থান।

৩। নাম ভজনে সর্ব্বসিদ্ধি।

৪। মায়াবাদ ভক্তির হানিকারক।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে

দুইটী উল্লেখ।

প্রথমটী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ নামক সাময়িক পত্রের ষষ্ঠ খণ্ড ৪২২ পৃষ্ঠা "ভাগীরথীর উপকূলে" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"প্রাচীন নদীয়ার প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাংশ সমস্তই নদী গর্ভজাত হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের সময় গঙ্গাধারা বর্ত্তমান নদীয়ার পশ্চিম জান্নগরের নিকট প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশে নদী-গর্ভে প্রবিষ্ট প্রাচীন সহর অবস্থিত ছিল। প্রাচীন নবদ্বীপ নদীর কৃষ্ণনগর উপকূলে ছিল বলিয়া কৃষ্ণনগর জিলাকে নদীয়া জিলা বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট, পরে নদীয়া সহর নদীর অপর পারে থাকায় ঐ সহর বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ

করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের এক ভদ্রলোক নদীয়ার মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৮ হস্ত নিম্নে মৎস্য কঙ্কাল খনন করিয়া বাহির করেন।

নদীয়ার উত্তরাংশে বল্লালদীঘি গ্রামে বল্লাল সেনের সুপ্রসিদ্ধ রাজভবন ছিল। তথায় পূর্ব্বে অনেক দেবমন্দির ছিল কিন্তু সেগুলি সমস্তই নদীতে কবলিত হইয়াছে।”

দ্বিতীয়টী সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত “রাজ্ঞীর ভারত” নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

“প্রাচীন হিন্দু রাজধানী নদীয়া কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে দুইটী নদী সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। * * * । এই স্থান হইতেই বঙ্গের শেষ হিন্দু ভূপতি মুসলমানগণের আগমনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই স্থানেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভগবদবতার অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য লুথারের লীলাভিনয় করেন। ইতিহাসের প্রাগবস্থা হইতে এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যাপনা কার্য্য সাধিত হইত। কঠিন দার্শনিক সত্য সমূহ অচঞ্চল বিদ্যার্থীর বাল্য হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা বিধান করিত।

আমি পূতান্তকরণে ভারতীয় প্রাচীন অক্সফোর্ডে অবতরণ করি। কোন দেবমন্দিরের বারান্দা হইতে একটী স্থূলকায় উদারমতি সাধক মালায় হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহার ধর্ম্মের মূল পুরুষের জন্মস্থান কোথায় জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, মহাপ্রভুর জন্মস্থানটী নদী গর্ভসাৎ হইয়াছে। ভাগরথী প্রথমেই পবিত্র নগরটীকে দুই ভাগে ছিন্ন করিয়া নগরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় প্রাচীন মূল নগরীর অবশেষ নদীর অপর পারেই অবস্থিত হইয়াছে। যেখানে নদী প্রবাহিত হইয়াছে গর্ভস্থ মৃত্তিকা পূর্ব্ব বস্তু গুলিকে আবরণ করিয়াছে।”

Page 422 of the Calcutta Review Vol. VI 1846.

"The caprices of the river have not left a fragment of any old buildings; in Lakshman's time it flowed at the west of the present town near Jehannagar; and old Nadia, which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nadia. The old town was on the Krishnagar side of the river, hence when Bengal was divided into Zillahs, the district of Krishnagar was called the district of Nadia. Government lately intended to attach Nadia to the Burdwan district on account of its being on the other side of the river. In 1840, a gentlemen of Krishnagar dug up the remains of fish 12 feet beneath the ground in Nadia."

At Ballal Dighi, north of Nadia, the house of the famous Ballal Sen stood, there were formerly many temples, but the river has swept them all away.

India of the Queen by Sir Wm. Hunter. Published with an introduction by F. H. Skrine. Edition 1903 pages 205-6.

"Nadia, the old Hindu Capital, stands at the junction of its two upper head-waters, about sixty five miles above Calcutta. We reach the ancient city through a river chaos, emerging at length upon a well-marked channel below the junction. It was from Nadia that the last Hindu King of Bengal, on the approach of the Mahammadan invader in 1203, fled from his place in the middle

of dinner, as the story runs, with his sandals snatched up in his hand. It was at Nadia that the Deity was incarnated in the fifteenth century A. D. in the great Hindu reformer, the Luther of Bengal. At Nadia, the Sanskrit Colleges since the dawn of the history, have taught their abstruse philosophy to colonies of students, who calmly pursued the life of a learner from boyhood to white-haired old age.

I landed with feeling of reverence at this ancient Oxford of India. A fat benevolent abbot paused in finguring his beads to salute me from the Verandah of a Hindu Monastry. I asked him for the birth place of the Divine founder of his faith. The true site, he said was now covered by the river. The Hugli had first cut the sacred city in two, then twisted right round the town, leaving anything that remained of the original capital on the opposite bank. Whatever the water had gone over, it had buried beneath its silt.

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্যতম সুযোগ্যতনয় শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত মহাশয় লণ্ডনস্থ রাজকীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

গানের অধিকারী কে ?

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন মলিন চিত্ত জীবের হৃদয় দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবসমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণ কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণ স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণ সুধা আস্বাদন করান, এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃত্রিম ভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ

অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম্নী সেবোন্মুখ হইয়া কেবল মাত্র গান করিতেই সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্ম-জ্ঞানাচ্ছন্ন তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তজ্জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা এই,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচ জ্ঞানে তরুর ন্যায় সহগুণ সম্পন্ন হইয়া আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমান সমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হয় না।

যিনি প্রাকৃত জন্ম মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনীজ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্প সদৃশ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া নিজ রূপ গরিমার আস্ফালন করেন তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপট চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া নাম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন তাঁহার ও কৃষ্ণগানে অধিকার লাভ ঘটে না।

যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহ বিশিষ্ট হন না তিনি ও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নাম কীর্ত্তনে দম্ভ প্রকাশ করেন তিনি নাম গানে অধিকারী হন না। কেবল মাত্র জড়ে উদাসীন অপ্রাকৃত সেবা পরায়ণ এবং নিষ্কপট চিত্তে একমাত্র নামগানে রত তিনিই প্রকৃত নাম গানের অধিকারী।

শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অপরাধ—শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা, অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব জড়েন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হইবার নহেন, সীমাবদ্ধ মানবজ্ঞান ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব নামক দোষ চতুষ্টয় যুক্ত, এই দোষ চতুষ্টয় সংযুক্ত মানবজ্ঞান নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ স্বরূপ অবরোধ করিতে অসমর্থ জানিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাদৃশ দোষরাজি সংযুক্ত প্রাকৃত জীবের উপর, কৃপা পরবশ হইয়া সৎসম্প্রদায় প্রাপ্ত বেদবাক্যরূপ আম্নায় জ্ঞান জগতে প্রদান করিয়াছেন।

ভাগ্যবান জীব সেই অমল বৈদিক জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু হইলে শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞ নিরপেক্ষ সাধু সংসর্গ হইতে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনমূলক বৈদিক জ্ঞান বলে সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জাতীয় হইয়া অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ প্রাপ্তি আদিক্রম অনুসারে তাঁহাতে প্রেমস্থাপন রূপ পঞ্চম পুরুষার্থ পর্য্যন্ত লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, শাস্ত্র শিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্রই ঈশ্বরের চিদ্বিগ্রহ ঘোষণা করিয়া শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য প্রচার করিতে-

ছেন, শ্রুতিশাস্ত্রই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভক্তির উপাদেয়তা ও সারবত্তা প্রমাণ করেন; আম্নায় বাক্যই প্রমাণ, প্রমেয় নয়টী, অর্থাৎ শ্রীহরিই শ্রেষ্ঠতমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিমান শ্যামসুন্দর শ্রীহরি চৈতন্যরস বিগ্রহ; পরব্যোম তাঁহার নিত্যধাম, জীব অনন্ত চিৎপরমাণু; কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাই জীবের মায়াবদ্ধতার কারণ। শুদ্ধ ভক্তগণ মায়ামুক্ত, জীব ও জড়জগৎ অচিন্ত্য শক্তিপ্রসূত নিত্য ভেদাভেদ প্রকাশ, নয় প্রকার কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় এবং কৃষ্ণ প্রেমই প্রয়োজন, এই নয় প্রকার প্রমেয় শ্রুতিশাস্ত্র প্রমাণ করেন, শ্রুতিতত্ত্ব পারঙ্গত পরম দয়াল শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট ক্রমপন্থানুসারে এই পরম গুহ্য উপাদেয় তত্ত্ব পরম্পরা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রুতি তত্ত্ব বেত্তা শ্রীগুরুদেব শ্রুতিশাস্ত্র বিরুদ্ধবাদ সমূহ অর্থাৎ জৈমিনীর কর্ম্মবাদ, কপিলের অসিদ্ধবাদ, চার্ব্বাকের স্পষ্ট নিরীশ্বর বাদ, গৌতমের হেতুবাদ, দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, শঙ্কর ও তদনুগত জরন্মীমাংসকগণের মায়াবাদ এবং বৌদ্ধের শূন্যবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তিবাধক মতবাদ সমূহকে অভিধাবৃত্তি মূলক সহজ ব্যাখ্যা দ্বারা খণ্ডন করতঃ প্রণবরূপ শ্রীনামতত্ত্ব কৃপা পূর্ব্বক ক্রমপন্থানুসারে নিজ অনুগত অধিকারী শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন, শ্রুতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডন দ্বারা ব্যতিরেক ভাবে এবং অভিধাবৃত্তি ও কৃপাদ্বারা অন্বয় ভাবে শ্রীনামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও উপাদেয়তা শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক ভাগ্যবান শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

সম্বন্ধাদি তত্ত্বত্রয় সমন্বিত শ্রীনামতত্ত্ব একমাত্র শ্রুতিশাস্ত্রেই প্রকাশিত হইয়া জীবের নিখিল মঙ্গল সাধন করিতেছেন, পূর্ব্বকথিত মায়াবাদাদি মতবাদ সমূহ দ্বারা শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দিত হয়েন, অতএব ব্যতিরেক ভাবের শ্রুতির যাথার্থ্য জ্ঞান লাভের জন্য উপরিউক্ত মতবাদ সমূহের হেয়ত্ব, শ্রুতিশাস্ত্রবেত্তা সদ্‌গুরুর নিকট উপলব্ধি করিয়া ক্রম অনুল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক

সম্বন্ধাদি জ্ঞানের সহিত ভজনে অগ্রসর হইলে এই শ্রুতি নিন্দা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না, যদি প্রমাদ বশতঃ এই অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া তুলসী দ্বারা শ্রুতিগণকে ও শ্রুতিসার কৃষ্ণাবতার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে ও ভক্তকে যত্নের সহিত পূজা করিলে এই অপরাধ হইতে আমাদের নিষ্কৃতি লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবজন কিঙ্কর
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার।

গর্ভস্তোত্র।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩০২ পৃষ্ঠার পর।

ন তে হ্যভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥৪॥

হে ঈশ! তুমি অসংসারী সুতরাং ক্রীড়া ব্যতীত তোমার অবস্থার কারণ আর কিছুই স্থির করিতে পারি না। অবিদ্যাকৃত জীবের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইয়া থাকে তাহা হইতে অভয় ও আশ্রয় কেবল তোমাতেই লক্ষ্য হয় যেহেতু তুমি নিত্যমুক্তস্বরূপ।

কৃষ্ণতত্ত্বকে স্বরূপ সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করত পুনরায় উহার আবির্ভাব প্রকাশ করায় উহাকে অবস্থার বশীভূত করা হয় এই তর্ক দেবতাদের মনে উদয় হইল। স্বরূপ সত্যে অবস্থা থাকিতে পারে না অতএব

এপ্রকার অবস্থার ঘটনায় সত্যের স্বরূপতার ব্যাঘাত হয়। ইহার দ্বারা সত্য সম্বন্ধীয় হইয়া পড়ে। ইহার তর্কের দ্বারা কোন মীমাংসা হইতে পারে না এজন্য দেবতারা স্থির করিলেন যে জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকল বিধির বিধাতা অথচ কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিধি সকলও তাঁহারই ক্রীড়া। বিধি সকলের বাধ্য হইয়া আমাদের পক্ষে মীমাংসার যে কিছু কষ্ট বোধ হয় তাহা ঈশ্বরে সম্ভব হয় যে হেতু তিনি কোন বিধির বশীভূত নহেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে যাহা অঘটনীয় বোধ হয় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসেই ঘটিতে পারে। আবির্ভাব ও তিরোভাব যদিও অবস্থা বটে এবং অবস্থাহীন পদার্থে ঐ সকল সম্ভবে না তথাপি ঈশ্বরের লীলাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে যে হেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যদিও সকল বস্তুই অবস্থার বশীভূত হইলেই সংসারী হয় এবং বিধিবন্ধনে পতিত হয় তথাপি জগদীশ্বর ক্রীড়া বশত সকলই করিয়াও স্বীয় বিধিতে বদ্ধ হন না। স্বতন্ত্রতাই ঈশ্বরের স্বভাব। জীব মায়াকে স্বীকার করিলেই বদ্ধ হয়। বদ্ধ হইলে জন্ম মরণ রূপ বিধি বন্ধে পড়িয়া যায়। কিন্তু পুনরায় নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। অতএব অবস্থা অবলম্বনেও ঈশ্বরের বদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অনেক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আত্ম প্রত্যয় অনুভবকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি স্বীকার করিলে জগদীশ্বর চিন্তনীয় হইয়া পড়েন এবং অবস্থার বশীভূত হন। তাঁহাদের বিচারে স্বরূপ সত্য জীব কর্ত্তৃক কথনই প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ এই সকল কুতর্কের দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বঞ্চনা করেন। জীবের পক্ষে ঈশ্বর স্বভাবতই দুরূহ কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছা ক্রমে জীবের প্রতি আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হন। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। :পরমেশ্বর যে

অচিন্তনীয় হইয়াছেন সেও তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বিধির বিধাতাই তিনি অতএব যে সমস্ত বিধির দ্বারা ঈশ্বরের দুরবগাহ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ঐ সমস্তবিধির ঈশ্বর ব্যতীত আর কে বিধাতা হইতে পারে। যে শক্তির পরিচালনায় পরমেশ্বর প্রাকৃত দেহ, বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছেন ঐ শক্তির কার্য্যক্রমে তিনি অপ্রাকৃত আত্মার অনুভব বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করিয়াছেন। জগদীশ্বর স্বেচ্ছাক্রমেও যদি আমাদের প্রত্যক্ষ না হইতে পারেন তবে তাঁহার ঈশিতার অভাব হয়। আত্ম প্রত্যয়কে যে সকল লোক স্বীকার করিতে না পারেন তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। অতএব আত্ম প্রত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাকে অবস্থাদোষ কহা যাইতে পারে না। জীবের অবস্থা ভেদে পরমেশ্বরের যে ধ্যান ভেদ তাহাও ঈশ্বরের লীলা মাত্র অবস্থান্তর নহে। তবে জীবের অবস্থার সমাপ্তিতে যে স্বরূপ সত্য রূপ কৃষ্ণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহাতে কি প্রকার অবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

স্বরূপ সত্য যে কি ইহা লইয়া পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অনেক কুতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সমুদয় কুতর্কের দ্বারা কৃষ্ণ তত্ত্বকে প্রাকৃত বলিয়া প্রকাশ করত জগতকে কলুষিত করেন। ঐ সকল কুতর্কের সমাধা করণাভিপ্রায়ে এই স্থলে স্বরূপ সত্যের লক্ষণ ও ঐ লক্ষণ সকল দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যান করা গেল। স্বরূপ সত্য নিম্ন-লিখিত সাতটী লক্ষণে লক্ষিত হয় যথা—

১। দেশকাল ভেদে স্বরূপ সত্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

২। সকলেই স্বরূপ সত্যের অধিকারী।

৩। স্বরূপ সত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে।

৪। স্বরূপ সত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃ প্রকাশিত ও সুলভ।

৫। স্বরূপ সত্য বিচার কালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে।

৬। স্বরূপ সত্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর।

৭। স্বরূপ সত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোনপ্রকার অলঙ্কারে, উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দূরে থাকুক সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়।

কৃষ্ণতত্ত্বে এই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যে কেহ বৃহদ্ব্রহ্মকে ভাবনা করেন অথবা সর্ব্বগ পরমাত্মার চিন্তা করেন অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণের স্মরণ করেন তিনিই ঐ সমুদয় মূর্ত্তিতে কেবলানুভবানন্দের প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলানুভবানন্দে ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব অথবা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য অনুভব করা যায় না। অতএব সমুদয় ঈশ্বর চিন্তার সারভাগকে কেবলানুভবানন্দ বলি। ইহাই স্বরূপ সত্য যে হেতু ইহা খণ্ড হইতে পারে না। ভক্তি কেবলানুভবানন্দের অনুগত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভক্তির বিষয় নহে। অতএব কৃষ্ণভক্তিই সার। পরমাত্মা বা ব্রহ্মোপাসনা অযুক্ত পরিশ্রম মাত্র।

সকলেই স্বরূপ সত্যের অধিকারী। মনুষ্য মাত্রেরই আত্মায় স্বরূপ সত্যের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আত্ম প্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ। যাঁহারা এই আত্মপ্রত্যয়কেই অস্বীকার করেন তাঁহারা বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকেও অস্বীকার করেন। ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সকলের দ্বারা উপলব্ধ হন না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে ও যোগীরা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই অনুভবানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণের অধিকারী। কৃষ্ণ ভজনে ব্রাহ্মণত্ব অথবা যোগের প্রয়োজন নাই। যাহারা অধিক পরিশ্রমের দ্বারা যোগসাধন করে তাহারাই দুরূহ

পরমাত্মার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পায় কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারে না। সাধারণে পরমাত্মা শব্দ শুনিবামাত্র কোন একটী জড়ীভূত পদার্থ থাকা স্বীকার করে। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ব্যতীত ঐ পরমাত্মার উপলব্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঐ প্রকার প্রাপ্তিরও ফল সামান্য যে হেতু পরমাত্মা স্বরূপ নহে, অনুরূপ মাত্র। যাহারা মানস বিজ্ঞানের অধিকতর চালনা করে তাহারা বৃহদ্ব্রহ্মকে জানিতে পারে এবং ঐ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্ম হয়। ঐ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলও সামান্য যে হেতু তদ্বারা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না কেবল স্বরূপের যে ঐশ্বর্য্য তাহাই উপলব্ধ হয়। ব্রাহ্মণ ও যোগী হওয়া যদি ও কঠিন তথাপি কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা ঐ ব্রাহ্মণ ও যোগী অনন্ত গুণে ন্যূন। যদি এরূপ বিতর্ক হয় যে কেবলানুভবানন্দ কৃষ্ণ যদি সকলেরই প্রাপ্য তবে জীবের উচ্চতা ও নীচতা কিজন্য হইয়াছে। সকলেই কি জন্য বৈষ্ণব না হয় তবে তাহার উত্তর এই যে কৃষ্ণ সকলেরই প্রত্যক্ষ কিন্তু কতক গুলি লোক কুতর্ক সহকারে অনুভবানন্দ অস্বীকার করত ব্রাহ্মণ অথবা যোগী হয়, কেহ কেহ মূর্খতা বশত ঈশ্বরপ্রেমে বিরক্ত হইয়া জড়বৎ অবিদ্যার সহিত ক্রীড়া করে ও কেহ কেহ কর্ম্মান্ধপ্রায় হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। সূর্য্য যদি ও সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ তথাপি দিনান্ধ উলুক বা পেচক এবং চক্ষুকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা ঐ সূর্য্যের প্রকাশকে জানিতে পারে না। উলুক অথবা দৃষ্টি শক্তি অবিশ্বাসকারী পুরুষের দোষে সূর্য্যের দোষ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত যদি ও বৈষ্ণবগুণে আপনাকে অতিশয় ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া থাকেন তথাপি ব্রাহ্মণ বা যোগী অপেক্ষা তিনি অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট যে হেতু স্বরূপাধিকারী অনুরূপ অথবা বৃহদ্রূপ অধিকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্বরূপ সত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত

সমুদয় দেশ ও কালে আবদ্ধ এবং প্রাকৃত। রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। হরিশ্চন্দ্র বিগত হইয়াছেন ও পূর্ব্বকল্পে ও ছিলেন না অতএব হরিশ্চন্দ্র ও নিত্য নহেন। হরিশ্চন্দ্রের জীবাত্মা যদি ও পূর্ব্বে ছিল ও এখন ও ঈশ্বর স্বেচ্ছায় অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটী বিগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ-তত্ত্ব তদ্রূপ নহেন। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ জীব ও কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত রাস-লীলা জীবের সহিত সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব ঐতিহাসিক না হওয়ায় স্বরূপ সত্য বলিতে হইবে। কল্পনা মনের কার্য্য ; অপ্রাকৃত পদার্থে মনের অধিকার নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বে সকল আত্মারই অধিকার। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম তত্ত্ব ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই ছিলেন, তাঁহার কোন শক্তির তখন চালনা হয় নাই। যখন সৃষ্টি হইল, তখন বৃহদ্ব্রহ্মের প্রকাশ ও শক্তির চালনা হয়। ইহাই বেদের মধ্যে ঐতিহাসিক রূপে বর্ণিত আছে। সৃষ্টি করত পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মার প্রকাশ করেন। ইহা ও ঐতিহাসিক যে হেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিবৃত্তি হইলে পুনরায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অনুভবানন্দ রূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। অনুসন্ধান, ধারণা, গ্রহণ এ সমুদয় মনের কার্য্য এবং এই সকল বৃত্তির দ্বারা যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপলব্ধি হয় তাহা কাল্পনিকের ন্যায় অনিত্য।

স্বরূপ সত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃ প্রকাশিত ও সুলভ। পূর্ব্ব-বিচারেই কৃষ্ণতত্ত্ব অতুল্য প্রদর্শিত হইয়াছে যে হেতু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ইহার তুল্য হইতে পারে না। সকলেই যখন কৃষ্ণতত্ত্বে অধিকারী তখন সুতরাং ইহাকে অগোপ্য কহিতে হইবে। কৃষ্ণতত্ত্ব সমুদয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ হইলেও উচ্চরবে পরিকীর্ত্তিত হয় যে হেতু অসৎ

পদার্থই লোকে গোপন করিয়া থাকে। ইহাতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র সকল অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। ইহা স্বতঃ প্রকাশিত যে হেতু দেহেন্দ্রিয়গণ অথবা মন ও বাক্য, এই সকলকে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয় না। জীবাত্মা কেবল সুলভ বিশ্বাসের দ্বারাই অনায়াসে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তর্ক ও বিচার করিতে গেলে দুরূহ হইয়া উঠে। অতএব ইহা নিতান্ত সুলভ। কৃষ্ণ ভক্ত হইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব পরমাত্ম তত্ত্ব অধিক বিচারের দ্বারা সংগৃহীত হয় অতএব নিকৃষ্ট হইলেও সুলভ হয় না। জীবের স্বভাব যত সুলভ হয় উহার বিপরীতাচরণ তত সুলভ নহে। কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বভাব এ প্রযুক্ত সুলভ।

স্বরূপসত্য বিচারকালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে। স্বরূপ সত্য স্বতঃ প্রকাশিত হওয়ায় বিচারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিচার করিলেও সুন্দররূপে স্থাপিত হয়। প্রমাণ চারি প্রকার অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, ও অনুমান। শ্রুতিসকল যদিও ব্রহ্মের গান করিয়া থাকে তথাপি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন উপাস্য বস্তু নাই ইহা স্পষ্টই প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে উপাদান কারণ রূপে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মাতীত কোন এক পরম পুরুষের উল্লেখ করিয়া থাকে। দশম স্কন্ধে বেদস্তুতিতে শ্রুতি সকল যে গোপী দেহ প্রাপ্তির অর্থ যে যতকাল বিচারাহঙ্কারে শ্রুতিগণ কাল যাপন করিয়াছিল ততদিবস তাহারা শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল কিন্তু তর্ক ও জ্ঞানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন আত্মপ্রত্যয়কে স্বীকার করিল তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বের অধিকারী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিল। অতএব নারায়ণ উপনিষৎ ও গোপাল তাপনী ও সাধারণত সমুদায় উপনিষৎই কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যখ্যা করে। প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় প্রমাণ আত্মার যে প্রত্যক্ষতা তাহাই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত

গুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জীবের উহাই সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাহাতেই প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ঐতিহ্য তৃতীয় প্রমাণ। সমস্ত ইতিহাস ও মহাজন প্রসিদ্ধিকে ঐতিহ্য কহা যায়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনুভবানন্দ ব্যতীত মহাজনেরা আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বর স্বরূপ বলেন নাই। অনুভবানন্দ স্বীকার করত যে সকল পুরুষেরা ভক্তিপথকে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই দেশ বিদেশে গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপাসনা করেন। ভাষাভেদে ও নামভেদে পদার্থভেদ হইতে পারে না। অনুমানই চতুর্থ প্রমাণ। দৃষ্ট পদার্থ হইতে গুহ্যসত্যের আবিষ্করণ শক্তিকে অনুমান কহা যায়। যুক্তিই ফলত আত্মার পক্ষে অনুমান যেহেতু আত্মার প্রত্যক্ষ যে আত্মপ্রত্যয় তাহা যুক্তির পক্ষে অবশ্যই গুহ্য। ঐ গুহ্যকে যুক্তি ও বহুযত্নে স্থাপনা করিয়াছেন। যুক্তি সমস্ত পদার্থ বিচার করত তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে এক আনন্দকেই লক্ষ্য করেন। যদিও যুক্তি আনন্দকে বুঝিতে পারেন না তথাপি উহাকে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

স্বরূপ সত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যেহেতু দেশ, কাল, গুণ সমুদয় ও তটস্থ বিচারে ইহা বিকৃত নহে। কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা দূষিত নহে। সমুদয় তত্ত্ব ইহার অধীন তত্ত্ব, সিংহত্বরূপে ইহাই পুরুষ। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতার দ্বারা ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হয়। ইহাতে যত প্রকার গুণই থাকুক না কেন সমুদয় বিপরীত হইলেও অবিরোধী। ইহাতেও ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। সমস্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণ। তাহাতে ঐ সকল গুণ ও ঐশ্বর্য্য স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন হইয়া

কৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষরূপে বরণ করিয়াছে। গুণ ও গুণাধার কৃষ্ণে অধীন ও অধীশ্বর সম্বন্ধ। অন্যত্র বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য সম্ভবে না. কিন্তু যথার্থ পুরুষরূপ কৃষ্ণে কোন প্রকার বিরোধ উৎপত্তি করিতে বিপরীত গুণ দিগের ক্ষমতা নাই, যেহেতু জড়গুণ সমুদয় সচ্চিদানন্দের অবশ্যই বশীভূত। সৌন্দর্য্যই সমস্ত গুণের চরম। সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক। ইহাই স্বরূপ তত্ত্ব রূপ কৃষ্ণের প্রধান ক্রিয়া। অতএব সেই পুরুষ যথার্থই বংশীধারী। ঐ বংশীধারী পুরুষই সংসাররূপ অকল্যাণ হইতে জীবকে উদ্ধার করায় কল্যাণপ্রদ। অতএব ঐ বংশীধারী মহাপুরুষই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হইয়া সংসারী জীবগণকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করেন। স্নিগ্ধতাই তাঁহার পরম কল্যাণ অতএব ঐ পুরুষের উজ্জ্বল স্নিগ্ধকর শ্যামবর্ণই প্রত্যক্ষ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা, সর্ব্বাকর্ষকতা, কল্যাণপ্রদতা ও স্নিগ্ধকরতা ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বই স্বরূপ তত্ত্ব। যেহেতু এই সমুদয় লক্ষণই কেবলানুভবানন্দ ব্যতীত আর কিছুতেই নাই।

স্বরূপ সত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়। বৃহত্তত্ত্ব ও অণুত্ব এই দুইটী অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয়। অনুভবানন্দকে বৃহত্তত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে ব্রহ্ম হয় ও অণুত্বে অলঙ্কৃত করিলে পরমাত্মা হয়। অতএব ব্রহ্মে ও পরমাত্মায় স্বরূপ সৌন্দর্য্য রহিত হইয়া অলঙ্কার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীব ঈশ্বরের স্বরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারী অতএব অলঙ্কার সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব রূপ স্বরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ বৃহত্তত্ত্বকেই স্বরূপ কল্পিয়া উহাতে জড়িত আনন্দাভাসকে প্রাপ্ত হন। যোগীগণ বৃহত্তত্ত্বের ক্লীবত্ব জানিয়া ঈশ্বরকে অণু হইতেও অণু বিচার করিয়া হৃদয় মধ্যে সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কিন্তু উভয়েই

জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কথনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

"অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণ-দাসকে স্বভোগ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎ সঙ্গ ক্রমে কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া যোষিৎ সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতি-ক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎ সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন ভাব মাত্র প্রদর্শন করেন তাঁহাকে শুদ্ধ ভক্তগণ মিছা ভক্ত বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন "কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত,"। যিনি অন্তরে বুভুক্ষু বাহিরে কৃষ্ণ ভজন ভাব প্রদর্শনকারী তিনি মিছা ভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু বাহিরে ভজন ভাব মাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত তিনিও মিছা ভক্ত। মিছা ভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও, ভক্ত আসল, মিছাভক্ত মেকী।

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণেতর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত। কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র।

মুমুক্ষুর উদাহরণ স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুন্দার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণ দাস ও বল্লভ ভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপূর্ব্বানুচরগণ, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগচরগণ, অতিবড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌরপূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ শুদ্ধ ভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোন ও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন পথানুগমন বৃত্তি ত্যাগ করেন তাহা হইলে, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধাভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত জড়রসাশ্রিত সহজিয়া বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া, শ্রীমহাপ্রভু প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধাভক্তি বলিয়া ধারণা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ গুরুভক্ত পদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোন দিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। শঠ গুর্ব্বাদেশে যদি কেহ ব্রণ চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাত-

কারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গঙ্গায় মৃত সংকারকারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কথনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন ;—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননীন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুং॥

"কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥"

এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যথন জগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন তথন দয়াল প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন, যথন শ্রীগৌর সুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন তথন তিনি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধু হৃদয় যিশুখৃষ্ট যৎ-পরোনাস্তি নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যথন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্যাতন করে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তথন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বৈভবাচার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ বৈষ্ণব সহিষ্ণুতার আদর্শ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিদ্বেষী, বৈষ্ণবদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতি সম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥"

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে ;—

" সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ "

বিজ্ঞপ্তি নিবেদন।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।)

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবমতি, রাধাকৃষ্ণ যুগল চরণে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি সব লোকলাজ, নিবেদিব যত আছে মনে॥১
তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব মেঘ প্রভা জিনি, ব্রজানন্দ কর বিতরণ।
তুমি রাধে নব গৌরী, গোরোচনা গর্ব্ব হরি, ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র মন॥২
তুমি কৃষ্ণ পীতাম্বরে, পরাজিয়া কার্ত্তস্বরে, ব্রজবনে নিত্যকেলিরত।
তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব্বহরি, কৃষ্ণকেলি সহায় সতত॥৩
তুমি কৃষ্ণ হরিণ্মণি, যুবাবৃন্দ শিরোমণি, রাধিকা তোমার প্রাণেশ্বরী।
ব্রজাঙ্গনা শিরঃ শোভা, ধম্মিল্ল মল্লিকা প্রভা, তুমি রাধে কৃষ্ণ প্রিয়ঙ্করী॥৪
রমাপতি শোভা জিনি, কৃষ্ণ তব রূপ খানি, জগৎ মাতায় ব্রজবনে।
রম্য জিনি ব্রজাঙ্গনা, গণমধ্যে সুশোভনা, তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে॥৫
তবাঙ্গ সৌরভকণ, বংশী গীত অনুক্ষণ, ওহে কৃষ্ণ রাধা মন হরে।
রাধে অঙ্গ গন্ধ তব, তোমার সুবীণারব, কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে॥৬

তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা ধৈর্য্যধন, তুমি কৃষ্ণ চৌর শিরোমণি।
বাঁকা দৃষ্টি ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়াসব, তুমি রাধা কলাবতী ধনী ॥৭
পরিহাসে রাধিকার, কথা নাহি সরে যার, তুমি কৃষ্ণ নটকুল গুরু।
কৃষ্ণ নর্ম্ম উক্তি শুনি, রোমাঞ্চিত তনুখানি, তব রাধে রসকল্পতরু ॥৮
অপ্রাকৃত গুণমণি, বিনির্ম্মিত গিরিশ্রেণী, তুমি কৃষ্ণ সর্ব্ব গুণময়।
উমাদি রমণীজন, বাঞ্ছনীয় গুণ গণ, রাধে তব স্বাভাবিক হয় ॥ ৯
আমি অতি মন্দমতি, করিহে কাকুতি নতি, নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবন অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর, তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ।১০
তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই, যদিও আমার ব্রজবনে।
তুঁহে মহা কৃপাময়, জানি কৈনু পদাশ্রয়, কৃপা কর এ অধম জনে ॥১১
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই, তথাপি করহ কৃপা দান।
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধ গণ, তুমি তুঁহে মহাকৃপাবান ॥১২
কৃপা হেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তার, কৃপা অধিকারি নহি আমি।
তুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর, কৃপা কর ব্রজজন স্বামী ॥১৩
সুদুষ্ট অভক্তজনে, শিবাদি দেবতা গণে, প্রসন্ন হইল কৃপা করি।
মহালীল সর্ব্বেশ্বর, তুঁহু মম প্রাণেশ্বর, দয়া কর দোষ পরিহরি ॥১৪
অধমে উত্তম মানি, মূঢ় বিজ্ঞ অভিমানী, দুষ্ট হঞা শিষ্ট অভিমান।
এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা, না করিনু ভজন বিধান ॥১৫
তথাপি এ দীন জনে, যদি নাম উচ্চারণে, নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ নিবারণ, তুঁহুনাম সংজল্পন, প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥১৬
ভক্তিলব মাত্র ক্ষয়, সর্ব্ব অপরাধ হয়, ক্ষমাশীল তুঁহের কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি, চরণে প্রার্থনা করি, শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥১৭
সাধন সম্পত্তি হীন, ওহে এই জীব দীন, অতি কষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
তুঁহু পদে নিপতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত, প্রসন্নতা হউক তুঁহার ॥১৮

দন্তে তৃণ ধরি হায়, কাঁদিতেছে উভরায়, এই পাপী কম্পিত শরীর।
হা নাথ হা নাথ বলি, হয়ে আজ কৃতাঞ্জলী, প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥১৯
এ দুর্ভাগা হা হা স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে, অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।
হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র, শুন মম কাকুবাদ, তুঁহু কৃপা বিনা প্রাণ যায় ॥২০
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, আহা আহা কাকুনাদে, বলে হও প্রসন্ন আমায়।
এইত অযোগ্য জনে, কৃপা কর নিজ গুণে, করুণাসাগর রাথ পায় ॥২১
মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈস্বরে আর্ত্ত হঞা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে নাথ।
করুণা কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে, কর এই দীনে আত্মসাথ ॥২২
এই তব মূঢ় জন, দীনবাক্যে সক্রন্দন, প্রার্থনা করয়ে দৃঢ় মনে।
হে করুণা সুনিধান, অনুগতে কর দান, কৃপোর্ম্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥ ২৩
ভাবচিত্ত সুখকর, যত আছে সুমধুর, প্রকটাপ্রকট লীলা স্থলে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসার, সকলের সারাৎসার, সেই ভাব যেঁহ কৃপা বলে ॥২৪
যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি, তুঁহুপদ সেবা কর দান।
আর কিছু নাহি চাই, যুগল চরণ পাই, শীতল হউক মোর প্রাণ ॥ ২৫
অনাথ বৎসল তুমি, অধম অনাথ আমি, ত্বদীয় সাক্ষাৎ দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাথ অনাথের প্রাণ, ছাড়ি সব তব দাস্য মাগি ॥২৬
শিরেতে অঞ্জলী ধরি, ওপদে বিজ্ঞপ্তি করি, আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া, শীতল করহে হিয়া, তবে মানি সার্থক জীবন ॥২৭
কবে তুঁহে এই বনে, বিলোকিব সম্মিলনে, অমূল্যাঙ্গ পরিমল ঘ্রাণ।
আমার নাসিকা দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে, অচৈতন্য করিবে বিধান ॥২৮
তুহাঁর নূপুর ধ্বনি, হংস কণ্ঠ স্বর জিনি, মধুর মধুর মম কানে।
প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মমচিত্ত সুরঞ্জনে, মাতাইবে সেবা রস পানে ॥২৯
চক্রাদি সৌভাগ্যাস্পদ, বিলক্ষিত তুঁহুপদ, চিহ্ন এই বৃন্দাবন বনে।
দেখিয়া এ দাসী কবে, ভাবিবে আনন্দোৎসবে, তুঁহু কৃপা পেয়ে সংগোপনে ॥

সকল সৌন্দর্য্যাস্পদ, নীরাজিত দুঁহুপদ, হে রাধে হে নন্দের নন্দন।
মমাক্ষি গোচরে কবে, সর্ব্বাদ্ভুত মহোৎসবে, করিবে আনন্দ বিতরণ ॥ ৩১
প্রাচীনাশা ফল পূর্ত্তি, তুঁহু পদাম্বুজ স্ফুর্ত্তি, সেই দুঁহু জন দরশন।
এ জন্মে কি হবে মম, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম, বিচলিত করে মম মন ॥ ৩২
কবে আমি বৃন্দাবন, কুঞ্জান্তরে দরশন, করিব সুন্দর দুঁহু জনে।
সুরতলীলায় রত, আমা হইতে অদুরত, প্রেমে মগ্ন হব দরশনে ॥ ৩৩
ঘটনা বশত কবে, দুঁহুযোগ অসম্ভবে, পরস্পর সন্দেশ আনিয়া।
বাড়াইব দুঁহু সুখ, যাবে তব মন দুঃখ, বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া ॥ ৩৪
কবে এই বৃন্দাবনে, দুঁহু দুঁহা অদর্শনে, ফিরে যবে দুঁহ অন্বেষিয়া।
সম্মিলন করাইব, হার পদকাদি পাব, পরিতুষ্ট দুঁহারে করিয়া ॥ ৩৫
দুঁহে হার ধরি পণে, দ্যূত ক্রীড়া সমাপনে, আমি জয়ী আমি জয়ী বলি।
করিবে কলহ তবে, হার সংগ্রহেতে কবে, আমি তাহা দেখিব সকলি ॥৩৬
আহা কবে দুই জনে, কুঞ্জ মাঝে সুশয়নে, কুসুম শয্যায় বিরামিবে।
সে সময়ে দুঁহপদ, সম্বাহন সুসম্পদ, এদাসীর সৌভাগ্য মিলিবে ॥ ৩৭
কন্দর্প কলহোদগারে, ছিঁড়িবে কণ্ঠের হারে, লতাগৃহে পড়িবে খসিয়া।
সে হার গাঁথিতে কবে, এদাসী নিযুক্ত হবে, দুঁহু কৃপা আজ্ঞা শিরে পাঞা॥৩৮
কেলি কল্লোলের জবে, দুঁহু কেশ স্রস্ত হবে, দুজনার ইঙ্গিত পাইয়া।
শিখিপিঞ্ছকরে ধরি, কুন্তল মণ্ডিত করি, আমি রব আনন্দে ডুবিয়া ॥ ৩৯
কন্দর্পক্রীড়ায় যবে, দুঁহু ত্রস্ত হবে তবে, আমি দুঁহু আজ্ঞা পাঞা।
উভয় ললাট মাঝে, করিব তিলক সাজে, মত্ত হবে সে শোভা দেখিয়া ॥৪০
কৃষ্ণ তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি, রাধে তব নয়নে কজ্জল।
কুঞ্জমাঝে কেন দিন, পাব সুখ সমীচিন, প্রেমে চিত্ত হবে টল মল ॥ ৪১
কবে জাম্বূনদবর্ণ, লইয়া তাম্বূলী পর্ণ, শিরা শূন্য কর্পূরাদি যুত।
বীটিকা নির্ম্মাণ করি, দুঁহু মুখে দিব ধরি, প্রেমে চিত্ত হবে পরিপ্লুত ॥ ৪২

কোথা এ দুরাশা মোর, কোথা এ দুষ্কর্ম্ম ঘোর, এ প্রার্থনা যদি বল কেন ।
হে রাধে হে ঘনশ্যাম, দুঁহুজন গুণ গ্রামি, মাধুরী বলায় মোরে হেন ॥ ৪৩
দুহাঁর যে কৃপা গুণে, পাইনু বাস বৃন্দাবনে, সেই কৃপা অভীষ্ট পূরণ ।
করুন্ আমার নাথ, পাঞা তুঁহু সখী সাথ, কুঞ্জ-সেবা পাই অনুক্ষণ ॥ ৪৪
ওহে রাধে ওহে কৃষ্ণ, যেই ব্রজরসতৃষ্ণ, কার্পণ্য পঞ্জিকা কথা ছলে ।
জল্পনা করয়ে সদা, তার বাঞ্ছা পুর্ত্তি তদা, করুন্ দুঁহু কৃপা বলে ॥ ৪৫
শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, শিরে ধরি সুসম্পদ, কমল মঞ্জরী করে আশা ।
শ্রীগোদ্রুমব্রজবনে, দুঁহু লীলাসন্দর্শনে, পূর্ণ হউ রসের পিপাসা ॥ ৪৬

ভজন লালসা ।

(গৌড়ীয় মহাজন ভাব পদ্ধতি)

১

হরি হে !

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া, না দেখি উপায় আর ।
অগতির গতি, চরণে শরণ, তোমার করিনু সার ॥ ১
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর, সাধন ভজন নাই ।
তুমি কৃপাময়, আমিত কাঙ্গাল, অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২
বাক্য মনোবেগ, ক্রোধ জিহ্বাবেগ, উদর উপস্থ বেগ ।
মিলিয়া এসব, সংসারে ভাসায়ে, দিতেছ পরমোদ্বেগ ॥ ৩
অনেক যতনে, সে সব দমনে, ছাড়িয়াছি আশা আমি ।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম, এখন ভরসা তুমি ॥ ৪

২

হরি হে !

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয় প্রয়াসে, আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে, অসৎ সঙ্গ সংঘটনে ॥ ১
অস্থির সিদ্ধান্তে রহিনু মজিয়া, হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা মদ, প্রতিষ্ঠা শঠতা স্ফুরে ॥ ২
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু, আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার, এখন কি করি হরি ॥ ৩
আমিত পতিত, পতিত পাবন, তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে, শরণ লইনু হাম ॥ ৪

৩

হরি হে !

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস, প্রেম লাভে ধৈর্য্যধন।
ভক্তি অনুকূল, কর্ম্ম প্রবর্ত্তনে, অসৎ সঙ্গ বিসর্জ্জন ॥ ১
ভক্তি সদাচার, এই ছয় গুণ, নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ, ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি, না করিনু সাধুসঙ্গ।
লয়ে সাধু বেশ, আনে উপদেশি, এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩
এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা, তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়, কবে বা মিনতি করি ॥ ৪

৪

হরি হে !

দান প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত কথা, ভোজন ভোজন দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়, ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১

তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, অসতে এ সব করি।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু, সুদূরে রহিলে হরি॥ ২
কৃষ্ণ ভক্তজনে, এ সঙ্গ লক্ষণে, আদর করিব যবে।
ভক্তি মহাদেবী, আমার হৃদয়ে, আসনে বসিবে তবে॥ ৩
যোষিৎ সঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর, দুঁহু সঙ্গ পরিহরি।
তব ভক্তজন, সঙ্গ অনুক্ষণ, কবে বা হইবে হরি॥ ৪

৫

হরি হে!

সঙ্গদোষ শূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত, যদি তব নাম গায়।
মানসে আদর, করিব তাহারে, জানি নিজ জন তায়॥ ১
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ, তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন, তাঁহারে সেবিব হরি॥ ২
সর্ব্ব ভূত সম, যে ভক্তের মতি, তাহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া, চরিতার্থ হইনু জানি॥ ৩
নিষ্কপট মতি, বৈষ্ণবের প্রতি, এই ধর্ম্ম কবে পাব।
কবে এ সংসারে, সিন্ধুপার হয়ে, তব ব্রজপুরে যাব॥ ৪

৬

হরি হে!

নীর ধর্ম্ম গত, জাহ্নবী সলিলে, পঙ্ক ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্ম দ্রব ধর্ম্ম, সে সলিল না ছাড়য়॥ ১
বৈষ্ণব শরীর, অপ্রাকৃত সদা, স্বভাব বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে, পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে॥ ২
সেই অপরাধে, যমের যাতনা, পায় জীব অবিরত।
হে নন্দ নন্দন, সেই অপরাধে, যেন নাহি হই হত॥ ৩

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার, আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি, পাব তব পদ ছায়া ॥৪

৭

ওহে !

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদ ছায়া, শোধহ আমায়, তোমার চরণ ধরি ॥ ১
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সত সঙ্গ, দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আশে ॥ ২
একাকী আমার, নাহি পায় বল, হরি নাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম ধনে ॥ ৩
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।
আমিত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে ॥ ৪

৮

হরি হে !

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা পীড়ায়, পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম সুধা, ভাল নাহি লাগে, বিষয় সুখেতে ভোর ॥ ১
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিত পল যেন, নাশি রোগ মূল, ক্রমে স্বাদু হয় হরি ॥ ২
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল দয়াময়।
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ ৩
অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে, আস্বাদিব নামাসব ॥ ৪

৯

ওহে !

শ্রীরূপ গোসাঞি, শ্রীগুরুরূপেতে, শিক্ষা দিল মোর কানে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল, রতি পাবে নাম গানে ॥ ১
কৃষ্ণ নাম রূপ, গুণ সুচরিত, পরম যতনে করি।
রসনা মানসে, করহ নিয়োগ, ক্রম বিধি অনুসরি ॥ ২
ব্রজে করি বাস, রাগানুগ হঞা, স্মরণ কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন, উপদেশ সার ধর ॥ ৩
হা ! রূপ গোসাঞি, দয়া করি কবে, দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি তব পদানুগ, হইতে দাসের আশা ॥ ৪

১০

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি, গৌড়বন মাঝে, গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি, হরি নাম কর গান ॥ ১
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে, এদাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি ॥ ২
শৈশবে যৌবনে, জড় সুখ সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজ কর্ম্ম দোষে, এদেহ হইল, ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ ৩
বার্দ্ধক্য এখন, পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে, পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥ ৪

১১

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে, তৃণাপেক্ষা অতিহীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর, নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥ ১

সকলে সম্মান, করিতে শকতি, দেহ নাথ যথাযথ।
তবেত গাইব, হরিনাম সুখে, অপরাধ হইবে হত ॥ ২
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন, কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি বুদ্ধি হীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ ॥ ৩
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণাসার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৪

১২

গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে!

মন স্থির করি, নির্জ্জনে বসিয়া, কৃষ্ণ নাম গাব যবে।
সংসার ফুকার, কানে না পশিবে, দেহ রোগ দূরে রবে ॥ ১
হরে কৃষ্ণ বলি, গাইতে গাইতে, নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক, উদয় হইবে, প্রেমেতে করিবে ভোর ॥ ২
গদ গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে, কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম্ম মুহুর্মুহু, বিবর্ণ হইবে, স্তম্ভিত প্রলয় সম ॥ ৩
নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হবে, নিরন্তর নাম গাব।
আবেশে রহিয়া, দেহ যাত্রা করি, তোমার করুণা পাব ॥ ৪

১৩

গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে।

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব, এইত দৃঢ় বিশ্বাসে।
হরি হরি বলি, গোদ্রুম কাননে, ভ্রমিব দর্শন আশে ॥ ১
নিতাই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত শ্রীবাস, গদাধর পঞ্চজন।
কৃষ্ণ নাম রসে, ভাসাবে জগতে, করি মহা সংকীর্ত্তন ॥ ২

নর্ত্তন বিলাস, মৃদঙ্গ বাদন, শুনিব আপন কানে।
দেখিয়া দেখিয়া, সেলীলা মাধুরী, ভাসিব প্রেমের বানে॥ ৩
না দেখি আবার, সেলীলা রতন, কাঁদি হা গৌরাঙ্গ বলি।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া, অঙ্গেতে দিবেক ধূলি॥ ৪

ইতি ভজন লালসা।

অমায়া।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময় নিবারণ কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন তাহা রোগীর ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাতসুখহানিকর পরিশেষে সৎফল প্রসূ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে কিন্তু জীব অপ্রিয় সত্য ও নিজের শুভঙ্কর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতঃ সুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাতসুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া স্বস্বার্থ হানিকর জীব পরচর্চ্চাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্ম প্রচারক, নীতি প্রচারক, দয়াবান, সকলের মধ্যেই মায়া

দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে; সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাত সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়া মণ্ডিত না করেন। মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যেকাল পর্য্যন্ত জীব, মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ ভগবদ্ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌর সুন্দর বলিয়াছেন "জীব তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহৃদয় দৈন্যসহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য পরদুঃখ কাতর সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট দৈন্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীচতা বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ববোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে ইহাই গৌর সুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন তাঁহারা মায়া কর্ত্তৃক মুহ্যমান হন। মায়া কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শ চরিত্র ভক্তের

আচরণে বিদ্বেষ বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয় শ্রীগৌর সুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীদামোদর স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ দাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য বিমুখ জনকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমল শ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন। ভগবান ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে আমরা ভগবান ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি।

লালসাময়ী প্রথমগীতি।

গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইব আঁকুতি।
কবে হাম্ বুঝব সে যুগল পীরিতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রঁহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা। বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধন ভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা গুলি রাগানুগ ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী। যেখানে শাস্ত্র শাসন ভয়ে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধিত হয় উহাই বৈধ সাধন। রাধা-কৃষ্ণ-সেবা-লোভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগা সাধন।

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার যথা সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। এতদ্ব্যতীত নিষ্ঠাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী, বিরহময়ী, উৎকণ্ঠাময়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে। কৃষ্ণে, ভগবদ্ভক্তে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিত জনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি সমূহ দেখা যায়। অনুৎপন্ন ভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণ ভাবে প্রার্থনাই সম্প্রার্থনাত্মিকা। অজাতভাব জনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটী কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন কিন্তু উহা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের লিখিত লালসাময়ী প্রার্থনা। যেখানে জাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠাভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজাত ভাব প্রদর্শন করেন তথায় এরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। শিক্ষাষ্টকে লিখিত নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে

ভবিষ্যতি অথবা কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ প্রভৃতি লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত। শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত; প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ॥২৮ আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। ১৯ প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ৩৭ এবং মধ্য দ্বিতীয় ৪৫ সংখ্যার" ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ প্রভৃতি ভাব সমূহ জাতভাব নির্দ্দেশ করিতে বিশেষ ভাবে আলোচ্য।

ভাগবতগণের সদ্ধর্ম্ম তালিকা, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগশাস্ত্রসমূহে বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আমরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা ভক্তির কথা ভক্তসমাজে সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীমন্-মহাপ্রভু কথিত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন। সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥" আবার এই পাচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারি প্রকার, কীর্ত্তনাখ্যাভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশেষ ভাবে আজ্ঞা করিয়াছেন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্লোকে সদা শব্দে অন্য অঙ্গ সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগেই অন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে। শিক্ষাষ্টকের আদিতে সংকীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগ ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন।

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ। শ্রীগৌর পদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম ভজনের

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ। নাম ভজনেই প্রয়োজন সিদ্ধি। নামকীর্ত্তন হইতেই রূপগুণ লীলা নামেই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। সেবায় উন্মুখতা হইলেই নাম কীর্ত্তিত হন। নামকীর্ত্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপগুণাদি অলৌকিক বিষয় সমাগমে সাধকদেহে পুলক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। কৃষ্ণচৈতন্য নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ মহাবদান্য এবং তাঁহার লীলা কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। গৌর নামে রূপগুণ লীলোদয়ে গৌর নামোচ্চারণকারী অপ্রাকৃত হন তখন গৌরাভিন্ন হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্ত্তি হইলে জীব অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অনুভূতি তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন ধারায় আপ্লুত হন। নাম ভজন ফলে অশ্রুপুলকাদি অবশ্যম্ভাবী। নামে অশ্রুপুলকাদি ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের যদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ শ্লোকদ্বারা তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গর্হণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে যাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয় অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা বশে অশ্রুপুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা জাতভাব প্রকাশ করেন তাদৃশ হৃদয় বাস্তবিকই লৌহসদৃশ কঠিন। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাকে হীনজ্ঞানে রাগসম্বন্ধহীন প্রেমধন রহিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয় দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয় বিচার-প্রবণ অপ্রাপ্তভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্রহ করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়

শ্রীরূপানুগ গণের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন লাভ করিয়াও তাঁহার অনুগতজনের কল্যাণের জন্য জাতরতি ভক্তের কীর্ত্তনে প্রয়োজন লাভ লালসা বিশিষ্ট ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। অপ্রাকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত ভক্ত গৌর-কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনেই অভিধেয় ভজন জানিয়া নাম কীর্ত্তন ফলে আনন্দাশ্রু পুলকাদি প্রয়োজন লাভ করেন এইরূপ বস্তুনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণাদি করিয়াছেন।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ নামই শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধ, শ্রীনাম কীর্ত্তনই অভিধেয় ভক্তি এবং প্রাপ্তকৃষ্ণপ্রেমব্যক্তির আনন্দাশ্রু পুলকাদিই প্রয়োজন লাভ। বলা বাহুল্য "বলিতে" শব্দ প্রয়োগদ্বারা নামকীর্ত্তনই অভিপ্রেত। রূপ দর্শন, গুণ শ্রবণ বা লীলা স্মরণ নামকীর্ত্তন হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অভিধেয় ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। শ্রীনামই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপদেশ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত জনের নাই বলিয়াই শ্রীরূপানুগগণ বিশ্বাস করেন। নাম কীর্ত্তন ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভক্ত্যঙ্গ জ্ঞানে লীলা স্মরণ রূপানুগগণের ভজন পদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনাধীন। শ্রীনামই সেবোন্মুখ সেবকের অপ্রাকৃত বদনের কীর্ত্তনীয়; শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেবকের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা মননীয় নহেন। পরন্তু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ গুণ লীলাদির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ২ স্ক ৮ অ লিখিত শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং শ্লোকের অর্থে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন। সোঽপি স্মরণপ্রযত্নঃ শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ। শৃণ্বত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণকীর্ত্তনাধীন-মেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতং।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব। শ্রীগৌরসুন্দরের বৈভবপ্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণ ক্রমে কারণ সমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভসমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং ক্ষীর সমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে বদ্ধ জীব সমস্ত সংসার হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা মায়াধীশ। বদ্ধজীব স্বীয় অবিদ্যাবন্ধনে মায়িক সংসারে হরিসেবা বিস্মৃত হইয়া নিজভোগময় বাসনা বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার কৃপায় জীবের সংসারে ভোগ বাসনা থাকে না। শুদ্ধজীব নিত্যানন্দের সেবকাভিমানে বিষয় সমূহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হন। অপ্রাকৃত নিত্যসেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেমনয়নে অপ্রাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগ্য হন। শ্রীনিত্যানন্দের করুণাই জীবের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম। আরে আর কৃষ্ণদাস না করত ভয়। বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়। জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়। যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়॥" প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহারা সাধক রূপে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয় সুখান্বেষণ করেন তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীরূপ রঘুনাথ দাস গোস্বামীদ্বয় আছেন। রাগানুগ ভক্তগণের পরম আরাধ্য বস্তু শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইহাঁরাই গৌর পদাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের

সেব্য, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্মসেবায় অত্যোৎসুক্য হইলে রূপানুগ চরণোপজীবিগণের রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিচিত্রতার উপলব্ধি ঘটে। "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।" শ্রীরূপ রঘুনাথ প্রমুখ ব্রজবাসীগণের অনুগমনে অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুব্ধ রূপানুগগণ রাধা গোবিন্দের মানস ভাব সেবা করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরূপ ও শ্রীরতি মঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌর পার্ষদদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ জীবনে সাধকরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনপর হন। শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরী দ্বয়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন ইহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ" প্রভৃতি গীত এই আশার প্রস্ফুট বিকাশ ॥ ১ ॥

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত বৈদেহী বল্লভ রায় এডুকেশন গেজেটে (২৮ বৈশাখ ১৩২৪ সালের) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম খ্রীষ্টাব্দ শোধন করিয়াছেন। অনভিজ্ঞগণ বলপূর্ব্বক ১৪৮৫ শ্রীগৌরাঙ্গের জাতাব্দ বলিয়া থাকেন কিন্তু আমরা অনেক সময়ে এই ভ্রমের কথা ভ্রান্তদিগকে বুঝাইতেছি। এক্ষণে অনভিজ্ঞগণ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মবর্ষ বলিয়া ধারণা করুন।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস নামক জনৈক গৃহীত্ববেষ অনুসন্ধিৎসু শ্রীনবদ্বীপ ধামের সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। সেদিন তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত সীতানাথ দাস ভক্তিতীর্থ মহাশয় সে দিবস পুনরায় রামজীবনপুরে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় প্রাকৃত রস দমনের অবশ্যই চেষ্টা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

প্রতিবন্ধক ।

জীবমাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ অখণ্ড প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান চেষ্টা, সকল সময়ে সকল জীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতি লাভের আশায় বিলাস পর জীবগণ নৃত্যগীত বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয় তর্পণমানসে প্রীতির উদ্দেশে কত অঘটনীয় শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়।

আজও মানবজ্ঞানে প্রীতি লাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টা মাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগত সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য অভিমান করেন সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্য প্রীতিলাভ চেষ্টা জীবে দেখা যায় কিন্তু সেই প্রীতি, কাল দ্বারা এবং সীমাদ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি, যে কাল পর্য্যন্ত কালও সীমার অধীন থাকে তৎকালাবধি নিত্য প্রীতি চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবৎ বিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরি বিমুখজনগণ ভগবানকে দেশ কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজ-

ভোগ্য দেশ কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরির বিমুখজীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার মায়াতীত জনক ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন তাহার ঐ ধর্ম্ম কোন সময় তাহারসঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধান কারী অপরজন নিত্যপ্রীতির অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ একশ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমা বিশেষ ধর্ম্ম প্রাকৃত; নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখজন অনিত্য সুখ লালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ লালসায় তাৎপর্য্যবান। হরিবিমুখতা ক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন এমনকি অপ্রাকৃতজনগণের সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাহারা নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন; ইহার ফলে তাহাদের নিত্যপ্রীতিময়

বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষ জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগ্যবস্তু বলিয়া ধারণা করেন। অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ প্রাকৃত ধারণা নাই। যে কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পুর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন। প্রাকৃত হরিবিমুখ জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদকদ্রব্য সেবী কোন ক্রমে তাঁহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ কারিতে পারেন না, স্ত্রৈণ কখনই তাঁহার সেব্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জ্ঞানাচ্ছন্ন পশু তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্যে অভিনিবেশ। প্রাকৃত বন্ধু সঙ্গে রঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে, স্ত্রৈণের স্ত্রীহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই

কোন মঙ্গল হয় না। প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক আত্মপ্রতারণার উদ্দেশে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয় পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে নিরীহ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদক দ্রব্য খাইতে শিক্ষাদেন, বিলাসিতা ইন্দ্রিয় পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তাচরণ অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিছাভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে সকল উপায় অপ্রাকৃত শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ করেন তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ নিজ দলস্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদন পূর্ব্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

নিত্য প্রীতি, নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেই অবস্থিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নির্ব্যলীক হইয়া সেই নিত্যপ্রীতিময় বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্য লাভ ঘটে না, মিছাভক্তগণ স্ব স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্যবস্তুকে কৃষ্ণপ্রীতি

সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন এরূপ আশাও তাঁহাদের দুরাশা। অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের সাম্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত সহজিয়া যতই কেন না ভক্ত্যঙ্গ সমূহকে নিজকর্ম্ম চেষ্টা দ্বারা ভোগে নিযুক্ত করুন্, কিছুতেই কৃষ্ণ প্রীতিলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। প্রাকৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছাচার দ্বারা অনিত্যইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজন প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফল স্বরূপে উদয় হয়। অভক্তি চেষ্টা দ্বারা অথবা কৃত্রিম হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণ দ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না পরন্তু মুখ দ্বারা খাদ্য গৃহিত হইয়া উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতিবন্ধক বিচারে সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপেত্রিধাতুকে স্বধীকলত্রাদিষুভৌমইজ্যধী।
যত্তীর্থবুদ্ধিসলিলেন কর্হিচিৎ জনেস্বভিজ্ঞেষুসএবগোখরঃ॥

গর্দ্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা সূপ পরিবেশন করে কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকা কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিত্য প্রীতি লাভ করেনা অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ। ইনি বাতপিত্তকফাত্মক প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রীপুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু কলেবরকে প্রাকৃতজ্ঞান করেন এবং সলিলাদি জড় বস্তু সাহায্যে জড়চিৎ হইয়া যায় মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আভিজন্ত স্থখ, লোভ, মায়াধীশ ও মায়াবশে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ পরম প্রীতি বিগ্রহের প্রেম লাভ করিতে বাধা দেয়।

ভাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন ঃ—

দন্তে নিধায়তৃণকম্ পদয়োর্ণিপত্য।
কৃত্বাচ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি॥

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায়দূরাৎ ।
চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানু রাগং ॥

আমরাও তোমাকে বলি প্রাকৃত যাবতীয় অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হও, সকলকে প্রাকৃত মান্য দেও নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম ভজন করিতে পারিবে। দশপ্রকার নামাপরাধ নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না তাহা হইলেই তুমি কপটতা শূন্য শুদ্ধ স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞান রহিত ভগবন্নামোচ্চারণরূপ নামাভাস করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম সেবা করিতে করিতে নিত্য কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্ত্তন হইলেই নিত্য প্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা, বৈকুণ্ঠবস্তু নামকে তোমার প্রতি নিত্য প্রীতি প্রদান করিবার বাধাদিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কূপমণ্ডূকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর তুমিই ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত

শান্ত দাস্য ভক্তিসাধন লালসা।

(যামুন ভাবাবলি সংগ্রহ)

১

হরি হে !

ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণ দ্বয়, শ্রুতি শিরোপরি শোভা পায়।
ভক্তজন শিরে পুন, শোভা পায় শতগুণ, দেখি আমার পরাণ জুড়ায় ॥১
জীবমনোরথ পথ, তুঁহি সব অনুগত, জীববাঞ্ছা কল্পতরু যথা।
জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন, জীবের চরম গতি তথা ॥ ২
কমলাক্ষ পদদ্বয়, পরম আনন্দময়, নিষ্কপটে সেবিয়া সতত।
এ ভক্তিবিনোদ চায়, সতত তুষিতে তায়, ভক্তজনের হয় অনুগত ॥৩

২

হরি হে !

তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তিলয়, চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি, তোমার কৃপায় হরি, লভে জন্ম আর কব কত ॥১
তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ, জন্মে প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর।
সকল জন্তুর তুমি, স্বভাবিক নিত্য স্বামী, সুহৃন্মিত্র প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২
এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন প্রভু দয়াময়, ভক্তপ্রতি বৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়, দাসে দয়া হইয়া উদার ॥৩

৩

হরি হে !

পরতত্ত্ব বিচক্ষণ, ব্যাস আদি মুনি গণ, শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভুতত্ত্ব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ, তোমার চরিত্র সুধাসার ॥ ১

শুদ্ধ সত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা, জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তম গুণ অন্ধ, অসুর প্রকৃতিমন্দ, জনে তাহা বুঝিতে না জানে ॥২
নাহিমানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডূককূপ, রহে তাহে উদাসীন প্রায়।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়, হরিদাস হরি নাহি পায় ॥৩

৪

হরি হে !

জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ, দেশ কাল বস্তু সীমাশ্রয়ে।
তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, নহ সীমা বিধিপর, বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে ॥১
সম বা অধিক তব, স্বভাবত অসম্ভব, বিধি লঙ্ঘি তব অবস্থান।
স্বতন্ত্র স্বভাবধর, আপনে গোপন কর, মায়া বলে করি অধিষ্ঠান ॥২
তথাপি অনন্যভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত, সদাদেখে স্বরূপ তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্য ভজন হীন, ভক্তপদ রেণুমাত্র সার ॥৩

৫

হরিহে !

তুমি সর্ব্বগুণ যুত, শক্তি তব বশীভূত, বদান্য সরল শুচিধীর।
দয়ালু মধুর সম, কৃতী স্থির সর্ব্বোত্তম, কৃতজ্ঞ লক্ষণে পুনর্বার ॥১
সমস্ত কল্যান গুণ, গণামৃত সম্ভাবন, সমুদ্র স্বরূপ ভগবান।
বিন্দু বিন্দু গুণতব, সর্ব্বজীব সুবৈভব, তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান ॥২
এ ভক্তিবিনোদছার, কৃতাঞ্জলি বার বার, করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন।
তব দাস গণ সঙ্গে, তবলীলা কথারঙ্গে, যায় যেন আমার জীবন ॥৩

৬

হরি হে !

তোমার গম্ভীর মন, নাহি বুঝে অন্যজন, সেইমন অনুসারি সব।
জগত উদ্ভব স্থিতি, প্রলয় সংসার গতি, মুক্তিআদি শক্তির বৈভব ॥১

এসব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা, জীবের বাসনা অনুসারে।
তোমাতে বৈমুখ হয়ে, মজিল অবিদ্যালয়ে, সেই জীব কর্ম্ম পারাবারে ॥২
পুন যদি ভক্তি করি, ভজে ভক্তসঙ্গধরি, তবে পায় তোমার চরণ।
অন্তরঙ্গ লীলারসে, ভাসে মায়া না পরশে, ভক্তিবিনোদের ফিরে মন ॥৩

৭

হরি হে!

মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকেত জীবের মন, জড়মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়, মন নাহি পায় দরশন ॥১
ভক্তিকৃপা খড়্গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তাতে, যায় মন প্রকৃতির পার।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে তব অপরূপ, জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার ॥২
অনন্ত বিভূতি যাঁর, যিনি দয়া পারাবার, সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, সদা শুদ্ধ ভক্তিহীন, শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর ॥২

৮

হরি হে!

ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর, ভক্তি নাহি তোমার চরণে।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুইজন, রত সদা আপন বঞ্চনে ॥১
পতিত পাবন তুমি, পতিত অধম আমি, তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু, আমি দাস তুমি মোর পতি ॥২
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে, ভূমে পড়ি বলে অতঃপর।
অহৈতুকী কৃপা করি, এই দুষ্ট জনে হরি, দেহ পদ ছায়া নিরন্তর ॥৩

৯

হরি হে!

হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই, সহস্র সহস্রবার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর বল, আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥১

গতি নাহি দেখি আর, কাঁদি হরি অনিবার, তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে, তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥২
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত, কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি, ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥

১০

হরি হে!
নিজ কর্ম্ম দোষ ফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে, হাবু ডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি সাঁতারি যাই, সিন্ধু অন্ত নাহি পাই, ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥১
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে, কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি কূলভূমি, আশাবীজ হইল আমার ॥২
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়, সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার, দয়া পাত্র পাইলে দয়ার ॥৩

১১

হরি হে!
অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার, ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত, তব পদে তাহার অভয় ॥১
স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে, শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যে হেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার, মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥২
এ ভক্তিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়, দেখিয়া আমার দোষগণ।
আমিত ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি, কখন ধরিতে এ জীবন ॥৩

১২

হরি হে!
তবপদ পঙ্কজিনী, জীবামৃত সঞ্চারিণী, অতি ভাগ্যে জীব তাহা পায়।
যে অমৃত পান করি, মগ্ন হয় তাহে হরি, আর তাহা ছাড়িতে না চায় ॥১

নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়, অন্য রস তুচ্ছ করি মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত, মধুব্রত কদাচিত, নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড পানে ॥২
এ ভকক্তিবিনোদ কবে, সে পঙ্কজ স্থিত হবে, নাহি চাবে সংসারাভিমুখে।
ভক্ত কৃপাভক্তিবল, এ দুইটী সুসম্বল, পাইলে সে স্থিতি ঘটে সুখে ॥ ৩

১৩

হরি হে!

ভ্রমিতে সংসার বনে, কভুদৈব সংঘটনে, কোনেমতে কোন ভাগ্যবান।
তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলী হঞা, একবার ওহে ভগবান ॥ ১
সেই ক্ষণে তার যত, অমঙ্গল হয় হত, সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।
আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তার শুভোদয়, তারে দেয় সর্ব্বোত্তম গতি ॥ ২
এমত দয়ালু তুমি, এমত দুর্ভাগা আমি, কভু না করিনু পরণাম।
তব পাদপদ্ম প্রতি, না জানি এ দুষ্ট মতি, ভক্তিবিনোদের পরণাম ॥ ৩

১৪

হরি হে!

তোমার চরণ পদ্ম, অনুরাগ সুধা সদ্ম, সাগর শীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান জনে, কোন কার্য্য সংঘটনে, তার সব দুঃখ দূরে যায় ॥১
স সুধা সমুদ্রকণ, সংসারাগ্নি নির্ব্বাপন, ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তার।
পরম নিবৃতি দিয়া, তোমার চরনে লঞা, দেয় তবে আনন্দ অপার ॥ ২
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, পড়িয়া সংসার ফাঁদে, বলে নাহি কোন ভাগ্য মো
এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল, বৃথা রেণু হয়ে আত্মভোর ॥ ৩

১৫

হরি হে!

তবাঙ্ঘ্রি কমল দ্বয়, বিলাস বিক্রম ময়, পরাবর জগত ব্যাপিয়া।
সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, ভক্ত ক্লেশ অবসান, লাগি সদা প্রস্তুত হইয়া ॥ ১

জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন, অতএব মম অধিকার।
আমি কিবা ভাগ্যহীন,সাধনে বঞ্চিত দীন, কি কায জীবনে আর ছার ॥২
কৃপা বিনা নাহি গতি, এ ভক্তিবিনোদ অতি, দৈন্যকরি বলে প্রভু পায়।
কবে তব কৃপাপেয়ে, উঠিব সবলে ধেয়ে, হেরিব সে পদযুগ হায় ॥ ৩

১৬

হরি হে!

আমি সেই দুষ্ট মতি, না দেখিয়া অন্য গতি, তবপদে লয়েছি শরণ।
জানিলাম আমি নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ, আমি তব নিত্য পরিজন ॥ ১
সেই দিন কবে হবে, ঐকান্তিক ভাবে যবে, নিত্য দাস ভাব লয়ে আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ, সেবিব আমার নিত্য স্বামী ॥২
নিরন্তর সেবা মতি, রহিবে চিত্তেতে সতী, প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃষ্ণসেবা কুতুহলে, চির দিন থাকি যেন ভোর ॥৩

১৭

হরি হে!

অমি অপরাধীজন, সদা দণ্ড্যহল্লক্ষণ, সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীমভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম ঘোরে, গতিহীন গতি অভিলাষী। ১
হরি তব পাদ দ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে, কৃপাকরি কর আত্মসাথ।
তোমার প্রতীজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই, তুমি তার রক্ষাকর্ত্তা নাথ ॥ ২
প্রতিজ্ঞাতে করি ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর, শরণ লইল এই দাস।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, তোমার সে রাঙ্গাপায়, দেহ দাসে সেবার বিলাস ॥৩

১৮

হরি হে!

অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক আচ্ছাদন, হৈল তাতে অন্ধকার ঘোর।

নিজ অবিবেক দোষে, পড়ি দুর্দ্দিনের রোষে, প্রাণ যায় সংসার কান্তারে।
পথ প্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই, ডাকি তাই অচ্যুত তোমারে ॥২
একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা প্রতি বৃষ্টি, তবে মোর ঘুচিবে দুর্দ্দিন।
বিবেক সবল হবে, এ ভক্তিবিনোদ তবে, দেখাইবে পথ সমীচিন ॥৩

১৯

হরি হে!

অগ্রে এক নিবেদন, করি মধুনিসূদন, শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থ ময় হয়, হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥ ১
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি, তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়, তাতে আমি সুপাত্র দয়ার ॥ ২
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া পাত্র কোথা পাবে, দয়াময় নামটী ঘুচাবে।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, দয়া কর দয়াময়, যশকীর্ত্তি চির দিন পাবে ॥ ৩

২০

হরি হে!

তোমাছাড়ি আমি কভু, সনাথ না হই প্রভু, প্রভু হীন দাস নিরাশ্রয়।
আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হবে নাথ, দমনীয় কে তোমার হয়॥১
আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্ব্বন্ধ, সবিধি তোমার গুণ ধাম।
অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন, ছাড়া ছাড়ি নহে কোন কাম ॥ ২
এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়, পাল মোরে না ছাড় কখন।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ, দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ ॥৩

২১

হরি হে!

স্ত্রী পুরুষ দেহ গত, বর্ণ আদি ধর্ম্ম যত, তাহে পুন দেহ গত ভেদ।
স্বত্ব রজ তম গুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুন, এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥১

যে কোন শরীরে থাকি, যে কোন অবস্থা রাখি, সে সব এখন তব পায় ।
সঁপিলাম প্রাণেশ্বর, মম বলি অতঃপর, আর কিছু না রহিল দায় ॥২
তুমি প্রভু রাখ মার, সব তব অধিকার; আছি আমি তোমার কিঙ্কর ।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্য কৌতূহলে, থাকি যেন সদা সেবাপর ॥৩

২২

হরি হে !

বেদ বিধি অনুসারে, কর্ম্ম করি এ সংসারে, পুনঃপুন জীব জন্ম পায় ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে, জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥১
তবে এক কথা মম, শুনহে পুরুষোত্তম, তব দাস সঙ্গী জন ঘরে ।
কীট জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়, রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥২
তব দাস সঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্ব্বাচীন, তার গৃহে চতুর্ম্মুখ ভূতি ।
না হউ কখন হরি, করদ্বয় যোড় করি, করে ভক্তিবিনোদ মিনতি ॥৩

২৩

হরি হে !

তোমার যে শুদ্ধ ভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত, ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ করি জানে ।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার শ্রীবৈভব, তৃণ বলি অন্য সুখ মানে ॥১
সে সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানা রঙ্গে, বিরহ সহিতে নাহি পারে ।
কৃপা করি অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মা গণে, সাধু বিনা গতি নাহি আর ॥২
সে ভক্ত চরণ ধন, কবে পাব দরশন, শোধিব আমার দুষ্ট মন ।
এ ভক্তিবিনোদ ভনে, কৃপা হবে যতক্ষণে, মহাত্মার হবে দরশন ॥৩

২৪

হরি হে !

শুনহে মধুমথন, মম এক বিজ্ঞাপন, বিশেষ করিয়া বলি আমি ।
তোমার প্রেমত মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম, আমি দাস তুমি মোর স্বামী

সে বিভব বহির্ভূত, হৈতে হলে হে অচ্যুত, ক্ষণ মাত্র সহিতে না পারি।
দেহ প্রাণ সুখ আশা, আত্মপ্রীতি ভালবাসা, সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥২
এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস, তবু থাকু দাসত্ব তোমার।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়, দাস্য বিনা কিবা আছে তার ॥৩

২৫

হরি হে!

আমি নরপশুপ্রায়, আচার বিহীন তায়, অনাদি অনন্ত সুবিস্তার।
অতি কষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য, অশুভের আস্পদ আবার ॥১
তুমি ত দয়ার সিন্ধু, তুমিত জগৎবন্ধু, অসীম বাৎসল্য পয়োনিধি।
তব গুণ গণ স্মরি, ভব বন্ধ ছেদ করি, নির্ভীক হইব নিরবধি ॥২
এই ইচ্ছা করি মনে, শ্রীযামুন শ্রীচরণে, গায় ভক্তিবিনোদ এখন।
যামুন বিপিন বিধু, শ্রীচরণাম্বুজসীধু, তার শিরে করুন্ অর্পণ ॥৩

২৬

হরি হে!

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা, দয়িত তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতরু, ত্বদীয় সম্বন্ধ মাত্র আমি ॥১
তব ভৃত্য পরিজন, গতি প্রার্থী অকিঞ্চন, প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ব তব ধন, তোমার পালিত জন, আমার মমতা তব জনে ॥২
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ অভিমানে॥
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি, তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥৩

২৭

হরি হে!

আমিত চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ ক্ষুদ্র অতি, অসূয়া প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন মানী, নৃশংস বঞ্চনে জ্ঞানী, কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥১

এহেন দুর্জ্জন হয়ে, এ দুঃখ জলধি বয়ে, চরিতেছি সংসার সাগরে ।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হয়ে নিরবধি, তব পাদ সেবা মিলে মোরে ॥২
তোমার করুণ পাই, তবেত তরিয়া যাই, আমি এই দুরন্ত সাগর ।
তুমি প্রভু শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধুলি সনে, নহে ভক্তিবিনোদ কাতর ॥৩

ভাই সহজিয়া ।

(প্রাপ্ত পত্র প্রথম)

তুমি মনে কর, তুমিই বৈষ্ণব। তুমি মনে কর, তুমিই ভাবুক। তুমি মনে কর তুমিই রসিক। তুমি মনে কর তোমার জড়বুদ্ধিতে কৃষ্ণ আটকাইয়া আছেন, তোমার প্রাকৃত ভোগ বুদ্ধিতে কৃষ্ণভক্তিরস আবদ্ধ। তুমি কৃষ্ণ গড়িতে পার, তুমি কৃষ্ণ ভক্তিতে পারঙ্গত। তোমার নিকট রূপ, রঘুনাথ ভক্তি শিখিতে পারে, তুমি জড়রস রসিকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি অপ্রাকৃত কৃষ্ণ লীলাকে প্রাকৃত করিতে পার, অনর্থবিশিষ্ট হইয়া রসিকতা প্রভাবে জয়দেব চণ্ডীদাসকে হারাইয়া দিয়াছ, নামপরায়ণ হরিদাস ঠাকুর তোমার ক্রীড়াপুত্তলি। ঠাকুর নরোত্তম তোমার রসিকতা বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন, তোমার প্রতিষ্ঠা ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। জড়ভোগময় নব রসিকদল তোমার পৃষ্ঠপোষক। তোমরাই নাচিয়া গাইয়া সিদ্ধি একচেটীয়া করিয়াছ, প্রাকৃত রসের সব ঝুড়িগুলি তোমাদের মাথায় আছে। এ হেন ধনে ধনী তুমি। অকিঞ্চনের কথায় কাণ দিবে না।

ভাই সহজিয়া! তুমি ব্রজভাব লুব্ধ হইয়া অন্তরের ভাব বাহিরে ফুটাইয়া দিয়াছ, বাহিরের দৃষ্টিতে সব কথা ফুটিয়া উঠায় ভিতরে আর

তোমার কিছুই নাই। এই কুকুরে শেয়ালে খাওয়া দেহটিকে তুমি অপ্রাকৃত গোপতনয়া করিয়াছ। হৃদয়ে পৌরুষ ভাব পোষণ করিয়া বাহিরে অবগুণ্ঠনবতী সখী হইয়াছ, নাকে নোলক পরিয়াছ। সেমিজের উপর পাছা পেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছ। অপ্রাকৃত বনফুলের মালার পরিবর্ত্তে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নাগর অন্বেষণ করিতেছ। তোমার ভাব শুদ্ধ বৈষ্ণবে বুঝিতে পারিবে না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরও বুদ্ধির অগোচর। বলিতে লজ্জা বোধ হয় তোমাদের বাক্যে সকল স্ত্রী ধর্ম্ম জড় দেহেই প্রকাশ হয়। কেবল ভিতরে পুরুষ ভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম্ম? মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন অন্তরে কৃষ্ণ সেবিকা গোপীর চিত্ত ভাব পোষণ করিয়া ছিলেন। আর ভাই সহজিয়া, তুমি হৃদয়ে পুরুষ ভাব পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ। মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিলেন তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ তোমার। প্রভু বলিলেন আত্মার ধর্ম্ম গোপীভাব তুমি বুঝিলে দেহের ধর্ম্ম গোপীভাব "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার" প্রভুর ভক্ত তুমি তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড় ভোগে প্রবৃত্ত হইলে! তবে তুমি বলিতে পার ইহা কলিকাল। প্রভু যাহা বলিবেন তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রভু ঈশ্বর, জীব বশ্য; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্‌টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি তোমার ন্যায় প্রাকৃত বস্তু যে তুমি প্রাকৃত সখী-ভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া তোমার করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশমণ্ডিত তোমার পুরুষ শরীর লইয়া কি প্রকারে বস্ত্র হরণ করিবেন? যদি তোমার ভাগ্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহ্যবসন অপহৃত হয় তাহা হইলে তোমার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি রূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধ দেহ দ্বারা

কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানস সেবা কর তাহা হইলে বস্তু সিদ্ধি কালে ঘৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইত। ভাই সহজিয়া! অনাত্মদেহে কেন আত্ম বুদ্ধি করিতে গিয়া সখী ভেকী সাজিলে? আমরাও তো তোমার মতলব বুঝিয়া তোমাতে আকৃষ্ট হইতে পারিলাম না।

ভাই সহজিয়া! তুমি কেন কৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলাকে তোমার জড় ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া জড়সুখ অর্জ্জন করিলে? তুমি ভাই! অর্চ্চনের নাম করিয়া চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা জড় দেহের থলিটাতে পুরিলে? কেন ভাই ধনীর দ্বারে গিয়া কৃষ্ণের প্রসাদের ছলনায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া লইলে? কেন ভাই ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরের অর্থগুলি নিজের বিলাসিতায় লাগাইলে? কেন ভাই ঠাকুরের অর্থে প্রাকৃত স্ত্রী-লোকের মল গড়াইয়া দিলে? কেন ভাই গুরু সাজিয়া শিষ্যকে নরকে পাঠাইলে? কেন ভাই গুরুর উপদেশ ছাড়িয়া জড় ভোগে মন দিলে? কেন ভাই বহু শিষ্য করিয়া দল বাঁধিলে? আমরা তো তোমাকে নানা-স্থানে দেখিতে পাইতেছি, তুমি কখনও রাগানুগীয় সাধকাগ্রগণ্য হইয়া কনিষ্ঠাধিকারে ঘণ্টা নাড়িতেছ, কখনও পুষ্পাদির ঘ্রাণ গ্রহণে পুলকিত হইতেছ, কখনও বা লোকের মুখবন্ধ করিবার জন্য ভিক্ষা দিতেছ, কেন ভাই ছাগলের মুখে দই দেওয়া? এ সকল করিয়া তোমার কি ফল হইবে আমাকে বুঝাইয়া দেও। আমি কি তবে বুঝিব যে তুমি দোকান খুলিয়া লোক বঞ্চনায় ব্যস্ত হইয়াছ?

ভাই সহজিয়া! তুমি যাবতীয় লম্পটকে প্রাকৃত লাম্পট্য অবশ্য শিখাইতেছ। সংযত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্যভিচার রত করাইতেছ। ধর্ম্মের আচরণে বিপথে লওয়া কি তোমার উচিত। কৃষ্ণ পরম রসময় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে তাঁহার অবস্থিতি। তোমার জড়ভোগময় ধারণায় তিনি আটক পড়িয়াছেন মনে করা তোমার বাতুলতা মাত্র। তুমি

জড়ের চিত্র লইয়া গোপীজন বল্লভের লীলা আঁকিবে ইহা তোমার অপরাধের ফল মাত্র। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত লীলাময় তাহার বিকৃত প্রতিফলন এই জড়জগতে আসিয়া সত্য ধর্ম্মের উৎসাদন করিয়াছে, তোমাকে দণ্ডবিধি আইনের শাসন যোগ্য করিতেছে। তুমি কেন অপ্রাকৃততত্ত্ব ছলনাকে আশ্রয় করিয়া জীবের ভোগময় ঘৃণিত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতেছ। তুমি কেন কৃষ্ণের পারকীয় বিষয়াদির কথা না বুঝিয়া জীবকে পাপ পঙ্কিলে নিমগ্ন করিতেছ? আমি জানি তুমি পার্থিব অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রমত্ত হইয়া নারদাদির দুর্ল্লভ হরিপ্রেমকে পাপের আকর করিয়া তুলিতেছ? আমি জানি তোমার দলে অনেক লোক আছে। তোমার পাপের সাহায্য করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইবে না। হরিবিমুখতা পাইয়াই তোমার এইদশা হইয়াছে। আমি তোমার জন্য অনুতাপ করি এবং তোমার সৎবুদ্ধি হ'ক গোপীজন বল্লভের চরণে প্রার্থনা করি।

ভাই সহজিয়া! তোমার ধর্ম্ম কখনই রামানন্দ রায়ের নির্ম্মল সহজ ধর্ম্ম নহে। তোমার ধর্ম্ম কখনই গোপীগণের হৃদ্গত ভাব নহে। সাধকোত্তম উদ্ধব মহাশয়, লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যাহার পরম রমণীয় সুশীতল আনুগত্য লাভের আশায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত সেই বৃষভানুনন্দিনীর কৃপা পাইয়া তাঁহার পদরেণুকে কবে তুমি রূপানুগ ভক্তগণের ন্যায় অপ্রাকৃত রস দ্বারা সেবা করিবে। কৃষ্ণচন্দ্র রসময়, বৃষভানুকুমারী নিজ গণে যে কাল পর্য্যন্ত না তোমাকে অপ্রাকৃত রসময়ী পরিচারিকা করিবেন তৎকালাবধি তোমার অপ্রাকৃত লীলায় অধিকার নাই। ভোগময় জড়বুদ্ধি দ্বারা রসময়ীর রসসেবা অধিকার পাওয়া যায় না।

ভাই সহজিয়া! তুমি অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সম্ভোগের আদর বাড়াইয়াছ। প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে হরিবিমুখ করাইবে যখন তুমি সত্য সত্যই বৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয় করিবে তোমার জড়ের ইন্দ্রিয়ের সুখগুলি একেবারে বিদগ্ধ হইবে। জড়রসের পোড়া ছাই তোমার প্রাকৃত অভিমান রূপ মানবৃক্ষের তলায় পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমানী হইয়া হরিনাম কর। অপ্রাকৃত রসকে প্রাকৃত রসের সহিত মিশাইয়া ফেলিবে না। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস তোমার প্রাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা ধ্বংস করুক, তুমি প্রাকৃত সহজিয়া সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ ভক্ত হও। তুমি রূপানুগের চরণাশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস উদ্দীপিত কর তাহা হইলে প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা আসিয়া তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারিবে না। ভাই প্রাকৃত সহজিয়া তোমার সহিত রূপানুগের কোন দিন কোন সম্বন্ধ হয় নাই। তবে তুমি যে সম্বন্ধ মনে করিয়াছ তাহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার মত। যে কাল পর্য্যন্ত তোমার প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে বঞ্চনা না করিবে সেই পর্য্যন্ত তুমি অপ্রাকৃত বস্তু গুলিকে তোমার নিজের প্রাকৃত ভোগের বস্তু মনে করিবে। উহা কখনই কৃষ্ণ-সেবা নহে। যদি কৃত্রিম অভিনয়ের কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইতেন তাহা হইলে অপ্রাকৃত গোপী তাহার করতলগত হইত, যদি গোপীসাজে সজ্জিত বিষয়ী,অভিনয় করিতে গিয়া যথার্থ ই কৃষ্ণসেবা করিত তাহা হইলে তাহার গোপীভাব ছাড়িয়া যাইত না। অভিনয় কালে সজ্জিত গোপীর হৃদয়-বৃত্তি যদি স্থায়ীভাবে সামগ্রী সম্মিলন হইত; তাহা হইলে অন্তরঙ্গ রসে নিত্য-কাল রসিক হইয়া যাইত। মাটীয়া বুদ্ধি দ্বারা মাটীয়া অভিমানে মাটীয়া রসের সেবা করিলে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বুঝা যায় না। ভাই সহজিয়া, তুমি তোমার মাটিয়া বুদ্ধি ত্যাগ কর অবশ্যই রূপানুগের অপ্রাকৃত

প্রেমালিঙ্গন তুমি লাভ করিবে। প্রাকৃত সহজিয়া দল তোমাকে মাথায় করিয়া নাচিলেও তুমি নিজ ভোগময়ী মাটিয়া বুদ্ধি ছাড়িতে পারিবে না। চিন্ময় বুদ্ধিতে চিন্ময় দেহে চিন্ময় রস দ্বারা চিন্ময়ীর পাল্য দাসী হইয়া নিরন্তর সেবা কর। তাহাহইলেই তোমার হৃদয় কটাহের চিদ্রস উথলিয়া উঠিবে।

ভাই সহজিয়া, তুমি মনে করিয়াছ আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি সংসারে প্রবেশ না করায় তোমার মত জড় রস না বুঝিতে পারিয়া কোন দিনই রসিক হইতে পারেন নাই; তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে লোকসংগ্রহে পটু হইয়া শিব ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ রসকে উজ্জ্বল করিয়াছ। ভাই তোমাকে আর কি বলিব আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি তোমার জড়ীয় তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া সহজিয়া মণ্ডলীকে তাহাই শেখাও। তোমার আর নীরস হইয়া জড়রস ছাড়িয়া অপ্রাকৃত রস সেবার আবশ্যক নাই। অপ্রাকৃত রস সেবার ভারটা রূপানুগের প্রতি ন্যস্ত কর।

ভাই সহজিয়া! রাই কানুর ক্রীড়া রহস্য তুমি আপামর সাধারণের নিকট অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও। কত মাতাল, কত লম্পট তোমার গান শুনিয়া অপ্রাকৃত রসকে, ঘৃণিত জড়রস বোধ করুক্। তুমিও চাঁই হইয়া হাটে বাজারে মাঠে খোল করতালের যোগে প্রাকৃত রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেও। তোমার সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশু অনুদ্গত শ্মশ্রু বালক জড়রসে পণ্ডিত হইয়া গোবিন্দ লীলা গান করিবার নামে বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী না পড়িয়া বসে। মহাপ্রভুর যঃ কৌমারহরঃ গান শুনিয়া প্রাকৃত যুবক যুবতী স্ব স্ব প্রাকৃত ধর্ম্মে উন্মত্ত না হয়। পিতা পুত্রে একত্রে সমাসীন হইয়া আজ কালকার সভ্যতার অনুকরণে বৈঠকখানার নগ্নচিত্র বিশেষ সুনীতি

পুষ্ট হইতে পারে, রাইকানুর গান প্রাকৃত কানে শুনিতে পারে, এবং সহজিয়া বংশ বিস্তার করিয়া বৈষ্ণব গোষ্ঠী বৃদ্ধি হইল মনে করিতে পারে। আপন ভজন কথা প্রচার করিয়া প্রতিষ্ঠার লোভে ঢকা বাজাইয়া রসগান করা কি ভাই ভাল হইল?

ভাই সহজিয়া! তোমার চোখটী সর্ব্বদা ছল ছল, নাসিকায় নাসামল সর্ব্বদা লম্ববান, খোলে ঘা দিবার পূর্ব্বেই পুলকোদ্গম, প্রেমে ঢল ঢল হইয়া হাত দুইটি অপরের স্কন্ধে সর্ব্বদাই লগ্ন, যাবতীয় স্ত্রীলোকের পদরেণুতে মস্তকটী ভূষিত, স্ত্রীলোকেরাই বড়ভক্ত প্রভৃতি বিচার সমূহে তুমি বড়ই পারদর্শী। কীর্ত্তন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হওয়া তোমার ধর্ম্ম; আপনাকে রসিকেন্দ্র মুকুট মৌলি, রাগানুগীয় সিদ্ধাগ্রগণ্য রসে ডগমগ প্রভৃতি জড়ভাবে বিভোর জানিতেছ। তোমার চাতুরী ভক্তাভক্ত সকলেই বুঝিতে পারে। তুমি গোদাস হইয়া গোস্বামী হইতে চাও, অজাতরতি হইয়া রসিক হইতে চাও, সাধনে অনর্থ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সিদ্ধির ভানে প্রেমিক হইতে চাও, তোমার দেবদাসীর মুখে গান শুনিতে ভাল লাগে, নর্ত্তকীর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিতে তোমার আপত্তি নাই, পেশাদার গায়কের রস গানে ও রসাভাসযুক্ত আখরে তুমি বিভোর। তোমাকে আমি বেশ জানিয়াছি কিন্তু তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারি নাই।

তোমার বেরসিক ভাই

রূপানুগ।

সমালোচনা।

আমরা জাতিভেদ নামক একখানি গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থের লেখক পাবনা সিরাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থখানির কলেবর ডিমাই ৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট ২২৫ পৃষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ ডি আই এম এস মহোদয় লিখিত ভূমিকা সাত পৃষ্ঠা আছে।

ভূমিকায় একজন বিশিষ্ট সামাজিকের বঙ্গীয় জাতি বিভাগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং এরূপ অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও তাঁহারা দেশ ও সমাজের মুখপাত্র ও হিতৈষী বলিয়া পরিচিত তজ্জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের বিশ্বাস বাঙ্গালা দেশে রঘুনন্দনের স্মৃতির পথে চলিলে বঙ্গের জাতীয় জীবনে অনেক উন্নতি দেখা যাইত। বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৬ জন ব্রাহ্মণ বাকি ৯৪ জন শূদ্র বলিয়া অভিহিত। সুতরাং অধিকাংশ সামাজিকগণের সকলকেই শূদ্র বলিয়া ধরিতে হইবে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল হিন্দুই শূদ্র এরূপ নির্দ্ধারণ বা আচরণ যে নীতি-বিরুদ্ধ অন্যায় ও অনুচিত এরূপ করিলে যে অধর্ম্ম হয় তাহা সামাজিকগণ ভাবেন না। দেশের অধিকাংশ লোককে শূদ্র বা দাস জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করিলে, লাঞ্ছনা করিলে, অপমানিত করিলে বা নির্যাতন করিলে কখনই মুষ্টিমেয় সামাজিকগণের বা সমাজের কল্যাণ হয় না। এতৎ-প্রসঙ্গে মার্কিণ দেশে গৃহযুদ্ধ ও দাসপ্রথানিবারণকল্পের প্রয়াস উল্লিখিত হইয়াছে।

অবতরণিকায় দেশের কতিপয় প্রাচীন কথা আশ্রয় করিয়া দেশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বৃত্তিভেদে গুণের উৎকর্ষ বিচারে বর্ত্তমান কালে ভারতে জাতির বিচার না হওয়ায় সমাজে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ

করিতেছে। ভগবানের উদ্দেশ্য কখনই ঐরূপ নহে। লেখক লিখিতেছেন ভগবান্ কি ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন "হে কলির ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগকে শূদ্রাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ করিয়া, সমাজের সম্রাট করিয়া সংসারে পাঠাইলাম; তোমরা যথা ইচ্ছা ছলে বলে কৌশলে, শাস্ত্রের বচন দিয়া, বেদের দোহাই দিয়া, শূদ্রদের ধনরত্ন আত্মসাৎ কর, তাহারাই সয়তান স্বরূপ নিত্য ঘৃণার্হ। উহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার নাই—উহারা ধরিত্রীর ভার স্বরূপ। জগতের যাবতীয় অত্যাচার লাঞ্ছনা উহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষণ কর।" আরোও লিখিয়াছেন "আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব? প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ বেদান্ত × × প্রেমাবতার চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া তদীয় মত ও শিক্ষা দীক্ষাই গ্রহণ করিব অথবা শ্রুতিবিগর্হিত ভীষণ বৈষম্যবাদ পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর পরন্তু শূদ্রশোণিত পিপাসু, পরবর্ত্তীযুগের স্মৃতি এবং বর্ত্তমানকালের কতিপয় যজ্ঞসূত্র সম্বল ব্রহ্মণ্যশক্তি বিহীন বৈদিক ক্রিয়া বর্জ্জিত ম্লেচ্ছান্ন ও শূদ্রান্ন পরিপুষ্ট নামমাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অসার মতবাদই গ্রহণ করিব ইহাই হইতেছে বুঝিবার বিষয়।

এই পুস্তকখানিতে বারটী অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায় আর্য্য হিন্দুজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ, দ্বিতীয়ে প্রাচীন আর্য্যদিগের গুণ-কর্ম্মগত জাতিভেদ, তৃতীয়ে গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ, চতুর্থে বিবাহ, পঞ্চমে আহার, ষষ্ঠে সৃষ্টিতত্ত্বে বিভিন্নমত, সপ্তমে জাতি-ভেদোৎপত্তির কারণ, অষ্টমে সঙ্করবর্ণ, নবমে শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার, দশমে নিম্নশ্রেণী, একাদশে পরিণাম ও প্রতিকার এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন।

দাস বা দস্যু এবং আর্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের কথা ঋগ্বেদে কথিত আছে। পুরুষসূক্ত ব্যতীত বর্ণ চতুষ্টয়ের উল্লেখ ঋক্ সংহিতায় কোথাও নাই। এলফিন্ষ্টোন সাহেব ভারত ইতিহাসে লিখিয়াছেন আধুনিক বর্ণপ্রথা ঋগ্বেদে অবিদিত।

বৃত্তিগত জাতি নিরূপণ প্রথাই পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তৎসম্বন্ধে মহাভারত, বৃহদারণ্যক, উৎকলখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পদ্মপুরাণ, অত্রিসংহিতা, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহে অনুলোম ও প্রতিলোম জাতির কতক আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার বর্ণগত তারতম্যের প্রাক্তন শিথিলতা প্রমাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে উদ্বাহ প্রথা স্ববর্ণে আবদ্ধ হওয়ায় শৌক্রবর্ণগত বৈষম্য অধিক দৃঢ় হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন মানবগণ অধিক ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন তৎকালে বর্ণগত পার্থক্যের বিষময় ফল, সমাজ তাদৃশ উপলব্ধি করেন নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে একত্র ভোজন, স্পৃষ্টদ্রব্য গ্রহণাদির কতিপয় বিচার এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বে মতদ্বৈধ আছে উল্লেখ করিয়া চাতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি বিষয়ে সন্দেহের অবতারণা করিয়াছেন।

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার, পরিণাম ও প্রতিকার এবং সমাজপতি ব্রাহ্মণ গণের প্রতি নিবেদন নামক প্রবন্ধত্রয় পাঠ করিলে বুঝা যায় যে গ্রন্থকার বিশেষ নিরপেক্ষ, পরদুঃখকাতর এবং সকল জীবে দয়া করিবার একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার সাধুচেষ্টা, সকল নিরপেক্ষ সমাজ সমাদর পূর্ব্বক স্বতঃ পরতঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে অপেক্ষার দাস হইয়া হরিভক্তির অভাবে অনেকে অনেক সময় নিজ ঘৃণিত স্বার্থ পোষণ করিয়া সত্যের অপলাপ করেন।

গ্রন্থকারের সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের আমরা পক্ষপাতী না হইলেও একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সাধু। যিনি ঘৃণিত স্বার্থের দাস হইয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিকূলে চেষ্টা করিবেন তাঁহাকে নীতি রহিত, দুর্ব্বিবেকী, নিন্দাযোগ্য, অসৎ, সমাজ-বিদ্রোহী বলিয়া প্রত্যেক ভাল লোকই বুঝিয়া রাখিবেন এবং তাদৃশ অসদাচারীকে সঙ্কীর্ণ কুবিষয়লোলুপ জ্ঞানে সকল সজ্জন ব্যক্তি মনে মনে জানিয়া রাখিবেন।

বর্ণগত বৈষম্যের কুফল দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন, নানা শ্রেণীর মতবাদ সমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ও উদারতা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক সাত্ত্বিক মহদ্ব্যক্তিই তাঁহার লক্ষ্য সাধনের সহায়তা করিবেন আশাকরি।

আমরা সকলকে এই গ্রন্থখানি নিরপেক্ষ হইয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক, নীচ হৃদয় ও স্বার্থপর ব্যক্তিগণও ইহা পাঠে লাভবান্ হইবেন। উদারমতি হরিজনগণও বৈষ্ণবের সুনির্ম্মল স্বভাব-দর্শক লেখকের উদারতা ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করিয়া সুখী হইবেন।

হরিভক্তি কখনই নিষ্ঠুর, দুর্নৈতিক, অসাধু, জড় স্বার্থপর ব্যক্তিতে আবদ্ধ নহে। হরিবিমুখ সমাজ হরি সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারেন যে সমদৃক্ হওয়া বৈষ্ণবের একটী প্রধান আবশ্যকীয় পরিচয়। যাঁহারা সমদৃক্ না হইয়া স্বার্থের দাস্যে বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করেন তাঁহারা ভক্তি-মার্গে অবস্থিত বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জীব মাত্রই কৃষ্ণদাস কিন্তু হরি বিমুখতার পরিমাণানুসারে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়াও অনেকস্থলে বুঝিতে পারেন না তজ্জন্যই তাদৃশ বিমুখ কৃষ্ণদাসের বর্ণগত তারতম্যে সমদৃষ্টি নাই। মানব ভাগবত ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলেই তদনুষ্ঠান করিতে

গিয়া হরিসেবকগণকেই সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারেন। তাহা কেবল শৌক্র ব্রাহ্মণতা নহে।

শেষকথা এই যে লেখক যেরূপ উদার, যেরূপ মহৎ হৃদয়, যেরূপ সম্ভ্রান্ত, যেরূপ পণ্ডিত, যেরূপ নিঃস্বার্থ তাহাতে সর্ব্বসদ্গুণ গণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে তিনি অচিরেই হরিসেবায় নিযুক্ত হইবেন এবং হরি বিমুখ সামাজিকগণের ক্ষুদ্র চিত্তবৃত্তিকে স্বীয় মহত্ত্ব ও হরিসেবাময় আদর্শ জীবনের দ্বারা উন্নয়ন করিবেন। কেবল পার্থিব সামাজিক বিচার দেখাইলে সঙ্কীর্ণ হৃদয় অনভিজ্ঞ দাম্ভিক সমাজের কোন উপকার হইবে না। শ্রীগৌর সুন্দর পতিত জীবকে যে ভাবে উন্নত করিয়াছেন আমাদের বিশ্বাস সেই একমাত্র পথাবলম্বনেই গ্রন্থকার নিজা-ভীষ্টের সফলতা লাভ করিবেন অর্থাৎ জীব হৃদয়ে কৃষ্ণ ভক্তি প্রকট করাইবার চেষ্টা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়। গ্রন্থকারের সিদ্ধি কেবল হরি-সেবা হইতে সাধিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিগত চারি বর্ষ কাল শ্রীযুক্ত রায় সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি বি এ মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নীলাচলপতির সেবার অধ্যক্ষের কার্য্য পরিচালক ছিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, বৈষ্ণব জনোচিত বদান্য, কৃতিত্ব ও সেবার সুষ্ঠুতা বিষয়ে যত্নাগ্রহ লক্ষ্য করিয়া সকলেই পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল অতীত হওয়ায় এক্ষণে শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ কাননগো মহাশয় ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রায় সাহেবের অন্তরের ভাব এই যে ভগবানের বিত্ত কেহ অন্যায়রূপে নষ্ট না করে এবং ভগবদ্বিত্তের ভগবৎ সেবায় ব্যয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার হৃদ্দেশ এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা আশা করি বালমুকুন্দ বাবু, রায় সাহেবের হৃদয়ের অনুপম ভাব পোষণ করিয়াই কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। আমরা আশা করি রায় সাহেবও জীবনের অবশেষ কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে হরিসেবা ভাব প্রবল রাখেন। তিনি পরম ভাগবত উৎকল দেশের গৌরব ভক্তিরত্ন শ্রীযুত অনন্তচরণ মহান্তির সুযোগ্য পুত্র।

শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রকূলে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান অবস্থিত। এই স্থানের উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরেও দেখা যায়। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে এই সমাধির সন্নিকটস্থ প্রদেশে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের শ্রীমূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত হইয়াছেন। কেন্দ্রাপাড়ার পরলোকগত রাধাশ্যাম নরেন্দ্র কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে প্রস্তরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কালবশে টোটা গোপীনাথের সেবায়তের হস্ত হইতে শ্রীসমাধি বাটী এক্ষণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্রেতৃগণ ও তাহাদের বান্ধবগণ এক্ষণে সেই সেবা চালাইতেছেন। শ্রীমন্দির ও গৃহাদির অনেকটা সংস্কার হইয়াছে বটে কিন্তু সমাধি চত্বরটি অবিচার ক্রমে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রসারিত হওয়ায় সমাধি মন্দিরের সম্মুখ ভাগ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া সমাধির সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে হরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিতেন। এখনকার বন্দোবস্ত মতে মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীল হরিদাসকে দণ্ডবৎ করিতে হইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহাকে দণ্ডবৎ করিলে সেবাপরাধ হয়। বর্ত্তমান পরিচালকগণ কি সেবাপরাধ করাইবার জন্য সমাধির সম্মুখ ভাগ শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখ ভাগ একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহাতে সেবাপরাধ না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিলে ভক্তির মর্য্যাদা থাকে।

বিগত ৩রা আষাঢ় হইতে দিবসত্রয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তৃতীয় সাংবৎসরিক ব্রজবিজয় মহোৎসব শ্রীগোদ্রুম নবদ্বীপে সমাধিকুঞ্জে যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শুদ্ধ ভক্তগণ অনেকেই সমবেত হইয়া দিবসত্রয় ব্যবধান রহিত শ্রীনামকীর্ত্তন ও শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যাদিতে প্রপঞ্চোদিত শ্রীধামকে সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত অনুভূতির কেন্দ্র বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। জৈবধর্ম্ম স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে অচিরেই প্রচারিত হইবে জানিয়া এবং শ্রীআচার্য্য প্রভু ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের কার্য্য অনতিবিলম্বে আরম্ভ হইবে জানিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। নিষ্কপটে হরি-গুরুবৈষ্ণব সেবা করিলে অচিরেই শ্রীনামের দয়া হয় এবং হরিবিমুখ সংসার শিথিল হইয়া পড়ে ইহা শ্রীঠাকুরের আশ্রিত সকল শুদ্ধ ভক্ত জ্ঞাত থাকায় তাঁহারা নিজ নিজ জড়ভোগময় স্বার্থত্যাগ করিয়াও হরিজন সেবায় এরূপভাবে উদ্গ্রীব ও উৎসাহবিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনাশ্রিত সম্প্রদায়ে নামাপরাধকেই শ্রীনাম বলিয়া ভ্রম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরাপত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১ ।

বিষ্ণু ৪৩১ ।

১ বিষ্ণু ২৫ শে ফাল্গুন ৯ই মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২০ অস্ত ৬।২ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাত্রি ৪।৪৭ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র দিবারাত্র ।

২ বিষ্ণু ২৬ শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।১৯ অস্ত ৬।২ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাত্রি ৫।৪৯ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ৮।১৫

৩ বিষ্ণু ২৭ শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।১৮ অস্ত ৬।৩ কৃষ্ণতৃতীয়া দিবারাত্র । হস্তা নক্ষত্র ৯।৪২

৪ বিষ্ণু ২৮ শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১৭ অস্ত ৬।৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া প্রাতঃ ৬।১৯ পরে চতুর্থী চিত্রা নক্ষত্র ১০।৪৪

৫ বিষ্ণু ২৯ ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।১৬ অস্ত ৬।৪ কৃষ্ণ চতুর্থী প্রাতঃ ৬।১৯ পরে পঞ্চমী রাত্রি ৫।৫১ স্বাতী নক্ষত্র ১১।১৬ ত্র্যহস্পর্শ ॥

চৈত্র ১৩২৩ ।

৬ বিষ্ণু ১লা চৈত্র ১৪ মার্চ্চ বুধবার, অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।১৫ অঃ ৬।৪ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাত্রি ৫।৫৬ বিশাখা ১১।১৯ স্কন্দ ষষ্ঠী ।

৭ বিষ্ণু ২রা চৈত্র ১৫ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।১৪ অস্ত ৬।৪ কৃষ্ণ সপ্তমী রাত্রি ৩।৩০ অনুরাধা ১০।৫৪

৮ বিষ্ণু ৩ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।১৩ অস্ত ৬।৫ কৃষ্ণ অষ্টমী রাত্রি ১।৪৬ জ্যেষ্ঠা ১০।৬ শীতলাষ্টমী ।

৯ বিষ্ণু ৪ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।১২ অস্ত ৬।৫ কৃষ্ণনবমী রাত্রি ১১।৪৫ মূলানক্ষত্র ৮।৫৮

১০ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।১১ অস্ত ৬।৬ কৃষ্ণদশমী রাত্রি ৯।৩২ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।৩৭

১১ বিষ্ণু ৬ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১০ অস্ত ৬।৬ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ৭।১০ শ্রবণা নক্ষত্র রাঃ ৪।২৭ পাপ বিমোচনী একাদশীর উপবাস।

১২ বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২০ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৯ অস্ত ৬।৬ কৃষ্ণদ্বাদশী ৪।৪৬ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ২।৪৭ শ্রীমহাপ্রভুর বরাহনগরে আগমনোৎসব। ঠাকুর গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব।

১৩ বিষ্ণু ৮ চৈত্র ২১ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৮ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ২।২২ শতভিষা রাঃ ১।১১

১৪ বিষ্ণু ৯ চৈত্র ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৭ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১২।৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাত্রি ১১।৪৪ নিশিপালন।

১৫ বিষ্ণু ১০ই চৈত্র ২৩ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৬ অঃ ৬।৮ অমাবস্যা ১০।১ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র রাঃ ১০।৩১ ব্রতোপবাস। আকাইহাটের শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১৬ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৫ অস্ত ৬।৮ গৌর প্রতিপদ ৮।১২ রেবতী রাত্রি ৯।৩৫

১৭ বিষ্ণু ১২ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৪ অঃ ৬।৮ গৌর দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।৪৩ পরে তৃতীয়া রাঃ৫।৩৯ অশ্বিনী রাঃ৯।২ ত্র্যহস্পর্শ

১৮ বিষ্ণু ১৩ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩ অঃ ৬।৯ গৌর চতুর্থী রাঃ ৫।১ ভরণী রাত্রি ৮।৫৩

১৯ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।২ অস্ত ৬।৯ গৌর পঞ্চমী রাঃ ৪।৫৩ কৃত্তিকানক্ষত্র রাঃ ৯।১৬ শ্রীরামানুজ আবির্ভাব। ষট পঞ্চমী।

২০ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১ অঃ ৬।৯ গৌর ষষ্ঠী রাঃ ৫।১৬ রোহিণী রাঃ ১০।৬ অশোকষষ্ঠী।

২১ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।০ অস্ত ৬।১০ গৌর সপ্তমী দিবারাত্র। মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ১১।২৬। শ্রীবাসন্তী পূজা।

২২ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৯ অস্ত ৬।১০ গৌর সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৯ পরে অষ্টমী আর্দ্রা রাঃ ১।১৫

২৩ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৮ অস্ত ৬।১০ গৌর অষ্টমী ৭।৩০ পুনর্ব্বসু রাঃ ৩।২৬ শ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা। ব্রহ্মপুত্র স্নান।

এপ্রেল ১৯১৭।

২৪ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ১ এপ্রেল রবিবার বাসুদেববার উঃ৫।৫৭ অঃ৬।১১ গৌর নবমী ৯।১৪ পুষ্যা রাঃ ৫।৫৪ শ্রীশ্রীরামনবমী।

২৫ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ২ এপ্রেল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৫।৫৭ অঃ৬।১১ গৌর দশমী ১১।১৩ অশ্লেষা দিবারাত্রি।

২৬ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৩ এপ্রেল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫৬ অঃ ৬।১২ গৌর একাদশী ১।১৮অশ্লেষা ৮।৩০ বাসন্তী একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ২২ চৈত্র ৪ এপ্রেল বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৫।৫৫ অঃ ৬।১২ গৌর দ্বাদশী ৩।১৯ মঘা ১১।৪

২৮ বিষ্ণু ২৩ চৈত্র ৫ এপ্রেল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ৫।৫৪ অস্ত ৬।১২ গৌর ত্রয়োদশী ৫।৬ পূর্ব্বফল্গুনী ১।২৬

২৯ বিষ্ণু ২৪ চৈত্র ৬ এপ্রেল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৬।১৩ গৌর চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা ৬।৩১ উত্তর ফল্গুনী ৩।২৯ নিশিপালন।

৩০ বিষ্ণু ২৫ চৈত্র ৭ এপ্রেল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৬।১৩ পূর্ণিমা রাঃ ৭।৩০ হস্তানক্ষত্র ৫।৩ শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তীরাস। শ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর আবির্ভাব।

মধুসূদন ৪৩১।

১ মধুসূদন ২৬ চৈত্র ৮ এপ্রেল রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৫১ অঃ ৬।১৩ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ৭।৫৯ চিত্রা সন্ধ্যা ৬।১১

২ মধুসূদন ২৭ চৈত্র ৯ এপ্রেল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৫০ অঃ ৬।১৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ৭।৫৭ স্বাতী নক্ষত্র রাঃ ৬।৫০

৩ মধুসূদন ২৮ চৈত্র ১০ এপ্রেল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৪৯ অঃ ৬।১৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৭।২৫ বিশাখা রাঃ ৬।৫৯

৪ মধুসূদন ২৯ চৈত্র ১১ এপ্রেল বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৪৮ অস্ত ৬।১৫ কৃষ্ণচতুর্থী সন্ধ্যা ৬।২৫ অনুরাধা রাঃ ৬।৪০

৫ মধুসূদন ৩০ চৈত্র ১২ এপ্রেল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৭ অঃ ৬।১৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৫।০ জ্যেষ্ঠা সন্ধ্যা ৫।৫৮

৬ মধুসূদন ৩১ চৈত্র ১৩ এপ্রেল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৬ অঃ ৬।১৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৩।১৩ মূলা নক্ষত্র ৪।৫৪ চড়ক পূজা।

বৈশাখ ১৩২৪।

৭ মধুসূদন ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রেল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।৪৫ অঃ ৬।১৬ কৃষ্ণ সপ্তমী ১।১০ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।৩৬ শ্রীঠাকুর অভিরামের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রেল রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪৪ অঃ ৬।১৬ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।৫৫ উত্তরাষাঢ়া ২।৬

৯ মধুসূদন ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রেল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪৩ অঃ ৬।১৬ কৃষ্ণ নবমী ৮।৩১ শ্রবণা ১২।২৮

১০ মধুসূদন ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রেল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৪২ অঃ৬।১৭ কৃষ্ণ দশমী প্রাতঃ ৬।৫ পরে একাদশী রাত্রি ৩।৪১ ধনিষ্ঠা ১০।৪৮

১১ মধুসূদন ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রেল বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৪১ অঃ ৬।১৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাত্রি ১।২৩ শতভিষা ৯।১২ বরুথিনী একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রেল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৪১ অঃ ৬।১৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ ১১।১৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৭।৪৩

১৩ মধুসূদন ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রেল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।৪০ অঃ ৬।১৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাঃ ৯।২৬ উত্তরভাদ্রপদ ৬।২৮ নিশিপালন।

১৪ মধুসূদন ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রেল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।৩৯ অঃ ৬।১৯ অমাবস্যা রাঃ ৭।৫৫ অশ্বিনী রাঃ ৪।৪৯ ব্রতোপবাস।

১৫ মধুসূদন ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রেল রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৩৮ অঃ ৬।১৯ গৌর প্রতিপদ রাঃ ৬।৪৯ ভরণীরাত্রি ৪।৩৪

১৬ মধুসূদন ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রেল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৫।৩৭ অঃ ৬।২০ গৌর দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৬।৯ কৃত্তিকা রাঃ ৪।৫০

১৭ মধুসূদন ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রেল মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৫।৩৬ অঃ ৬।২০ গৌর তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬।০ রোহিনী রাঃ ৫।৩৪ অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা শ্রীবদরী নারায়ণের দ্বার উদ্ঘাটন।

১৮ মধুসূদন ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রেল বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৫।৩৬ অঃ ৬।২০ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।২১ মৃগশিরা দিবারাত্র।

১৯ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রেল বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৫ অঃ ৬।২১ গৌর পঞ্চমী রাত্রি ৭।১৩ মৃগশিরা নক্ষত্র ৬।৪৭।

২০ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রেল শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৪ অঃ ৬।২১ গৌর ষষ্ঠী রাত্রি ৮।৩২ আর্দ্রা ৮।২৮ চন্দনষষ্ঠী।

২১ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রেল শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৪ অঃ ৬।২১ গৌর সপ্তমী রাঃ ১০।১৩ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ১০।৩৫ জহ্নু সপ্তমী জাহ্নবী পূজা।

২২ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রেল রবিবার বাসুদেববার উঃ ৫।৩৩ অঃ ৬।২২ গৌর অষ্টমী রাঃ ১২।৯ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ১।০

২৩ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রেল সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৫।৩২ অঃ ৬।২২ গৌর নবমী রাত্রি ২।১২ অশ্লেষা নক্ষত্র ৩।৩৬ শ্রীসীতানবমী ব্রত। শ্রীজাহ্নবীমাতার আবির্ভাব। শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীমধু পণ্ডিতের তিরোভাব।

মে ১৯১৭।

২৪ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১ মে মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৩২ অঃ ৬।২৩ গৌর দশমী রাঃ ৪।১১ মঘা নক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১১

২৫ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২ মে বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩১ অঃ ৬।২৩ গৌর একাদশী দিবারাত্র। পূর্ব্বফল্গুনী রাঃ ৮।৩৭

২৬ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৩০ অঃ ৬।২৪ গৌর একাদশী প্রাতঃ ৫।৫৬ উত্তর ফল্গুনী রাঃ ১০।৪৫ রোহিনী একাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন ২১ বৈশাখ ৪ মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩০ অঃ ৬।২৪ গৌর দ্বাদশী ৭।২০ হস্তা রাঃ ১২।২৮ পিপীতকী ও রুক্মিনী দ্বাদশী।

২৮ মধুসূদন ২২ বৈশাখ ৫ মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।২৯ অঃ ৬।২৪ গৌর ত্রয়োদশী ৮।১৮ চিত্রা নক্ষত্র রাঃ ১।৪৪

২৯ মধুসূদন ২৩ বৈশাখ ৬ মে রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।২৮ অঃ ৬।২৫ গৌর চতুর্দ্দশী ৮।৪৫ স্বাতী রাঃ ২।২৯ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী ব্রত।

৩০ মধুসূদন ২৪ বৈশাখ ৭ মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২৮ অস্ত ৬।২৫ পূর্ণিমা ৮।৪২ বিশাখা রাত্রি ২।৪৬ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল যাত্রা শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরী দাসের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩১।

১ ত্রিবিক্রম ২৫ বৈশাখ ৮ মে মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২৭ অস্ত ৬।২৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৮।৯ অনুরাধা নক্ষত্র রাঃ ২।৩২

২ ত্রিবিক্রম ২৬ বৈশাখ ৯ মে বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।২৭ অস্ত ৬।২৬ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৭।৮ জ্যেষ্ঠা রাত্রি ১।৫৬

৩ ত্রিবিক্রম ২৭ বৈশাখ ১০ মে বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।২৬ অঃ ৬।২৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া প্রাতঃ ৫।৪২ পরে চতুর্থী রাঃ ৩।৫৫ মূলানক্ষত্র রাঃ ১২।৫৬ত্র্যহস্পর্শ।

৪ ত্রিবিক্রম ২৮ বৈশাখ ১১ মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।২৫ অঃ ৬।২৭ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাঃ ১।৫২ পূর্ব্বাষাঢ়া রাঃ ১১।৪১ শ্রীরায় রামানন্দের তিরোভাব।

৫ ত্রিবিক্রম ২৯ বৈশাখ ১২ মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।২৫ অঃ ৬।২৮ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ১১।৩৬ উত্তরাষাঢ়া রাঃ ১০।১৩

৬ ত্রিবিক্রম ৩০ বৈশাখ ১৩ মে রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।২৪ অঃ ৬।২৮ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৯।১১ শ্রবণা নক্ষত্র ৮।৩৭

৭ ত্রিবিক্রম ৩১ বৈশাখ ১৪ মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২৪ অঃ ৬।২৯ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।৪৩ ধনিষ্ঠা রাঃ ৬।৫৮ ত্রিলোচনাষ্টমী।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪।

৮ ত্রিবিক্রম ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২৩ অঃ ৬।২৯ কৃষ্ণ নবমী ৪।১৭ শতভিষা নক্ষত্র ৫।২০

৯ ত্রিবিক্রম ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৫।২৩ অঃ ৬।৩০ কৃষ্ণ দশমী ১।৫৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৪৯ শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন দাসের তিরোভাব।

১০ ত্রিবিক্রম ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে বৃহস্পতিবার উদয় ৫।২২ কৃষ্ণ একাদশী ১১।৪৯ উত্তরভাদ্রপদ ২।৩১ অপরা একাদশীর উপবাস।

১১ ত্রিবিক্রম ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।২২ অঃ ৬।৩১ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।৫৬ রেবতীনক্ষত্র ১।২৬

১২ ত্রিবিক্রম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯ মে শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।২১ অঃ ৬।৩১ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৮।২৩ অশ্বিনী ১২।৪৩

১৩ ত্রিবিক্রম ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।২১ অস্ত ৬।৩২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৭।১৪ ভরণী ১২।২৩

১৪ ত্রিবিক্রম ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২০ অমাবস্যা ৬।৩২ কৃত্তিকা ১২।৩১ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব।

১৫ ত্রিবিক্রম ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২০ অস্ত ৬।৩৩ গৌর প্রতিপদ প্রাতঃ ৬।১৯ রোহিণী ১।৯

১৬ ত্রিবিক্রম ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৪ গৌর দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।৩৭ মৃগশিরা ২।১৬

১৭ ত্রিবিক্রম ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৪ গৌর তৃতীয়া ৭।২৭ আর্দ্রা ৩।৪৯

১৮ ত্রিবিক্রম ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।১৯ অঃ ৬।৩৪ গৌর চতুর্থী ৮।৪৩ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৫২

১৯ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে শনিবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৫ গৌর পঞ্চমী ১০।২৩ পুষ্যা রাঃ ৮।১৪ শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

২০ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৫ গৌর ষষ্ঠী ১২।১৯ অশ্লেষা রাত্রি ১০।৪৯ জামাতৃ ষষ্ঠী।

২১ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৫ গৌর সপ্তমী ২।২১ মঘা রাত্রি ১।২৬

২২ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৩৬ গৌর অষ্টমী ৪।১৯ পূর্ব্বফল্গুনী রাত্রি ৩।৫৫

২৩ ত্রিবিক্রম ১৬ জ্যৈষ্ঠ ৩০ মে বুধবার গৌর নবমী অপরাহ্ণ ৬।৩ উত্তরফল্গুনী দিবারাত্র। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব।

২৪ ত্রিবিক্রম ১৭ জ্যৈষ্ঠ ৩১ মে বৃহস্পতিবার গৌর দশমী রাত্রি ৭।২৭ উত্তরফল্গুনী প্রাত ৬।৮ শ্রীনিত্যানন্দ তনয়া গঙ্গার আবির্ভাব।

জুন ১৯১৭।

২৫ ত্রিবিক্রম ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১ জুন শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬.৩৭ গৌর একাদশী রাত্রি ৮।২৫ হস্তা ৭।৫৯

২৬ ত্রিবিক্রম ১৯ জ্যৈষ্ঠ ২ জুন শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৭ গৌর দ্বাদশী রাত্রি ৮।৫২ চিত্রা ৯।২০

২৭ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৭ গৌর ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৫০ স্বাতী ১০।১৩ শ্রীদাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব।

২৮ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৮ গৌর চতুর্দ্দশী রাত্রি ৮।১৭ বিশাখা ১০।৩৭ পূর্ণিমার নিশিপালন।

২৯ ত্রিবিক্রম ২২ জ্যৈষ্ঠ ৫ জুন মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৮ পূর্ণিমা রাত্রি ৭।১৬ অনুরাধা ১০।৩১ শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩১।

১ বামন ২৩ জ্যৈষ্ঠ ৬ জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৯ কৃষ্ণ প্রতিপদ অপরাহ্ণ ৫।৫০ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ১০।০ শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের তিরোভাব। নবগ্রামে উৎসব।

২ বামন ২৪ জ্যৈষ্ঠ ৭ জুন বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৯ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।২ মূলা ৯।৬

৩ বামন ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৩৯ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।৫৮ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ৭।৫৪

৪ বামন ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন শনিবার অস্ত ৬।৪০ কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।৪২ উত্তরাষাঢ়া প্রাতঃ ৬।২৯ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪০ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৯।১৭ ধনিষ্ঠা রাত্রি ৩।১৫

৬ বামন ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১ জুন সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৬।৪৯ প্রাতঃ পরে সপ্তমী রাত্রি ৪।২১ শতভিষা রাত্রি ১।৩৬

৭ বামন ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪১ কৃষ্ণ অষ্টমী রাত্রি ২।১ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাত্রি ১২।৪

৮ বামন ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪২ কৃষ্ণ নবমী রাত্রি ১১।৫১ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রি ১০।৪৩

৯ বামন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪২ কৃষ্ণ দশমী রাত্রি ৯।৫৬ রেবতী ৯।৩৪ শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

আষাঢ় ১৩২৪।

১০ বামন ১ আষাঢ় ১৫ জুন শুক্রবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪২ কৃষ্ণ একাদশী রাত্রি ৮।২১ অশ্বিনী রাত্রি ৮।৪৬ একাদশীর উপবাস।

১১ বামন ২ আষাঢ় ১৬ জুন শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাত্রি ৭।১০ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।২১

১২ বামন ৩ আষাঢ় ১৭ জুন রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ৬।২৫ কৃত্তিকা নক্ষত্র রাত্রি ৮।২২

১৩ বামন ৪ আষাঢ় ১৮ জুন সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী অপরাহ্ন ৬।৯ রোহিণী রাত্রি ৮।৫৪ নিশিপালন।

১৪ বামন ৫ আষাঢ় ১৯ জুন মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৪ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৬।২৪ মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৯।৫৪ ভরতপুর ও কালিকাপুরে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকট মহোৎসব। শ্রীগোদ্রুম নবদ্বীপে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৫ বামন ৬ আষাঢ় ২০ জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৪ গৌর প্রতিপদ রাত্রি ৭।১১ আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ১১।২১

১৬ বামন ৭ আষাঢ় ২১ জুন বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৫ গৌর দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২৪ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র রাত্রি ১।১৮ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব ৪।৩৮ গতে অম্বুবাচী আরম্ভ। মনোরথ দ্বিতীয়া।

১৭ বামন ৮ আষাঢ় ২২ জুন শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৫ গৌর তৃতীয়া রাত্রি ১০।১ পুষ্যা নক্ষত্র রাত্রি ৩।৩৬

১৮ বামন ৯ আষাঢ় ২৩ জুন শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৬ গৌর চতুর্থী রাত্রি ১১।৫৪ অশ্লেষা দিবারাত্র।

১৯ বামন ১০ আষাঢ় ২৪ জুন রবিবার উদয় ৫।১৮ অঃ ৬।৪৬ গৌর পঞ্চমী রাত্রি ১।৫৬ অশ্লেষা ৬।৮ হোড়া পঞ্চমী। শ্রীলক্ষ্মী বিজয়। রাত্রি ৫।১ গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি।

২০ বামন ১১ আষাঢ় ২৫ জুন সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।১৮ অস্ত ৬।৪৬ গৌর ষষ্ঠী রাত্রি ৩।৫৫ মঘা নক্ষত্র ৮।৪৬

২১ বামন ১২ আষাঢ় ২৬ জুন মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।১৯ গৌর সপ্তমী দিবারাত্র পুর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র ১১।১৮ বিবস্বৎ সপ্তমী ব্রতম্।

২২ বামন ১৩ আষাঢ় ২৭ জুন বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।১৯ অস্ত ৬।৪৬ গৌর সপ্তমী প্রাতঃ ৫।৪০ উত্তরফল্গুনী ১।৩৬

২৩ বামন ১৪ আষাঢ় ২৮ জুন বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।২০ অস্ত ৬।৪৬ গৌর অষ্টমী ৭।৫ হস্তা ৩।৩২

২৪ বামন ১৫ আষাঢ় ২৯ জুন শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।২০ অস্ত ৬।৪৬ গৌর নবমী ৮।৪ চিত্রা ৪।৫৮

২৫ বামন ১৬ আষাঢ় ৩০ জুন শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।২০ অস্ত ৬।৪৬ গৌর দশমী ৮।৩৪ স্বাতী অপরাহ্ণ ৫।১৮ শ্রীজগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা।

জুলাই ১৯১৭।

২৬ বামন ১৭ আষাঢ় ১ জুলাই রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।২১ অস্ত ৬।৪৬ গৌর একাদশী ৮।৩৩ বিশাখা সন্ধ্যা ৬।২৯ শয়ন একাদশীর উপবাস।

২৭ বামন ১৮ আষাঢ় ২ জুলাই সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২১ অস্ত ৬।৪৬ গৌর দ্বাদশী ৮।২ অনুরাধা সন্ধ্যা ৬।৩০ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

২৮ বামন ১৯ আষাঢ় ৩ জুলাই মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২২ অস্ত ৬।৪৬ গৌর ত্রয়োদশী ৭।২ জ্যেষ্ঠা অপরাহ্ণ ৬।৪

২৯ বামন ২০ আষাঢ় ৪জুলাই বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৫।২২ অঃ ৬।৪৫ গৌর চতুর্দ্দশী প্রাতঃ ৫।৩৭ পূর্ণিমা রাঃ ৩।৫০ মূলানক্ষত্র ৫।১৫ কৃষ্ণের নবমেঘোৎসব। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। রাত্র ১।৪৬ চন্দ্রগ্রহণ রাত্রি ৫।১৯ গ্রহণ শেষ।

শ্রীধর ৪৩১।

১ শ্রীধর ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৫।২২ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ১।৪৭ পূর্ব্বাষাঢ়া ৪।৭ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। সরস্বতী গোস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দের তিরোভাব।

২ শ্রীধর ২২ আষাঢ় ৬ জুলাই শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।২৩ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাঃ ১১।৩১ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ২।৪৫

৩ শ্রীধর ২৩ আষাঢ় ৭ জুলাই শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।২৩ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৯।৬ শ্রবণা ১।১৩

৪ শ্রীধর ২৪ আষাঢ় ৮ জুলাই রবিবার বাসুদেববার উঃ ৫।২৪ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ চতুর্থী সন্ধ্যা ৬।৩৮ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ১১।৩৪

৫ শ্রীধর ২৫ আষাঢ় ৯ জুলাই সোমবার কৃষ্ণ পঞ্চমী ৪।১০ শতভিষা ৯।৫৫ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৬ শ্রীধর ২৬ আষাঢ় ১০ জুলাই মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৫।২৪ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১।৪৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ৮।২১

৭ শ্রীধর ২৭ আষাঢ় ১১ জুলাই বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৫।২৫ অঃ ৬।৪৫ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৩৮ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ৬।৫৬

৮ শ্রীধর ২৮ আষাঢ় ১২ জুলাই বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ অষ্টমী ৯।৪২ রেবতীনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৪৫ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৯ শ্রীধর ২৯ আষাঢ় ১৩ জুলাই শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।২৬ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ নবমী ৮।৫ ভরণী নক্ষত্র রাত্রি ৪।২১।

১০ শ্রীধর ৩০ আষাঢ় ১৪ জুলাই শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।২৬ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ দশমী ৬।৫১ কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৪।১৫।

১১ শ্রীধর ৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই রবিবার কৃষ্ণ একাদশী প্রাতঃ রোহিণী নক্ষত্র রাত্রি ৪।৪১ কামিকা একাদশীর উপবাস।

১২ শ্রীধর ৩২ আষাঢ় ১৬ জুলাই সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২৭ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী প্রাতঃ ৫।৪৬ মৃগশিরা নক্ষত্র দিবারাত্র।

শ্রাবণ ১৩২৪।

১৩ শ্রীধর ১শ্রাবণ ১৭ জুলাই মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২৭ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণত্রয়োদশী প্রাতঃ৫।৫৯ মৃগশিরা প্রাতঃ ৫।৩৫ চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ।

১৪ শ্রীধর ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।২৭ অস্ত ৬।৪৫ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৬।৪৩ আর্দ্রা নক্ষত্র ৬।৫৭ অমাবস্যার নিশিপালন।

১৫ শ্রীধর ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।২৮ অস্ত ৬।৪৫ অমাবস্যা ৭।৫৪ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ৮।৪৮ ব্রতোপবাস।

১৬ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।২৮ অস্ত ৬।৪৪ গৌর প্রতিপদ ৯।৩০ পুষ্যানক্ষত্র ১১।২

১৭ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।২৮ অস্ত ৬।৪৪ গৌর দ্বিতীয়া ১১।২২ অশ্লেষা নক্ষত্র ১।৩১।

১৮ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।২৮ অস্ত ৬।৪৪ গৌর তৃতীয়া ১।২২ মঘা নক্ষত্র ৪।৮।

১৯ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।২৯ অস্ত ৬।৪৪ গৌর চতুর্থী ৩।২১ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৪২।

২০ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।২৯ অস্ত ৬।৪৪ গৌর পঞ্চমী ৫।৭ উত্তর ফল্গুনী রাত্রি ৯।৩ ষট্ পঞ্চমী ব্রতম্।

২১ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।২৯ অস্ত ৬।৪৪ গৌর ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৩৪ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ১১।৪ লুণ্ঠন ষষ্ঠী।

২২ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৩০ অস্ত ৬।৪৩ গৌর সপ্তমী রাত্রি ৭।৩৬ চিত্রা রাত্রি ১২।৩৬।

২৩ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩০ অস্ত ৬।৪২ গৌর অষ্টমী রাত্রি ৮।৮ স্বাতী নক্ষত্র রাত্রি ১।৪৩।

২৪ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৩১ অস্ত ৬।৪২ গৌর নবমী রাত্রি ৮।৯ বিশাখা নক্ষত্র রাত্রি ২।২০।

২৫ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই রবিবার অস্ত ৬।৪১ গৌর দশমী রাত্রি ৭।৪১ অনুরাধা রাত্রি ২।২৭ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।

২৬ শ্রীধর ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৩২ গৌর একাদশী সন্ধ্যা ৬।৪৩ জ্যেষ্ঠা রাত্রি ২।৬ একাদশীর উপবাস।

২৭ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই মঙ্গলবার উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।৪০ গৌর দ্বাদশী ৫।২০ মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।২৩। শ্রীরূপগোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীপণ্ডিত গৌরী দাস ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব।

আগষ্ট ১৯১৭।

২৮ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩২ অস্ত ৬।৪০ গৌর ত্রয়োদশী ৩।৩৫ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র রাত্রি ১২।১৭।

২৯ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার উদয় ৫।৩৩ অস্ত ৬।৩৯ গৌর চতুর্দ্দশী ১।৩৪ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ১০।৫৯ পুর্ণিমার নিশিপালন।

৩০ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৪ অস্ত ৬।৩৮ পূর্ণিমা ১১।১৯ শ্রবণা নক্ষত্র রাত্রি ৯।২৮ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। ব্রতোপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা সমাপন। হিন্দোলোৎসব।

পূর্ব্বহৃষীকেশ ৪৩১।

১ হৃষীকেশ ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৪ অস্ত ৬।৩৮ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৮।৫৫ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র রাত্রি ৭।৫১।

২ হৃষীকেশ ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট রবিবার উদয় ৫।৩৫ অস্ত ৬।৩৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।২৭ পরে তৃতীয়া রাত্রি ৩।৫৮ শতভিষা অপরাহ্ণ ৬।১২।

৩ হৃষীকেশ ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৩৫ অস্ত ৬।৩৭ কৃষ্ণ চতুর্থী রাত্রি ১।৩৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ৪।৩৬।

৪ হৃষীকেশ ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৩৫ অস্ত ৬।৩৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাত্রি ১১।২৫ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ঘঃ ৩।৮।

৫ হৃষীকেশ ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩৬ অস্ত ৬।৩৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাত্রি ৯।২৯ রেবতী নক্ষত্র ১।৫৫।

৬ হৃষীকেশ ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৬ অস্ত ৬।৩৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রাত্রি ৭।৫১ অশ্বিনী নক্ষত্র ১২।৫৫।

৭ হৃষীকেশ ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট শুক্রবার কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।৩৭ ভরণী নক্ষত্র ১২।২০ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী।

৮ হৃষীকেশ ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট শনিবার উদয় ৫।৩৭ অস্ত ৬।৩৩ কৃষ্ণ নবমী অপরাহ্ণ ৫।৪৯ কৃত্তিকা ১২।৭ নন্দোৎসব।

৯ হৃষীকেশ ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৩৭ অস্ত ৬।৩৩ কৃষ্ণ দশমী ৫।৩০ রোহিণী নক্ষত্র ১২।২৫।

১০ হৃষীকেশ ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট সোমবার কৃষ্ণ একাদশী অপরাহ্ণ ৫।৪২ মৃগশিরা ১।১২ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

১১ হৃষীকেশ ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৩৮ অস্ত ৬।৩১ কৃষ্ণ দ্বাদশী সন্ধ্যা ৬।২৪ আর্দ্রানক্ষত্র ২।২৮

১২ হৃষীকেশ ৩০ শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৩৮ অস্ত ৬।৩০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাত্রি ৭।০৬ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ৪।১২।

১৩ হৃষীকেশ ৩১ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার উদয় ৫।৩৯ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাত্রি ৯।১১ পুষ্যানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।২১ অঘোর চতুর্দ্দশী ব্রত।

ভাদ্র ১৩২৪।

১৪ হৃষীকেশ ১ ভাদ্র ১৭ আগষ্ট শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৯ অস্ত ৬।২৯ অমাবস্যা রাত্রি ১১।৩ অশ্লেষা রাত্রি ৮।৪৭ নিশিপালন।

পুরুষোত্তম ৪৩১।

১ পুরুষোত্তম ২ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৩৯ অস্ত ৬।২৮ গৌর প্রতিপদ রাত্রি ১।৫ মঘা নক্ষত্র রাত্রি ১১।২৩।

২ পুরুষোত্তম ৩ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪০ অস্ত ৬।২৮ গৌর দ্বিতীয়া রাত্রি ৩।৫ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ১।৫৮।

৩ পুরুষোত্তম ৪ ভাদ্র ২০ আগষ্ট সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪০ অস্ত ৬।২৭ গৌর তৃতীয়া রাত্রি ৪।৫৩ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ৪।২৩।

৪ পুরুষোত্তম ৫ ভাদ্র ২১ আগষ্ট মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৪০ অস্ত ৬।২৬ গৌর চতুর্থী দিবারাত্র হস্তা নক্ষত্র দিবারাত্র নষ্টচন্দ্র হরিতালিকা।

৫ পুরুষোত্তম ৬ ভাদ্র ২২ আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৪১ অস্ত ৬।৩৫ গৌর চতুর্থী প্রাতঃ ৬।২২ হস্তানক্ষত্র প্রাতঃ ৬।২৯।

৬ পুরুষোত্তম ৭ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৪১ অস্ত ৬।২৪ গৌর পঞ্চমী ৭।২৭ চিত্রানক্ষত্র ৮।৯।

৭ পুরুষোত্তম ৮ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৪১ অস্ত ৬।২৪ গৌর ষষ্ঠী ৮।১ স্বাতী নক্ষত্র ৯।২১।

৮ পুরুষোত্তম ৯ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৪১ অস্ত ৬।২৩ গৌর সপ্তমী ৮।৫ বিশাখা নক্ষত্র ১০।৪।

৯ পুরুষোত্তম ১০ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪২ অস্ত ৬।২২ গৌর অষ্টমী ৭।৪০ অনুরাধা নক্ষত্র ১০।১৮।

১০ পুরুষোত্তম ১১ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট সোমবার সঙ্কর্ষণবার অস্ত ৬।২১ গৌর নবমী ৬।৪৪ পরে দশমী রাত্রি ৫।২৪ জ্যেষ্ঠা ১০।২

১১ পুরুষোত্তম ১২ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট মঙ্গলবার গৌর একাদশী ৩।৪১ রাত্রি মূলানক্ষত্র ৯।২৩ অরুণোদয় বিদ্ধা। স্মার্ত্তের উপবাস।

১২ পুরুষোত্তম ১৩ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট বুধবার অস্ত ৬।১৯ গৌর দ্বাদশী রাত্রি ১।৪২ পূর্ব্বাষাঢ়া ৮।২১ একাদশীর উপবাস।

১৩ পুরুষোত্তম ১৪ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার উদয় ৫।৪৩ অস্ত ৬।১৮ গৌর ত্রয়োদশী রাত্রি ১১।২৮ উত্তরাষাঢ়া ৭।৬।

১৪ পুরুষোত্তম ১৫ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট শুক্রবার উদয় ৫।৪৪ অস্ত ৬।১৭ গৌর চতুর্দ্দশী রাত্রি ৯।৬ ধনিষ্ঠা রাঃ ৩।৫০ ।নিশিপালন

সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

১৫ পুরুষোত্তম ১৬ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর শনিবার উদয় ৫।৪৪ অস্ত ৬।১৬ পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৬।৩৯ শতভিষা নক্ষত্র রাঃ ২।২০ ব্রতোপবাস।

১৬ পুরুষোত্তম ১৭ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪৪ অস্ত ৬।১৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৪।১২ পূর্ব্বভাদ্র পদ নক্ষত্র রাঃ ১২।৪৩।

১৭ পুরুষোত্তম ১৮ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪৫ অস্ত ৬।১৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১।৫১ উত্তর ভাদ্রপদ রাঃ ১১।১২।

১৮ পুরুষোত্তম ১৯ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৪৫ অস্ত ৬।১৩ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।৪০ রেবতী নক্ষত্র রাঃ ৯।৫৬।

১৯ পুরুষোত্তম ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৪৫ অস্ত ৬।১২ কৃষ্ণ চতুর্থী ৯।৩৪ অশ্বিনী নক্ষত্র রাঃ [illegible]

২০ পুরুষোত্তম ২১ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদকশায়ীবার উদয় ৫।৪৬ অস্ত ৬।১১ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৮।৬ ভরণী নক্ষত্র রাঃ ৮।১১।

২১ পুরুষোত্তম ২২ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৬ অস্ত ৬।১০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৬।৫১ কৃত্তিকা ৭।৫৩।

২২ পুরুষোত্তম ২৩ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার অস্ত ৬।৯ কৃষ্ণ সপ্তমী পরে অষ্টমী রাঃ ৫।৪৫ প্রাতঃ ৬।৪ রোহিণী ৮।৪ রাঃ

২৩ পুরুষোত্তম ২৪ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৬।৮ কৃষ্ণ নবমী দিবারাত্র মৃগশিরা নক্ষত্র রাত্রি ৮।৪৩।

২৪ পুরুষোত্তম ২৫ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৬।৭ কৃষ্ণ নবমী প্রাতঃ ৫।৫৭ আর্দ্রানক্ষত্র রাঃ ৯।৫৩।

২৫ পুরুষোত্তম ২৬ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৪৭ অস্ত ৬।৬ কৃষ্ণদশমী ৬।৪০ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ১১।২৯

২৬ পুরুষোত্তম ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার উদয় ৫।৪৮ অস্ত ৬।৫ কৃষ্ণ একাদশী ৭।৫২ পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ১।৩২ একাদশীর উপবাস।

২৭ পুরুষোত্তম ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী-বার উদয় ৫।৪৮ অস্ত ৬।৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৯।২৮ অশ্লেষা রাত্রি ৩।৫৫

২৮ পুরুষোত্তম ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৮ অস্ত ৬।৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১১।২১ মঘানক্ষত্র দিবারাত্র।

২৯ পুরুষোত্তম ৩০ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৪৯ অস্ত ৬।২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।২৫ মঘানক্ষত্র ৬।৩০ নিশিপালন।

৩০ পুরুষোত্তম ৩১ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৪৯ অস্ত ৬।১ অমাবস্যা ৩।২৭ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ৯।৬ বিশ্বকর্ম্মাপূজা।

উত্তর হৃষীকেশ ৪৩১। আশ্বিন ১৩২৪।

১৫ হৃষীকেশ ১ আশ্বিন ১৭ সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৪৯ অস্ত ৬।০ গৌর প্রতিপদ ৫।১৭ উত্তর ফল্গুনীনক্ষত্র ১১।৩৩

১৬ হৃষীকেশ ২ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫০ অস্ত ৫।৫৯ গৌর দ্বিতীয়া রাত্রি ৬।৪৯ হস্তানক্ষত্র ১।৪৪

১৭ হৃষীকেশ ৩ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫০ অস্ত ৫।৫৮ গৌর তৃতীয়া রাত্রি ৭।৫৫ চিত্রানক্ষত্র ৩।৩২

১৮ হৃষীকেশ ৪ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী-বার উদয় ৫।৫০ অস্ত ৫।৫৭ গৌর চতুর্থী রাত্রি ৮।৩২ স্বাতীনক্ষত্র ৪।৫০

১৯ হৃষীকেশ ৫ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গৌর পঞ্চমী রাত্রি ৮।৩৮ বিশাখা সন্ধ্যা ৫।৪০ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতার আবির্ভাব।

২০ হৃষীকেশ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫৫ গৌর ষষ্ঠী রাত্রি ৮।১৪ অনুরাধা সন্ধ্যা ৬।১ চর্পটা ষষ্ঠী।

২১ হৃষীকেশ ৭ আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার উদয় ৫।৫১ অস্ত ৫।৫৪ গৌর সপ্তমী রাত্রি ৭।২১ জ্যেষ্ঠা সন্ধ্যা ৫।৫০ ললিতা সপ্তমী।

২২ হৃষীকেশ ৮ আশ্বিন ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৫।৫৩ গৌর অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।৩ মূলানক্ষত্র ৫।১৬ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত দূর্ব্বাষ্টমী।

২৩ হৃষীকেশ ৯ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৫।৫২ গৌর নবমী ৪।২৩ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ৪।১৯ তালনবমী।

২৪ হৃষীকেশ ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫২ অস্ত ৫।৫১ গৌর দশমী ২।২৫ উত্তরাষাঢ়া ৩।৫

২৫ হৃষীকেশ ১১ আশ্বিন ২৭ সেপ্‌টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী-বার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৫।৫০ গৌর একাদশী ঘ ১২।১৪ শ্রবণা নক্ষত্র ১।৩৮ বিষ্ণুশৃঙ্খল। বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৬ হৃষীকেশ ১২ আশ্বিন ২৮ সেপ্‌টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৫।৪৯ গৌর দ্বাদশী ৯।৫৩ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ১২।২

২৭ হৃষীকেশ ১৩ আশ্বিন ২৯ সেপ্‌টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৩ অস্ত ৫।৪৮ গৌর ত্রয়োদশী ৭।২৮ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ৫।৩ শতভিষা নক্ষত্র ১০।২৩ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। অনন্ত চতুর্দ্দশী।

২৮ হৃষীকেশ ১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্‌টেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৭ গৌর পূর্ণিমা রাত্রি ২।৪৪ পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র ৮।৪৩

পদ্মনাভ ৪৩১ অক্টোবর ১৯১৭।

১ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ১অক্টোবর সোমবার উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাত্রি ১২।৩৫ উত্তরভাদ্রপদ ৭।১১ উর্জ্জাব্রতারম্ভ।

২ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ২ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫৪ অস্ত ৫।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রাত্রি ১০।৪০ অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ৪।৪৩

৩ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৩ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫৫ অস্ত ৫।৪৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাত্রি ৯।৪ ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ৩।৫৭

৪ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৫ অস্ত ৫।৪৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রাত্রি ৭।৫১ কৃত্তিকানক্ষত্র ৩।৩৩

৫ পদ্মনাভ ১৯ আশ্বিন ৫ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৬ অস্ত ৫।৪২ কৃষ্ণ পঞ্চমী রাত্রি ৭।৪ রোহিণী নক্ষত্র রাঃ ৩।৩৭

৬ পদ্মনাভ ২০ আশ্বিন ৬ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৫।৫৬ অস্ত ৫।৪১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ৬।৪৬ মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ৪।১০

৭ পদ্মনাভ ২১ আশ্বিন ৭ অক্টোবর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৫।৫৬ অস্ত ৫।৪০ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৭।১ আর্দ্রানক্ষত্র রাঃ ৫।১৩

৮ পদ্মনাভ ২২ আশ্বিন ৮ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৯ কৃষ্ণ অষ্টমী রাঃ ৭।৪৬ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র দিবারাত্র।

৯ পদ্মনাভ ২৩ আশ্বিন ৯ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৫।৫৭ অস্ত ৫।৩৮ কৃষ্ণ নবমী রাঃ ৯।০ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ৬।৪২

১০ পদ্মনাভ ২৪ আশ্বিন ১০ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৫।৫৮ অস্ত ৫।৩৭ কৃষ্ণ দশমী রাত্রি ১০।৩৮ পুষ্যানক্ষত্র ৮।৪০

১১ পদ্মনাভ ২৫ আশ্বিন ১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার উঃ ৫।৫৮ অঃ ৫।৩৬ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ১২।৩৪ অশ্লেষা ১১।০ একাদশীর উপবাস।

১২ পদ্মনাভ ২৬ আশ্বিন ১২ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৫।৫৮ অঃ ৫।৩৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাঃ ২।৪০ মঘা নক্ষত্র ১।৩২

১৩ পদ্মনাভ ২৭ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৫।৫৯ অঃ ৫।৩৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ ৪।৪৫ পূর্ব্বফল্গুনী ৪।৯

১৪ পদ্মনাভ ২৮ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৫।৫৯ অঃ ৫।৩৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী দিবারাত্র উত্তরফল্গুনী রাঃ ৬।৩৯

১৫ পদ্মনাভ ২৯ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।০ অঃ ৫।৩২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৬।৩৮ হস্তা রাঃ ৮।৫৫

১৬ পদ্মনাভ ৩০ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রত্যুম্নবার উঃ ৬।০ অঃ ৫।৩১ অমাবস্যা ৮।১১ চিত্রা রাঃ ১০।৪৮

১৭ পদ্মনাভ ৩১ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১ অস্ত ৫।৩০ গৌর প্রতিপদ ৯।২০ স্বাতী নক্ষত্র রাত্রি ১২।১১।

কার্ত্তিক ১৩২৪।

১৮ পদ্মনাভ ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।১ অঃ ৫।২৯ গৌর দ্বিতীয়া ৯।৫৯ বিশাখা রাঃ ১।৭।

১৯ পদ্মনাভ ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২ অঃ ৫।২৯ গৌর তৃতীয়া ১০।৭ অনুরাধা রাঃ ১।৩৬।

২০ পদ্মনাভ ৩ কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।২ অঃ ৫।২৮ গৌর চতুর্থী ৯।৪৫ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র রাঃ ১।৩৩।

২১ পদ্মনাভ ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৩ অঃ ৫।২৭ গৌর পঞ্চমী ৮।৫২ মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৫।

২২ পদ্মনাভ ৫ কার্ত্তিক ২২ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩ অঃ ৫।২৬ গৌর ষষ্ঠী ৭।৩৫ পরে সপ্তমী রাত্রি ৫।৫৬ পূর্ব্বষাঢ়া রাঃ ১২।১৬।

২৩ পদ্মনাভ ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রত্যুম্নবার উদয় ৬।৪ অঃ ৫।২৫ গৌর অষ্টমী রাঃ ৪।১ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র রাত্রি ১১।২।

২৪ পদ্মনাভ ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪ অঃ ৫।২৪ গৌর নবমী রাঃ ১।৫১ শ্রবণানক্ষত্র রাঃ ৯।৩৯।

২৫ পদ্মনাভ ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৫ অঃ ৫।২৪ গৌর দশমী রাঃ ১১।৩২ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র রাঃ ৮।৬ শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব।

২৬ পদ্মনাভ ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর শুক্রবার অঃ ৫।২৩ গৌর একাদশী রাত্রি ৯।৯ শতভিষা রাত্রি ৬।২৫ একাদশীর উপবাস।

২৭ পদ্মনাভ ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৬ অঃ ৫।২২ গৌর দ্বাদশী রাঃ ৬।৪৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ৪।৪৫। শ্রীগোস্বামি রঘুনাথ দাসের, শ্রীগোস্বামি রঘুনাথ ভট্টের, শ্রীগোস্বামি কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন। উর্জ্জাব্রতারম্ভ।

২৮ পদ্মনাভ ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৬ অঃ ৫।২২ গৌর ত্রয়োদশী ৪।২৯ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ৩।১১

২৯ পদ্মনাভ ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।৭ অঃ ৫।২১ গৌর চতুর্দ্দশী ২।২২ রেবতী নক্ষত্র ১।৪৮

৩০ পদ্মনাভ ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।৭ অঃ ৫।২০ পূর্ণিমা ১২।৩০ অশ্বিনী নক্ষত্র ১২।৩৭ শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের কৌমুদী রাস।

দামোদর ৪৩১।

১ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।৮ অঃ ৫।২০ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১০।৫৬ ভরণী নক্ষত্র ১১।৪৫

নবেম্বর ১৯১৭।

২ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নবেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৮ অঃ ৫।১৯ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।৪৬ কৃত্তিকানক্ষত্র ১১।১৬

৩ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নবেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৯ অঃ ৫।১৯ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৯।২ রোহিণী নক্ষত্র ১১।১৩

৪ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নবেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৯ অঃ ৫।১৮ কৃষ্ণ চতুর্থী ৮।৪৮ মৃগশিরানক্ষত্র ১১।৪০

৫ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নবেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।১০ অঃ ৫।১৭ কৃষ্ণপঞ্চমী ৯।৪ আর্দ্রা ১২।৩৬ শ্রীঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব

৬ দামোদর ১৯ কার্ত্তিক ৫ নবেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।১০ অঃ ৫।১৭ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৯।৫১ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ১।৫৯

৭ দামোদর ২০শে কার্ত্তিক ৬ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।১১ অঃ ৫।১৬ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।৯ পুষ্যানক্ষত্র ৩।৫২

৮ দামোদর ২১ কার্ত্তিক ৭ নবেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।১২ অঃ ৫।১৬ কৃষ্ণ অষ্টমী ১২।৫০ অশ্লেষা নক্ষত্র রাঃ ৬।৮

৯ দামোদর ২২ কার্ত্তিক ৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।১২ অঃ ৫।১৫ কৃষ্ণ নবমী ২।৪৯ মঘা নক্ষত্র রাঃ ৮।৩৮

১০ দামোদর ২৩ কার্ত্তিক ৯ নবেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।১৩ অঃ ৫।১৫ কৃষ্ণ দশমী সন্ধ্যা ৪।৫৭ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র রাঃ ১১।১৫

১১ দামোদর ২৪ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর শনিবার অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণ একাদশী রাঃ ৭।৪ উত্তর ফল্গুনী রাঃ ১।৪৭ একাদশীর উপবাস।

১২ দামোদর ২৫ কার্ত্তিক ১১ নবেম্বর রবিবার উঃ ৬।১৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাঃ ৮।৫৮ হস্তা রাঃ ৪।৭ শ্রীঠাকুর নরহরি সরকারের তিরোভাব।

১৩ দামোদর ২৬ কার্ত্তিক ১২ নবেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।১৫ অঃ ৫।১৪ কৃষ্ণত্রয়োদশী রাঃ ১০।৩৩ চিত্রা নক্ষত্র রাত্রিশেষ ৬।৭

১৪ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।১৫ অঃ ৫।১৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাঃ ১১।৪৩ স্বাতী নক্ষত্র দিবারাত্র

১৫ দামোদর ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নবেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।১৬ অঃ ৫।১৩ অমাবস্যা রাঃ ১২।২৩ স্বাতী নক্ষত্র ৭।৩৭

১৬ দামোদর ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নবেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।১৭ অঃ ৫।১২ গৌর প্রতিপদ রাঃ ১২।৩১ বিশাখা নক্ষত্র ৮।৪১ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা। বলিদৈত্যরাজ পূজা।

১৭ দামোদর ৩০ কার্ত্তিক ১৬ নবেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।১৮ অঃ ৫।১২ গৌর দ্বিতীয়া রাঃ ১২।১০ অনুরাধা নক্ষত্র ৯।১৫ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। শ্রীঠাকুর বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

অগ্রহায়ণ ১৩২৪।

১৮ দামোদর ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ নবেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।১৮ অঃ ৫।১২ গৌর তৃতীয়া রাঃ ১১।১৯ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ৯।২০

১৯ দামোদর ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নবেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।১৯ অঃ ৫।১১ গৌর চতুর্থী রাঃ ১০।৩ মূলা নক্ষত্র ৮।৫৭

২০ দামোদর ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।২০ অঃ ৫।১১ গৌর পঞ্চমী রাঃ ৮।২৪ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ৮।১২

২১ দামোদর ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।২১ অঃ ৫।১১ গৌর ষষ্ঠী রাঃ ৬।২৯ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ৭।৫

২২ দামোদর ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নবেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।২১ অঃ ৫।১০ গৌর সপ্তমী ৪।২১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ৪।১৪ শ্রীকাত্যায়নী ব্রত।

২৩ দামোদর ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নবেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।২২ অঃ ৫।১০ গৌর অষ্টমী ২।৪ শতভিষানক্ষত্র রাঃ ২।৩৫। গোষ্ঠাষ্টমী। গোপাষ্টমী। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর, শ্রীঠাকুর গদাধর দাসের ও পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নবেম্বর শুক্রবার উঃ ৬।২৩ গৌর নবমী ১১।৪৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ রাঃ ১২।৫৬ শ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা অক্ষয় নবমী।

২৫ দামোদর ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নবেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।২৪ অঃ ৫।৯ গৌর দশমী ৯।২২ উত্তরভাদ্রপদ রাঃ ১১।২১

২৬ দামোদর ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নবেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।২৪ গৌর একাদশী ৭।৮ পরে দ্বাদশী রাঃ ৫।৩ রেবতী রাঃ ৯।৫৪ ভীষ্মপঞ্চক। দ্বাদশীপক্ষে চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপন। উর্জ্জাব্রত সমাপন। একাদশীর উপবাস। কুলিয়ায় পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব।

২৭ দামোদর ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ নবেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।১০ গৌর ত্রয়োদশী রাঃ ৩।১৩ অশ্বিনী নক্ষত্র রাঃ ৮।৪০

২৮ দামোদর ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নবেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।২৫ অঃ ৫।১০ গৌর চতুর্দ্দশী রাঃ ১।৪৩ ভরণী ৭।৪৩ বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী ব্রত

২৯ দামোদর ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর বুধবার উদয় ৬।২৬ পূর্ণিমা ১২।৩৭ কৃত্তিকা ৭।৯ রাঃ। শ্রীগোস্বামী ভূগর্ভ ও পণ্ডিত কাশীশ্বরের তিরোভাব। পূর্ণিমা পক্ষে চাতুর্ম্মাস্য এবং উর্জ্জাব্রত সমাপন।

কেশব ৪৩১।

১ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নবেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।২৭ অঃ ৫।১০ কৃষ্ণ প্রতিপদ ১১।৫৭ রোহিণী নক্ষত্র ৬।৫৮ শ্রীঠাকুর সুন্দরানন্দের তিরোভাব।

২ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নবেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।২৭ অঃ ৫।১০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১১।৪৬ মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ৭।১৮

ডিসেম্বর ১৯১৭।

৩ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।২৮ অঃ ৫।১০ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১২।৭ আর্দ্রা নক্ষত্র রাঃ ৮।৭

৪ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।২৮ অঃ ৫।১০ কৃষ্ণ চতুর্থী ১২।৫৮ পুনর্ব্বসু রাঃ ৯।২৬

৫ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।২৯ অঃ ৫।১০ কৃষ্ণপঞ্চমী রাঃ ২।১৮ পুষ্যানক্ষত্র রাঃ ১১।১৪

৬ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।৩০ অঃ ৫।১১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৪।২ অশ্লেষা নক্ষত্র রাঃ ১।২৪

৭ কেশব ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।৩০ অঃ ৫।১১ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ শেষ ৬।৪ মঘা নক্ষত্র রাঃ ৩।৫২

৮ কেশব ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৩১ অঃ ৫।১১ কৃষ্ণঅষ্টমী দিবারাত্র পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র রাঃ শেষ ৬।২৮

৯ কেশব ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৩১ অঃ ৫।১১ কৃষ্ণ অষ্টমী ৮।১৫ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র দিবারাত্র

১০ কেশব ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩২ অস্ত ৫।১১ কৃষ্ণ নবমী ১০।২২ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ৯।৪

১১ কেশব ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৩৩ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ দশমী ১২।১৭ হস্তানক্ষত্র ১১।২৮

১২ কেশব ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩৩ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ একাদশী ১।৫২ চিত্রা ১।৩২ একাদশীর উপবাস।

১৩ কেশব ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩৪ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৩।১ স্বাতী ৩।১০ শ্রীকালীয় কৃষ্ণদাসের তিরোভাব।

১৪ কেশব ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর বুধবার উদয় ৬।৩৫ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩।৪০ বিশাখা ৪।১৯ শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৫ কেশব ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৬ অস্ত ৫।১২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৩।৪৮ অনুরাধা নক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১

১৬ কেশব ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৬ অস্ত ৫।১৩ অমাবস্যা ৩।২৫ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।১৩

১৭ কেশব ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৭ অস্ত ৫।১৩ গৌর প্রতিপদ ২।৩৪ মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৫৬

পৌষ ১৩২৪।

১৮ কেশব ১ পৌষ ১৬ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৩৮ অস্ত ৫।১৩ গৌর দ্বিতীয়া ১।১৭ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ৪।১৬

১৯ কেশব ২ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ বার উদয় ৬।৩৮ অস্ত ৫।১৩ গৌর তৃতীয়া ১১।৩৯ উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র ৩।১৪

২০ কেশব ৩ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩৯ অস্ত ৫।১৪ গৌর চতুর্থী ৯।৪৩ শ্রবণা ১।৫৮ শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

২১ কেশব ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪০ অস্ত ৫।১৪ গৌরপঞ্চমী ৭।৩৫ পরে ষষ্ঠী রাত্রি ৫।১৬ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ১২।২৮

২২ কেশব ৫ পৌষ ২০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৪১ অঃ ৫।১৪ গৌর সপ্তমী রাঃ ২।৫৭ শতভিষা নক্ষত্র ১০।৫২

২৩ কেশব ৬ পৌষ ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার উঃ ৬।৪১ গৌর অষ্টমী রাঃ১২।৩৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৯।১৩ কৃষ্ণের প্রাবরণোৎসব খুন্তীর মেলা।

২৪ কেশব ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৪২ অস্ত ৫।১৫ গৌর নবমী রাঃ ১০।২৪ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ৭।৩৭

২৫ কেশব ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৪৩ অঃ ৫।১৫ গৌর দশমী রাঃ ৮।২২ অশ্বিনীনক্ষত্র ৪।৫২

২৬ কেশব ৯ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।৪৩ গৌর একাদশী রাঃ ৬।৩৫ ভরণী নক্ষত্র রাঃ ৩।৫১ একাদশীর উপবাস।

২৭ কেশব ১০ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৬ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৮ কৃত্তিকা নক্ষত্র রাঃ ৩।১২

২৮ কেশব ১১ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৭ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৪ রোহিণী রাঃ ২।৫৫

২৯ কেশব ১২ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৪ অঃ ৫।১৮ চতুর্দ্দশী ৩।২৭ মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ৩।৯

৩০ কেশব ১৩ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৫ অঃ ৫।১৮ পূর্ণিমা ৩।২০ আর্দ্রা নক্ষত্র রাঃ ৩।৫১ শ্রীকৃষ্ণের হিমাংশুকোৎসব

নারায়ণ ৪৩১।

১ নারায়ণ ১৪ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৫ অঃ ৫।১৯ কৃষ্ণ প্রতিপদ ৩।৪৪ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র রাঃ ৫।৩

২ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৪৫ অঃ ৫।২০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।৩৯ পুষ্যানক্ষত্র রাঃ শেষ ৬।৪২

৩ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।৪৫ অঃ ৫।২০ কৃষ্ণ তৃতীয়া রাঃ ৬।২ অশ্লেষা নক্ষত্র দিবারাত্র

জানুয়ারী ১৯১৮।

৪ নারায়ণ ১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।৪৬ অঃ ৫।২১ কৃষ্ণচতুর্থী রাঃ ৬।৪৮ অশ্লেষা নক্ষত্র ৮।৪৮

৫ নারায়ণ ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।৪৬ অঃ ৫।২২ কৃষ্ণপঞ্চমী রাঃ ৯।৫১ মঘা নক্ষত্র ১১।১২

৬ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৬ অঃ ৫।২৩ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রাঃ ১২।২ পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্র ১।৪৮

৭ নারায়ণ ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৬ অঃ ৫।২৩ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ২।৯ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ৪।২৪

৮ নারায়ণ ২১ পৌষ ৫ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৬ অঃ ৫।২৪ কৃষ্ণ অষ্টমী রাঃ ৪।৩ হস্তা নক্ষত্র রাঃ ৬।৫০

৯ নারায়ণ ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৪৭ অঃ ৫।২৫ কৃষ্ণ নবমী রাঃ শেষ ৫।৩৬ চিত্রানক্ষত্র রাঃ ৯।০

১০ নারায়ণ ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উঃ ৬।৪৭ অঃ ৫।২৫ কৃষ্ণদশমী রাঃ শেষ ৬।৪৩ স্বাতী নক্ষত্র রাঃ ১০।৪৫

১১ নারায়ণ ২৪ পৌষ ৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উঃ ৬।৪৭ অঃ ৫।২৬ কৃষ্ণ একাদশী দিবারাত্র বিশাখা নক্ষত্র রাঃ ১২।৩

১২ নারায়ণ ২৫ পৌষ ৯ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার অঃ ৫।২৭ কৃষ্ণ একাদশী ৭।১৯ অনুরাধা নক্ষত্র রাঃ ১২।৫০ একাদশীর উপবাস।

১৩ নারায়ণ ২৬ পৌষ ১০ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার কৃষ্ণ দ্বাদশী ৭।২৫ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র রাঃ১।৯ শ্রীপণ্ডিত দেবানন্দের তিরোভাব।

১৪ নারায়ণ ২৭ পৌষ ১১জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ৬।৪৮ অঃ৫।২৮ কৃষ্ণত্রয়োদশী ৭।০ মূলা রাঃ ১২।৫৭ মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৫ নারায়ণ ২৮ পৌষ ১২ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।২৯ অমাবস্যা রাত্রি ৪।৪৮ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১২।২২

১৬ নারায়ণ ২৯ পৌষ ১৩ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।২৯ গৌর প্রতিপদ রাত্রি ৩।৮ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র রাঃ ১১।২৩

মাঘ ১৩২৪।

১৭ নারায়ণ ১ মাঘ ১৪ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩০ গৌর দ্বিতীয়া ১।১১ শ্রবণানক্ষত্র রাঃ ১০।১০

১৮ নারায়ণ ২ মাঘ ১৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার গৌর তৃতীয়া রাঃ ১১।২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাঃ ৮।৪৩ শ্রীজীব গোস্বামীর তিরোভাব।

১৯ নারায়ণ ৩ মাঘ ১৬ জানুয়ারী বুধবার গৌর চতুর্থী রাঃ ৮।৪৪ শতভিষা রাঃ ৭।৮ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরায়ণ বা শাল্যোদনী যাত্রা।

২০ নারায়ণ ৪ মাঘ ১৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩২ গৌর পঞ্চমী রাঃ ৬।২৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫।২৯

২১ নারায়ণ ৫ মাঘ ১৮ জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৮ অস্ত ৫।৩২ গৌর ষষ্ঠী ৪।৩ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র ৩।৫১

২২ নারায়ণ ৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৯ অস্ত ৫।৩৩ গৌর সপ্তমী ১।৫১ রেবতী নক্ষত্র ২।২০

২৩ নারায়ণ ৭ মাঘ ২০ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৪৯ অস্ত ৫।৩৩ গৌর অষ্টমী ১১।৪৯ অশ্বিনীনক্ষত্র ১।২

২৪ নারায়ণ ৮ মাঘ ২১ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৯ অস্ত ৫।৩৪ গৌর নবমী ১০।৪ ভরণী নক্ষত্র ১১।৫৬

২৫ নারায়ণ ৯ মাঘ ২২ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪৯ অঃ ৫।৩৪ গৌর দশমী ৮।৩৮ কৃত্তিকা নক্ষত্র ১১।১২

২৬ নারায়ণ ১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উঃ ৬।৪৮ অঃ ৫।৩৫ গৌর একাদশী ৭।৩৫ রোহিণী নক্ষত্র ১০।৫০ একাদশীর উপবাস।

২৭ নারায়ণ ১১ মাঘ ২৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার উঃ ৬।৪৮ অঃ ৫।৩৬ গৌর দ্বাদশী ৭।১ মৃগশিরা নক্ষত্র ১০।৫৬ শ্রীপণ্ডিত জগদীশের তিরোভাব।

২৮ নারায়ণ ১২ মাঘ ২৫ জানুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৮ অঃ ৫।৩৭ গৌর ত্রয়োদশী ৬।৫৬ আর্দ্রা ১১।৩১

২৯ নারায়ণ ১৩ মাঘ ২৬ জানুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উঃ ৬।৪৮ অঃ ৫।৩৮ গৌর চতুর্দ্দশী ৭।২২ পুনর্ব্বসু ১২।৩৭

৩০ নারায়ণ ১৪ মাঘ ২৭ জানুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উঃ ৬।৪৭ অঃ ৫।৩৮ পূর্ণিমা ৮।২৫ পুষ্যা ২।৮ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

মাধব ৪৩১।

১ মাধব ১৫ মাঘ ২৮ জানুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৭ অস্ত ৫।৩৯ কৃষ্ণপ্রতিপদ ৯।৪৪ অশ্লেষা নক্ষত্র ৪।৮।

২ মাধব ১৬ মাঘ ২৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪৬ অস্ত ৫।৪০ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ১১।৩১ মঘানক্ষত্র রাত্রি ৬।২৯।

৩ মাধব ১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী বুধবার উদয় ৬।৪৬ অস্ত ৫।৪১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১।৩৪ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ৯।২ কবিরাজ রামচন্দ্রের তিরোভাব।

৪ মাধব ১৮ মাঘ ৩১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৬ অস্ত ৫।৪১ কৃষ্ণচতুর্থী ৩।৪৪ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র রাত্রি ১১।৩৯।

ফেব্রুয়ারী ১৯১৮।

৫ মাধব ১৯ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৫ অস্ত ৫।৪২ কৃষ্ণপঞ্চমী সন্ধ্যা ৫।৫০. হস্তানক্ষত্র রাত্রি ২।৮।

৬ মাধব ২০ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪৫ অস্ত ৫।৪৩ কৃষ্ণষষ্ঠী রাত্রি ৭।৪২ চিত্রা নক্ষত্র রাঃ ৪।২২।

৭ মাধব ২১ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৪৪ অস্ত ৫।৪৩ কৃষ্ণ সপ্তমী রাঃ ৯।১১ স্বাতি নক্ষত্র রাঃ শেষ ৬।১৪।

৮ মাধব ২২ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪৪ অস্ত ৫।৪৪ কৃষ্ণ অষ্টমী রাঃ ১০।১৫ বিশাখা নক্ষত্র দিবারাত্র।

৯ মাধব ২৩ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪৪ অস্ত ৫।৪৫ কৃষ্ণ নবমী রাঃ ১০।৪৭ বিশাখা নক্ষত্র ৭।৩৬।

১০ মাধব ২৪ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৪৩ অস্ত ৫।৪৫ কৃষ্ণ দশমী রাঃ ১০।৪৮ অনুরাধা নক্ষত্র ৮।৩০।

১১ মাধব ২৫ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার উদয় ৬।৪৩ অস্ত ৫।৪৬ কৃষ্ণ একাদশী রাত্রি ১০।২০ জ্যেষ্ঠানক্ষত্র ৮।৫৬ একাদশীর উপবাস।

১২ মাধব ২৬ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৪২ অস্ত ৫।৪৬ কৃষ্ণ দ্বাদশী রাঃ ৯।২৩ মূলানক্ষত্র ৮।৫১।

১৩ মাধব ২৭ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৪২ অস্ত ৫।৪৭ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রাঃ ৮।১ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ৮।২১।

১৪ মাধব ২৮ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৪১ অস্ত ৫।৪৮ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রাত্রি ৬।১৮ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ৭।২৮ শ্রীগোস্বামী জয়দেবের, ঠাকুর লোচনের ও ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাব।

১৫ মাধব ২৯ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪১ অস্ত ৫।৪৮ অমাবস্যা ৪।১৯ ধনিষ্ঠানক্ষত্র ৪।৫৩।

১৬ মাধব ৩০ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৪০ অস্ত ৫।৪৯ গৌর প্রতিপদ ২৮ শতভিষা নক্ষত্র রাত্রি ৩।১৮।

ফাল্গুন ১৩২৪।

১৭ মাধব ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৩৯ অস্ত ৫।৪৯ গৌর দ্বিতীয়া ১১।৪৯ পূর্ব্বভাদ্র পদ নক্ষত্র রাঃ ১।৩৮।

১৮ মাধব ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৯ অস্ত ৫।৫০ গৌরতৃতীয়া ৯।২৭ উত্তরভাদ্রপদ রাঃ ১১।৫৯

১৯ মাধব ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার উদয় ৬।৩৮ গৌর চতুর্থী ৭।৬ রেবতী রাত্রি ১০।২৬ শ্রীগোস্বামী রঘুনাথ দাসের ও ঠাকুর রঘুনন্দনের আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব। শ্রীমায়াপুরে মহোৎসব।

২০ মাধব ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৮ অস্ত ৫।৫১ গৌর ষষ্ঠী রাত্রি ২।৫৩ অশ্বিনী নক্ষত্র রাত্রি ৯।৪।

২১ মাধব ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার উদয় ৬।৩৭ গৌর সপ্তমী রাঃ ১।৬ ভরণী রাঃ ৭।৫৩। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব।

২২ মাধব ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৩৬ অস্ত ৫।৫২ গৌর অষ্টমী রাঃ ১১।৪০ কৃত্তিকা নক্ষত্র রাত্রি ৭।৪।

২৩ মাধব ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার গৌর নবমী রাঃ ১০।৩৯ রোহিণী নক্ষত্র রাঃ ৬।৩৯। শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব।

২৪ মাধব ৮ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।৩৫ অঃ ৫।৫৩ গৌর দশমী রাত্রি ১০।৫ মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ৬।২৫।

২৫ মাধব ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার উদয় ৬।৩৫ গৌর একাদশী রাঃ ১০।০ আর্দ্রা রাঃ ৭।৪ ভৈমী একাদশী।

২৬ মাধব ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার উদয় ৬।৩৪ অঃ ৫।৫৪ গৌর দ্বাদশী রাঃ ১০।২৭ পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাঃ ৮।৩ বরাহ দ্বাদশীর উপবাস।

২৭ মাধব ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৩৩ অঃ ৫।৫৪ গৌর ত্রয়োদশী রাঃ ১১।২৪ পুষ্যানক্ষত্র রাঃ ৯।২৭ শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে বসন্ত গানোৎসব। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ মাধব ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৩২ অঃ ৫।৫৫ গৌর চতুর্দ্দশী রাঃ ১২।৪৯ অশ্লেষা নক্ষত্র রাঃ ১১।২১।

২৯ মাধব ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার সঙ্কর্ষণ বার উদয় ৬।৩১ অঃ ৫।৫৬ পূর্ণিমা রাঃ ২।৩৬ মঘা রাঃ ১।৩৮ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

গোবিন্দ ৪৩১।

১ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩০ অঃ ৫।৫৬ কৃষ্ণ প্রতিপদ রাঃ ৪।৩৮ পূর্ব্বফল্গুনী রাঃ ৪।৮।

২ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।২৯ অঃ ৫।৫৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া দিবারাত্র উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র দিবানিশি।

৩ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।২৯ অঃ ৫।৫৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৬।৪৫ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ৬।৪৫।

মার্চ্চ ১৯১৮।

৪ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২৮ অঃ ৫।৫৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৮।৪৮ হস্তানক্ষত্র ৯।১৬।

৫ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।২৭ অঃ ৫।৫৮ কৃষ্ণ চতুর্থী ১০।৩৭ চিত্রা ১১।৩৫।

৬ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।২৬ অঃ ৫।৫৯ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১২।৩ স্বাতী ১।৩২।

৭ গোবিন্দ ২০ ফাল্গুন ৪ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।২৫ অঃ ৫।৫৯ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১।৪ বিশাখা ২।৫৯

৮ গোবিন্দ ২১ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।২৪ অস্ত ৬।০ কৃষ্ণ সপ্তমী ১।৩২ অনুরাধা নক্ষত্র ৪।১

৯ গোবিন্দ ২২ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয়৬।২৩ অস্ত ৬।০ কৃষ্ণ অষ্টমী ১।৩০ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ৪।৩২

১০ গোবিন্দ ২৩ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।২২ অস্ত ৬।১ কৃষ্ণ নবমী ১২।৫৭ মূলা নক্ষত্র ৪।৩৪

১১ গোবিন্দ ২৪ ফাল্গুন ৮ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।২১ অস্ত ৬।১ কৃষ্ণ দশমী ১১।৫৭ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ৪।৯

১২ গোবিন্দ ২৫ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয়৬।২০ অস্ত ৬।২ কৃষ্ণ একাদশী ১০।৩২ উত্তরাষাঢ়া ৩।২২ একাদশীর উপবাস।

১৩ গোবিন্দ ২৬ শে ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।১৯ অস্ত ৬।২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৮।৪৭ শ্রবণা নক্ষত্র ২।১৩

১৪ গোবিন্দ ২৭ ফাল্গুন ১১ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণ বার উদয় ৬।১৮ অস্ত ৬।৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৬।৪৫ চতুর্দ্দশী ৪।৩২ রাত্র ধনিষ্ঠা ১২।৫২

১৫ গোবিন্দ ২৮ ফাল্গুন ১২ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।১৭ অস্ত ৬।৩ অমাবস্যা রাত্র ২।১০ শতভিষানক্ষত্র ১১।২০

১৬ গোবিন্দ ২৯ শে ফাল্গুন ১৩ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১৬ অস্ত ৬।৩ গৌর প্রতিপদ ১১।৪৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র ৯।৪০

১৭ গোবিন্দ ৩০ ফাল্গুন ১৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।১৫ অস্ত ৬।৪ গৌর দ্বিতীয়া ৯।২৫ উত্তরভাদ্রপদ ৮।০

চৈত্র ১৩২৪।

১৮ই গোবিন্দ ১ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার ৬।৪ গৌর তৃতীয়া ৭।১০ রেবতী নক্ষত্র প্রাতঃ ৬।২৫ পরে অশ্বিনী রাত্রি ৪।৫৯

১৯ গোবিন্দ ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।১৩ অস্ত ৬।৫ গৌর চতুর্থী ৫।৮ ভরণী রাত্রি ৩।৪৬

২০ গোবিন্দ ৩ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ রবিবার উদয় ৬.১২ অঃ৬।৫গৌরপঞ্চমী ৩।২১ কৃত্তিকা রাঃ ২।৫০ শ্রীঠাকুর পুরুষোত্তমের তিরোভাব।

২১ গোবিন্দ ৪ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।১১ অঃ ৬।৬ গৌর ষষ্ঠী ১।৫৫ রোহিণী নক্ষত্র রাঃ ২।১৭।

২২ গোবিন্দ ৫ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ, মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।১০ অঃ ৬।৬ গৌর সপ্তমী ১২।৫৩ মৃগশিরা নক্ষত্র রাঃ ২।৮।

২৩ গোবিন্দ ৬ চৈত্র ২০ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।১ অঃ ৬।৬ গৌর অষ্টমী ১২।১৭ আর্দ্রা নক্ষত্র রাঃ ২।৩১

২৪ গোবিন্দ ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ীবার উদয় ৬।৮ অঃ ৬।৭ গৌর নবমী ১২।১২ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র রাঃ ৩।২২

২৫ গোবিন্দ ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ শুক্রবার গর্ভোদশায়ীবার উদয় ৬।৭ অঃ ৬।৭ গৌর দশমী ১২।৩৮ পুষ্যানক্ষত্র রাঃ ৪।৪২

২৬ গোবিন্দ ৯ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ শনিবার ক্ষীরোদশায়ীবার উদয় ৬।৬ অঃ ৬।৮ গৌর একাদশী ১।৩৫ অশ্লেষা দিবারাত্র। একাদশীর উপবাস।

২৭ গোবিন্দ ১০ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ রবিবার বাসুদেববার উদয় ৬।৫ অঃ ৬।৮ গৌর দ্বাদশী ২।৫৭ অশ্লেষা প্রাতঃ ৬।৩০ শ্রীগোস্বামী মাধবেন্দ্র পুরীর ও গোস্বামী হৃদয়ানন্দের তিরোভাব। শ্রীঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব।

২৮ গোবিন্দ ১১ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ সোমবার সঙ্কর্ষণবার উদয় ৬।৪ অঃ ৬।৮ গৌর ত্রয়োদশী ৪।৪৩ মঘানক্ষত্র ৮।৪১

২৯ গোবিন্দ ১২ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রদ্যুম্নবার উদয় ৬।৩ অঃ ৬।৯ গৌর চতুর্দ্দশী রাত্রি ৬।৪৩ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র ১১।১০

৩০ গোবিন্দ ১৩ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ বুধবার অনিরুদ্ধবার উদয় ৬।২ অঃ ৬।৯ গৌর পূর্ণিমা রাঃ ৮।৫০ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্র ১।৪৬ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। শ্রীশ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীযোগপীঠ গৌরজন্মভিটায় মহাপ্রভুর জন্মোৎসব। পূর্ণিমান্তে শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২ আরম্ভ।

—*—

বর্ষশেষ।

আমাদের পরমোপাস্য সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের অসীম নির্হেতুক কৃপাবলে আজ শ্রীপত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় ঊনবিংশবর্ষ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় নিজজনের সকল ভঙ্গী আমরা ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জীব সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলেও তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া দেখাইয়া দেন। কৃষ্ণানুশীলন ও দুঃসঙ্গত্যাগ একাধারে উদয় না হইলে শুদ্ধা ভক্তি প্রকট হন না। কুসঙ্গ বর্জ্জনই নিঃসঙ্গ এবং সজ্জন সঙ্গই কুসঙ্গ বর্জ্জনের উপায় এবং উপেয়।

এই বর্ষে শ্রীমুরারির কড়চা ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাকৃত রসোদয় চেষ্টা ভক্তিমার্গে অনুকূল নহে দেখাইবার জন্য শ্রীপত্রিকার উক্তি, প্রাকৃত রস শতদূষণী, প্রতিবন্ধক, ভাই সহজিয়া প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত গর্ভস্তোত্র, কার্পণ্য পঞ্জিকার অনুবাদ, বাউল সঙ্গীত প্রভৃতি কতিপয় অপ্রচারিত প্রবন্ধ ও শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন। গুরু স্বরূপ, আমার প্রভুর কথা, বৈষ্ণবের বিষয়, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণসেবা, নাম নামাভাস ও নামাপরাধ প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ৪৩১ শ্রীচৈতন্যপ্রকটাতীতাব্দের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা শ্রীপত্রিকায় প্রচারিত হইল।

তোষণীতে প্রকটিত অপ্রাকৃত প্রবন্ধ গুলিকে নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী কেহই যেন অনাদর না করেন। অবশ্যই রোগী প্রাকৃত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হিতাহিত বিবেক রহিত হইয়া ঔষধের নিন্দা করেন, সুপথ্যের অমর্য্যাদা করেন কিন্তু উহাই তাঁহার একমাত্র সেব্য জানিলে প্রাকৃত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হরি সেবা লাভ করিতে পারেন। একটী শিক্ষকের অভাব হইলে তাঁহার স্থানে পুনরায় শিক্ষক আসেন একথা হিতাহিত-জ্ঞানহীন শিশু বুঝিয়াও বুঝে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বসূর্য্য প্রাকৃত মেঘদ্বারা দ্রষ্টার নিকট আচ্ছাদিত হইলেও সূর্য্যের অনধিষ্ঠান প্রমাণিত হয় না। সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ। চৈতন্য প্রসাদেই কোন জীব মিছা ভক্ত কেহ বা নিষ্কপট। বর্ষান্তে [illegible]।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥